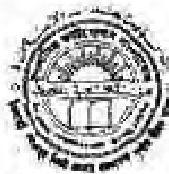
সুনানু ইবনে মাজাহ্

প্রথম খণ্ড

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী

মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ্
মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক
অনূদিত

ডঃ আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম
সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

سنن ابن ماجه

সুনানু ইবনে মাজাহ্

প্রথম খণ্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নতের অনুসরণ

١ - بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নতের অনুসরণ

١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا اَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে বিষয়ে আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি, তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যে বিষয়ে আমি তোমাদের নিষেধ করেছি, সে থেকে তোমরা বিরত থাক।

٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : اَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَخُذُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَانْتَهُوْا .

২ আবূ আবদুল্লাহ্ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যতক্ষণ আমি তোমাদের কাছে কোন কিছু প্রকাশ করিনি, সে বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো না। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নবী-রাসূলগণের সংগে মতবিরোধের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং আমি যখন কোন বিষয়ের নির্দেশ দেই, তোমরা যথাসাধ্য তা গ্রহণ কর এবং যে বিষয় থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করি, তা থেকে বিরত থাক।

٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ .

৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল, সে আল্লাহরই অনুসরণ করল, আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে তো আল্লাহ্র নাফরমানী করল।

٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) حَدِيثًا لَمْ يَعْدُهُ وَلَمْ يَقْصُرْ دُونَهُ .

৪ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র)...... আবূ জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইবন 'উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যখন কোন হাদীস শুনতেন, তাতে তিনি কিছু বাড়াতেন না এবং তা থেকে কিছু কমাতেনও না।

٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَفْطَسُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ (ص) وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ فَقَالَ الْفَقْرَ تَخَافُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا حَتَّى لَا يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاغَةً إِلَّا هِيَهْ وَايْمُ اللّٰهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ. قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : صَدَقَ وَاللّٰهِ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) تَرَكَنَا ، وَاللّٰهِ ، عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ.

৫ হিশাম ইবন আম্মার দিমাশকী (র)....., আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা পরস্পরে দারিদ্র সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম এবং আমরা সে বিষয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট বেরিয়ে এসে বললেন ঃ তোমরা দারিদ্রকে ভয় করছ? সেই মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের উপর দুনিয়া অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করবে, এমনকি তোমাদের অন্তর কেবল দুনিয়ার দিকেই আকৃষ্ট করে ফেলবে। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের পরিচ্ছন্ন অন্তর বিশিষ্ট অবস্থায় রেখে যাচ্ছি, যার রাতদিন (উজ্জ্বলতায়) সমান।

আবূ দারদা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঠিকই বলেছেন। তিনি আমাদের পরিচ্ছন্ন অন্তর অবস্থায় রেখে গেছেন, যার রাত ও দিন (উজ্জ্বলতায়) সমান।

٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ .

৬ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)........ মু'আবিয়া ইবনে কুররাহ–এর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মাঝে থেকে একদল কিয়ামত পর্যন্ত (শত্রুপক্ষের উপর) সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে। যে তাদের লাঞ্ছিত করতে চায়, সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٧ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةٌ عَلَى أَمْرِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا .

৭ আবূ 'আবদুল্লাহ্ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মত থেকে একদল সর্বদা আল্লাহ্র উপর অবিচল থাকবে, বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيْحٍ ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ زُرْعَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيَّ ، وَكَانَ قَدْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ لَا يَزَالُ اللّٰهُ يَغْرِسُ فِيْ هٰذَا الدِّيْنِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِيْ طَاعَتِهِ .

৮ আবূ 'আবদুল্লাহ্ (র)... আবূ ই'নাবা খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে উভয় কিবলার দিকেই সালাত আদায় করেছিলেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ সর্বদা এই দীনের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করতে থাকবেন, যাদের তিনি তাঁর আনুগত্যের জন্য নিয়োজিত রাখবেন।

٩ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ نَافِعٍ ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيْبًا فَقَالَ : أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا وَطَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرُوْنَ عَلَى النَّاسِ ، لَا يُبَالُوْنَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ .

৯ ই'য়াকূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)....... শু'আয়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মু'আবিয়া (রা) খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমাদের উলামা সম্প্রদায় কোথায়? তোমাদের উলামা সম্প্রদায় কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে একদল সর্বদা লোকদের উপর বিজয়ী থাকবে। তারা তাদের লাঞ্ছনাকারী ও সাহায্যকারী কারো পরোয়া করবে না।

١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُوْرِيْنَ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّٰهِ ، عَزَّ وَجَلَّ .

১০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মত থেকে একদল লোক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

١١ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ (عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ) ثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَالِدًا يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) فَخَطَّ خَطًّا ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَخَطَّ

خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ - ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ فَقَالَ هٰذَا سَبِيلُ اللّٰهِ - ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ (وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ) ۔

১১ আবূ সা'য়ীদ (আবদুল্লাহ্ ইবন সায়ীদ) (র)...... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথমে একটি সোজা রেখা টানলেন এবং তার ডানদিকে দুটো রেখা টানলেন এবং বাঁ দিকেও দুটো রেখা টানলেন। এরপর তিনি রেখার মধ্যবর্তীস্থানে হাত রেখে বললেন ঃ এটা আল্লাহ্‌র রাস্তা। এরপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ

"এবং এ পথ-ই সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না। করলে, তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে।" (৬ ঃ ১৫৩)

٢ - بَابُ تَعْظِيْمِ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَالتَّغْلِيْظِ عَلٰى مَنْ عَارَضَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের মর্যাদা দান এবং যে এর বিরোধিতা করে, তার প্রতি কঠোরতা

١٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ الْكِنْدِيِّ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ يُوْشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِيْ فَيَقُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ . اَلَا وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ

১২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)....... মিকদাম ইবন মা'দীকারিব কিনদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে এক ব্যক্তি তার খাটের উপর আসনে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে এবং তার কাছে আমার হাদীস বর্ণনা করা হবে। তখন সে বলবে ঃ আমাদের ও তোমাদের মাঝে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে। সুতরাং এর মাঝে আমরা যা কিছু হালাল পাব, তাকেই আমরা হালাল মনে করব, আর এর মাঝে আমরা যা কিছু হারাম পাব, আমরা তাকেই হারাম বলে গণ্য করব। (তিনি আরো বলেন ঃ) জেনে রাখ! নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা কিছু হারাম করেছেন, তা আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুরই অনুরূপ।

١٣ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - فِيْ بَيْتِهِ - اَنَا سَأَلْتُهُ ، عَنْ سَالِمٍ اَبِي النَّضْرِ ثُمَّ مَرَّ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ : اَوْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِيْ رَافِعٍ ، عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لَا اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهِ ، يَأْتِيْهِ الْاَمْرُ مِمَّا اَمَرْتُ بِهِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ ، فَيَقُوْلُ ، لَا اَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ اتَّبَعْنَاهُ

১৩ নাসর ইবন 'আলী জাহ্যামী (র).....আবূ রা'ফি (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি যেন তোমাদের মাঝে কাউকে এমন না পাই যে, সে তার খাটের উপর ঠেস্ দিয়ে বসে থাকবে। আর আমি যা আদেশ দিয়েছি অথবা যা থেকে নিষেধ করেছি, তা তার কাছে পৌছলে সে তখন বলবে ঃ এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে যা পেয়েছি, তারই অনুসরণ করি।

١٤ حَدَّثَنَا اَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَهُوَ رَدٌّ .

১৪ আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন 'উসমান 'উসমানী (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমাদের এ দীনের মাঝে যদি কেউ এমন কিছু উদ্ভাবন করে, যা এর থেকে নয়, তা পরিত্যাজ্য।

١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لاَ تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ اَنْ يُصَلِّيْنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ : اِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ . فَقَالَ ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا ، وَقَالَ : اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَتَقُوْلُ : اِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ ؟

১৫ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া নিশাপুরী (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দীদের (মহিলাদের) মসজিদে সালাত আদায় করতে মানা করো না। তখন ইবন 'উমর (রা)-এর এক পুত্র বললেন ঃ আমরা অবশ্যই তাদের নিষেধ করব। রাবী বলেন ঃ এতে তিনি ভয়ানক রাগান্বিত হয়ে বললেন ঃ আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করছি, অথচ তুমি বলছ যে, আমরা অবশ্যই তাদের নিষেধ করব?

١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ ، اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ : اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِيْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ ، فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ : سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ ، فَاَبٰى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ ، اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ قَالَ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللّٰهِ ، اِنِّيْ لَاَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْ ذٰلِكَ - (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا) .

১৬ মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ ইবন মুহাজির মিসরী (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক আনসারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে যুবায়র (রা)-এর সংগে খেজুর বাগানে পানি সরবরাহ নিয়ে ঝগড়া করল। আনসারী বলল ঃ পানি প্রবাহিত হতে দাও। কিন্তু তিনি (যুবায়র) এতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হে যুবায়র! নিজের বাগানে পানি দেওয়ার পরে তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দাও। কথা শুনে আনসারী রাগান্বিত হয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার ফুফাত ভাই হওয়ার কারণে এরূপ (ফায়সালা দিলেন)? এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন ঃ হে যুবায়র! নিজের বাগানে পানি দাও। এরপর তা বন্ধ করে দাও। যতক্ষণ না তা বৃক্ষমূলে পৌঁছে। রাবী বলেন, তখন যুবায়র (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমার মনে হয়, নিম্নোক্ত আয়াতটি এ ঘটনাকে উপলক্ষ করেই নাযিল হয়েছে ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰي يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

"কিন্তু না তোমার প্রতিপালকের কসম! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তারা তা মেনে না নেয়।" (৪ ঃ ৬৫)

١٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاَبُوْ عَمْرٍو حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا اِلٰى جَنْبِهِ ابْنُ اَخٍ لَهُ فَخَذَفَ ، فَنَهَاهُ وَقَالَ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) نَهٰى عَنْهَا ، وَقَالَ اِنَّهَا لاَ تَصِيْدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكِيْ عَدُوًّا – وَاِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ . قَالَ ، فَعَادَ ابْنُ اَخِيْهِ يَخْذِفُ . فَقَالَ : اُحَدِّثُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) نَهٰى عَنْهَا ، عُدْتَ ثُمَّ تَخْذِفُ ؟ لاَ اُكَلِّمُكَ اَبَدًا .

১৭ আহমদ ইব্ন সাবিত জাহদারী ও আবূ 'আমর হাফস ইব্ন 'উমর (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তাঁর কাছে তাঁর এক ভাতিজা বসা ছিল। সে তখন কংকর নিক্ষেপ করছিল। তিনি তাকে তা থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বললেন ঃ এতে না শিকার করা হয়, আর না শত্রু পরাভূত হয়, বরং এতো দাঁত ভেঙ্গে দেয় অথবা চক্ষু নষ্ট করে দেয়। রাবী বলেন ঃ তার ভাইপো পুনরায় পাথর নিক্ষেপ করলে তিনি [ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা)] বলেন ঃ আমি তোমাকে হাদীস শুনাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। অথচ তুমি এরপরও কংকর নিক্ষেপ করছ? আমি তোমার সাথে আর কখনও কথা বলব না।

١٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنِيْ بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ ، عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ قَبِيْصَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ الْاَنْصَارِيَّ ، النَّقِيْبَ ، صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) غَزَا ، مَعَ مُعَاوِيَةَ ، اَرْضَ

الرُّوْمِ – فَنَظَرَ اِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُوْنَ كِسَرَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيْرِ ، وَكِسَرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ . فَقَالَ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ ، اِنَّكُمْ تَأْكُلُوْنَ الرِّبَا . سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : لاَ تَبْتَاعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلاَ نَظِرَةَ . فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : يَا اَبَا الْوَلِيْدِ ، لاَ اَرَى الرِّبَا فِيْ هٰذَا اِلاَّ مَا كَانَ مِنْ نَظِرَةٍ – فَقَالَ عُبَادَةُ : اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَتُحَدِّثُنِيْ عَنْ رَأْيِكَ لَئِنْ اَخْرَجَنِيَ اللّٰهُ لاَ اُسَاكِنُكَ بِاَرْضٍ لَكَ عَلَيَّ فِيْهَا اِمْرَةٌ . فَلَمَّا قَفَلَ لَحِقَ بِالْمَدِيْنَةِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا اَقْدَمَكَ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ ؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكَنَتِهِ . فَقَالَ : ارْجِعْ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ اِلَى اَرْضِكَ . فَقَبَحَ اللّٰهُ اَرْضًا لَسْتَ فِيْهَا وَاَمْثَالُكَ . وَكَتَبَ اِلَى مُعَاوِيَةَ : لاَ اِمْرَةَ لَكَ عَلَيْهِ وَاحْمِلِ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ . فَاِنَّهُ هُوَ الْاَمْرُ .

১৮ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... কা'বীসা (রা) থেকে বর্ণিত। উবাদা ইবন সামিত আনসারী (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী ও নকীব ছিলেন। তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর সংগে রোমের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তখন তিনি লোকদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পান যে, তারা সোনার টুকরাকে দীনারের পরিবর্তে এবং রূপার টুকরাকে দিরহামের পরিবর্তে ক্রয়-বিক্রয় করছে। তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! বস্তুতঃ তোমরা তো (এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে) সুদ খাচ্ছো। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করো না, তবে যদি তা সমান সমান হয়, কিন্তু উভয়ের মাঝে অতিরিক্ত থাকবে না এবং বাকীতেও হবে না। তখন মু'আবিয়া (রা) তাকে বললেন ঃ হে আবূ ওয়ালীদ! আমি তো এতে সুদের কোন কিছু দেখছি না, তবে যদি এতে লেন-দেন বাকীতে হয়। তখন 'উবাদা (রা) বললেন ঃ আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করছি, অথচ তুমি আমার নিকট তোমার অভিমত পেশ করছো! আল্লাহ্ যদি আমাকে (এখান থেকে) প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান করেন, তাহলে আমি তোমার সংগে এমন যমীনে বসবাস করব না, যেখানে তোমার কর্তৃত্ব আমার উপর থাকবে। অতঃপর যখন তিনি (যুদ্ধ থেকে) প্রত্যাবর্তন করে মদীনায় পৌঁছলেন, তখন 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁকে বললেন ঃ হে আবূল ওয়ালীদ! কিসে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে? তখন তিনি তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং সেখানে তার বসবাস না করার কারণও ব্যক্ত করলেন। তখন 'উমর (রা) তাকে বললেন ঃ হে আবূল ওয়ালীদ! তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও। কেননা, যে যমীনে তুমি ও তোমার মত মানুষ অবস্থান করবে না, সেখানে আল্লাহ্ গযব নাযিল করবেন। আর তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে লিখলেন ঃ এঁর [উবাদা (রা)] উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব থাকলো না। আর তিনি যা কিছু বলেন, জনসাধারণকে তা অনুসরণ করার নির্দেশ দাও। কেননা এটাই বিধান।

١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ الْخَلاَّدِ الْبَاهِلِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، اَنْبَاَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ : اِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَظُنُّوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) الَّذِيْ هُوَ اَهْنَاهُ وَاَهْدَاهُ وَاَتْقَاهُ .

১৯ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (রা) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যখন তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন হাদীস বর্ণনা করি, তখন তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পদমর্যাদা, ধার্মিকতা এবং আল্লাহ্-ভীতির প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) حَدِيثًا فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَتْقَاهُ .

২০ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) .... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যখন তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন হাদীস বর্ণনা করি, তখন তোমরা তাঁর পদমর্যাদা, ধার্মিকতা এবং আল্লাহ্-ভীতির প্রতি নজর রাখবে।

٢١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ثَنَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ لاَ أَعْرِفَنَّ مَا يُحَدَّثُ أَحَدُكُمْ عَنِّي الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ اقْرَأْ قُرْآنًا مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَأَنَا قُلْتُهُ .

২১ 'আলী ইবন মুনযির (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এমন লোকদের পরিচয় তুলে ধরছি, যখন তোমাদের কারও কাছে আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করা হবে এবং বর্ণনাকারী তার খাটের উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে এবং বলবে ঃ কুরআন পাঠ কর। যখন কোন উত্তম কথা বলা হয় তখন (মনে করবে যে,) আমি নিজেই তা বলছি।

٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ ثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ الأَمْثَالَ

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْكَرَابِيسِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، مِثْلَ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ .

২২ মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ ইবন আদম ও হান্নাদ ইবন সাররীহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি জনৈক ব্যক্তিকে [ইবন আব্বাস (রা)] বললেন ঃ হে ভাতিজা! যখন আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে কোন কোন হাদীস বর্ণনা করি, তখন তুমি তার সাথে দৃষ্টান্ত দিয়ে কিছু বলবে না।

আবুল হাসান (রা) বলেন ঃ .... 'আমর ইবন মুররাহ্ (রা) থেকে 'আলী (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢ - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া

٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ، ثَنَا مُعَاذ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ثَنَا مُسْلِمُ الْبَطِيْنُ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيّ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ مَا اَخْطَاَنِيْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عَشِيَّةَ خَمِيْسٍ اِلاَّ اَتَيْتُهُ فِيْهِ قَالَ ، فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بِشَيْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَ ، فَنَكَسَ قَالَ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَهُوَ قَائِمٌ مُحَلَّلَةً اَزْرَارُ قَمِيْصِهِ ، قَدِ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ ، وَانْتَفَخَتْ اَوْدَاجُهُ قَالَ اَوْدُوْنَ ذٰلِكَ اَوْ فَوْقَ ذٰلِكَ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ اَوْ شَبِيْهًا بِذٰلِكَ .

২৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ....'আমর ইবন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অবশ্যই ইবন মাসউদ (রা)-এর কাছে উপস্থিত হতাম। তিনি বলেন ঃ আমি কখনও তাঁকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, এভাবে কিছুই বলতে শুনিনি। একবার সন্ধ্যায় তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন। রাবী বলেন ঃ সে সময় তিনি মাথা নীচু করেন। রাবী আরও বলেন ঃ এরপর আমি তাঁর দিকে তাকালাম, তখন তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিল। অবশ্য তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রু বর্ষণ করছিল এবং শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। তিনি বললেন ঃ তিনি এতটুকু বলেছিলেন, অথবা এর চাইতে কম কিংবা বেশি, অথবা এর নিকটবর্তী কিছু কিংবা এর অনুরূপ কিছু।

٢٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ، قَالَ كَانَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) حَدِيْثًا فَفَرَغَ مِنْهُ ، قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) .

২৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনাস ইবন মালিক (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন, বর্ণনা শেষে তিনি বলতেন ঃ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ "অথবা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এরূপ কিছু বর্ণনা করেছেন।"

٢٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، ثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ . قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ كَبِرْنَا وَنَسِيْنَا وَالْحَدِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) شَدِيْدٌ .

২৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) .... আবদুর রহমান ইবন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা যায়দ ইবন আরকাম (রা)-কে বললাম ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) থেকে কোন হাদীস আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন। আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি এবং (অনেক কিছুই) ভুলে গিয়েছি। আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করা খুবই কঠিন বিষয়।

٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا اَبُوْ الْمُنْذِرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ السَّفَرِ ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) شَيْئًا .

২৬ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র) .... আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ সাফার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শা'বী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি ইবনে 'উমর (রা)-এর কাছে এক বছর অবস্থান করেছি। কিন্তু আমি তাঁকে কখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে কোন কিছুই বর্ণনা করতে শুনিনি।

٣٧ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اَنْبَاَ مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيْثَ ، وَالْحَدِيْثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاَمَّا اِذَا رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُوْلَ ، فَهَيْهَاتَ .

২৭ আব্বাস ইবন আবদুল আযীম আম্বারী (র) .... ইবন তাউসের পিতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা হাদীস মুখস্থ করতাম। আর তখন হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকেই মুখস্থ করা হতো। সুতরাং যখন তা কমিয়ে বা বাড়িয়ে বলতে যাবে, তখন তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

٢٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ بَعَثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِلَى الْكُوْفَةِ وَشَيَّعَنَا فَمَشَى مَعَنَا اِلَى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ صِرَارٌ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ لِمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ ؟ قَالَ قُلْنَا لِحَقِّ صُحْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَلِحَقِّ الْاَنْصَارِ قَالَ لَكِنِّيْ مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحَدِيْثٍ اَرَدْتُ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ بِهِ ، فَاَرَدْتُ اَنْ تَحْفَظُوْهُ لِمَمْشَايَ مَعَكُمْ اِنَّكُمْ تَقْدَمُوْنَ عَلَى قَوْمٍ لِلْقُرْاٰنِ فِيْ صُدُوْرِهِمْ هَزِيْزٌ كَهَزِيْزِ الْمِرْجَلِ فَاِذَا رَاَوْكُمْ مَدُّوْا اِلَيْكُمْ اَعْنَاقَهُمْ وَقَالُوْا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَاَقِلُّوْا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ثُمَّ اَنَا شَرِيْكُكُمْ .

২৮ আহমদ ইবন আবদাহ্ (র) ...... কারাযাহ ইবন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাদের কূফায় পাঠালেন এবং তিনি আমাদের বিদায় জানানোর জন্য আমাদের সাথে 'সিরার' নামক স্থান পর্যন্ত এগিয়ে এলেন, এরপর বললেন ঃ তোমরা কি জান যে, আমি কেন তোমাদের সাথে হেঁটে এলাম? রাবী বলেন ঃ আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য ও আনসারদের অধিকারের তাগিদে। 'উমর (রা) বললেন বরং আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে তোমাদের সংগে এসেছি এবং আমি আশা করি যে, তোমাদের সাথে আমার আসার কারণে তোমরা তা সংরক্ষণ করবে। অবশ্যই তোমরা এমন একদল লোকের কাছে যাচ্ছ, যাদের শিরায় কুরআনের আওয়াজ এভাবে হতে থাকবে, যেরূপ ফুটন্ত ডেগ থেকে হাড়ের আওয়াজ বের হয়ে থাকে। যখন তারা তোমাদের দেখতে পাবে, তখন তারা তোমাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের গর্দান বাড়িয়ে

দেবে। আর বলবে ঃ আপনারা তো মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবী। তখন তোমরা [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] থেকে হাদীস কম বর্ণনা করবে। এরপর আমি তোমাদের সাথে মিলিত হব।

২৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ ، قَالَ صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) بِحَدِيْثٍ وَاحِدٍ .

২৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ...... সায়িব ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত সা'দ ইবন মালিক-এর সফরসংগী ছিলাম। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে আমি তাঁকে নবী (সা) থেকে একটি হাদীসও বর্ণনা করতে শুনিনি।

٤ - بَابُ التَّغْلِيْظِ فِى تَعَمُّدِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)

অনুচ্ছেদ ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর মিথ্যারোপের কঠোর পরিণতি

৩০ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالُوْا ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা, সুয়াইদ ইবন সা'য়ীদ, 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমির ইবন যুরারা এবং ইসমা'ঈল ইবন মূসা (র) .... আবদুর রহমান ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।

৩১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ، وَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ ابْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ تَكْذِبُوْا عَلَىَّ فَإِنَّ الْكَذِبَ عَلَىَّ يُوْلِجُ النَّارَ .

৩১ 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমির ইবন যুরারা ও ইসমাঈল ইবন মূসা (র) .... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করবে না। কেননা আমার উপর মিথ্যারোপই জাহান্নামে প্রবেশ করাবে।

৩২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ حَسِبْتُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩২ মুহাম্মদ ইবন রুমহ মিসরী (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করে, (রাবী বলেন ঃ) আমার মনে হয় তিনি বলেছেন ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়।

٣٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৩ আবূ খায়সামা যুহায়র ইবন হারব (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়।

٣٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে কোন মনগড়া কথা বলে, যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামের তৈরি করে নেয়।

٣٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ ، عَلَى هٰذَا الْمِنْبَرِ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيْثِ عَنِّيْ فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ صِدْقًا وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই মিম্বর থেকে বলতে শুনেছি যে, আমার নিকট থেকে অধিক হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকো। যদি কেউ আমার সম্পর্কে বলতে ইচ্ছা করে, তাহলে সে যেন সততা ও নিষ্ঠার সাথেই বলে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে মনগড়া কোন কথা বলে, যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিল।

٣٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا ثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِيْ صَخْرَةَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مَا لِيْ لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَفُلَانًا وَفُلَانًا ؟ قَالَ أَمَا إِنِّيْ لَمْ أُفَارِقْهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُهُ كَلِمَةً يَقُوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) .... আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (আমার পিতা) যুবায়র ইবন আওয়াম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যেভাবে আমি ইবন মাসঊদ (রা) এবং অমুক অমুক সাহাবীকে (হাদীস) বর্ণনা করতে শুনছি,

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে আপনাকে কেন হাদীস বর্ণনা করতে শুনছি না? তিনি বললেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পরে আমি তাঁর থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হইনি। কিন্তু আমি তাঁকে একটি কথা বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

٣٧ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

৩৭ সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ (র) .... আবূ সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।

٥ - بَابُ مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) حَدِيْثًا وَهُوَ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ

অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞাতসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে সম্বন্ধ করে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করা

٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، ثَنَا عَلِىُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلٰى ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّى حَدِيْثًا وَهُوَ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

৩৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আলী (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সজ্ঞানে আমার দিকে সম্বন্ধ করে কোন মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে, সে মিথ্যাবাদীদের একজন।

٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّى حَدِيْثًا وَهُوَ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ .

৩৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) .... সামুরাহ্ ইবন জুনদুব (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার দিকে সম্বন্ধ করে কোন মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে, সে মিথ্যাবাদীদেরই একজন।

٤٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ رَوٰى عَنِّى حَدِيْثًا وَهُوَ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَكَ ، اَنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى الْاَشْيَبُ عَنْ شُعْبَةَ ـ مِثْلَ حَدِيْثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ .

৪০ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র)...... 'আলী (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সজ্ঞানে আমার দিকে সম্বন্ধ করে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।

মুহাম্মদ ইবন 'আবদুক (র) .... শো'বা (রা) থেকে সামুরাহ ইবন জুনদুব (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِيْ شَبِيْبٍ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ .

৪১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... মুগীরা ইবন শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা জেনেও আমার প্রতি সম্বন্ধ করে কোন মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে, সে মিথ্যাবাদীদের একজন।

٦ - بَابُ اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ

٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلَاءِ يَعْنِيْ ابْنَ زَبْرٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ ، قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُوْلُ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ذَاتَ يَوْمٍ ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ . فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِيْ اخْتِلَافًا شَدِيْدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُوْرَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ .

৪২ 'আবদুল্লাহ্ ইবন আহমদ ইবন বাশীর ইবন যাকওয়ান দিমাশকী (র)...... ইয়াহইয়া ইবন আবূ মুতা' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইরবায ইবন সারিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আমাদের নসীহত করলেন। এতে আমাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হলো এবং চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে এলো। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের বিদায় গ্রহণকারী ব্যক্তির ন্যায় নসীহত করলেন, সুতরাং এ ব্যাপারে আপনি আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করবে আর শুনবে ও অনুসরণ করবে, যদিও তোমাদের নেতা হাবশী গোলাম হয়। আমার পরে অচিরেই তোমরা কঠিন মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের উপর আমার সুন্নত এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের উপর অবিচল থাকা অপরিহার্য। তোমরা তা শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে। সাবধান! তোমরা নতুন উদ্ভাবিত জিনিস (বিদ'আত) পরিহার করবে। কেননা প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী।

٤٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُوْرٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ السَّوَّاقُ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ ابْنِ حَبِيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ

الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُوْلُ وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ اِلَيْنَا ؟ قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِيْ اِلاَّ هَالِكٌ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرٰى اِخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَاِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَاِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْاَنِفِ حَيْثُمَا قِيْدَ انْقَادَ .

৪৩ ইসমাঈল ইবন বিশর ইবন মানসূর ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম সওয়াক (র)....... 'আবদুর রহমান ইবন 'আমর সালামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'ইরবায ইবন সারিয়াহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট এমন হৃদয়স্পর্শী উপদেশ প্রদান করলেন, যাতে আমাদের চোখ থেকে পানি বেরিয়ে এলো এবং অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হলো, তখন আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার এই উপদেশ নিশ্চয়ই বিদায়ী সম্ভাষণ। এখন আপনি আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে কি নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি (সা) বললেন ঃ আমি তোমাদের সুস্পষ্ট-দীনের উপর রেখে যাচ্ছি, যার রাত, তার দিনের মতই। আমার পরে যে ব্যক্তি এর থেকে বিমুখ হবে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তোমাদের মাঝে যে তখন বেঁচে থাকবে, সে অবশ্যই অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে। এমতাবস্থায়, তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের উপর অবিচল থাকা কর্তব্য। আর তোমরা তা শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে। আর তোমরা অবশ্যই আনুগত্য করবে, যদি হাবশী গোলামও তোমাদের নেতা নিযুক্ত হয়। কেননা, মুমিন ব্যক্তির উপমা হচ্ছে নাকের ছিদ্রপথে রশি লাগানো উটের মত। যেদিকেই তাকে টানা হয়, সে দিকেই সে যেতে বাধ্য।

٤٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ .

৪৪ ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র)........ ইরবায ইবন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সংগে ফজরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি আমাদের দিকে চেহারা ফিরিয়ে একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٧ - بَابُ اجْتِنَابِ الْبِدَعِ وَالْجَدَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্'আত ও ঝগড়া-ফাসাদ থেকে বিরত থাকা

٤٥ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ، وَاَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا خَطَبَ اَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ

وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ، وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ثُمَّ يَقُوْلُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الأُمُوْرِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ، وَكَانَ يَقُوْلُ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ .

45 সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ ও আহমদ ইবন সাবিত জাহদারী (র)....... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খুতবা প্রদান করতেন, তখন তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর উচ্চ হতো এবং তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পেত, যেন তিনি কোন সেনাবাহিনীকে সাবধান করছেন । তিনি বলতেন ঃ তোমাদের উপর সকাল সন্ধ্যায় দুশমন হামলা করবে । তিনি আরো বলতেন ঃ আমি প্রেরিত হয়েছি এবং কিয়ামত এ দুটি আঙুলের অবস্থানের মত নিকটবর্তী, এ সময় তিনি (সা) তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল মিলিয়ে দেখান । এরপর তিনি (সা) হামদ-সালাত শেষে বলেন ঃ সবকিছু থেকে কিতাবুল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সব হিদায়েতের চাইতে মুহাম্মদ (সা)-এর হিদায়েতই উৎকৃষ্ট । দীনের মাঝে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা সর্বাপেক্ষা মন্দকাজ এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী । তিনি (সা) আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যাবে, তা হবে তার পরিবারবর্গের জন্যই । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দেনা অথবা অসহায় সন্তান রেখে মারা যাবে, তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার এবং তার সন্তানদের লালন-পালনের ভারও আমার যিম্মায় ।

٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الْمَدَنِيُّ ، أَبُوْ عُبَيْدٍ ، ثَنَا أَبِيْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ الْكَلاَمُ وَالْهَدْيُ فَأَحْسَنُ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللّٰهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ شَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ أَلاَ لاَ يَطُوْلَنَّ عَلَيْكُمُ الأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوْبُكُمْ أَلاَ إِنَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيْبٌ وَإِنَّمَا الْبَعِيْدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ أَلاَ إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ أَلاَ إِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوْقٌ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ لاَ يَصْلُحُ بِالْجِدِّ وَلاَ بِالْهَزْلِ وَلاَ يَعِدِ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لاَ يَفِيْ لَهُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرَّ وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَرَ أَلاَ وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا .

৪৬ মুহাম্মদ ইবন 'উবায়দ ইবন মায়মূন মাদানী, আবূ 'উবায়দ (র)........ 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ বস্তুত এ দুটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঃ কালাম এবং হিদায়েত। এরপর সর্বোত্তম কালাম হলো কালামুল্লাহ্ এবং সর্বোত্তম হিদায়েত হলো মুহাম্মদ (সা)-এর হিদায়েত। সাবধান! তোমরা (দীনের মাঝে) নতুন উদ্ভাবিত বিষয় থেকে বিরত থাকবে। কেননা নিকৃষ্ট কাজ হলো দীনের মাঝে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবনই হলো বিদ'আত[১] এবং প্রতিটি বিদ'আতই গুমরাহী। সাবধান! (শয়তান) যেন তোমাদের (অন্তরে) দীর্ঘায়ুর ধারণা সৃষ্টি না করতে পারে, তাহলে তাতে তোমাদের কুলব কঠিন হয়ে যাবে। সাবধান! নিশ্চয়ই যা কিছু আসার, তা খুব নিকটবর্তী; বস্তুত যা দূরবর্তী, তা আসার নয়। জেনে রাখ! অবশ্যই সে-ই বদবখত, যে মায়ের গর্ভ থেকেই বদবখত হয়ে জন্মলাভ করে এবং খোশনসীব সে ব্যক্তি, যে অন্যের দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে। জেনে রাখ! মু'মিনের সাথে ঝগড়া করা কুফরী এবং তাকে গালমন্দ করা (পাপাচার) ফাসিকী। কোন মুসলমানের পক্ষে তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের অধিক পরিত্যাগ করা হালাল নয়। সাবধান! তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকবে। কেননা মিথ্যা দ্বারা না সফলতা অর্জন করা যায় এবং না বেহুদা কথাবার্তা হতে বিরত থাকা যায়। কারো পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, সে তার বাচ্চার সাথে ওয়াদা করবে কিন্তু সে তা পূরণ করবে না (বরং তা পূরণ করবে)। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। পক্ষান্তরে সততা নেককাজের পথ সুগম করে দেয় এবং নেককাজ মানুষকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। বস্তুত সত্যবাদী সম্পর্কে প্রবাদ আছে ঃ সে সত্য বলেছে এবং নেককাজ করেছে। আর মিথ্যাবাদী সম্পর্কে বলা হয় ঃ সে মিথ্যা বলেছে এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। জেনে রাখ! মানুষ যখন মিথ্যা বলতে থাকে, তখন তার নাম আল্লাহ্র কাছে মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।

٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنُ خِدَاشٍ ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، ثَنَا اَيُّوبُ ح وَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، ثَنَا اَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هٰذِهِ الْاٰيَةَ (هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ اِلٰى قَوْلِهِ ، وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ)
فَقَالَ يَا عَائِشَةُ ! اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْهِ ، فَهُمُ الَّذِيْنَ عَنَا هُمُ اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ

৪৭ মুহাম্মদ ইবন খালিদ ইবন খিদাশ, আহমদ ইবন সাবিত জাহদারী ও ইয়াহইয়া ইবন হাকিম (র)....... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ থেকে
وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ পর্যন্ত

১. বিদ'আত দু'প্রকার ঃ (১) বিদ'আতে হাসানাহ ঃ যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের হুকুমের পরিপন্থী নয়। যথা ঃ জামাতের সাথে তারাবীহের সালাত আদায় করা। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে এর প্রচলন ছিল না। হযরত 'উমর (রা)-এর খিলাফতকালে এ প্রথা প্রচলিত হয়। এ ধরনের বিদ'আত প্রশংসনীয়। (২) বিদ'আতে সায়্যিয়াহ ঃ যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের পরিপন্থী। এ ধরনের বিদ'আতই দূষণীয় এবং পথভ্রষ্টতা। বর্ণিত হাদীসে এ ধরনের বিদ'আতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন; এগুলো কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলো রূপক। যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক, তার অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে ঃ আমরা এ বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের রবের নিকট থেকে আগত। আর বোধশক্তিসম্পন্নরা ব্যতীত অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।" (৩ ঃ ৭)

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হে আয়েশা! "যখন তুমি তাদের দেখবে, যারা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বাদানুবাদ করে; তাদের পরিহার করবে। কেননা এরা তারা, যাদের আল্লাহ্ অপদস্থ করবেন।

٤٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالاَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ)

৪৮ 'আলী ইবন মুনযির ও হাওসারা ইবন মুহাম্মদ (র)....... আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার পরে হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকেরা তখনই পথভ্রষ্ট হবে, যখন তারা ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ "বরং এরাতো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।" (৪৩ ঃ ৫৮)

٤٩ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِيٍّ أَبُو هَاشِمٍ ، بْنُ أَبِي خِدَاشٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلاَ صَلَوةً ، وَلاَ صَدَقَةً ، وَلاَ حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً ، وَلاَ جِهَادًا ، وَلاَ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ .

৪৯ দাঊদ ইবন সুলায়মান 'আসকারী (র)........ হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বিদ'আতী ব্যক্তির সাওম, সালাত, সাদকা, হজ্জ, উমরাহ্, জিহাদ, ফিদইয়া, ন্যায় বিচার ইত্যাদি কিছুই কবূল করবেন না। সে ইসলাম থেকে এভাবে খারিজ হয়ে যাবে, যেরূপ আটা থেকে পশম পৃথক হয়ে যায়।

٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ الْحَنَّاطُ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَبَى اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ .

৫০ 'আবদুল্লাহ্ ইবন সা'য়ীদ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিদ'আতী ব্যক্তির নেক আমল ততক্ষণ পর্যন্ত কবূল করবেন না, যতক্ষণ না সে তার বিদ'আত পরিহার করবে।

٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ وَهٰرُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ . قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِيْ وَسَطِهَا وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِيْ اَعْلاَهَا .

৫১ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী ও হারুন ইবন ইসহাক (র)....... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিহার করে, এ মনে করে যে– তা বাতিল, তার জন্য জান্নাতের কিনারায় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঝগড়া পরিহার করে, অথচ সে হকপন্থী, তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে এবং যে ব্যক্তি চরিত্রকে উত্তম করে, তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে বালাখানা নির্মাণ করা হবে।

٨ - بَابُ اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ মতামত প্রদান ও কিয়াস করা থেকে বিরত থাকা

٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ، وَعَبْدَةُ ، وَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ، وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، وَ شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا ، يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ فَاِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا .

৫২ আবূ কুরায়ব ও সুয়াইদ ইবন সা'ঈদ (র)....... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে 'ইলমকে মিটিয়ে দিয়ে তা কেড়ে নেবেন না, বরং তিনি 'আলিমদের (দুনিয়া থেকে) তুলে নেয়ার দ্বারা ইল্ম তুলে নেবেন। যখন কোন 'আলিম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তাদের কাছে (ধর্মীয় বিষয়ে) প্রশ্ন করা হলে, তারা (সে ব্যাপারে) কোন 'ইল্ম না থাকা সত্ত্বেও ফত্ওয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরা গুমরাহ্ হবে এবং অপরকেও গুমরাহ করবে।

٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هَانِئٍ ، حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ ، عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ مُسْلِمِ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ .

৫৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কাউকে ফতওয়া দেয়া হলে, তার গুনাহর ভার ফত্ওয়াদাতার উপর বর্তাবে।

٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنِي رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ ، هُوَ الأَفْرِيقِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ .

৫৪ মুহাম্মদ ইবন 'আলা হামদানী (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ 'ইলম তিন প্রকার, আর যা এর বাইরে, তা অতিরিক্ত। আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত, অথবা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ অথবা মৃত ব্যক্তির মীরাস তার ওয়ারিসদের মাঝে ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন।

٥٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ ابْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ غَنْمٍ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، قَالَ لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ (ص) إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لاَ تَقْضِيَنَّ وَلاَ تَفْصِلَنَّ إِلاَّ بِمَا تَعْلَمُ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ ، فَقِفْ حَتَّى تَبَيَّنَهُ أَوْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فِيهِ .

৫৫ হাসান ইবন হাম্মাদ সাজ্জাদা (র)...... মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আমাকে ইয়ামনে (গভর্নর নিযুক্ত করে) পাঠান, তখন তিনি বলেন ঃ কখনো তুমি তোমার অজানা কোন বিষয়ে ফায়সালা অথবা ব্যাখ্যা দেবে না। আর তোমার উপর যদি কোন বিষয় কঠিন মনে হয়, তবে তুমি ততক্ষণ অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না তা তোমার নিকট স্পষ্ট হয়; অথবা তুমি এ ব্যাপারে লিখিতভাবে আমাকে জানাবে।

٥٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (ص) يَقُولُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلاً حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الأُمَمِ فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .

৫৬ সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ বনূ ইসরাঈলের সকল কাজকর্ম ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক ছিল, যতক্ষণ না তাদের মাঝে দাসীর গর্ভে সন্তান হয়। তখন তারা মনগড়া ফত্ওয়া দিতে শুরু করে; ফলে তারা নিজেরা গুমরাহ হয় এবং অপরকেও গুমরাহ করে।

٩ - بَابٌ فِي الإِيمَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈমান প্রসঙ্গে

٥٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ، ثَنَا جَرِيْرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ (ص) نَحْوَهُ .

৫৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ তানাফিসী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ঈমানের ষাট অথবা সত্তরটির অধিক স্তর রয়েছে। এর নিম্ন স্তর হলো ঃ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা এবং সর্বোৎকৃষ্ট স্তর হলো ঃ কালিমা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অংগ।

আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আমর ইবন রাফে' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٨ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ (ص) رَجُلًا يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ اِنَّ الْحَيَاءَ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ .

৫৮ সাহ্ল ইবন আবূ সাহ্ল ও মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ (র)...... সালিম-এর পিতা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (সা) এক ব্যক্তি কর্তৃক তার ভাইকে লজ্জা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে শুনতে পেয়ে বললেন ঃ নিশ্চয়ই লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অংগ।

٥٩ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ، ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ ، ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ .

৫৯ সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ ও 'আলী ইবন মায়মূন ওয়াক্কী (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যার অন্তরে সরিষা পরিমাণও অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। পক্ষান্তরে যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।১

٦٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا خَلَّصَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ النَّارِ وَاَمِنُوْا فَمَا مُجَادَلَةُ

১. বর্ণিত হাদীসে জান্নাতে প্রবেশের দ্বারা সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে না—বুঝানো হয়েছে এবং জাহান্নামে প্রবেশের দ্বারা চিরকালের জন্য প্রবেশ করবে না—বুঝানো হয়েছে।

أَحَدُكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا ، أَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ قَالَ . يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ فَيَقُولُ . اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ لاَ تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُونَهُمْ ، فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرَجْنَا مَنْ قَدْ أَمَرْتَنَا - ثُمَّ يَقُولُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ دِينَارٍ مِنَ الإِيمَانِ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ هَذَا فَلْيَقْرَأْ (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا)

৬০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ্ (কিয়ামতের দিন) মুমিনদের জাহান্নাম থেকে নাজাত দেবেন এবং তারা নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন ঈমানদারগণ তাদের জাহান্নামী ভাইদের ব্যাপারে তাদের রব্বের সাথে এরূপ বাক-বিতণ্ডা করবে যে, দুনিয়াতে অবস্থানকালে কেউ কারো পক্ষে এ রূপ প্রচণ্ড ঝগড়া করেনি। তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব্ব! আমাদের এ ভাইয়েরা তো আমাদের সাথে সালাত আদায় করতেন, আমাদের সাথে সাওম পালন করতেন এবং আমাদের সাথে হজ্জ আদায় করতেন। অথচ আপনি তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছেন। তখন (আল্লাহ্) বলবেন ঃ তোমরা যাও এবং তাদের মাঝে যাদের তোমরা চিনতে পার, তাদের বের করে আন। তখন তাঁরা তাদের কাছে যাবেন এবং আকৃতি দেখে তাদের চিনবেন জাহান্নামের আগুন তাদের শরীর স্পর্শ করবে না। এদের কারো পায়ের গোছা পর্যন্ত এবং কারো পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত আগুনে ধরবে। তখন তাঁরা তাদের সেখান থেকে বের করে আনবেন এবং বলবেন ঃ হে আমাদের রব্ব! আপনি যাদের বের করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমরা তাদের তো বের করেছি। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ যাদের অন্তরে দীনার পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরও বের করে আন। এরপর যাদের অন্তরে অর্ধ-দীনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাদেরও (বের কর)। অতঃপর যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তাদেরও (বের কর)। আবূ সা'য়ীদ (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তির এ কথা বিশ্বাস না হয়, সে যেন এ আয়াত তিলাওয়াত করে ঃ

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا .

"আল্লাহ্ অণু-পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু-পরিমাণ নেক কাজ হলেও আল্লাহ্ একে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।" (৪ ঃ ৪০)

٦١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا وَكِيعٌ . ثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ . وَكَانَ ثِقَةً ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (ص) وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا .

৬১ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)......... জুনদুব ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী (সা)-এর কাছে ছিলাম। আর সে সময় আমরা যুবক ছিলাম। আমরা কুরআন শিক্ষার আগে ঈমান শিক্ষা করেছি। এরপর আমরা কুরআন শিখেছি। এতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

٦٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، ثَنَا ابْنُ عَلِيِّ نِزَارٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) صِنْفَانِ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْاِسْلَامِ نَصِيْبٌ اَلْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ .

৬২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এ উম্মতের মধ্যে এমন দুটি সম্প্রদায় রয়েছে, যাদের জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই। এরা হলো ঃ মুরজিয়া এবং কাদরিয়া সম্প্রদায়।

٦٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ شَعْرِ الرَّأْسِ ، لَا يُرَى عَلَيْهِ اَثَرُ سَفَرٍ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ قَالَ فَجَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَاَسْنَدَ رُكْبَتَهُ اِلَى رُكْبَتِهِ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ - ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْاِسْلَامُ ؟ قَالَ : شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ ، وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَحَجُّ الْبَيْتِ ، قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْاِحْسَانُ ؟ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنَّكَ اَنْ لَا تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، قَالَ فَمَا اَمَارَتُهَا ؟ قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِيْ تَلِدُ الْعَجَمُ الْعَرَبَ وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ ، يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبِنَاءِ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ فَلَقِيَنِيَ النَّبِيُّ (ص) بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَقَالَ اَتَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ ؟ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ - قَالَ ذَاكَ جِبْرَئِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ .

৬৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....... 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা নবী (সা)-এর কাছে ছিলাম। এ সময় ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত কুচকুচে কালো মাথার চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁর চেহারায় সফরের কোন ছাপ বিদ্যমান ছিল না এবং আমাদের মাঝে কেউ তাঁকে চিনত না। রাবী বলেন ঃ তিনি নবী (সা)-এর নিকটবর্তী হয়ে, তার হাঁটুদ্বয় তাঁর হাঁটুদ্বয়ের সাথে ঠেস লাগিয়ে এবং হস্তদ্বয় তাঁর উরুদ্বয়ের উপর রেখে বসলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! ইসলাম কি? তিনি বললেন ঃ (ইসলাম হলো) এরূপ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানে সাওম পালন করা এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করা। আগন্তুক বললেন ঃ আপনি সত্যি বলেছেন। আমরা তাঁর

উক্তিতে খুবই তাজ্জব হয়ে যাই যে, তিনি নিজেই প্রশ্ন করলেন এবং নিজেই তার উত্তরের সত্যত প্রত্যায়ন করলেন। অতঃপর আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! ঈমান কি? তিনি (সা বললেন ঃ তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, শেষ দিনের প্রতি এবং তাকদীরের ভালমন্দের উপর। (আগন্তুক) বললেন ঃ আপনি সত্যিই বলেছেন! আমরা এতে আরো তাজ্জব হয়ে যাই যে, তিনি নিজেই প্রশ্ন করছেন এবং নিজেই তার সত্যতার স্বীকৃতি দিচ্ছেন! এরপর (আগন্তুক) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! ইহসান কি? তিনি বললেন ঃ তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, যদি তুমি তাঁকে দেখতে নাও পাও, তাহলে এ ধারণা করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। এরপর আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তিনি বললেন ঃ এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক অবগত নয়। পুনরায় আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এর আলামত কি কি? তিনি বললেন ঃ (কিয়ামতের প্রাথমিক নিদর্শনসমূহ হলো) এই যে, ক্রীতদাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে (অর্থাৎ ক্রীতদাসীর গর্ভে তার প্রভু জন্মলাভ করবে)। ওয়াকী (র) বলেন ঃ অনারবদের ঔরসে আরবরা জন্ম নেবে। আর তুমি দেখতে পাবে নগ্নদেহী, নগ্নপদ বিশিষ্ট, অভাবগ্রস্থ এবং মেষপালকরা সুউচ্চ দালান-কোঠা তৈরি করে দাম্ভিকতায় মেতে উঠবে। উমর (রা) বলেন ঃ এ ঘটনার তিন দিন পর আমার সংগে নবী (সা)-এর সাক্ষাত হলে তিনি বললেন ঃ তুমি কি জান, সে লোকটি কে ছিল? আমি বললাম ঃ এ ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা)-ই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন ঃ ইনি জিবরাঈল (আ)। তিনি তোমাদের দীনের নীতিমালা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমাদের নিকট এসেছিলেন।

٦٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْاٰخِرِ . قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْلَامُ ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِحْسَانُ ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلٰكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا فَذٰلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذٰلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِيْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللّٰهُ . فَتَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) (إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ) .

৬৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ঈমান কি? তিনি বললেন ঃ তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি, তাঁর সংগে সাক্ষাতের প্রতি এবং তুমি পুনরুত্থান দিবসের

প্রতি ঈমান আনবে। লোকটি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! ইসলাম কি? তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সংগে কোন কিছু শরীক করবে না, ফরয সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে এবং রমযান মাসে সাওম পালন করবে। লোকটি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! ইহসান কি? তিনি বললেন ঃ তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে নাও পাও, তাহলে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। লোকটি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তিনি বললেন ঃ এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক অবগত নয়। তবে আমি তোমাকে কিয়ামতের কিছু আলামত বাতলে দিচ্ছি। ক্রীতদাসী যখন তার মনিবকে প্রসব করবে, তখন একে কিয়ামতের একটি আলামত মনে করবে। আর যখন বকরীর রাখালেরা (অর্থাৎ নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা) সুউচ্চ দালান-কোঠা তৈরি করে অহংকারে মেতে উঠবে, এটাও তার একটি লক্ষণ। পাঁচটি বিষয় এমন যা, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিলাওয়াত করলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না, আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না, কোন্ স্থানে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।" (৩১ ঃ ৩৪)

٦٥ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) "الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ" قَالَ أَبُو الصَّلْتِ لَوْ قُرِئَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرَأَ.

৬৫ সাহল ইবন আবূ সাহল ও মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র)...... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং দীনি-বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন। আবূ সালত বলেন ঃ যদি এ সনদ কোন পাগলের উপর পাঠ করা হয়, তাহলে সে নিরাময় হয়ে যাবে।

٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ "لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".

৬৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ কামিল মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য মতান্তরে তার প্রতিবেশীর জন্য তাই পসন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে।

٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) " لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " .

৬৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ...... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে কেউ সে পর্যন্ত কামিল মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা এবং সমস্ত মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় হবো।

٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ " .

৬৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ......, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সে মহান সত্তার কসম ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমানদার হবে। আর তোমরা একে অপরের সাথে ভালবাসা ব্যতিরেকে কামিল ঈমানদার হবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের সন্ধান দেব না, যখন তোমরা তা করবে, তখন তোমরা একে অন্যকে ভালবাসতে পারবে ? তা হলো ঃ তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করবে।

٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ " .

৬৯ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র ও হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকী (গুনাহ্র কাজ) এবং তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কুফরী।

٧٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) " مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الإِخْلاَصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ ، وَعِبَادَتِهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَوٰةِ ، مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ .

قَالَ أَنَسٌ وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبَلَّغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الأَحَادِيثِ وَاخْتِلاَفِ الأَهْوَاءِ .

وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فِي آخِرِ مَا نَزَلَ يَقُولُ اللَّهُ

فَإِنْ تَابُوا (قَالَ خَلْعُ الأَوْثَانِ وَعِبَادَتِهَا) وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ

وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى- فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى الْعَبْسِيُّ ، ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ مِثْلَهُ .

৭০ নাসর ইবন আলী জাহযামী (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ইখলাসের সাথে, আল্লাহ্‌র ইবাদতে কাউকে শরীক না করে, সালাত আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, সে এমনভাবে মারা যায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

আনাস (রা) বলেন : এটা হলো আল্লাহ্‌র দীন, যা নিয়ে রাসূলগণ আগমণ করেন এবং তাঁরাও তাঁদের রব্বের তরফ থেকে নিজেদের মনগড়া কোন কিছু সংমিশ্রণ ছাড়াই তা প্রচার করেছেন।

যার সত্যতা কুরআনের শেষের দিকে অবতীর্ণ আয়াতে রয়েছে, আল্লাহ্ বলেন :

فَاِنْ تَابُوْا (قَالَ خَلْعُ الْاَوْثَانِ وَعِبَادَتِهَا) وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ .

"যদি তারা তাওবা করে (রাবী বলেন : মূর্তি পূজা ছেড়ে দেয়), সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে" (৯ : ৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ

"যদি তারা তাওবা করে, সালাত আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই।" (৯ : ১১)

আবূ হাতিম (র) .....রবী ইবন ইবন আনাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭১ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ، ثَنَا اَبُوْ النَّضْرِ ، ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ ، عَنْ يُوْنُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) "اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ " .

৭১ আহমদ ইবন আযহার (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আমাকে মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পর্যন্ত জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল, আর তারা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে।

৭২ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَهْرَامٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) "اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ " .

৭২ আহমদ ইবন আযহার (র)....... মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র রাসূল, আর তারা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে।

٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيُّ، ثَنَا نِزَارُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الإِسْلاَمِ نَصِيبٌ أَهْلُ الإِرْجَاءِ، وَأَهْلُ الْقَدَرِ.

৭৩ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল রাযী (র)...... ইবন আব্বাস ও জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে হতে দুটি শ্রেণীর জন্য ইসলামের কোন অংশ নেই। একটি হল মুরজিয়া সম্প্রদায় ও অপরটি হল কাদরিয়া সম্প্রদায়।

٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ سَعِيدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

৭৪ আবূ 'উসমান বুখারী সা'ঈদ ইবন সা'দ (র)......... আবূ হুরায়রা ও ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং হ্রাসও পায়।

٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَارِثِ، أَظُنُّهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ الإِيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ.

৭৫ আবূ 'উসমান বুখারী (র)....... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং হ্রাসও পায়।

١٠ - بَابٌ فِي الْقَدَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ তকদীর প্রসঙ্গে

٧٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَقُولُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ

بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا – وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا " .

৭৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও আলী ইবন মায়মূন রাক্কী (র)....... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, যিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত ছিলেন ঃ বস্তুত তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (অর্থাৎ বীর্য) তার মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্থির রাখা হয়; এরপর তা অনুরূপভাবে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর তা একইরূপে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। অবশেষে আল্লাহ্ তার নিকট একজন ফিরিশতা পাঠান। তখন তাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বলে ঃ তার আমল, তার আয়ুষ্কাল, তার রিয্ক এবং সে কি বদবখ্ত না নেকবখ্ত তা লিখ। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ অবশ্যই জান্নাতীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, এমনকি তার এবং জান্নাতের মাঝে এক হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকে। ইত্যবসরে তকদীর তার দিকে এগিয়ে আসে, তখন সে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করে; ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আর তোমাদের কেউ অবশ্যই জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, এমনকি তার এবং জাহান্নামের মাঝে এক হাত পরিমাণ দূরত্ব বিদ্যমান থাকে। এ সময় তকদীর তার দিকে এগিয়ে আসে, তখন সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে, ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

৭৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سِنَانٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْحِمْصِيِّ ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، قَالَ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ شَيْئٌ مِنْ هٰذَا الْقَدْرِ ، خَشِيْتُ اَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِيْنِيْ وَاَمْرِيْ فَاَتَيْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَقُلْتُ اَبَا الْمُنْذِرِ اِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ شَيْئٌ مِنْ هٰذَا الْقَدْرِ فَخَشِيْتُ عَلٰى دِيْنِيْ وَاَمْرِيْ فَحَدِّثْنِيْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْئٍ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَنْفَعَنِيْ بِهِ – فَقَالَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَذَّبَ اَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَاَهْلَ اَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ ذَهَبًا ، اَوْ مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ تُنْفِقُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ – فَتَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاَنَّ مَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَاَنَّكَ اِنْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ – وَلاَ عَلَيْكَ اَنْ تَاْتِيَ اَخِيْ ، عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَتَسْاَلَهُ – فَاَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ فَسَاَلْتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ اُبَيٌّ وَقَالَ لِيْ وَلاَ عَلَيْكَ اَنْ تَاْتِيَ حُذَيْفَةَ فَاَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالاَ وَقَالَ اَئْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَاَسْاَلْهُ فَاَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ " لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوَاتِهِ وَاَهْلَ اَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا اَوْ مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ فَتَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَاَنَّكَ اِنْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ " .

৭৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)...... ইবন দায়লামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমার অন্তরে তকদীর সম্পর্কে এরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, আমি ভীত সন্ত্রস্ত হই এ ভেবে যে, তা আমার দীন ও অন্যান্য কাজ নষ্ট করে দেবে। তখন আমি উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হই এবং আমি তাঁকে বলি ঃ হে আবূ মুনযির! আমার অন্তরে তকদীর সম্পর্কে কিছু খটকা সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে আমি আমার ধর্ম-কর্ম বিনষ্ট হওয়ার আশংকা করছি। তাই আপনি আমার নিকট এতদসংক্রান্ত কিছু বর্ণনা করুন, হয়ত আল্লাহ্ এর দ্বারা আমার উপকার করবেন। তখন তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহ্ আসমানবাসী ও যমীনের অধিবাসীদের শাস্তি দিতে চান, তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে পারেন। আর এতে তিনি তাদের প্রতি জালিমও নন। আর যদি তিনি তাদের প্রতি রহম করেন, তবে তাঁর রহমত, তাদের আমলের চাইতে তাদের জন্য উত্তম হবে। যদি তোমার কাছে উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা থাকে, অথবা (রাবীর সন্দেহ) উহুদ পাহাড়ের মত, আর তুমি তা আল্লাহ্ রাস্তায় খরচ কর, তা তোমার থেকে কবূল করা হবে না, যতক্ষণ না তুমি তকদীরের প্রতি ঈমান আনবে। জেনে রাখ, যা কিছু তোমার উপর আপতিত হওয়ার, তা আপতিত হতে ভুল করবে না। আর যা কিছু আপতিত না হওয়ার, তা কখনও আপতিত হবে না। যদি এ আকীদার বিপরীত চিন্তা করে তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে তুমি জাহান্নামে দাখিল হবে। আমি মনে করি, যদি তুমি ভাই আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর, তাহলে এতে তোমার কোনরূপ ক্ষতি হবে না [ইবন দায়লামী (র) বলেন ঃ] অতঃপর আমি 'আবদুল্লাহ্ [ইবন মাসউদ (রা)]-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। ইবন মাসউদও উবাই (রা)-এর মতই বর্ণনা করলেন এবং তিনি আমাকে বললেন ঃ যদি তুমি হুযায়ফা (রা)-এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে, তা হলে খুবই ভাল হতো। অতঃপর আমি হুযায়ফা (রা)-এর কাছে যাই এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনিও তাঁদের মতই বললেন। আর আরো বললেন ঃ তুমি যায়দ ইবন সাবিত (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর। অতঃপর আমি যায়দ ইবন সাবিত (রা)-এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যদি আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের সকল অধিবাসীদের শাস্তি প্রদান করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে তিনি তাদের শাস্তি দিতে পারেন। আর এ ব্যাপারে তিনি তাদের প্রতি জালিমও নন। আর যদি তিনি তাদের প্রতি রহম করেন, তাহলে তাঁর এ রহম তাদের সমস্ত নেক আমলের চাইতেও অধিকতর কল্যাণকর। আর যদি তোমার নিকট উহুদ পর্বত সমান সোনাও থাকে এবং তুমি তা আল্লাহর পথে ব্যয়ও কর, তাহলেও যতক্ষণ না তুমি সম্পূর্ণরূপে তকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তোমার পক্ষ থেকে তা কবূল করা হবে না। জেনে রাখ! তোমার উপর যা আপতিত হওয়ার, (তা আপতিত হবেই); কখনও তা তোমাকে ভুল করবে না। আর যা তোমাকে ভুল করবে, তা কখনো তোমার উপর আপতিত হবে না। আর তুমি যদি এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে মারা যাও, তবে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

٧٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) وَبِيَدِهِ عُودٌ فَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ

وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَفَلاَ نَتَّكِلُ ؟ قَالَ "لاَ اعْمَلُوْا وَلاَ تَتَّكِلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ" ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى - وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى).

৭৮ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তাঁর হাতে একখানা কাঠের টুকরা ছিল, যা দিয়ে তিনি মাটির উপর রেখা টানছিলেন। এরপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য (পরকালে) জান্নাতে একটি স্থান এবং জাহান্নামে একটি স্থান নির্ধারণ করা রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে আমরা কি এর উপর ভরসা করব না? তিনি বললেন ঃ না, তোমরা আমল করতে থাক এবং এর উপর ভরসা কর না। কেননা, যাদের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, তা তাদের জন্য সহজতর করা হবে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى - وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى .

"সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। আর কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে এবং যা উত্তম তা বর্জন করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ।" (৯২ ঃ ৫-১০)

৭৯ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ ، عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) "اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلاَ تَعْجِزْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّيْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ "لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ" .

৭৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ তানাফিসী (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ শক্তিশালী ও বীর্যবান মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়। উভয়ের জন্য কল্যাণ রয়েছে। যে কাজ তোমার উপকারে আসবে, তুমি তার আকাঙ্ক্ষা কর এবং আল্লাহ্র সাহায্য চাও এবং কখনো অলসতা প্রকাশ কর না। আর যদি তোমার কোন ক্ষতিও হয়, তাহলে এ কথা বলো না ঃ যদি আমি কাজটি এভাবে এভাবে করতাম! বরং তুমি বলবে ঃ আল্লাহ্ নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। কেননা (لو) (যদি) শব্দটি শয়তানের কাজকে প্রশস্ত করে দেয়।

৮০ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ "احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ ! أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً ؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى" ثَلاَثًا .

৮০ হিশাম ইবন 'আম্মার ও ইয়াকূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আদম (আ) এবং মূসা (আ)-এর মধ্যে (রূহের জগতে) বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। তখন মূসা (আ) তাঁকে বলেন ঃ হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদের হতাশ করেছেন এবং আপনার ভুলের কারণে আমাদের জান্নাত থেকে বের করেছেন। তখন আদম (আ) তাঁকে বললেন ঃ হে মূসা! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর কথোপকথনের দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং তিনি তাঁর কুদরতী হাতে তোমার জন্য তাওরাত কিতাব লিখে দিয়েছেন। তুমি কি আমাকে এমন বিষয়ের জন্য দোষারোপ করছো, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন ? তখন আদম (আ) বিতর্কে মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হন। এতে আদম (আ) মূসা (আ)-এর সাথে বিতর্কে জয়ী হন। এতে আদম (আ) মূসা (আ)-এর সাথে বিতর্কে জয়ী হন। এ কথাটি তিনি তিনবার উল্লেখ করেন।

৮১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) "لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْقَدَرِ" .

৮১ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন যুরারা (র) .... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে চারটি বিষয়ের উপর ঈমান আনবে ঃ একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর, যাঁর কোন শরীক নেই; নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ; মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি এবং তকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা।

৮২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى جِنَازَةِ غُلاَمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ ؟ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلاً ، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً ، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ .

৮২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)- কে এক আনসার বালকের জানাযার জন্য ডাকা হলো। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এর জন্য সুসংবাদ, জান্নাতী চড়ুই পাখিদের থেকে একটি পাখি, যে কোন পাপকাজ করেনি এবং তা করার সুযোগও পায়নি। তখন তিনি বললেন ঃ হে 'আয়েশা (রা)! এর ব্যতিক্রম কি হতে পারে না? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এক শ্রেণীর লোকদের জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের তখন জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যখন তারা তাদের পিতার ঔরসে ছিল। আর তিনি জাহান্নামের জন্য একদল সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের জাহান্নামের জন্য তখন সৃষ্টি করেছেন, যখন তারা তাদের পিতার ঔরসে ছিল।

٨٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ الْمَخْزُوْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُوْ قُرَيْشٍ يُخَاصِمُوْنَ النَّبِىَّ (ص) فِى الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ - اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ)

৮৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা কুরায়শ সম্প্রদায়ের মুশরিকরা নবী (সা)-এর সংগে তকদীরের ব্যাপারে ঝগড়া করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ - اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

"সে দিন তাদের উপুড় করে টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, সেদিন বলা হবে ঃ জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।" (৫৪ ঃ ৪৮-৪৯)

٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا شَيْئًا مِنَ الْقَدَرِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ لَمْ تَكَلَّمْ فِيْهِ لَمْ يُسْئَلْ عَنْهُ

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ حَازِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ-

৮৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (রা) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সংগে তকদীর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। তখন তিনি ['আয়েশা (রা)] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে

ব্যক্তি তকদীর সম্পর্কে কথাবার্তা বলবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়ে কোন কিছু বলবে না, তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

আবুল হাসান কাত্তান (র) ... ইয়াহ্ইয়া ইবন 'উসমান (র) পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٨٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِيْ هِنْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلٰى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُوْنَ فِي الْقَدَرِ فَكَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِيْ وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ فَقَالَ بِهٰذَا أُمِرْتُمْ أَوْ لِهٰذَا خُلِقْتُمْ ؟ تَضْرِبُوْنَ الْقُرْاٰنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ بِهٰذَا هَلَكَتِ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو مَا غَبَطْتُ نَفْسِيْ بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مَا غَبَطْتُ نَفْسِيْ بِذٰلِكَ الْمَجْلِسِ وَ تَخَلُّفِيْ عَنْهُ .

৮৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)........ 'আমর ইবন শু'আইব-এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের কাছে বেরিয়ে আসলেন। সে সময় তারা তকদীর নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিল। এর কারণে রাগে তাঁর (সা) চেহারা ডালিমের দানার মত লাল হয়ে উঠল এবং তিনি বললেন : তোমাদের কি এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথবা এর জন্য কি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরা তো কুরআনের কতক আয়াতকে কতক আয়াতের বিপরীতে উপস্থাপন করছ। এ জন্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হয়ে গেছে। রাবী বলেন : তখন আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য ছাড়া আমি যত মজলিসেই উপস্থিত হয়েছি, এতটুকু লজ্জা কখনো পাইনি।

٨٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ حَيَّةَ أَبُوْ جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا عَدْوٰى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ الْبَعِيْرَ يَكُوْنُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُجْرِبُ الْإِبِلَ كُلَّهَا ؟ قَالَ ذٰلِكُمُ الْقَدَرُ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ ؟

৮৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : ছোঁয়াচে বলতে কোন রোগ নেই, অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই এবং হামাহ্ (এক প্রকার পাখি, যার দৃষ্টিশক্তি দিনের বেলায় কম থাকে এবং রাতের বেলা উড়ে ও আওয়াজ করে। আরবরা এটাকে কুলক্ষণে বলে মনে করে) বলতে কোন কিছু নেই। তখন তাঁর কাছে একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আপনি কি অবগত নন যে, খোস-পাঁচড়াযুক্ত উট সুস্থ উটের সংশ্রবে এলে সকল উট তাতে আক্রান্ত হয়? তখন তিনি বললেন : এটাই তোমাদের তকদীর। আচ্ছা বলত ! প্রথম উটটির ঐ রোগ কে দিল?

٨٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسَى الْخَرَّازُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلٰى بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ ـ لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ الْكُوْفَةَ ، أَتَيْنَاهُ فِيْ نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوْفَةِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا مَا

سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ (ص) ، فَقَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ص) ، فَقَالَ " يَا عَدِيَّ ابْنَ حَاتِمٍ أَسْلِمْ تَسْلَمْ " قُلْتُ وَمَا الْإِسْلَامُ ؟ فَقَالَ " تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ ، وَ تُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا ، خَيْرِهَا وَ شَرِّهَا ، حُلْوِهَا وَ مُرِّهَا "

৮৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আদী হাতিম (রা) যখন কূফায় আগমন করেন, তখন আমরা কূফার একদল ফকীহের সাথে তাঁর নিকট আসি এবং তাকে বলি ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তখন তিনি বললেন ঃ একদা আমি নবী (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলে, তিনি বললেন ঃ হে 'আদী ইবন হাতিম! তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাবে। আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ ইসলাম কি? তখন তিনি বললেন ঃ তুমি এরূপ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। আর তকদীরের ভাল-মন্দ, স্বাদ-বিস্বাদ সব কিছুর প্রতি ঈমান আনবে।

٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ـ ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) " مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيْشَةِ ، تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلَاةٍ " .

৮৮ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ক্বলবের দৃষ্টান্ত হলো পালকের মত, যাকে বাতাস এদিক ওদিক হেলাতে থাকে।

٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِيْ يَعْلٰى عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّ لِيَ جَارِيَةً أَعْزِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ " سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا " فَأَتَاهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ قَدْ حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) " مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ شَيْءٌ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ " .

৮৯ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক আনসার নবী (সা)-এর নিকট এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আমার একটি দাসী আছে। আমি কি তার থেকে 'আযল[১] করব? তখন তিনি বললেন ঃ তার জন্য যা কিছু নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অবশ্যই সে লাভ করবে। এর কিছুদিন পর ঐ আনসার ব্যক্তি তাঁর (সা) কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ আমার দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। তখন নবী (সা) বললেন ঃ যার জন্য যা কিছু নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অবশ্যই হবে।

---

১. 'আযল শব্দের অর্থ হলো, স্ত্রী অঙ্গের বাইরে বীর্যপাত করা। দাসীদের অনুমতি ছাড়া 'আযল করা বৈধ। আর স্বাধীন মহিলাদের অনুমতি ছাড়া আযল করা বৈধ নয়। অন্যের দাসীদের বেলায় তার মনিবের অনুমতি নিতে হবে। হানাফী ফিকহ্শাস্ত্রবিদগণও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

٩٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عِيْسَى ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) "لاَ يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ وَلاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا" .

৯০ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ...... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ নেককাজ ব্যতীত অন্য কিছুতেই আয়ু বৃদ্ধি পায় না এবং দু'আ ব্যতীত তকদীর পরিবর্তন হয় না। আর পাপাচারের কারণেই মানুষকে তার জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

٩١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ ثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ! الْعَمَلُ فِيْمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ أَمْ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ ؟ قَالَ "بَلْ فِيْمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ ، وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ" .

৯১ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ...... সুরাকা ইবন জু'শুম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমল কি তা, যা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী তকদীর নির্ধারণ করা হয়েছে, না তা ভবিষ্যতের কাজ? তিনি বললেন ঃ বরং তা, যা পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এং তদনুযায়ী তকদীর নির্ধারণ করা হয়েছে। আর তার জন্য যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সহজ করা হয়েছে।

٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) "إِنَّ مَجُوْسَ هٰذِهِ الأُمَّةِ الْمُكَذِّبُوْنَ بِأَقْدَارِ اللّٰهِ إِنْ مَرِضُوْا فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ وَإِنْ مَاتُوْا فَلاَ تَشْهَدُوْهُمْ وَإِنْ لَقِيْتُمُوْهُمْ فَلاَ تُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ" .

৯২ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্ফা হিমসী (র.) ..... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এ উম্মতের মধ্যে তারাই মজূসী (অগ্নিপূজক), যারা আল্লাহ্র তকদীরকে অস্বীকার করে। এরা যদি রোগাক্রান্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের সেবা- শুশ্রূষা করবে না। আর যদি তারা মারা যায়, তবে তোমাকে তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না। আর যদি তোমরা তাদের সাথে দেখা কর, তবে তোমরা তাদের সালাম করবে না।

١١- بَابُ فِيْ فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)

فَضْلُ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের ফযীলতের বর্ণনা

আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ফযীলত

٩٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) "أَلاَ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيْلٍ مِنْ خِلِّهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ" قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي نَفْسَهُ .

৯৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আমি সকল বন্ধুর বন্ধুত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত। আর যদি আমি কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আমি আবূ বকর (রা)-কেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। নিশ্চয়ই তোমাদের সাথী আল্লাহ্‌র বন্ধু। ওয়াকী' (র) বলেন ঃ এ কথার দ্বারা তিনি নিজের প্রতি ইংগিত করেন।

٩٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَ عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) " مَا نَفَعَنِيْ مَالٌ قَطُّ ، مَا نَفَعَنِيْ مَالُ أَبِيْ بَكْرٍ " قَالَ فَبَكَى أَبُوْ بَكْرٍ وَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! هَلْ أَنَا وَ مَالِي إِلاَّ لَكَ ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ !

৯৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আবূ বকর (রা) এর ধন-সম্পদ আমার যতটুকু উপকার করেছে, অন্য কারো ধন-সম্পদ ততটুকু উপকার করেনি। বর্ণনাকারী বলেন ঃ একথা শুনে আবূ বকর (রা) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি ও আমার ধন-সম্পদ তো আপনারই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)!

٩٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِي ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) " أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ سَيِّدَا كُهُوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَ الْآخِرِيْنَ إِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ لاَ تُخْبِرْ هُمَا يَا عَلِيُّ مَا دَامَا حَيَّيْنِ

৯৫ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আবূ বকর এবং 'উমর (রা) নবী-রাসূলগণ ব্যতীত, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী যুগের বয়স্ক জান্নাতীদের সরদার হবেন। হে 'আলী! যতদিন তারা উভয়ে জীবিত থাকবে, ততদিন এ বিষয়ে তুমি তাদের অবহিত করবে না।

٩٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) " إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ الطَّالِعُ فِي الْأُفُقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ وَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ مِنْهُمْ وَ أَنْعَمَا "

৯৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও 'আমর ইবন আবদুল্লাহ্ (র) ... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ (জান্নাতে) উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে তাদের তুলনায় কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা এরূপ দেখতে পাবে, যেরূপ উর্ধ্বাকাশে আলোকোজ্জ্বল তারকারাজি দেখা যায় আসমানের প্রান্ত হতে। আবূ বকর এবং 'উমর (রা) সে উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত, বরং তাদের মাঝে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

٩٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُؤَمَّلٌ . قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِرِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) " إِنِّي لاَ أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي " وَ أَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ .

৯৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) .... হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি জানি না, আমার অবস্থান তোমাদের মাঝে আর কতদিন হবে। সুতরাং তোমরা আমার পরে দু'জনের অনুসরণ করবে। আর তিনি এর দ্বারা আবূ বকর ও 'উমর (রা)-এর প্রতি ইশারা করেন।

٩٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ ، اكْتَنَفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَ يُصَلُّونَ أَوْ قَالَ يُثْنُونَ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَ أَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَجُلٌ قَدْ زَحَمَنِي وَ أَخَذَ بِمَنْكِبِي فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ ثُمَّ قَالَ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَ ذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أُكْثِرُ أَنْ أَسْمَعَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ " ذَهَبْتُ أَنَا وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ . وَ دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ . وَ خَرَجْتُ أَنَا وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ " فَكُنْتُ أَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ .

৯৮ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন আবূ মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন 'আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যখন 'উমর (রা)-এর জানাযা খাটিয়ার উপর রাখা হলো, তখন জনসাধারণ দু'আ এবং সালাতে জানাযার জন্য খাটিয়াকে ঘিরে ধরলো। অথবা (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) জানাযা শুরু করে দিল। আর আমিও তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমাকে অবাক করেছিলেন, তিনি আমাকে ধাক্কা দিয়ে আমার কাঁধে ভর করে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি হলেন 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা)। তিনি সহানুভূতির সাথে 'উমর (রা.)-এর জন্য রহমতের দু'আ করেন। এরপর বললেন ঃ যাঁরা তাঁদের নেক 'আমলের দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্যলাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমার নিকট আপনার চাইতে অধিক প্রিয় আর কাউকে পিছনে রাখেননি। আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই আমি মনে করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আপনার দু'জন সাথীর সংগী করেছেন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অধিকাংশ সময় বলতে শুনেছি ঃ আমি এবং আবূ বকর ও 'উমর (রা) গিয়েছিলাম। আমি এবং আবূ বকর ও 'উমর (রা) প্রবেশ করেছিলাম। আমি এবং আবূ বকর ও উমর (রা) বের হয়েছিলাম। এ থেকেই আমি মনে করি যে, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার দু'জন সাথীর সংগী করবেন।

٩٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ فَقَالَ " هٰكَذَا نُبْعَثُ " .

৯৯ 'আলী ইবন মায়মূন রাক্কী (র)......... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর ও 'উমর (রা)-এর মাঝখান থেকে বের হলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এভাবেই আমরা (কিয়ামতের দিন) উত্থিত হবো।

١٠٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ شُعَيْبٍ ، صَالِحُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) " أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ سَيِّدَا كُهُوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ إِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ " .

১০০ আবূ শুয়াইব সালিহ্ ইবন হায়সাম ওয়াসিতী (র) .... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আবূ বকর এবং 'উমর (রা) নবী-রাসূলগণ ব্যতীত সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের বয়স্ক জান্নাতীদের সরদার হবেন।

١٠١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالاَ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ " عَائِشَةُ " قِيْلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ " أَبُوْهَا " .

১০১ আহমদ ইবনে আবদাহ্ ও হুসায়ন ইবন হাসান মারুযী (র.) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কোন্ লোকটি আপনার কাছে অধিক প্রিয়? তিনি বললেন ঃ 'আয়েশা (রা)। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ পুরুষদের মাঝে কে? তিনি বললেন ঃ তার পিতা।

فَضْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ 'উমর (রা)-এর ফযীলত

١٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيُّ أَصْحَابِهِ كَانَ أَحَبُّ إِلَيْهِ ؟ قَالَتْ أَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّهُمْ ؟ قَالَتْ عُمَرُ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّهُمْ ؟ قَالَتْ أَبُوْ عُبَيْدَةَ .

১০২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ [রাসলুল্লাহ্ (সা)]-এর নিকট সাহাবীগণের মধ্যে কে অধিক প্রিয়

ছিলেন? তিনি বললেন ঃ আবূ বকর (রা)। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তারপর তাঁদের মাঝে কে? তিনি বললেন ঃ 'উমর (রা)। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এরপর তাঁদের কে? তিনি বললেন ঃ আবূ 'উবায়দা (রা)।

١٠٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خِرَاشٍ الْحَوْشَبِيُّ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ نَزَلَ جِبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ! لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ .

১০৩ ইসমাঈল ইবন মুহাম্মদ তালহী (র.) ..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন 'উমার (রা) ইসলাম কবূল করেন, তখন জিবরাঈল (আ) অবতরণ করে বলেন ঃ [হে মুহাম্মদ (সা)] 'উমর (রা)-এর ইসলাম কবূল করাতে আসমানের অধিবাসীবৃন্দ আনন্দিত হয়েছেন।

١٠٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ أَنْبَأَ دَاوُدُ ابْنُ عَطَاءٍ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) " أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ وَ أَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ أَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ " .

১০৪ ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ তালহী (র) ..... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি সততার সাথে তাঁর সংগে মুসাফাহা করেছেন, তিনি হলেন 'উমর (রা)। আর যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম তাঁকে সালাম করবে, আর যে ব্যক্তি প্রথমে তাঁর হাত ধরবে (বায়'আত করবে), তা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

١٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَدِينِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ حَدَّثَنِي الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) " اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً " .

১০৫ মুহাম্মদ ইবন 'উবায়দ আবূ 'উবায়দ মাদানী (র.) ..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আপনি বিশেষ করে 'উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন।

١٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) أَبُو بَكْرٍ وَ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ .

১০৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... 'আবদুল্লাহ্ ইবন সালিমা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি 'আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি হলেন আবূ বকর (রা)। আর আবূ বকর (রা)-এর পরে উত্তম ব্যক্তি হলেন 'উমর (রা)।

١٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَقِيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) قَالَ " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَنْبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالَتْ لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ ـ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا " قَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ فَبَكَى عُمَرُ ، فَقَالَ أَعَلَيْكَ ، بِأَبِيْ وَأُمِّيْ ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَغَارُ ؟

১০৭ মুহাম্মদ ইবন হারিস মিসরী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন ঃ একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি নিজেকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম যে, একজন মহিলা প্রাসাদের পাশে উযূ করছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এ প্রাসাদটি কার? সে বললো ঃ 'উমর (রা)-এর। আর সে 'উমর (রা)-এর আত্মমর্যাদার কথা উল্লেখ করলো, পরে আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একথা শুনে 'উমর (রা) কেঁদে উঠলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনার উপরও আত্মমর্যাদা দেখাব?

١٠٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ ، يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُوْلٍ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ " إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ ، يَقُوْلُ بِهِ " .

১০৮ আবূ সালামা ইয়াহ্ইয়া ইবন খালাফ (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা 'উমর (রা)-এর যবানে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা দিয়ে তিনি (সর্বদা হক কথাই) বলেন।

فَضْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

'উসমান (রা)-এর ফযীলত

١٠٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا أَبِي ، عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيْقِيْ فِيْهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.

১০৯ আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন 'উসমান 'উসমানী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জান্নাতে প্রত্যেক নবীর জন্যই একজন সংগী থাকবেন। আর সেখানে আমার সংগী হবেন 'উসমান ইবন 'আফফান (রা)।

١١٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا أَبِي ، عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) لَقِيَ عُثْمَانَ عِنْدَ بَابِ

الْمَسْجِدِ فَقَالَ " يَا عُثْمَانُ : هٰذَا جِبْرِيلُ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللّٰهَ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْثُوْمٍ ، بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةَ ، عَلَى مِثْلِ صُحْبَتِهَا "

১১০ আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন 'উসমান 'উসমানী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত : একদা নবী (সা) 'উসমান (রা)-এর সাথে মসজিদের দরজায় সাক্ষাত করেন। তখন তিনি বলেন ঃ হে 'উসমান! ইনি জিবরাঈল (আ)। তিনি আমাকে অবহিত করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সাথে উম্মে কুলসূম (রা)-এর বিবাহ দিয়েছেন। তার মোহর রুকাইয়া (রা)-এর অনুরূপ হবে।

১১১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَأْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هٰذَا ، يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدٰى " فَوَثَبْتُ فَأَخَذْتُ بِضَبْعَيْ عُثْمَانَ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ هٰذَا؟ قَالَ هٰذَا .

১১১ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... কা'ব ইবন উজরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) অনতিবিলম্বে সংঘটিত হবে এমন একটি ফিতনার উল্লেখ করেন। এ সময় এক ব্যক্তি তার মাথা চাদরে আবৃত করে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এ ব্যক্তি সেদিন হিদায়েতের উপর অবিচল থাকবে। তখন আমি তাড়াতাড়ি উঠলাম এবং 'উসমান (রা)-এর দু' কাঁধে ধরলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললাম ঃ ইনিই ? তিনি বললেন ঃ ইনি।

১১২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) " يَا عُثْمَانُ ! إِنْ وَلاَّكَ اللّٰهُ هٰذَا الْأَمْرَ يَوْمًا ، فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُوْنَ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصَكَ الَّذِي قَمَّصَكَ اللّٰهُ ، فَلَا تَخْلَعْهُ ، يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ النُّعْمَانُ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا مَنَعَكِ أَنْ تُعْلِمِي النَّاسَ بِهٰذَا ؟ قَالَتْ أُنْسِيتُهُ .

১১২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ হে 'উসমান! আল্লাহ্ তা'আলা একদিন তোমাকে এ কাজের (খিলাফতের) দায়িত্ব অর্পণ করবেন। তখন মুনাফিকরা ষড়যন্ত্র করবে, যাতে আল্লাহ্ প্রদত্ত কামীস (খিলাফতের দায়িত্ব) তোমার থেকে খুলে ফেলতে পারে— যা আল্লাহ্ তোমাকে পরিয়েছেন। সুতরাং তুমি কখনো তা খুলে দেবে না। তিনি এ বাক্যটি তিনবার বললেন। নু'মান (র) বলেন, আমি 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এ হাদীস লোকদের কাছে বর্ণনা করতে আপনাকে কিসে বিরত রেখেছে ? তিনি বলেন ঃ আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

১১৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِي مَرَضِهِ " وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ

أَصْحَابِيْ " قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَلاَ نَدْعُوْلَكَ أَبَا بَكْرٍ ؟ فَسَكَتَ - قُلْنَا أَلاَ نَدْعُوْلَكَ عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ - قُلْنَا أَلاَ نَدْعُوْلَكَ عُثْمَانَ ؟ قَالَ " نَعَمْ فَجَاءَ عُثْمَانُ فَخَلاَ بِهِ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ (ص) يُكَلِّمُهُ وَ وَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ قَالَ قَيْسٌ فَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَهْلَةَ ، مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ ، يَوْمَ الدَّارِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ إِلَيْهِ .

وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيْثِهِ وَ أَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ - قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوْا يُرَوْنَهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ .

১১৩ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মৃত্যুশয্যাকালীন রোগের সময় বলেছেন ঃ হায়! এ সময় যদি সাহাবীদের কেউ কেউ আমার কাছে থাকতো! তখন আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার কাছে কি আবূ বকর (রা)-কে ডেকে আনবো? তখন তিনি নীরব রইলেন। আমরা বললাম ঃ আমরা কি আপনার কাছে 'উমর (রা)-কে ডেকে আনবো? তিনি এবারও নীরব থাকলেন। আমরা বললাম ঃ আমরা কি আপনার কাছে 'উসমান (রা)-কে ডেকে পাঠাবো ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি ['উসমান (রা)] এলেন। তিনি তাঁর সাথে একান্তে আলাপ-আলোচনা করেন। 'উসমান (রা.)-এর চেহারা বিবর্ণ মনে হচ্ছিল। কায়স (র) বলেন ঃ আমাকে 'উসমানের আযাদকৃত গোলাম আবূ সাহ্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, 'উসমান ইবন আফফান (রা) অবরুদ্ধ হওয়ার দিন বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তার উপর আমি সবর করবো।

আলী (ইবন মুহাম্মদ) (র) তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন ঃ 'উসমান (রা) বলেছেন ঃ আমি তার উপর সবর করব। কায়েস বলেছেন ঃ সাহাবারা মনে করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তাঁর একান্তে এ আলাপই হয়েছিল।

فَضْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

'আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-এর ফযীলত

١١٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ، وَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ (ص) أَنَّهُ لاَ يُحِبُّنِيْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يُبْغِضُنِيْ إِلاَّ مُنَافِقٌ .

১১৪ 'আলী ইবন আবূ মুহাম্মদ (র) ..... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উম্মী নবী (সা) আমাকে এরূপ খবর দেন যে, মুমিনরাই আমাকে ভালবাসবে এবং মুনাফিকরাই আমার সংগে শত্রুতা পোষণ করবে।

١١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ " أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هٰرُوْنَ مِنْ مُوْسٰى ؟"

১১৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ...... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি আলী (রা)-কে বলেন ঃ হে 'আলী! তুমি কি এতে খুশী নও যে, আমার সংগে তোমার সম্পর্কে হবে মূসার সগে হারূন (আ)-এর সম্পর্কের অনুরূপ?

١١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ ـ أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَمَرَ الصَّلَوٰةَ جَامِعَةً فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ . فَقَالَ " أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ " قَالُوا بَلَى قَالَ " أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ؟ " قَالُوا بَلَى قَالَ " فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ "

১১৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র),.... বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পথিমধ্যে এক জায়গায় অবতরণ করেন। এরপর তিনি সালাতের জন্য একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। তখন তিনি (সা) 'আলী (রা)-এর হাত ধরে বলেন ঃ আমি কি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চাইতে অধিক প্রিয় নই? তাঁরা বলেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি আবার বলেন ঃ আমি কি প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির কাছে তার প্রাণের চাইতে অধিক প্রিয় নই? তারা বলেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন ঃ আমি যার বন্ধু, ইনিও তার বন্ধু বটে। হে আল্লাহ্! যে তাকে ভালবাসে, আপনি তাকে ভালবাসুন। হে আল্লাহ্! যে তার সংগে দুশমনি রাখে, আপনিও তার সংগে দুশমনি রাখুন।

١١٧ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ثَنَا الْحَكَمُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ كَانَ أَبُو لَيْلَى يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ ، وَثِيَابَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ فَقُلْنَا لَوْ سَأَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) بَعَثَ إِلَيَّ وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ ، يَوْمَ خَيْبَرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَرْمَدُ الْعَيْنِ فَتَفَلَ فِي عَيْنَيَّ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ " قَالَ فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلَا بَرْدًا بَعْدَ يَوْمَئِذٍ وَقَالَ " لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . لَيْسَ بِفَرَّارٍ فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ .

১১৭ উসমান ইবন আবু শায়বা (র),.... আবদুর রহমান ইবন আবূ লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ লায়লা (রা) মাঝে মাঝে 'আলী (রা)-এর সফর সংগী হতেন। তিনি ['আলী (রা)] শীতকালে গ্রীষ্মকালীন পোশাক পরিধান করতেন এবং গ্রীষ্মকালে শীতের পোশাক পরতেন। আমরা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বর যুদ্ধের দিন আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং এ সময় আমার চোখের রোগ ছিল। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আমি একজন চক্ষু পীড়ার রোগী। তখন তিনি তাঁর মুখের লালা আমার চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! এর থেকে গরম ও ঠাণ্ডা দূর করে দাও। তিনি বললেন ঃ সেদিন থেকে আমি গরম ও ঠাণ্ডা

পৃথকভাবে অনুভব করিনি। আর তিনি (সা) বললেন ঃ নিশ্চয়ই আমি এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাকে পসন্দ করেন। সে পালিয়ে যাওয়ার লোক নয়। লোকেরা তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের 'আলী (রা.)-এর কাছে পাঠান। এর পর তিনি (সা) তাঁকেই পতাকা দান করেন।

١١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْوَاسِطِيُّ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) اَلْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ أَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا .

১১৮ মুহাম্মদ ইবন মূসা ওয়াসিতী (র) ...... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ হাসান (রা) ও হুসায়ন (রা) জান্নাতী যুবকদের সরদার এবং তাদের পিতা তাদের চাইতেও উত্তম।

١١٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ، قَالُوا ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) يَقُولُ " عَلِيٌّ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَ لاَ يُؤَدِّي عَنِّي إِلاَّ عَلِيٌّ " .

১১৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা, সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ ও ইসমাঈল ইবন মূসা (র)...... হুবশী ইবন জানাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'আলী (রা) আমার থেকে এবং আমিও তার থেকে। আর আমার তরফ থেকে কেবলমাত্র আলী (রা) তা আদায় করতে পারে।

١٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ، وَأَخُو رَسُولِهِ (ص) وَ أَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ لاَ يَقُولُهَا بَعْدِي إِلاَّ كَذَّابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ لِسَبْعِ سِنِينَ .

১২০ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল রাযী (র) .... 'আব্বাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলী (রা) বলেছেন ঃ আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূলের ভাই। আমি সিদ্দীকে আকবর। আমার পরে কেবল মিথ্যাবাদীই এরূপ বলবে। আমি লোকদের মাঝে সাত বছর বয়সের পূর্বেই সালাত আদায় করেছি।

١٢١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ ، فَذَكَرُوا عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ وَ قَالَ تَقُولُ هٰذَا الرَّجُلِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) يَقُولُ " مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ " وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي " وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ " ؟

১২১ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মু'আবিয়া (রা) একবার হজ্জে গমন করেন। তখন সা'দ (রা) তাঁর কাছে আসেন। সেখানে তাঁরা 'আলী (রা.)-এর প্রসংগে (অশোভন) আলাপ-আলোচনা করেন। এতে সা'দ (রা) অত্যন্ত নাখোশ হন এবং তিনি বলেন ঃ তোমরা এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে কটূক্তি করছ যার ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি যার বন্ধু, 'আলী (রা.)-ও তার বন্ধু। আর আমি তাঁকে (সা) আরো বলতে শুনেছি ঃ তুমি ('আলী) আমার কাছে ঐরূপ, যেরূপ ছিলেন হারুন (আ.) মূসা (আ.)-এর নিকট; তবে আমার পরে কোন নবী নেই। আমি নবী (সা)-কে আরো বলতে শুনেছি ঃ (আজ খায়বার যুদ্ধের দিন) আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করব, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।

فَضْلُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

যুবায়র (রা)-এর ফযীলত

١٢٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ قُرَيْظَةَ " مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ؟ " فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا فَقَالَ " مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) " لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ ، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ "

১২২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমাদের কাছে কাফির সম্প্রদায়ের খবর কে আনবে? তখন যুবায়র (রা) বললেন ঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আমি। এরপর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমাদের কাছে কাফিরদের খবর কে আনবে? যুবায়র (রা) বলেন ঃ আমি। তিনি তিনবার এরূপ বলেন। তখন নবী (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী[১] ছিল, আর আমার হাওয়ারী হলো যুবায়র (রা)।

١٢٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ (ص) أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ

১২৩ আলী ইবন মুহাম্মদ (র)... যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদের দিন তাঁর পিতামাতার কথা আমার জন্য এক সাথে উল্লেখ করেন।

١٢٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَهَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ يَا عُرْوَةُ ! كَانَ أَبَوَاكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ أَبُو بَكْرٍ وَ الزُّبَيْرُ

১২৪ হিশাম ইবন 'আম্মার ও হাদিয়া ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব (র) .... 'উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ হে 'উরওয়া! তোমার দু'জন পিতৃপুরুষ সে সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁরা ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার পরও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। (এঁরা হলেন) আবূ বকর ও যুবায়র (রা)।

---

১. নিষ্ঠাবান সাহায্যকারী।

فَضْلُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

তালহা ইবন 'উবাদুল্লাহ (রা)-এর ফযীলত

১২৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَوْدِيُّ ، قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الصَّلْتُ الأَزْدِيُّ ثَنَا أَبُوْ نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ طَلْحَةَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ شَهِيْدٌ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ .

১২৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও 'আমর ইবন 'আবদুল্লাহ্ আওদী (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তালহা (রা) নবী (সা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ একজন শহীদ, যিনি যমীনে বিচরণ করছেন।

১২৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ (ص) إِلَى طَلْحَةَ ، فَقَالَ هٰذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ .

১২৬ আহমদ ইবন আযহার (র) ..... মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) তালহার (রা) দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ইনি সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন।

১২৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ .

১২৭ আহমাদ ইবন সিনান (রা.)...... মূসা ইবন তালহা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন ঃ আমরা মু'আবিয়া (রা.)-এর কাছে ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) -কে বলতে শুনেছি ঃ তালহা (রা) সে সব লোকদের অন্যতম, যাঁরা তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন।

১২৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَقَى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ أُحُدٍ .

১২৮ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উহুদের দিন দেখেছি যে, তালহা (রা)-এর ক্ষতবিক্ষত হাত, যা দিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিরাপত্তা দিয়েছিলেন।

فَضْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ফযীলত

১২৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ ، يَوْمَ أُحُدٍ : اِرْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِيْ وَ أُمِّيْ .

১২৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) .... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সা'দ ইবন মালিক ব্যতীত অন্য কারো জন্য তার পিতামাতার কথা একত্রে উল্লেখ করতে দেখিনি। কেননা, তিনি উহুদের দিন তাঁকে বলেছিলেন, হে সা'দ! তুমি তীর নিক্ষেপ কর। আমার পিতামাতা তোমার জন্য কুরবান হোক।

١٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ ، ح وَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ لَقَدْ جَمَعَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ أُحُدٍ ، أَبَوَيْهِ فَقَالَ " ارْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِيْ وَ أُمِّي " .

১৩০ মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ ও হিশাম ইবন আম্মার (র)......সা'ঈদ ইবন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদের দিন আমার জন্য তাঁর পিতামাতার কথা এক সাথে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন : হে সা'দ! তীর নিক্ষেপ কর। আমার আব্বা-আম্মা তোমার জন্য কুরবান হোক।

١٣١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَخَالِي يَعْلَى وَ وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُوْلُ إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ .

১৩১ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমিই প্রথম আরব, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সর্ব প্রথম তীর নিক্ষেপ করে।

١٣٢ حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ يَحْيَى ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيْهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَ إِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ .

১৩২ মাসরূক ইবন মারযুবান ইয়াহইয়া ইবন আবূ যায়েদা (র) .... সা'ঈদ ইবন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেছেন : যেদিন আমি ইসলাম কবূল করি, সেদিন আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। তবে আমি আমার ইসলাম কবূলের বিষয়টি সাতদিন পর্যন্ত গোপন রাখি। আর আমি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি।

فَضَائِلُ الْعَشَرَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

আশারা-ই মুবাশশারা (রা)-এর ফযীলত

١٣٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو الْمُثَنَّى النَّخَعِيُّ ، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَاشِرَ عَشَرَةٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَ عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَ عُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَ عَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَ الزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَ سَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِي الْجَنَّةِ " فَقِيلَ لَهُ مَنِ التَّاسِعُ ؟ قَالَ أَنَا

১৩৩ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ..... রিয়াহ ইবন হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সা'য়ীদ ইবন যায়দ ইবন 'আমর ইবন নুফায়ল (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত) দশজনের অন্যতম ছিলেন। এ প্রসংগে নবী (সা) বলেন ঃ আবূ বকর (রা) জান্নাতী, 'উমর (রা) জান্নাতী, 'উসমান (রা) জান্নাতী, 'আলী (রা) জান্নাতী, তালহা (রা) জান্নাতী, যুবায়র (রা) জান্নাতী, সা'দ (রা) জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবন আওফ (র) জান্নাতী। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ নবম জান্নাতী কে? তিনি বলেন ঃ 'আমি'।

١٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ أَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اثْبُتْ حِرَاءُ ! فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيْقٌ أَوْ شَهِيْدٌ " وَعَدَّهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَ أَبُوْ بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَ عُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَطَلْحَةُ ، وَ الزُّبَيْرُ ، وَ سَعْدٌ ، وَابْنُ عَوْفٍ ، وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ .

১৩৪ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... সা'য়ীদ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর কসম করে বলছি যে, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ হে হেরা (পর্বত)! তুমি স্থির থাক। কেননা, এখন তোমার উপরে নবী বা সিদ্দীক বা শহীদ রয়েছেন। এরপর তিনি তাঁদের নাম ধরে গণনা করেন ঃ আবূ বকর (রা), 'উমার (রা), 'উসমান (রা) 'আলী (রা.), তালহা (রা), যুবায়র (রা) সা'দ (রা.), ইবন 'আউফ (রা) ও সা'য়ীদ ইবন যায়দ (রা)।

فَضْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

আবূ 'উবায়দা ইবন জাররাহ (রা)-এর ফযীলত

١٣٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ جَمِيْعًا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ ، لِأَهْلِ نَجْرَانَ سَأَبْعَثُ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِيْنًا حَقَّ أَمِيْنٍ " قَالَ فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ .

১৩৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাজরানবাসীদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ আমি তোমাদের সংগে একজন আমানতদার লোক পাঠাচ্ছি, যিনি আমানতের হক পূর্ণ করবেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন ঃ লোকেরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। তখন তিনি আবূ 'উবায়দা ইবন জাররাহ (রা)-কে প্রেরণ করেন।

١٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا إِسْرَائِيْلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ هٰذَا أَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ .

১৩৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)........ 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ 'উবায়দা ইবনু জাররাহকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ ইনি এ উম্মতের আমানতদার।

فَضْلُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা)-এর ফযীলত

১৩৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيعٌ ـ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ لَاسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ

১৩৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি যদি কাউকে পরামর্শ ব্যতিরেকে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করতাম, তাহলে ইবন উম্মে 'আবদ (রা)-কেই আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করতাম।

১৩৮ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ - ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

১৩৮ হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল (র) ..... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ বকর ও 'উমর (রা) তাঁকে এ মর্মে সুসংবাদ দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন এমন উত্তম পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করতে চায়, যেভাবে তা নাযিল হয়েছে; সে যেন ইবন উম্মে 'আবদ (রা)-এর অনুসরণে তিলাওয়াত করে।

১৩৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ إِدْرِيْسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي حَتّٰى أَنْهَاكَ

১৩৯ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন ঃ তোমার জন্য পর্দা তুলে আমার কাছে আসার এবং আমার গোপন কথা শোনার অনুমতি রয়েছে, যতক্ষণ না আমি তোমাকে নিষেধ করি।

فَضْلُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর ফযীলত

১৪০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ - ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : كُنَّا نَلْقَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَهُمْ

يَتَحَدَّثُوْنَ - فَيَقْطَعُوْنَ حَدِيْثَهُمْ - فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُوْنَ - فَاِذَا رَاَوْا الرَّجُلَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ قَطَعُوْا حَدِيْثَهُمْ. وَاللّٰهِ ، لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يُحِبَّهُمْ لِلّٰهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّىْ.

১৪০ মুহাম্মদ ইবন তারীফ (র)..... 'আব্বাস ইবন 'আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন কুরায়শ গোত্রের লোকদের সমাবেশে তাদের কথাবার্তা বলার সময় উপস্থিত হতাম, তখন তারা তাদের আলাপ-আলোচনা বন্ধ করে দিত। তখন আমরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ লোকদের কী হলো যে, তারা নিজেদের মাঝে আলাপ-আলোচনা করে এবং যখন তারা আমার লোকদের দেখে, তখন তারা তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়! আল্লাহ্র কসম! কোন ব্যক্তির কলবে সে পর্যন্ত ঈমান প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আমার আত্মীয়তার খাতিরে তাদের ভালবাসবে।

١٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ . ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ . عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِىِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَنِىْ خَلِيْلًا كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا فَمَنْزِلِىْ وَ مَنْزِلُ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُجَاهَيْنِ. وَ الْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيْلَيْنِ.

১৪১ 'আবদুল ওয়াহহাব ইবন যাহ্হাক (র) ... ... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বন্ধু বানিয়েছেন, যেমন বন্ধু বানিয়েছিলেন ইবরাহীম (আ)-কে। কিয়ামতের দিন জান্নাতে আমার ও ইবরাহীম (আ)-এর আসন সামনা-সামনি হবে। আর 'আব্বাস (রা) আমাদের দুই বন্ধুর মাঝখানে একজন মুমিন হিসাবে অবস্থান করবেন।

فَضْلُ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ابْنَىْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

হাসান ও হুসায়ন ইবন 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-এর ফযীলত

١٤٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ . ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ لِلْحَسَنِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُ . فَاَحِبَّهُ وَاَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ قَالَ وَ ضَمَّهُ اِلٰى صَدْرِهِ.

১৪২ আহমদ ইবন 'আবদা (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) হাসান (রা) সম্পর্কে বলেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি অবশ্যই হাসান (রা)-কে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন এবং যারা তাকে ভালবাসে, তাদেরও ভালবাসুন। রাবী বলেন ঃ এবং তিনি তাকে আপন সীনার সাথে মিলিয়ে নেন।

١٤٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ أَبِي الْجَحَّافِ ، وَكَانَ مَرْضِيًّا ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي .

১৪৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যারা হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে ভালবাসে, তারা আমাকেই ভালবাসে এবং যারা তাদের উভয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তারা আমার সাথেই দুশমনি করে।

١٤٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُثْمَانَ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ (ص) إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ . فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ قَالَ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ (ص) أَمَامَ الْقَوْمِ ، وَبَسَطَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ الْغُلاَمُ يَفِرُّ هَهُنَا وَ هَهُنَا وَ يُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ (ص) حَتَّى أَخَذَهُ . فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ ، وَ الأُخْرَى فِي فَأْسِ رَأْسِهِ فَقَبَّلَهُ وَ قَالَ حُسَيْنٌ مِنِّي ، وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ . أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الأَسْبَاطِ .

১৪৪ ইয়া'কূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) ...... সা'ঈদ ইবন আবূ রাশিদ (র) থেকে বর্ণিত। ইয়া'লা ইবন মুররাহ (রা) তাদের নিকট এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন যে, একদা তারা নবী (সা)-এর সংগে এক ভোজ-সভায় যোগদান করেন যেখানে তাঁদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। এ সময় হুসায়ন (রা) রাস্তার ধারে খেলাধুলায় মশগুল ছিলেন। রাবী বলেন ঃ নবী (সা) লোকদের সামনে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর দু'হাত বিস্তার করলেন। তখন ছেলেটি [হুসায়ন (রা)] এদিক ওদিক পালাতে লাগলো এবং নবী (সা)-ও তাঁর সাথে কৌতুক করতে করতে তাঁকে ধরে ফেলেন। এরপর তিনি তাঁর এক হাত ছেলেটির চোয়ালের নীচে রাখলেন এবং অপর হাত তাঁর মাথায় রাখলেন এবং তিনি তাঁকে চুমু খেলেন। আর বললেন ঃ হুসায়ন আমার থেকে এবং আমি হুসায়ন থেকে। যে ব্যক্তি হুসায়ন (রা)-কে ভালবাসে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালবাসেন। হুসায়ন (রা) আমার বংশের একজন।

١٤٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ، وَ عَلِيُّ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ثَنَا أَسْبَاطُ ابْنُ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ صُبَيْحٍ ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِعَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ أَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ ، وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ

১৪৫ হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল ও আলী ইবন মুনযির (র) ..... যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসায়ন (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ যারা তোমাদের সংগে মিত্রতা স্থাপন করবে, আমিও তাদের সংগে মিত্রতা স্থাপন করব। আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করব।

فَضْلُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)-এর ফযীলত

١٤٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ. ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) فَاسْتَأْذَنَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اِئْذَنُوْا لَهُ. مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ.

১৪৬ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-এর কাছে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) সেখানে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন নবী (সা) বললেন ঃ তাকে আসার অনুমতি দাও। এই পাক ও পবিত্র ব্যক্তির আগমন মুবারক হোক।

١٤٧ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ – ثَنَا عَثَّامُ ابْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: دَخَلَ عَمَّارٌ عَلٰى عَلِيٍّ – فَقَالَ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ – سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مُلِئَ عَمَّارٌ إِيْمَانًا إِلٰى مُشَاشِهِ.

১৪৭ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র) .... হানী' ইবন হানী' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা 'আম্মার (রা) আলী (রা)-এর কাছে উপস্থিত হন। তখন তিনি বলেন ঃ এই পাক-পবিত্র ব্যক্তির আগমন মুবারক হোক। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আম্মারের গলা পর্যন্ত ঈমানে ভরপুর।

١٤٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ – ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُوْسٰى ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَا جَمِيْعًا: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَمَّارٌ، مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ إِلَّا اخْتَارَ الْأَرْشَدَ مِنْهُمَا

১৪৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা, আলী ইবন মুহাম্মদ ও আমর ইবন আবদুল্লাহ্ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ 'আম্মার (রা) এমন ব্যক্তি, দুটো বিষয়ে তাকে এখতিয়ার দেওয়া হলে সে এর থেকে হিদায়েতে পরিপূর্ণ বিষয়টি এখতিয়ার করে।

فَضْلُ سَلْمَانَ، وَأَبِيْ ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

সালমান, আবূ যার ও মিকদাদ (রা)-এর ফযীলত

١٤٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ أَبِيْ رَبِيْعَةَ الْإِيَادِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِيْ بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ، وَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ عَلِيٌّ مِنْهُمْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلَاثًا وَأَبُوْ ذَرٍّ، وَسَلْمَانُ، وَالْمِقْدَادُ.

১৪৯ ইসমাঈল ইবন মূসা ও সুওয়ায়দ ইবন সা'ঈদ (র) ...... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা চার ব্যক্তিকে ভালবাসতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি আমাকে এ সংবাদও দিয়েছেন ঃ তিনিও তাদের ভালবাসেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তারা কারা? তিনি বললেন ঃ আলী (রা) তাদের একজন। একথাটি তিনি তিনবার বললেন। (অন্য তিনজন হলেন) আবূ যার, সালমান ও মিকদাদ (রা)।

١٥٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ - ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلاَمَهُ سَبْعَةٌ : رَسُولُ اللَّهِ (ص) ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعَمَّارٌ ، وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ ، وَصُهَيْبٌ ، وَبِلاَلٌ ، وَالْمِقْدَادُ - فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ ، فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلاَّ بِلاَلاً فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ . فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ .

১৫০ আহমদ ইবন সা'ঈদ দারিমী (র) ...... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সর্বপ্রথম যাঁরা তাঁদের ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ করেন, তাঁরা হলেন সাতজন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর, আম্মার, তাঁর মা সুমাইয়া, সুহায়ব, বিলাল ও মিকদাদ (রা)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চাচা আবূ তালিবের মাধ্যমে হিফাযত করেন। আবূ বকর (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা তার স্বগোত্রীয় লোকদের মাধ্যমে হিফাযত করেন। আর অন্যান্যদের মুশরিকরা পাকড়াও করে এবং তাদের লোহার জামা পরিধান করিয়ে প্রখর রোদের মাঝে চিৎ করে শুইয়ে দিত। তাদের মাঝে এমন কেউ ছিল না, যাকে তারা তাদের ইচ্ছানুসারে নির্মম অত্যাচার করেনি, তবে বিলাল (রা) নিজকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সঁপে দিয়েছিলেন এবং লোকেরা তাঁকে অপমানিত করেছিল। তারা তাঁকে পাকড়াও করে বালকদের হাতে তুলে দিয়েছিল। তারা তাঁকে নিয়ে মক্কার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতো। আর তিনি শুধু আহাদ আহাদ (আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক) বলতেন।

١٥١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ - وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَمَالِي وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ ، إِلاَّ مَا وَارَى إِبْطُ بِلاَلٍ .

১৫১ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)........আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র পথে আমাকে যেরূপ কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অন্য কাউকে সেরূপ কষ্ট দেওয়া হয়নি। আর আমাকে আল্লাহ্‌র পথে যেরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, সেরূপ ভীতি আর কাউকে প্রদর্শন করা হয়নি। আমার এবং বিলাল (রা)-এর উপর তিন-তিনটি রাত এমনভাবে অতিবাহিত হতো

যে, এমন কোন খাদ্য সহজপ্রাপ্য হয়নি, যা কোন প্রাণী খেয়ে থাকে। তবে যা কিছু বিলাল (রা) তার বগলের নীচে দাবিয়ে রাখতো।

فَضَائِلُ بِلاَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

বিলাল (রা)-এর ফযীলত

١٥٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ شَاعِرًا مَدَحَ بِلاَلَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ، خَيْرُ بِلاَلٍ - فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَبْتَ ، لاَ بَلْ بِلاَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ خَيْرُ بِلاَلٍ .

১৫২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)........সালিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক কবি বিলাল ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা)-এর প্রশংসা করে বলেন ঃ বিলাল ইবন 'আবদুল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিলাল। তখন ইবন 'উমর (রা) বললেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছো। না, বরং বল ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিলালই সর্বোত্তম বিলাল।

فَضَائِلُ خَبَّابٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

খাব্বাব (রা)-এর ফযীলত

١٥٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ - ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِى لَيْلَى الْكِنْدِىِّ ، قَالَ : جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ أُدْنُ فَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِهٰذَا الْمَجْلِسِ مِنْكَ ، إِلاَّ عَمَّارٌ ، فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيْهِ آثَارًا بِظَهْرِهِ مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُوْنَ .

১৫৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও 'আমর ইবন 'আবদুল্লাহ্ (র) ....আবূ লায়লা কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাব্বাব (রা) 'উমর (রা)-এর কাছে এলেন। তখন তিনি বললেন ঃ আরো কাছে এসো। মজলিসের উপযুক্ত ব্যক্তি তোমার চাইতে আর কেউ নেই—'আম্মার (রা) ব্যতীত। তখন খাব্বাব (রা) তাঁর পিঠের সে সব ক্ষতচিহ্ন তাঁকে দেখালেন, যেগুলো মুশরিকরা তাঁকে শাস্তি দেওয়ার কারণে হয়েছিল।

١٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ ثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ أَرْحَمُ أُمَّتِىْ بِأُمَّتِىْ أَبُوْ بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ عُمَرُ - وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ - وَ أَقْضَاهُمْ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ - وَ أَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنًا - وَأَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .

১৫৪ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আমার উম্মতের প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশি রহমদিল আবূ বকর (রা)। আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠোর 'উমর (রা)। তাঁদের মাঝে সর্বাপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল 'উসমান (রা), সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ বিচারক 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা), আল্লাহ্র কিতাবের সর্বোত্তম তিলাওয়াতকারী উবাই ইবন কা'ব (রা)। হালাল-হারাম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত মু'আয ইবন জাবাল (রা) এবং ফারায়েয (দায়ভাগ) সম্পর্কিত বিষয়ে অধিক জ্ঞানী যায়দ ইবন সাবিত (রা)। জেনে রাখ! প্রত্যেক উম্মতের একজন আমানতদার থাকে। আর এ উম্মতের আমানতদার হলো আবূ উবায়দা ইবন জাররাহ (রা)।

١٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا وَكِيعٌ . عَنْ سُفْيَانَ . عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ . عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ مِثْلَهُ .

১৫৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ কিলাবা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

فَضْلُ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

আবূ যার (রা)-এর ফযীলত

١٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ . ثَنَا الْأَعْمَشُ . عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ . عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) يَقُولُ مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ وَلاَ أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ .

১৫৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি : আসমান ও যমীনের মাঝে আবূ যার (রা)-এর চাইতে অধিক সত্যভাষী আর কেউ নেই।

فَضْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর ফযীলত

١٥٧ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ . ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ . عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ . قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللّٰهِ (ص) سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ . فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) أَتَعْجَبُونَ مِنْ هٰذَا ؟ فَقَالُوا لَهُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هٰذَا .

১৫৭ হান্নাদ ইবন সারী (র) ..... বারা' ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটি সাদা রেশমী কাপড়ের থান হাদিয়া স্বরূপ পেশ করা হলো। আর উপস্থিত লোকজন পরস্পরে তা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা কি এতে আশ্চর্যবোধ করছ? তখন তাঁরা তাঁকে বললেন : জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। এরপর তিনি বললেন : সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জান্নাতে সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর রুমাল এর চাইতে উত্তম হবে।

١٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ – ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَوْتِ سَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ .

১৫৮ আলী ইবন মুহাম্মদ (র)........ জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর ইনতিকালের সময় মহান আল্লাহ্র 'আরশ কেঁপে উঠেছিল।

فَضْلُ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

জারীর ইবন 'আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা)-এর ফযীলত

١٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ – ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اَبِىْ خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ مَا حَجَبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مُنْذُ اَسْلَمْتُ – وَلَا رَاٰنِىْ اِلَّا تَبَسَّمَ فِىْ وَجْهِىْ ، وَلَقَدْ شَكَوْتُ اِلَيْهِ اَنِّىْ لَا اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِىْ صَدْرِىْ ، فَقَالَ اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا .

১৫৯ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র)........... জারীর ইবন 'আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যেদিন আমি মুসলমান হয়েছি, সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার থেকে পর্দা করেন নি (অর্থাৎ তিনি আমাকে সব সময় তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেন)। আর যখনই তিনি আমার দিকে তাকাতেন, তখন হাসিমুখে তাকাতেন। আমি তাঁর কাছে ঘোড়ার পিঠে স্থির না থাকতে পারার অভিযোগ করি। তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে মৃদু আঘাত করে দু'আ করেন ঃ আয় আল্লাহ্! তুমি তাকে (ঘোড়ার পিঠে দৃঢ়তার সাথে) স্থির রাখ এবং তাকে হিদায়েতকারী ও হিদায়েতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও।

فَضْلُ اَهْلِ بَدْرٍ

বদরী সাহাবীগণের ফযীলত

١٦٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَاَبُوْ كُرَيْبٍ ـ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ، قَالَ : جَاءَ جِبْرِيْلُ ، اَوْ مَلَكٌ ، اِلَى النَّبِيِّ (ص) ، فَقَالَ ، مَا تَعُدُّوْنَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فِيْكُمْ ؟ قَالُوْا : خِيَارَنَا ، قَالَ : كَذٰلِكَ هُمْ عِنْدَنَا ، خِيَارُ الْمَلَائِكَةِ .

১৬০ আলী ইবন মুহাম্মদ ও আবূ কুরায়ব (র)......... রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার জিবরাঈল (আ) অথবা অন্য এক ফিরিশতা নবী (সা)-এর কাছে এলেন। তিনি বললেন ঃ আপনারা তাদের কিরূপ গণ্য করেন, আপনাদের মাঝে যারা বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিল? তাঁরা বললেন ঃ তাঁরা আমাদের মাঝের উত্তম লোক। ফিরিশতা বললেন ঃ অনুরূপভাবে তাঁরাও আমাদের কাছে উত্তম ফিরিশতা (যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছিল)।

١٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ ثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ـ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ ـ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ .

১৬১ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্, 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও আবূ কুরায়ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীদের গাল-মন্দ করবে না। কারণ, সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান সোনা ব্যয় করে, তাহলেও সে তাদের এক মুদ কিংবা অর্ধ-মুদ ব্যয়ের সমান সওয়াব পাবে না।

١٦٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ، ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ ابْنِ ذُعْلُوقٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ (ص) فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً ، خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ .

১৬২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও 'আমর ইবন 'আবদুল্লাহ্ (র) .... নুসায়র ইবন যু'লূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন 'উমর (রা) বলতেন ঃ তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীদের গালি-গালাজ করবে না। কেননা, তাদের এক মুহূর্তের আমল তোমাদের সারা জীবনের আমলের চাইতে উত্তম।

فَضْلُ الأَنْصَارِ

আনসারদের ফযীলত

١٦٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) مَنْ أَحَبَّ الأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللّٰهُ ـ وَمَنْ أَبْغَضَ الأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللّٰهُ ـ قَالَ شُعْبَةُ ، قُلْتُ لِعَدِيٍّ أَسَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ ؟ قَالَ : إِيَّايَ حَدَّثَ

১৬৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও আমর ইবন আবদুল্লাহ্ (র) .... বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যারা আনসারদের ভালবাসে, আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন এবং যারা আনসারদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে দুশমনি করেন। শো'বা (র) বলেন, আমি 'আদী (রা)-কে বললাম, আপনি কি এটি বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ অবশ্য তিনিই বর্ণনা করেছেন।

١٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ـ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) قَالَ الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ـ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ

اسْتَقْبَلُوْا وَادِيًا اَوْ شِعْبًا وَاسْتَقْبَلَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا ، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْاَنْصَارِ ـ وَلَوْ لاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْاَنْصَارِ .

১৬৪ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আনসারগণ সেই কাপড়ের ন্যায় যা শরীরের সাথে জড়িয়ে থাকে। অন্যান্য লোক এমন বস্ত্রের মত, যা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন। যদি সমস্ত লোক কোন উপত্যকা কিংবা ঘাঁটিতে যায়, আর আনসারগণ আরেক উপত্যকার দিকে যায়, তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকার দিকেই যাব। আর যদি হিজরত না হতো, তবে আমিও আনসারদের একজন হতাম।

١٦٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ـ حَدَّثَنِيْ كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَحِمَ اللّٰهُ الْاَنْصَارَ ، وَاَبْنَاءَ الْاَنْصَارِ ، وَاَبْنَاءَ اَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ .

১৬৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (রা) ..... 'আমর ইবন 'আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের, তাঁদের সন্তানদের এবং তাঁদের সন্তানের সন্তানদের প্রতি রহম করুন।

فَضْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

ইবন আব্বাস (রা)-এর ফযীলত

١٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَاَبُوْ بَكْرِ بْنِ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ـ ثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ ضَمَّنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِلَيْهِ ، وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَتَاوِيْلَ الْكِتَابِ .

১৬৬ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বুকের সাথে আমাকে মিলালেন এবং বললেন ঃ আয় আল্লাহ্! তাকে হিকমত ও কুরআনের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করুন।

١٢ - بَابُ فِيْ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ

খারেজী সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসংগে

١٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ ، قَالَ ، وَذَكَرَ الْخَوَارِجَ ـ فَقَالَ فِيْهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ اَوْ مُوْدَنُ الْيَدِ ، اَوْ مَثْدُوْنُ الْيَدِ ـ وَلَوْلاَ اَنْ تَبْطَرُوْا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ (ص) ـ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ (ص) ؟ قَالَ : اِيْ ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ـ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

১৬৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খারেজী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেন ঃ তাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তির উদ্ভব হবে, যার হাত খাট হবে। যদি তোমরা স্বেচ্ছায় আমল ছেড়ে না বসতে, তবে আমি তোমাদের কাছে সেই হাদীস বর্ণনা করতাম, যে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর মুখে তাদের যারা কতল করবে তাদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। (রাবী উবায়দা বলেন) আমি বললাম ঃ আপনি কি এ কথা মুহাম্মদ (সা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। কা'বার রবের কসম! তিনি তিনবার একথা বলেন।

١٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ - قَالاَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَخْرُجُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ اَحْدَاثُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلاَمِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ - يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ - فَاِنَّ قَتْلَهُمْ اَجْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ .

১৬৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমির ইবন যুরারা (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আখেরী যমানায় এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যাদের দাঁত হবে ছোট ছোট এবং তারা কম বুদ্ধিসম্পন্ন হবে। তারা মানুষকে ভাল ভাল কথা বলবে, কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের গলার নীচে যাবে না (আল্লাহ্ কবূল করবেন না)। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের দেখা পাবে, সে যেন তাদের কতল করে। কারণ, যারা তাদের কতল করবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌র নিকট তাদের জন্য বিনিময় রয়েছে।

١٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ - اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَذْكُرُ فِي الْحَرُوْرِيَّةِ شَيْئًا؟ فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْمًا يَتَعَبَّدُوْنَ يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلٰوتَهُ مَعَ صَلٰوتِهِمْ وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ - يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ - اَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِيْ نَصْلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا - فَنَظَرَ فِيْ رِصَافِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا - فَنَظَرَ فِيْ قِدْحِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا - فَنَظَرَ فِي الْقُذَذِ فَتَمَارٰى هَلْ يَرٰى شَيْئًا اَمْ لاَ .

১৬৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)-কে বললাম, আপনি কি হারুরিয়াদের (খারিজীদের) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -কে কিছু বলতে শুনেছেন? তখন তিনি বললেন ঃ আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, তিনি একটি সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করেছেন, যারা খুব ইবাদতের পাবন্দ হবে এবং তোমরা তাদের সালাত ও সওমের তুলনায় নিজেদের সালাত ও সওমকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়। সে তার বর্শা নিক্ষেপ করবে এবং তার অগ্রভাগে কিছুই দেখতে পাবে না। এরপর সে তার বর্শার ফলকের প্রতি নজর করবে, তাতেও কোন চিহ্ন দেখতে পাবে

না। অতঃপর সে বর্শার ফলকের দিকে তাকালে কিছুই দেখতে পাবে না। এরপর সে তীরের ফলকের দিকে নজর করলে তার সন্দেহ হবে যে, সে কিছু দেখছে বা দেখছে না।

١٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِیْ شَيْبَةَ ، ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ بَعْدِیْ مِنْ اُمَّتِیْ ، اَوْ سَيَكُوْنُ بَعْدِیْ مِنْ اُمَّتِیْ قَوْمًا يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ ـ لَا يُجَاوِزُ حُلُوْقَهُمْ ـ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ـ ثُمَّ لَا يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ ـ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ ـ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّامِتِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو ، اَخِیْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِیِّ ـ فَقَالَ : وَاَنَا اَيْضًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ـ

১৭০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)....... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার পরে আমার উম্মতের মাঝে অথবা অচিরেই আমার পরে আমার উম্মত থেকে একটি দলের উদ্ভব হবে, তারা কুরআন পাঠ করবে, তবে তা তাদের কণ্ঠদেশের নিম্নভাগ অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়। অতঃপর তারা দীনের পথে ফিরে আসবে না। এরা হবে সৃষ্টির মাঝে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। 'আবদুল্লাহ্ ইবন সামিত (রা) বলেন ঃ এরপর আমি বিষয়টি হাকাম ইবন 'আমর গিফারী (র)-এর ভাই রাফে' ইবন আমর (রা)-এর নিকট উল্লেখ করি। তখন তিনি বলেন ঃ আমিও এ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছি।

١٧١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِیْ شَيْبَةَ ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ـ قَالَا ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَيَقْرَاَنَّ الْقُرْاٰنَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِیْ ـ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ـ

১৭১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ (র)......... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ অবশ্যই আমার উম্মত হতে একটি দল কুরআন তিলাওয়াত করবে। তবে তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়।

١٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ اَنْبَاَ سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ اَبِی الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِالْجِعِرَّانَةِ وَهُوَ يَقْسِمُ التِّبْرَ وَالْغَنَائِمَ وَهُوَ فِیْ حِجْرِ بِلَالٍ ـ فَقَالَ رَجُلٌ اِعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ ! فَاِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِیْ اِذَا لَمْ اَعْدِلْ ؟ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِیْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَتّٰى اَضْرِبَ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ هٰذَا فِیْ اَصْحَابٍ ، اَوْ اُصَيْحَابٍ لَهُ ، يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ـ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ـ

১৭২ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ..... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) জি'রানা নামক স্থানে গনীমতের মালামাল বন্টন করছিলেন এবং তা বিলাল (রা)-এর কোলে ছিল। তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ হে মুহাম্মদ! ইনসাফ কর। তুমি তো ইনসাফ করছ না।। তখন

তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য আফসোস! যদি আমি ইনসাফ না করি, তাহলে এমন কে আছে যে আমার পরে ইনসাফ করবে? তখন 'উমর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমার উম্মতের মধ্য থেকে একটি দলের উদ্ভব হবে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠদেশের নিম্নভাগ অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়।

١٧٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا اِسْحٰقُ الْاَزْرَقُ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ -

১৭৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ খারিজীরা হলো জাহান্নামের কুকুর।

١٧٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ - ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ يَنْشَاُ نَشْءٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ - قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ اَكْثَرَ مِنْ عِشْرِيْنَ مَرَّةً حَتّٰى يَخْرُجَ فِىْ عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ -

১৭৪ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ (অচিরেই) একটি দলের উদ্ভব হবে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নভাগ অতিক্রম করবে না। যখনই এ দলটি বের হবে, তখনই তাদের খতম করা হবে। ইবনে 'উমর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, যখনই দলটি প্রকাশ পাবে তখনই খতম করা হবে। কথাটি তিনি বিশের অধিকবার বলেছেন। এমনিভাবে তাদের থেকে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে।

١٧٥ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَخْرُجُ قَوْمٌ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ ، اَوْ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ ، يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، اَوْ حُلُوْقَهُمْ سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ - اِذَا رَاَيْتُمُوْهُمْ ، اَوْ اِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ ، فَاقْتُلُوْهُمْ -

১৭৫ বকর ইবন খালফ, আবূ বিশর (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ শেষ যমানায় অথবা এই উম্মতের মাঝে একটি সম্প্রদায় বের হবে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, তবে তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে যাবে না। তাদের চিহ্ন হবে মুণ্ডিত মস্তক। যখন তোমরা তাদের দেখতে পাবে কিংবা তাদের সাক্ষাত পাবে, তখন তাদের কতল করবে।

١٧٦ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ اَبِىْ غَالِبٍ ، عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ ، يَقُوْلُ شَرُّ قَتْلٰى قُتِلُوْا تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ ، وَخَيْرُ قَتْلٰى مَنْ قَتَلُوْا ، كِلَابُ اَهْلِ النَّارِ - قَدْ كَانَ هٰؤُلَاءِ مُسْلِمِيْنَ فَصَارُوْا كُفَّارًا - قُلْتُ يَا اَبَا اُمَامَةَ هٰذَا شَىْءٌ تَقُوْلُهُ ؟ قَالَ : بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) -

১৭৬ সাহল ইবন আবূ সাহল (র) ..... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আসমানের নীচে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি তারা, যারা জাহান্নামের কুকুর (খারিজীরা)। আর তাদের যারা কতল

করবে, তারা হবে উত্তম। খারিজীরা আগে ছিল মুসলমান কিন্তু পরে কাফির হয়ে গিয়েছে। (রাবী বলেন) আমি বললাম ঃ হে আবূ উমামা! এটা কি আপনার নিজস্ব মতামত, যা আপনি বলছেন? তিনি বললেন ঃ না ; বরং এ কথা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকেই শুনেছি।

١٢ - بَابُ فِيمَا أَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ

জাহমিয়া সম্প্রদায় যা অস্বীকার করে, সে প্রসঙ্গে

١٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِيْ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِيْ يَعْلَى وَوَكِيْعٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالُوْا ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلٰوةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ)

১৭৭ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ অবশ্যই তোমরা তোমাদের রব্বকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। যদি তোমাদের সামর্থ্য থাকে, তবে তোমাদের উপর ফজরের সালাত ও মাগরিবের সালাতে যেন (শয়তান) বিজয়ী না হয় (অর্থাৎ এ দুই সালাত যেন কাযা না হয়; বরং তা আদায় করবে।) এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ "এবং তুমি তোমার রব্বের তাসবীহ্ পাঠ কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে। (৫০ ঃ ৩৯)

١٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسَى الرَّمْلِيُّ . عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ . قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) " تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ قَالُوْا : لاَ . قَالَ فَكَذٰلِكَ ، لاَ تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" .

১৭৮ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র)........... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কি পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কোন অসুবিধা হয়? তারা বললেন ঃ না। তিনি বললেন ঃ এমনিভাবে কিয়ামতের দিন তোমাদের রব্বের দর্শনে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

১৭৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَنَرَى رَبَّنَا ؟ قَالَ تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيْرَةِ فِيْ غَيْرِ سَحَابٍ ؟ قُلْنَا لاَ . قَالَ فَتُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فِيْ غَيْرِ سَحَابٍ ؟ قَالُوْا لاَ . قَالَ اِنَّكُمْ لاَ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ اِلاَّ كَمَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِمَا

১৭৯ মুহাম্মদ ইবন আলা হামদানী (র)........ আবূ সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আমাদের রব্বকে দেখব? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কোন অসুবিধা বোধ কর? আমরা বললাম ঃ না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের কি পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ দেখতে কোন অসুবিধা হয়? তারা বললেন ঃ না। তিনি বললেন ঃ (কিয়ামতের দিন) তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না, যেমন তোমরা চাঁদ-সুরুয দেখতে অসুবিধা বোধ কর না।

১৮০ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ . اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِيْ رَزِيْنٍ ، قَالَ ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)! اَنَرَى اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ وَمَا آيَةُ ذٰلِكَ فِيْ خَلْقِهِ ؟ قَالَ : يَا اَبَا رَزِيْنٍ اَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِيًا بِهِ ؟ قَالَ ، قُلْتُ : بَلٰى ، قَالَ فَاللّٰهُ اَعْظَمُ . وَذٰلِكَ آيَةٌ فِيْ خَلْقِهِ

১৮০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........ আবূ রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাব? এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে এর নিদর্শন কি? তিনি বললেন ঃ হে আবূ রাযীন! তোমাদের সকলে কি চাঁদকে একান্তে দেখতে পাও না? তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ অবশ্যই। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা মহান এবং এ হলো নিদর্শন তাঁর সৃষ্টির মাঝে।

১৮১ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ . اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حُدُسٍ ، عَنْ عَمِّهِ اَبِيْ رَزِيْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوْطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ . قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَوَيَضْحَكُ الرَّبُّ ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ : لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا .

১৮১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........ আবূ রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমাদের রব্ব সে সময় হাসেন, যখন তাঁর বান্দা নিরাশ হয় এবং গায়রুল্লাহর নৈকট্য প্রার্থনা করে। রাবী বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রব্ব কি হাসেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি বললাম ঃ আমরা কখনো পুণ্যের কাজ ছাড়বো না, যাতে রব্ব হাসতে পারেন।

١٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ قَالاَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ـ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِىْ رَزِيْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ ؟ قَالَ : كَانَ فِىْ عَمَاءٍ ، مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ ، وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ ، وَمَاءٌ ، ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ .

১৮২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ (র) .... আবূ রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ । মাখলূক সৃষ্টি করার পূর্বে আমাদের রব্ব কোথায় ছিলেন ? তিনি বললেন, একটি মেঘের মধ্যে, যার নীচে বায়ু ছিল এবং উপরেও বায়ু ছিল । এরপর তিনি মাখলূক সৃষ্টি করেন এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর ।

١٨٣ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ـ ثَنَا سَعِيْدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ، اِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ ! كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَذْكُرُ فِى النَّجْوَى ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ـ ثُمَّ يُقَرِّرُهُ بِذُنُوْبِهِ ، يَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُ ؟ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ اَعْرِفُ ـ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَبْلُغَ قَالَ : اِنِّىْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ، قَالَ : ثُمَّ يُعْطَى صَحِيْفَةَ حَسَنَاتِهِ ، اَوْ كِتَابَهُ ، بِيَمِيْنِهِ ـ قَالَ : وَاَمَّا الْكَافِرُ اَوِ الْمُنَافِقُ فَيُنَادَى عَلَى رُؤُسِ الْاَشْهَادِ ـ قَالَ خَالِدٌ : فِى ' الْاَشْهَادِ ' شَىْءٌ مِنِ انْقِطَاعٍ . (هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى رَبِّهِمْ ! اَلاَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ) .

১৮৩ হুমায়দ ইবন মাস'আদাহ (র) ...... সাফওয়ান ইবন মুহরিয মাযিনী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন ঃ একবার আমরা 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা)-এর সংগে ছিলাম । তিনি তখন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন । তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো ঃ হে ইবন 'উমর! আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে সেই হাদীস কিভাবে শুনেছেন, যা তিনি গোপন আলাপ সম্পর্কে বলেছেন ? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন ঈমানদার ব্যক্তি তার পরওয়ারদিগারের খুব নিকটবর্তী হবে, এমন কি আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর থেকে পর্দা তুলে নেবেন । এরপর তিনি তার গুনাহগুলি তার সামনে তুলে ধরবেন এবং বলবেন ঃ তুমি কি এগুলো জান? তখন সে বলবে ঃ হে আমার রব্ব! হ্যাঁ । আমি তা জানি । শেষ পর্যন্ত যতখানি আল্লাহ্র মঞ্জুর হবে, সে স্বীকার করে নেবে । তিনি বলবেন ঃ আমি এগুলো তোমার থেকে দুনিয়াতে গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম । রাবী বলেন ঃ তারপর তার ডান হাতে নেক আমলের একটি দপ্তর প্রদান করা হবে । রাবী বলেন ঃ কাফির অথবা মুনাফিকদের বিষয়ে সমস্ত মানুষের সামনে ঘোষণা দেওয়া হবে যে, هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى رَبِّهِمْ ، اَلاَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ "এরাই সে সব লোক, যারা তাদের রব্বের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে । জেনে রাখ! "সীমালংঘনকারীদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হবে ।" (১১ ঃ ১৮)

١٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي الشَّوَارِبِ ، ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ ، ثَنَا الْفَضْلُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَيْنَا اَهْلُ الْجَنَّةِ فِيْ نَعِيْمِهِمْ اِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُوْرٌ ، فَرَفَعُوْا رُءُوْسَهُمْ، فَاِذَا الرَّبُّ قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ـ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ : (سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ) قَالَ فَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ ـ وَلَا يَلْتَفِتُوْنَ اِلٰى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيْمِ مَادَامُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقٰى نُوْرُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِيْ دِيَارِهِمْ ـ

১৮৪ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল মালিক ইবন আবূ শাওয়ারিব (র)........ জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জান্নাতীরা তাদের নিয়ামত সামগ্রীর স্বাদ আস্বাদনে মশগুল থাকবে, হঠাৎ তাদের সামনে একটি নূর চমকিয়ে উঠবে। তখন তারা তাদের মাথা উঠাবে এবং দেখতে পাবে যে, তাদের রব্ব তাদের উপর দিক থেকে আবির্ভূত এবং তিনি বলছেন ঃ হে জান্নাতবাসী! " اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ " (তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ এটাই হলো আল্লাহর বাণী, " سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ "-(পরম দয়ালু পরওয়ারদিগারের পক্ষ হতে তাদের বলা হবে সালাম, শান্তি) (৩৬ ঃ ৫৮)-এর তাৎপর্য। তিনি বলেন ঃ এরপর আল্লাহ্ জাল্লা তাদের প্রতি তাকাবেন এবং তারাও তাঁর প্রতি তাকাবে। অতঃপর জান্নাতীরা জান্নাতের অন্য কোন নিয়ামত সামগ্রীর দিকে ফিরে তাকাবে না, যতক্ষণ তারা আল্লাহর দীদারে মশগুল থাকবে। অবশেষে তাদের মাঝে পর্দা পড়ে যাবে এবং তাঁর নূর ও বরকত তাদের প্রতি তাদের আবাসস্থলে অবশিষ্ট থাকবে।

١٨٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ . فَيَنْظُرُ عَنْ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ مِنْ اَيْسَرَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ ـ ثُمَّ يَنْظُرُ اَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ ـ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَلْيَفْعَلْ .

১৮৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ...... 'আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন কেউ থাকবে না, যার সামনে তার রব্ব কথা বলবেন না। সে এবং তাঁর মাঝখানে কোন অনুবাদকারী থাকবে না। বান্দা তার ডানদিকে তাকালে তার আমল ব্যতিরেকে কিছুই দেখতে পাবে না। এরপর সে তার বামদিকে তাকালে তখনও তার আমল ব্যতীত কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সে তার সম্মুখভাগে নজর করলে জাহান্নাম তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই সাধ্যমত যেন জাহান্নাম থেকে বিরত থাকে; যদিও একটি খুরমা-খেজুর সদকা করেও হয়, তাহলে যেন সে তা করে।

١٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِيِّ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ

آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ -

১৮৬ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)......... 'আবদুল্লাহ্ ইবন কায়স আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ দুটি জান্নাত হবে রূপার তৈরি, তার পান- পাত্রসমূহ ও তার মাঝের সব বস্তু সামগ্রীও হবে রূপার তৈরি। আর দুটি জান্নাত সোনার, তার পানপাত্রসমূহ ও তার মাঝের অন্যান্য জিনিস হবে সোনার তৈরি। সেদিন লোকদের, আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভের একমাত্র তাঁর চেহারার উপর কিবরিয়াত্ত (বড়ত্বের) চাদরই প্রতিবন্ধক হবে। আর এই দীদার পর্ব অনুষ্ঠিত হবে আদন নামক জান্নাতে।

١٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا حَجَّاجٌ ـ ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صُهَيْبٍ ـ قَالَ تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) هَذِهِ الآيَةَ : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) ـ وَقَالَ ـ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، نَادَى مُنَادٍ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ؛ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ ـ فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثَقِّلِ اللَّهُ مَوَازِينَنَا وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ـ فَوَاللَّهِ ـ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ ، يَعْنِي إِلَيْهِ ، وَلاَ أَقَرَّ لأَعْيُنِهِمْ .

১৮৭ আবদুল কুদ্দুস ইবন মুহাম্মদ (র) ...... সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ "যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো অধিক" (১০ ঃ ২৬)। আর নবী (সা) বলেন ঃ যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন এক ঘোষণাকারী বলবে ঃ হে জান্নাতের অধিবাসীরা! নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর একটি ওয়াদা যা তিনি পূরণ করবেন। তখন তারা বলবে ঃ সেটি কি ? আল্লাহ কি আমাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী করেন নি? আমাদের চেহারাগুলো আলোকিত করেন নি? তিনি কি আমাদের জান্নাতে দাখিল করেন নি এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেন নি? [রাসূলুল্লাহ (সা)] বলেন ঃ তখন আল্লাহ পর্দা তুলে নেবেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি তাকাবে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাদেরকে তাঁর দীদারের চাইতে অধিক প্রিয় বস্তু কিছু দান করেননি এবং কোন জিনিস দীদার লাভের চাইতে অধিকতর নয়ন প্রীতিকর হবে না।

١٨٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ (ص) وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَشْكُو زَوْجَهَا ـ وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ ـ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا)

তিনি বললেন ঃ অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)। তিনি (সা) বললেন ঃ আল্লাহ কখনো পর্দার অন্তরাল ছাড়া কারো সাথে কথা বলেননি। কিন্তু তোমার পিতার সঙ্গে তিনি পর্দা ব্যতিরেকে সরাসরি কথা বলেছেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ হে আমার বান্দা! তুমি আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দান করব। তিনি বলেন ঃ হে আমার রব্ব! আপনি আমাকে পুনরায় জীবিত করে দিন, যাতে আপনার রাস্তায় দ্বিতীয়বার শহীদ হতে পারি। তখন মহান ও পবিত্র রব্ব বললেন ঃ আমি তো আগেই লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, লোকেরা (মৃত্যুর পর) আর পৃথিবীতে ফিরে যাবে না। তিনি বললেন ঃ হে আমার রব্ব! তাহলে আপনি আমার পশ্চাৎবর্তীদের কাছে এ খবর পৌঁছিয়ে দিন। রাবী বলেন, তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ "যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে, তাদের কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রব্বের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত"। (৩ ঃ ১৬৯)

١٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ يَضْحَكُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ كِلَاهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ - يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُسْتَشْهَدُ - ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى قَاتِلِهِ ، فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُسْتَشْهَدُ .

১৯১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দু' ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করে হাসবেন, যাদের একজন অন্যজনকে কতল করেছিল। তারা উভয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীর তাওবা কবূল করেন। আর সে ইসলাম কবূল করে। এরপর আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করে সেও শহীদ হয়।

١٩٢ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى - قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ - حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ ؟

১৯২ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া ও ইউনুস ইবন 'আবদুল আ'লা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ কিয়ামতের দিন যমীন ও আসমানকে গুটিয়ে তাঁর ডান হাতে নেবেন। এরপর তিনি বলবেন ঃ আমিই শাহানশাহ, যমীনের বাদশাহরা (আজ) কোথায়?

١٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِىْ ثَوْرٍ الْهَمْدَانِىُّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمِيْرَةَ ، عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - قَالَ كُنْتُ بِالْبَطْحَاءِ فِىْ عِصَابَةٍ - وَفِيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَةٌ - فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ - مَا تُسَمُّوْنَ هٰذِهِ ؟ قَالُوْا : السَّحَابَ - قَالَ - وَالْمُزْنَ - قَالُوْا وَالْمُزْنَ - قَالَ - وَالْعَنَانَ - قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالُوْا : وَالْعَنَانَ - قَالَ - كَمْ تَرَوْنَ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ ؟ قَالُوْا : لاَ نَدْرِيْ ـ قَالَ ـ فَإِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا إِمَّا وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَسَبْعِيْنَ سَنَةً ، وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذٰلِكَ ـ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ـ ثُمَّ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرًا ـ بَيْنَ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ـ ثُمَّ فَوْقَ ذٰلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ ـ بَيْنَ أَظْلاَفِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ـ ثُمَّ عَلَى ظُهُوْرِهِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ـ ثُمَّ اللّٰهُ فَوْقَ ذٰلِكَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ

১৯৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ...... 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বাতহা নামক স্থানে একটি দলের সাথে ছিলাম এবং তাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও ছিলেন। তখন তাঁর কাছে একখণ্ড মেঘ আসে। তিনি এর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন ঃ তোমরা এটাকে কি নামে অভিহিত করে থাক ? তারা বললেন ঃ মেঘ। তিনি বললেন ঃ এবং বৃষ্টিও, তারা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ 'আনান অর্থাৎ কালো মেঘও। আবু বকর (রা) বলেন, তারা বললেন ঃ 'আনানও বটে। তিনি বললেন ঃ তোমাদের এবং আসমানের মাঝে দূরত্ব কত বলে মনে কর ? তারা বললেন ঃ আমরা জানি না। তিনি বললেন ঃ তোমাদের এবং আসমানের মাঝে ৭১ অথবা ৭২ অথবা ৭৩ বছরের দূরত্ব রয়েছে। অনুরূপভাবে ঊর্ধ্ব আসমানের দূরত্ব। এভাবে তিনি সাত আসমানের সংখ্যা গণনা করেন। অতঃপর সপ্তম আসমানের উপরে একটি সমুদ্র রয়েছে যার শীর্ষভাগ ও নিম্নভাগের ব্যবধান এক আসমান থেকে অন্য আসমানের দূরত্বের সমান। এরপর তার উপরে রয়েছে আটজন ফিরিশতা, যাঁদের গোঁড়ালি ও হাঁটুর ব্যবধান এক আসমান থেকে অন্য আসমানের দূরত্বের সমান। এরপর তাঁদের পিঠে অবস্থিত আছে 'আরশ, যার উপর ও নীচের ব্যবধান হচ্ছে এক আসমান থেকে অপর আসমানের দূরত্বে সমান। এর উপরে রয়েছেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলা।

১৯৪ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ـ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ـ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ ـ إِذَا قَضَى اللّٰهُ أَمْرًا فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ أَجْنِحَتَهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ ـ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ، (قَالُوْا الْحَقَّ ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ) ـ قَالَ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُوْا السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ـ فَيَسْمَعُ الْمَلاَئِكَةُ الْكَلِمَةَ ـ فَيُلْقِيْهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا إِلَى الَّذِيْ تَحْتَهُ فَيُلْقِيْهَا عَلَى لِسَانِ الْكَاهِنِ أَوِ السَّاحِرِ فَرُبَّمَا لَمْ يُدْرَكْ حَتَّى يُلْقِيَهَا ـ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَتُصَدَّقُ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الَّتِيْ سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ ـ

১৯৪ ইয়া'কূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) ...... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা আসমানে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন ফিরিশতারা বিনয়াবনত হয়ে তাঁদের পাখাসমূহ বিস্তার করেন। যাতে এমন একটি আওয়াজের সৃষ্টি হয়, যেন তা পাথরের উপর শিকল মারার মত। যখন তাঁদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়, তখন তাঁরা পরস্পরে বলাবলি করেন যে, তোমাদের রব্ব কি বলেছেন? তাঁরা বলেন ঃ قَالُوا الْحَقَّ ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ তিনি সত্যই বলেছেন, তিনি সর্বোচ্চ, মহান। (৩৪ ঃ ২৩) রাবী বলেন ঃ তাঁদের পারস্পরিক আলোচনা শয়তান ওঁৎপেতে শুনে থাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থানকারীদের কাছে তা পৌঁছে দেয়। কখনো কখনো নিম্নে

অবস্থানকারীদের কাছে পৌছানোর পূর্বে তাদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেয় এবং কখনো বা তারা যমীনে এসে গণক অথবা যাদুকরের জিহবায় নিক্ষেপ করে। আবার কোন কোন সময় তারা তা শুনতে পায় না, বরং (নিজেদের পক্ষ থেকে) তা গণক ও যাদুকরের জিহ্‌বায় নিক্ষেপ করে এবং সে এ কথার সাথে শত মিথ্যা মিলিয়ে দেয়। সত্য কথা সেটি, যা আসমান থেকে শোনা হয়েছে।

১৯৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰـى ، قَالَ : قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰـهِ (ص) بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ ـ فَقَالَ ـ اِنَّ اللّٰـهَ لاَ يَنَامُ ـ وَ لاَ يَنْبَغِيْ لَهُ اَنْ يَنَامَ ـ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَ يَرْفَعُهُ وَ يُرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ ، وَ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ . حِجَابُهُ النُّوْرُ ـ لَوْ كَشَفَهُ لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهٖ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهٖ .

১৯৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে পাঁচটি বিষয়ে খুতবা দেন। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদ্রা যান না এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁর মর্যাদার পরিপন্থি; তিনি মিযান (পাল্লা) নীচু করেন এবং তা উপরে উঠান। রাতের আমল তাঁর নিকট দিনের আমলের পূর্বেই পৌছানো হয় এবং দিনের আমল রাতের আমলের আগেই। তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর (জ্যোতি)। যদি তিনি তাঁর পর্দা উঠিয়ে নেন, তাহলে তাঁর চেহারার জ্যোতি সব কিছুকে ভস্মীভূত করে দেবে—তাঁর সৃষ্টির যতদূর দৃষ্টি যায়।

১৯৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ـ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰـهِ (ص) ـ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنَامُ ، وَلاَ يَنْبَغِيْ لَهُ اَنْ يَنَامَ ـ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ ـ حِجَابُهُ النُّوْرُ ـ لَوْ كَشَفَهَا لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهٖ كُلَّ شَيْءٍ اَدْرَكَهُ بَصَرُهُ ـ ثُمَّ قَرَأَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ : (اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ).

১৯৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদ্রা যান না এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁর মর্যাদার পরি- পন্থি, তিনি দাঁড়িপাল্লা নীচু করেন এবং তা উপরে উঠান। তাঁর পর্দা হলো নূর। যদি তিনি তাঁর পর্দা উঠিয়ে নেন, তবে তাঁর চেহারার জ্যোতি সম্মুখস্থ যাবতীয় কিছু জ্বালিয়ে দেবে, যতদূর দৃষ্টি যাবে। অতঃপর আবূ উবায়দা (রা) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ "ধন্য সে ব্যক্তি যে আছে এ আগুনের মাঝে এবং যারা আছে এর চারপাশে। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত।" (২৭ ঃ ৮)

১৯৭ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ـ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الـزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ ـ يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلْأَى ـ لاَ يَغِيْضُهَا شَيْءٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ـ

وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ - يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُ . قَالَ . أَرَأَيْتَ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا فِي يَدَيْهِ شَيْئًا .

১৯৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র ডান হাত পরিপূর্ণ, তা কখনো হ্রাস পায় না। তিনি রাত-দিন বেহিসাব দান করেন। তাঁর অপর হাতে রয়েছে তুলাদণ্ড। তিনি তুলাদণ্ড উপরে উঠান এবং নীচু করেন। নবী (সা) বলেন ঃ তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ আসমান-যমীন সৃষ্টির প্রথম থেকে কি খরচ করেছেন ? বস্তুত (অকাতরে খরচ করা সত্ত্বেও) তাঁর দু'হাতে যা আছে, তার কিছু কমেনি।

١٩٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - يَقُولُ يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بِيَدِهِ وَقَبَضَ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْجَبَّارُ ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ؟ قَالَ . وَيَتَمَيَّلُ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتّٰى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ - حَتّٰى إِنِّي أَقُولُ أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ اللّٰهِ (ص) ؟

১৯৮ হিশাম ইবন 'আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ্ (র) ..... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ (কিয়ামতের দিন) আসমান ও যমীনসমূহকে তাঁর হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবেন (এবং তিনি তা সংকুচিত করবেন এবং সম্প্রসারিত করবেন) এরপর তিনি বলবেন ঃ আমি মহাপ্রতাপশালী! অত্যাচারী রাজা-বাদশাহরা কোথায় ? কোথায় অহংকারী দাম্ভিকরা ? রাবী বলেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ডানদিকে ও বামদিকে তাকালেন। এমন কি আমি দেখলাম যে, মিম্বারটি নীচের দিক থেকে হেলেদুলে পড়ছে। এ সময় আমি বললাম ঃ মিম্বারটি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -কে নিয়ে পড়ে যাবে ?

١٩٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ - ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ ، قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي النَّوَّاسُ بْنُ سَمْعَانَ الْكِلَابِيُّ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) يَقُولُ - مَا مِنْ قَلْبٍ إِلاَّ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ - إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ - وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) يَقُولُ : يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ : قَالَ : وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمٰنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

১৯৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)..... নাওয়াস ইবন সাম'আন কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেকটি অন্তঃকরণ দয়াময় আল্লাহ্‌র দু'আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত। যদি তিনি চান, তবে তিনি তা সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর যদি তিনি চান, তিনি তা বক্র পথে চালিত করেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ বলতেন ঃ يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ

"হে অন্তর সুদৃঢ়কারী! আমাদের অন্তরকে আপনার দীনের উপর দৃঢ় রাখুন ।" তিনি আরো বলেন ঃ তুলাদণ্ডও দয়াময় আল্লাহ্র হাতে। তিনি কোন কোন সম্প্রদায়কে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন এবং কতককে কিয়ামত পর্যন্ত অবনমিত করে রাখেন।

٢٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ لَيَضْحَكُ اِلَى ثَلاَثَةٍ ، لِلصَّفِّ فِى الصَّلٰوةِ ، وَلِلرَّجُلِ يُصَلِّى فِى جَوْفِ اللَّيْلِ ، وَلِلرَّجُلِ يُقَاتِلُ ـ اُرَاهُ قَالَ ـ خَلْفَ الْكَتِيْبَةِ .

২০০ আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র)...... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তিনটি বিষয় দেখে হাসেন ঃ (১) সালাতের কাতারের জন্য, (২) সে ব্যক্তির জন্য, যে গভীর রাতে সালাতে রত থাকে ও (৩) সে ব্যক্তির জন্য, যে সৈন্যদের পালানোর পরও জিহাদ চালিয়ে যায়।

٢٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ ، عَنْ عُثْمَانَ ، يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ الثَّقَفِىَّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِى الْمَوْسِمِ ، فَيَقُوْلُ ، اَلاَ رَجُلٌ يَحْمِلُنِىْ اِلٰى قَوْمِهِ فَاِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُوْنِىْ اَنْ اُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّىْ .

২০১ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ...... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্জের মৌসুমে নিজকে লোকদের সামনে পেশ করতেন। তখন তিনি বলতেন ঃ কুরায়শরা আমাকে আমার রব্বের কালাম প্রচারে বাঁধা দিচ্ছে ; তোমাদের মাঝে এমন কে আছে, যে আমাকে তার গোত্রের কাছে নিরাপদে নিয়ে যাবে (যাতে আমি আল্লাহর পয়গাম নির্বিঘ্নে পৌছাতে পারি)?

٢٠٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ـ ثَنَا الْوَزِيْرُ بْنُ صَبِيْحٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ حَلْبَسٍ ، عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ (ص) فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ)، قَالَ مِنْ شَاْنِهِ اَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا ، وَيُفَرِّجَ كَرْبًا وَيَرْفَعَ قَوْمًا ، وَيَخْفِضَ آخَرِيْنَ .

২০২ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).......... আবূ দারদা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্র বাণী كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ (তিনি প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত) (৫৫ঃ ২৯) নবী (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্র শান এই যে, তিনি গুনাহ মাফ করেন, দুঃখ-দুর্দশা মোচন করেন। তিনি কোন কওমকে বুলন্দ মর্যাদা দেন এবং কতককে অবনমিত করেন।

١٤ ـ بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً اَوْ سَيِّئَةً

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন ভাল অথবা মন্দ কাজের প্রচলন করে

٢٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ـ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ـ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ اَجْرُهَا ،

وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا .

২০৩ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল মালিক ইবন আবূ শাওয়ারিব (র) ...... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের প্রচলন করে, আর তদনুযায়ী আমল করা হয়, তার জন্য তার পুরস্কার রয়েছে সেরূপ, যেরূপ বিনিময় হলো তার আমলকারীর জন্য। আর তাদের পুরস্কার থেকে কিছু কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দকাজের প্রবর্তন করে আর সে অনুসারে আমল করা হয়, তবে সেও তার তিরস্কারের ভাগীদার হবে, যে মন্দ আমল করবে। তাদের বিনিময় থেকে কিছুই কম করা হবে না।

٢٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَحَثَّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ : عِنْدِي كَذَا وَكَذَا ، قَالَ ، فَمَا بَقِيَ فِي الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلاَّ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ - فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) مَنِ اسْتَنَّ خَيْرًا فَاسْتُنَّ بِهِ ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلاً ، وَمِنْ أُجُورِ مَنِ اسْتَنَّ بِهِ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا - وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً ، فَاسْتُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلاً ، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِي اسْتَنَّ بِهِ ، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا .

২০৪ 'আবদুল ওয়ারিস ইবন 'আবদুস সামাদ ইবন 'আবদুল ওয়ারিস (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর কাছে আসে। তখন তিনি তাকে দান করার জন্য (লোকদের) উৎসাহিত করলেন। এক ব্যক্তি বললো ঃ আমার পক্ষ থেকে এই এই পরিমাণ। রাবী বলেন ঃ মজলিসে এমন কেউ অবশিষ্ট রইল না, যে কমবেশি ঐ ব্যক্তিকে দান করেনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের প্রচলন করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা হয়, সে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান পাবে। আর যারা সে আদর্শ অনুসারে কাজ করবে, তাদের সমপরিমাণ পুরস্কার ঐ ব্যক্তি পাবে, অথচ এতে আমলকারীদের বিনিময়ে কোন ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের প্রচলন করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা হয়, এর পাপের বোঝা পূর্ণরূপে তার উপর বর্তাবে এবং যারা মন্দ কাজ করে, তাদের পাপের বোঝাও ঐ ব্যক্তির উপর বর্তাবে, অথচ মন্দ কাজকারীদের পাপের বোঝা কোনক্রমেই হালকা হবে না।

٢٠٥ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ فَاتُّبِعَ ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ، وَأَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ ، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا .

২০৫ 'ঈসা ইবন হাম্মাদ মিসরী (র) ...... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে কেউ গুমরাহীর দিকে আহ্বান করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা হয়, তবে

পাপ-কর্ম সম্পাদনকারীর যে পরিমাণ গুনাহ হবে, ঐ কাজে আহবানকারীরও সমপরিমাণ গুনাহ হবে, অথচ এতে পাপকর্ম সম্পাদনকারীদের গুনাহের পরিমাণ কিছুমাত্র কমানো হবে না। পক্ষান্তরে, যে কেউ ভাল কাজের দিকে আহবান করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা হয়, সে ব্যক্তি ভাল কাজ সম্পাদনকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে, এতে যে ভাল কাজকারীদের সওয়াব হতে কিছু পরিমাণ কমানো হবে না।

٢٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) . قَالَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا . وَمَنْ دَعَا اِلَى ضَلاَلَةٍ ، فَعَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا .

২০৬ আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন 'উসমান' উসমানী (রা) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহবান করে, তার জন্য উক্ত আমলকারীদের সমান পুরস্কার রয়েছে। এতে আমলকারীদের পুরস্কারে কোনরূপ ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি গুমরাহীর দিকে আহবান করে, তার জন্য উক্ত আমলকারীর অনুরূপ গুনাহ রয়েছে। এতে মন্দ আমলকারীদের গুনাহের কিছুমাত্র কম হবে না।

٢٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ . ثَنَا اِسْرَائِيْلُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، كَانَ لَهُ اَجْرُهُ وَ مِثْلُ اُجُوْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا . وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً ، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَ مِثْلُ اَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا .

২০৭ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ...... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের প্রচলন করে এবং সে অনুসারে আমল করা হয়, তবে তার জন্য এ কাজের পুরস্কার রয়েছে এবং অন্য যারা এ কাজ করবে, তাদের সমপরিমাণ পুরস্কারও ঐ ব্যক্তি পাবে, অথচ তাদের পুরস্কারে কোন ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের প্রচলন করে এবং তদনুযায়ী কাজ করা হয়, তবে এ কাজের গুনাহ তার হবে এবং যারা এ কাজ করবে, তাদের গুনাহের সমপরিমাণ গুনাহও তার হবে, অথচ এতে তাদের গুনাহের পরিমাণ আদৌ কমবে না।

٢٠٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُوْ اِلَى شَيْئٍ اِلاَّ وُقِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَزِمًا لِدَعْوَتِهِ ، مَا دَعَا اِلَيْهِ وَاِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلاً .

২০৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জিনিসের দিকে দাওয়াত দেয়, কিয়ামতের দিন তাকে সেই দাওয়াতের সাথেই দাঁড় করানো হবে, যদিও সে একজন ব্যক্তিকেই মাত্র দাওয়াত দিয়ে থাকে।

١٥ - بَابُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত সুন্নাত জীবিত করা

٢٠٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ، عَنْ جَدِّيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا ، كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا .

২০৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আমর ইবন 'আওফ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুন্নাত জীবিত করে এবং লোকেরা তদনুযায়ী আমল করে, সেও আমলকারীর অনুরূপ পুরস্কার পাবে। এতে আমলকারীদের পুরস্কার আদৌ হ্রাস পাবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতের উদ্ভাবন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করা হয়, তার উপর আমলকারীর পাপের বোঝার অনুরূপ বোঝা বর্তাবে। এতে আমলকারীদের পাপের পরিমাণ আদৌ কমানো হবে না।

٢١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ حَدَّثَنِيْ كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ قَدْ أُمِيْتَتْ بَعْدِيْ ، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ ، لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِ النَّاسِ شَيْئًا ـ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لاَ يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ ، لاَ يَنْقُصُ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئًا .

২১০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... আবদুল্লাহ (রা)-এর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার পরে আমার কোন মৃত সুন্নাত জীবিত করবে, সে তদনুযায়ী আমলকারী লোকদের অনুরূপ পুরস্কার পাবে। এতে লোকদের পুরস্কার কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোন বিদ'আত উদ্ভাবন করবে, যে কাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অসন্তুষ্ট থাকেন, তবে তার উপর আমলকারী লোকদের অনুরূপ গুনাহ বর্তাবে। এতে আমলকারীদের পাপের পরিমাণ কমানো হবে না।

١٦ - بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শিক্ষা করা এবং তা শিক্ষা দেওয়ার ফযীলত

٢١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ ثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَ شُعْبَةُ خَيْرُكُمْ وَقَالَ سُفْيَانُ أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

২১১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ...... উসমান ইবন 'আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শেখে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।

٢١٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ .

২১২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... 'উসমান ইবন 'আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।

٢١٣ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ . قَالَ وَ اَخَذَ بِيَدِيْ فَاَقْعَدَنِيْ مَقْعَدِيْ هٰذَا ، اُقْرِئُ .

২১৩ আযহার ইবন মারওয়ান (র) .... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়। রাবী বলেন : সা'দ আমার হাত ধরে আমাকে এ স্থানে বসালেন এবং বললেন : ইনি সর্বাপেক্ষা বড় কারী।

٢١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْاُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيْحَ لَهَا وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَ طَعْمُهَا مُرٌّ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَ لاَ رِيْحَ لَهَا .

২১৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ...... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিন ব্যক্তির উপমা হলো কমলালেবুর ন্যায়, যা খেতে সুস্বাদু এবং সুগন্ধিযুক্ত। আর যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার উপমা হলো খেজুরের ন্যায়, যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধিবিহীন। আর কুরআন তিলাওয়াতকারী মুনাফিক ব্যক্তির উপমা হলো সুগন্ধি গুল্মের মত, যা খুব সুগন্ধিযুক্ত কিন্তু খেতে তিক্ত এবং যে মুনাফিক ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার উপমা হচ্ছে মাকাল ফলের মত, যা খেতে বিস্বাদ আর সুগন্ধিও নয়।

٢١٥ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بُدَيْلٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هُمْ قَالَ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ ، اَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهُ .

২১৫ আবূ বকর ইবন খালফ, আবূ বিশর (র)............ আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কতক লোক আল্লাহ্‌র পরিবার-পরিজন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তারা কারা? তিনি বললেন : কুরআন তিলাওয়াতকারীরাই আল্লাহর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।

٢١٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ .

২১৬ 'আমর ইবন উসমান ইবন সা'য়ীদ ইবন কাসীর ইবন দীনার হিমসী (র) ...... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং এর হিফাযত করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তিনি তার পরিবার-পরিজনদের থেকে এমন দশ ব্যক্তির জন্য শাফা'আত কবূল করবেন, যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ছিল।

٢١٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْرَءُوهُ وَارْقُدُوا ـ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَامَ بِهِ ، كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلَى مِسْكٍ .

২১৭ 'আমর ইবন 'আবদুল্লাহ আওদী (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা কুরআন শিক্ষা কর, তা তিলাওয়াত করতে থাক এবং বিনিদ্র রজনী যাপন কর। কেননা কুরআন এবং যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তার উপমা হলো মৃগনাভী পরিপূর্ণ মিশকের মত, যার সুবাস চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করার পর নিদ্রায় বিভোর হয়ে রাত কাটায়, তার উপমা হলো সেই মিশকের মত, যার ভিতর মৃগনাভী ভর্তি করে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

٢١٨ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ عُمَرُ مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي قَالَ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أَبْزَى قَالَ وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى قَالَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا قَالَ عُمَرُ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى قَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ ، قَاضٍ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ (ص) قَالَ إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ .

২১৮ আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন 'উসমান উসমানী (র) ...... 'আমির ইবন ওয়াসিলা আবূ তুফায়েল (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাফে' ইবন 'আবদুল হারিস (রা) 'উসফান নামক স্থানে 'উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর সাথে মিলিত হন। 'উমর (রা) তাকে মক্কার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। তখন 'উমর (রা)

বললেন ঃ গ্রামবাসী বেদুঈনদের জন্য তুমি কাকে স্থলাভিষিক্ত করেছ ? তিনি বলেন ঃ আমি তাদের উপর ইবন আবযা (রা)-কে স্থলাভিষিক্ত করেছি। 'উমর (রা) বললেন ঃ ইবন আবযা কে ? তিনি বললেন ঃ সে আমাদের একজন মুক্ত গোলাম। 'উমর (রা) বললেন ঃ তুমি লোকদের উপর গোলামকে ভারপ্রাপ্ত বানিয়েছ? তিনি বললেন ঃ সে তো মহান আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াতকারী, ইলমে ফারায়েয সম্পর্কে অভিজ্ঞ 'আলিম এবং কাযী। 'উমর (রা) বললেন ঃ তুমি কি জান না যে, তোমাদের নবী (সা) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এ কিতাবের মাধ্যমে কতক গোত্রকে উচ্চ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবেন আর কতককে এরদ্বারা অবনমিত করবেন?

٢١٩ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ غَالِبٍ الْعَبَّادَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ زِيَادٍ الْبَحْرَانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَا اَبَا ذَرٍّ لَاَنْ تَغْدُوْ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ ـ وَلَاَنْ تَغْدُوْ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ ، عُمِلَ بِهِ اَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تُصَلِّيَ اَلْفَ رَكْعَةٍ .

২১৯ 'আব্বাস ইবন 'আবদুল্লাহ ওয়াসিতী (র) ...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন ঃ হে আবূ যার! সকালে কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশো রাক'আত (নফল) সালাতের চাইতে উত্তম। সকালবেলা জ্ঞানের কোন অনুচ্ছেদ শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাক'আত সালাতের চাইতে উত্তম, চাই তুমি তদনুযায়ী আমল কর কিংবা না কর।

١٧ - بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلٰى طَلَبِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'আলিমগণের ফযীলত এবং ইলম অর্জনের জন্য উৎসাহ প্রদান

٢٢٠ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ .

২২০ বকর ইবন খালফ, আবূ বিশর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দীনের জ্ঞান দান করেন।

٢٢١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ، مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ ، اَنَّهُ حَدَّثَهُ ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِيْ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّهُ قَالَ الْخَيْرُ عَادَةٌ ، وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ .

২২১ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফয়ান (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কল্যাণ একটি সু-অভ্যাস। পক্ষান্তরে মন্দ ও অকল্যাণ প্রবৃত্তির তাড়না থেকে উদ্ভূত। আর আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের-জ্ঞান দান করেন।

٢٢٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ ، أَبُو سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ .

২২২ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ একজন ফকীহ (ইসলামী আইনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি) শয়তানের উপর এক হাজার 'আবিদের ('ইবাদত গুযার) চাইতে অধিক শক্তিশালী।

٢٢٣ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ . عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ ، عَنْ كَثِيرِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ قَالَ لاَ قَالَ وَلاَ جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ . قَالَ لاَ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ ، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ .

২২৩ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র) ...... কাসীর ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি দামেশকের মসজিদে আবূ দারদা (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো ঃ হে আবূ দারদা! আমি মদীনাতুর রাসূল (সা) থেকে আপনার কাছে একটি হাদীস শোনার জন্য এসেছি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নবী (সা) থেকে তা বর্ণনা করেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তো কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আসনি? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন ঃ সম্ভবত অন্য কোন উদ্দেশ্য হেতু আগমন করেছ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি 'ইলম হাসিলের জন্য সফর করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সুগম করে দেন। আর নিশ্চয়ই ফিরিশতাগণ 'ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাঁদের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেন। আর 'ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আসমান ও যমীনবাসী আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত কামনা করে, এমন কি পানির মাছও। নিশ্চয়ই 'আলিমের ফযীলত 'আবিদের উপর, যেমন চাঁদের ফযীলত সমস্ত তারকারাজির উপর। নিশ্চয়ই 'আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ দীনার ও দিরহাম উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যান নাই, বরং তাঁরা মীরাস হিসেবে রেখে যান ইলম দীন। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করলো, সে যেন এক বিরাট হিস্সা লাভ করলো।

٢٢٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَفْصُ ابْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

২২৪ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'ইলম হাসিল করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয। অযোগ্য ব্যক্তিদের কাছে 'ইলম গচ্ছিত রাখা শূকরের গলায় মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণ হার পরানোর শামিল।

٢٢٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ اَبْطَاَبِهٖ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهُ .

২২৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট মোচন করবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনের কষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তার দুনিয়া-আখিরাতের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ্ তার দুনিয়া ও আখিরাতের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেবেন। আল্লাহ সে সময় পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে। যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। যখন কোন জাতি আল্লাহ্র ঘরসমূহের মধ্যে কোন ঘরে বসে কুরআন তিলাওয়াত করে, এরপর পরস্পরে তা পর্যালোচনা করে, তখন ফিরিশতারা সেই জামা'আতকে পরিবেষ্টন করে রাখেন, তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং রহমতের চাঁদোয়া তাদের আবৃত করে নেয়। আর আল্লাহ তাঁর নৈকট্যে অবস্থানকারী (ফিরিশতাদের) সঙ্গে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। যারা নেক আমল কম করবে, (কিয়ামতের দিন) তাদের বংশ মর্যাদা কোন কাজে আসবে না।

٢٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِي النُّجُوْدِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ اَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ ، فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ اُنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ اِلاَّ وَضَعَتْ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ اَجْنِحَتَهَا ، رِضًى بِمَا يَصْنَعُ .

২২৬ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ...... যির ইবন হুবায়শ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সাফওয়ান ইবন আস্‌সাল মুরাদী (রা)-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন ঃ কি জন্য এসেছ? আমি বললাম ঃ ইলম হাসিলের জন্য। তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যখন কোন ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য তার ঘর থেকে বের হয়, তখন এই মহৎ কাজের জন্য ফিরিশতাগণ তাঁদের পাখা বিছিয়ে দেন।

٢٢٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا حَاتِمُ ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِيْ هٰذَا ، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلٰى مَتَاعِ غَيْرِهِ ـ

২২৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কোন ভাল কাজের শিক্ষাদানের কিংবা শিক্ষালাভের জন্য আসে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি পার্থিব কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আসে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

٢٢٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ ابْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ عَاتِكَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَبْضُهُ أَنْ يُرْفَعَ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطٰى وَالَّتِيْ تَلِي الْإِبْهَامَ هٰكَذَا ثُمَّ قَالَ الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيْكَانِ فِي الْأَجْرِ وَلَا خَيْرَ فِيْ سَائِرِ النَّاسِ

২২৮ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : এই ইলম উঠিয়ে নেয়ার আগে তা সংরক্ষণ অপরিহার্য মনে করে আঁকড়ে ধরো। আর কবয হওয়ার অর্থ উঠিয়ে নেওয়া। এরপর তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে বললেন : এইভাবে। এরপর বললেন : শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই সওয়াবের অধিকারী। অবশিষ্ট লোকদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই।

٢٢٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَالْأُخْرٰى يَتَعَلَّمُوْنَ وَيُعَلِّمُوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) كُلٌّ عَلٰى خَيْرٍ هٰؤُلَاءِ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَهٰؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُوْنَ وَيُعَلِّمُوْنَ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ ـ

২২৯ বিশর ইবন হিলাল সাওয়াফ (র).. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হুজরা থেকে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন সেখানে দুটো সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এক সমাবেশের লোকজন কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকরে মশগূল ?, অপর সমাবেশটি শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানে রত ছিল। তখন নবী (সা) বললেন : প্রত্যেকেই ..ল কাজে নিয়োজিত। ঐ সমাবেশের লোকজন কুরআন তিলাওয়াত করছেন এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের দান করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে না-ও দিতে পারেন। আর

এই সমাবেশের লোকজন শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানে রত আছেন। আর আমি তো শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। এরপর তিনি তাদের সংগে বসে পড়লেন।

١٨ - بَابُ مَنْ بَلَّغَ عِلْمًا

অনুচ্ছেদ ঃ ইল্‌মের প্রচার ও প্রসার করা

٢٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، أَبِي هُبَيْرَةَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ .

زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنُّصْحُ لأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ .

২৩০ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার থেকে একটি হাদীস শুনে তা (অন্যান্যদের) কাছে পৌঁছে দেয়, আল্লাহ্ তাকে হাস্যোজ্জ্বল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দেবেন। কেননা, এমন অনেক ফিকহ বহনকারী রয়েছে, যারা প্রকৃতপক্ষে ফকীহ্ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, ফিকহ্ শিক্ষাদানকারীর চাইতে উক্ত বিষয়ের শিক্ষার্থী অধিকতর সমঝদার হয়ে থাকে।

'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) এ ব্যাপারে অতিরিক্ত বলেছেন যে, তিনটি বিষয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তির অন্তর যেন খিয়ানতের প্রশয় না দেয়। (তা হলো,) ইখলাসের সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমল করা, মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সদুপদেশ প্রদান করা ও তাদের বিশ্বাস ও নেককাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকা।

٢٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى - فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا - فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِي ، يَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) بِنَحْوِهِ .

২৩১ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)... জুবায়র ইবন মুতয়ি'ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মিনার কাছে খায়ফ নামক স্থানে (খুতবা দেওয়ার জন্য) দাঁড়ান। তখন তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে হাসিমুখ ও পরিতৃপ্ত রাখবেন, যে আমার একটি হাদীস শুনে তা লোকদের

কাছে পৌছিয়ে দেয়। কেননা অনেক ফিক্‌হ বহনকারী প্রকৃতপক্ষে ফকীহ হয় না। আর এমন অনেক ফিক্‌হ শিক্ষাদানকারী রয়েছে, যাদের চাইতে তাদের শিক্ষার্থীরা অধিকতর সমঝদার হয়ে থাকে।

'আলী ইবন মুহাম্মদ ও হিশাম ইবন আম্মার (র)..........জুবায়র ইবন মুত'য়ি'ম (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ - قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ - فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ .

২৩২। মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ ইবন ওলীদ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নিকট হতে একটি হাদীস শুনে তা অন্যান্যদের কাছে পৌছিয়ে দেয়, আল্লাহ তাকে হাস্যোজ্জ্বল ও পরিতৃপ্ত করবেন। কেননা অনেক ক্ষেত্রে প্রচারকের চাইতে শ্রোতা অধিকতর হিফাযতকারী হয়ে থাকে।

٢٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ ، اَمْلاَهُ عَلَيْنَا ثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ اَفْضَلُ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ - فَاِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلِّغُهُ ، اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ .

২৩৩। মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ....আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) কুরবানীর দিন খুতবা দিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে (আমার বাণী) পৌছিয়ে দেয়। কেননা এমন অনেক লোক আছে, যাদের কাছে (আমার বাণী) পৌছানো হলে, শ্রোতাদের চাইতে তারা অধিকতর সংরক্ষণকারী হবে।

٢٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ - اَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

২৩৪। আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইবন মানসূর (র)... মু'আবিয়া কুশায়রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জেনে রাখ! উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বাণী) পৌছে দেয়।

٢٣٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، اَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، حَدَّثَنِيْ قُدَامَةُ بْنُ مُوْسٰى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ التَّمِيْمِيِّ ، عَنْ اَبِيْ عَلْقَمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ يَسَارٍ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ

২৩৫ আহমদ ইবন 'আবদা (র)........ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের যারা উপস্থিত, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বাণী) পৌছে দেয়।

٢٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَلَبِيُّ ، عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا ، ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّيْ - فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ - وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ .

২৩৬ মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সেই বান্দাকে হাস্যোজ্জ্বল ও পরিতৃপ্ত করেন, যে আমার বাণী শুনে তা সংরক্ষণ করে। এরপর তা আমার পক্ষ থেকে অন্যান্যদের কাছে পৌছে দেয়। কেননা অনেক ফিকহ্ বহনকারী প্রকৃত পক্ষে ফকীহ্ হয় না, এবং অনেক ফিকহ্ শিক্ষাদানকারীর চাইতে তার কাছে শিক্ষালাভকারী অধিকতর সমঝদার হয়ে থাকে।

١٩ - بَابُ مَنْ كَانَ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যারা কল্যাণের চাবিকাঠি, তাদের বর্ণনা

٢٣٧ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ - اَنْبَاَ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ حُمَيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيْحَ لِلْخَيْرِ ، مَغَالِيْقَ لِلشَّرِّ وَاِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيْحَ لِلشَّرِّ ، مَغَالِيْقَ لِلْخَيْرِ فَطُوْبٰى لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِيْحَ الْخَيْرِ عَلٰى يَدَيْهِ - وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِيْحَ الشَّرِّ عَلٰى يَدَيْهِ -

২৩৭ হুসায়ন ইবন হাসান মারওয়াযী (র)...আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই কতক মানুষ আছে, যারা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের পথ রুদ্ধকারী। পক্ষান্তরে, নিশ্চয়ই কতক লোক আছে, যারা অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী। আর সেই ব্যক্তির জন্যই খোশ-খবর, যার হাতে আল্লাহ্ কল্যাণের চাবি রেখেছেন। আর ধ্বংস তার জন্য, যার হাতে আল্লাহ্ অকল্যাণের চাবি রেখেছেন।

٢٣٨ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ ، اَبُوْ جَعْفَرٍ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اِنَّ هٰذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ - لِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيْحُ فَطُوْبٰى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ ، مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ - وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ ، مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ .

২৩৮ হারূন ইবন সা'য়ীদ আয়লী, আবূ জাফর (র) .... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই এই কল্যাণ কোষাগার স্বরূপ। আর এ কোষাগারের জন্য রয়েছে

চাবিকাঠি। সুতরাং সেই বান্দার জন্যই সুসংবাদ, যাকে আল্লাহ্ কল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং অকল্যাণের পথ রুদ্ধকারী বানিয়েছেন। আর সেই ব্যক্তির জন্য আফসোস! যাকে আল্লাহ অকল্যাণের দ্বার উন্মোচক এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারীরূপে বানিয়েছেন।

٢٠ - بَابُ ثَوَابِ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

অনুচ্ছেদ ঃ লোকেদের কল্যাণকর বিষয়ে শিক্ষাদাতার পুরস্কার

٢٣٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) يَقُولُ اِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ، حَتّٰى الْحِيْتَانِ فِي الْبَحْرِ .

২৩৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ বস্তুত সারা আসমান ও যমীনের অধিবাসী 'আলিমের জন্য মাগফিরাত চায়, এমন কি সমুদ্রের মাছও।

٢٤٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوبَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ ابْنِ اَنَسٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا ، فَلَهُ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ . لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الْعَامِلِ .

২৪০ আহমদ ইবন 'ঈসা মিসরী (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষা দেয়, সে সেই কথা অনুসারে আমলকারীর অনুরূপ পুরস্কার পাবে, এতে আমলকারীর পুরস্কার কোনরূপ হ্রাস পাবে না।

٢٤١ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ . حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ اَبِي اُنَيْسَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلاَثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ اَجْرُهَا ، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ .

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا اَبُو حَاتِمٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرُّهَاوِيُّ . ثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، يَعْنِي اَبَاهُ . حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ اَبِي اُنَيْسَةَ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৪১ ইসমা'ঈল ইবন আবূ কারীমা হাররানী (র)...আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মানুষ তার (মৃত্যুর) পরে যা কিছু রেখে যায়, তার মধ্যে তিনটি জিনিস

উৎকৃষ্ট ঃ (১) নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে, (২) সাদকায়ে জারিয়া, যার সওয়াব তার কাছে পৌঁছে এবং (৩) (উপকারী) 'ইলম, যার উপর তার মৃত্যুর পরে আমল করা হয়।

আবুল হাসান (র)........ আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ ـ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ ـ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَغَرُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ـ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ .

২৪২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তির ইনতিকালের পরে যে সব আমল ও নেক কাজ তার সাথে মিলবে, তা হলো ঃ (১) 'ইলম, যা সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তার প্রচার প্রসার করেছে, (২) তার রেখে যাওয়া নেক-সন্তান, এবং (৩) কুরআন যাকে এর উত্তরাধিকারী বানিয়েছে অথবা মসজিদ নির্মাণ করেছে কিংবা পথিকদের জন্য সরাইখানা তৈরি করেছে। অথবা পানির নহর খনন করেছে, জীবদ্দশায় সুস্থ থাকাকালীন দান-খয়রাত করেছে; এই জিনিসগুলোর সওয়াব সে মৃত্যুর পরে পেতে থাকবে।

٢٤٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِيُّ ـ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ، ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ .

২৪৩ ইয়া'কূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব মাদানী (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ উত্তম সদকা হলো একজন মুসলমান ইলম শিক্ষা করে এবং তা তার মুসলমান ভাইকে শিক্ষা দেয়।

٢١ - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوْطَأَ عَقِبَاهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কারো পেছনে অন্যের চলা মাকরূহ্ মনে করা

٢٤٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ مَا رُئِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ ـ وَلَا يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلَانِ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ـ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ـ

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ ، صَاحِبُ الْقَفِيزِ ـ ثَنَا مُوْسَى ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ ـ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ .

২৪৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কখনো তাকিয়ায় হেলান দিয়ে খেতে দেখা যায়নি এবং কখনো তাঁর পেছনে দুইজন লোক চলতেন না।

আবুল হাসান (র),...হাম্মাদ ইবন সালমা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ (ص) فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ . فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النِّعَالِ وَقَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ . فَجَلَسَ حَتَّى قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ ، لِئَلَّا يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ .

২৪৫ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)......... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সা) প্রচণ্ড গরমের দিনে 'বাকীউল গারকাদ' নামক স্থানের দিকে বের হতেন। এ সময় লোকেরা তাঁর পেছনে হেঁটে যেত। যখন তিনি জুতার আওয়াজ শুনতেন, তখন তাঁর কাছে তা অপ্রিয় মনে হতো। তখন তিনি বসে পড়তেন, যাতে লোকেরা তাঁর আগে চলে যেতো। যেন তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র অহমিকা স্থান না পায়।

٢٤٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) إِذَا مَشَى ، مَشَى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ ، وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ .

২৪৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)........ জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সা) যখন হাঁটতেন, তখন তাঁর সাহাবীগণ তাঁর আগে চলতেন এবং তিনি তাঁর পেছনের দিকটা ফিরিশতাদের জন্য ছেড়ে দিতেন।

٢٢ - بَابُ الْوَصَاةِ بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ : ইলম শিক্ষার্থীদের প্রতি উপদেশ

٢٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَاشِدٍ الْمِصْرِيُّ - ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدَةَ ، عَنْ أَبِي هَرُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ، قَالَ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ . فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَاقْنُوهُمْ . قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا اقْنُوهُمْ ؟ قَالَ عَلِّمُوهُمْ .

২৪৭ মুহাম্মদ ইবন হারিস ইবন রাশেদ মিসরী (র)...আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : অচিরেই তোমাদের কাছে ইলম শিক্ষার জন্য অনেক গোত্রের লোকেরা আসবে, তোমরা যখন তাদের দেখবে, তখন তাদের বলবে : মারহাবা মারহাবা! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওসীয়ত অনুসারে এবং তোমরা তাদের তালকীন দেবে।

(রাবী বলেন।) ঃ আমি হাকাম (র)-কে বললাম ঃ আমরা তাদের কী তালকীন দেব ? তিনি বললেন ঃ তাদের ইলম শিক্ষা দেবে।

২৪৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ . ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ نَعُوْدُهُ حَتّٰى مَلَأْنَا الْبَيْتَ ، فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اَبِى هُرَيْرَةَ نَعُوْدُهُ حَتّٰى مَلَأْنَا الْبَيْتَ ، فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) حَتّٰى مَلَأْنَا الْبَيْتَ . وَهُوَ مُضْطَجِعٌ لِجَنْبِهِ ، فَلَمَّا رَآنَا قَبَضَ رِجْلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ اِنَّهُ سَيَأْتِيْكُمْ اَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِيْ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ . فَرَحِّبُوْا بِهِمْ ، وَحَيُّوْهُمْ وَ عَلِّمُوْهُمْ .

قَالَ فَاَدْرَكْنَا ، وَاللّٰهِ ، اَقْوَامًا ، مَا رَحَّبُوْا بِنَا وَ لَاحَيُّوْنَا وَ لَا عَلَّمُوْنَا . اِلَّا بَعْدَ اَنْ كُنَّا نَذْهَبُ اِلَيْهِمْ فَيَجْفُوْنَا .

২৪৮ 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমির ইবন যুরারা (র).....ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা হাসান (র)-এর কাছে তাঁর সেবার জন্য গেলাম, এমন কি আমরা ঘর পূর্ণ করে ফেললাম। তিনি তাঁর পা-দুটো গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-এর সেবা-শুশ্রূষার জন্য গিয়েছিলাম, এমন কি আমরা ঘর পূর্ণ করে ফেলেছিলাম। তখন তিনি তাঁর পা-দুটো গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেবার জন্য গিয়েছিলাম, এমনকি আমরা ঘর পূর্ণ করে ফেলেছিলাম। সে সময় তিনি পার্শ্বদেশে ভর করে শুয়ে ছিলেন। তিনি আমাদের দেখে তাঁর পা-দুটো গুটিয়ে নিলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ অচিরেই তোমাদের কাছে আমার পরে অনেক লোক ইলম শিক্ষার জন্য আসবে। তোমরা তাদের মুবারকবাদ জানাবে, তাদের সম্মান করবে এবং তাদের ইলম শিক্ষা দেবে।

রাবী বলেন ঃ আমরা এমন লোকদের পেলাম, আল্লাহর শপথ! আমরা যখন তাদের কাছে গেলাম, তারা আমাদের মুবারকবাদ দেয়নি, আমাদের সম্মান করেনি এবং আমাদের ইলম শিক্ষা দেয়নি; বরং আমরা যখন তাদের কাছে গেলাম, তখন তারা আমাদের প্রতি খেয়াল করলো না।

২৪৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ . اَنْبَأَ سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ هَرُوْنَ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ ، قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لَنَا اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ . وَاِنَّهُمْ سَيَأْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ . فَاِذَا جَاؤُكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا .

২৪৯ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).....আবূ হারূন 'আবদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা)-এর কাছে আসতাম, তখন তিনি বলতেন ঃ তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর ওসীয়ত অনুযায়ী মারহাবা। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের বলতেন ঃ লোকেরা অবশ্যই তোমাদের অনুগত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকেরা তোমাদের কাছে দীন শিক্ষার জন্য আসবে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে, তখন তোমরা তাদের ভাল কাজের উপদেশ দেবে।

٢٢ - بَابُ الْاِنْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইলম দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং তদনুযায়ী আমল করা

٢٥٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ (ص) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ .

২৫০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা)-এর দু'আ এরূপ ছিল ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ —"হে আল্লাহ! আমি সেই ইলম থেকে আপনার কাছে পানাহ্ চাই, যা কোন উপকারে আসে না; সেই দু'আ থেকে, যা কবূল করা হয় না; সেই অন্তর থেকে, যা ভীত হয় না এবং সেই প্রবৃত্তি থেকে, যা পরিতৃপ্ত হয় না।"

٢٥١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ ، وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ ، وَزِدْنِيْ عِلْمًا - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

২৫১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ ، وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ ، وَزِدْنِيْ عِلْمًا - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ —"হে আল্লাহ! আপনি যে ইলম আমাকে শিখিয়েছেন, তা আমার জন্য উপকারী করুন। আমাকে এমন ইলম দান করুন, যা আমার উপকারে আসে, আমার ইলম বাড়িয়ে দিন এবং সর্বাবস্থায় প্রশংসা আল্লাহর জন্য।"

٢٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا يُوْنُسُ ابْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ - قَالَا - ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ ، اَبِيْ طُوَالَةَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ ، لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِيْ رِيْحَهَا

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ اَنْبَاَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ - ثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ - ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

২৫২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, যদি কেউ সে ইলমকে পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য শিক্ষা করে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না, অর্থাৎ জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না।

আবূল হাসান (র)..... ফুলায়হ্ ইবন সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরিউক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৫৩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ـ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ـ ثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ ، أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ .

২৫৩ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).....ইবন 'উমর (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি নির্বোধের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা আলিমদের উপর ফখর ও অহমিকা প্রকাশের জন্য কিংবা সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ইলম শিক্ষা করে, সে জাহান্নামী হবে।

২৫৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ ـ أَنْبَأَ يَحْيٰى بْنُ أَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص)، قَالَ لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْا بِهِ الْعُلَمَاءَ ، وَلَا لِتُمَارُوْا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلَا تَخَيَّرُوْا بِهِ الْمَجَالِسَ ـ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ .

২৫৪ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আলিমদের উপর অহমিকা প্রকাশের জন্য, নির্বোধের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং মজলিসে বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য ইলম শিক্ষা করো না। কেননা যে ব্যক্তি এরূপ করবে, তার জন্য রয়েছে আগুন আর আগুন।

২৫৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ أَنْبَأَ الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِيْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ ، وَيَقْرَؤُوْنَ ، وَيَقُوْلُوْنَ نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا ـ وَلَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ ـ كَمَا لَا يُجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ ـ كَذٰلِكَ لَا يُجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا .

২৫৫ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র).......... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই আমার উম্মতের কিছু লোক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করবে এবং তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং বলবে ঃ আমরা আমীরদের কাছে যাই এবং তাদের থেকে দুনিয়ার অংশ প্রাপ্ত হই এবং আমরা আমাদের দীনকে তাদের থেকে পৃথক করে রাখি। অথচ এরূপ কখনো হতে পারে না। যেমন কাঁটাদার বৃক্ষ থেকে ফল চয়ণের সময় হাতে কাঁটা লেগেই থাকে, তদ্রূপ তারা তাদের কাছে গিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না।

মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) বলেন ঃ গুনাহ ব্যতীত তারা কিছুই লাভ করতে পারে না।

٢٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ـ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ الْبَصْرِيِّ ، ح وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ ؟ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ ـ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَمَنْ يَدْخُلُهُ قَالَ أُعِدَّ لِلْقُرَّاءِ الْمُرَائِيْنَ بِأَعْمَالِهِمْ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْأُمَرَاءَ .

قَالَ الْمُحَارِبِيُّ الْجَوَرَةَ .

قَالَ أَبُوْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ ، وَكَانَ ثِقَةً ـ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ .

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ ، مَالِكُ ابْنُ اسْمَاعِيْلَ ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، قَالَ مَالِكُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالَ عَمَّارٌ لاَ أَدْرِي مُحَمَّدٌ أَوْ أَنَسُ ابْنُ سِيْرِيْنَ .

২৫৬ 'আলী মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা 'জুব্বুল হুযন' থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জুব্বুল হুযন কি? তিনি বললেন ঃ জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যা থেকে বাঁচার জন্য জাহান্নাম দৈনিক চারশো বার পানাহ চায়। বলা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তাতে কারা প্রবেশ করবে ? তিনি বললেন ঃ সেটা ঐ সব ক্বারীর জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা লোক দেখানো কাজ করে। আর আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ক্বারী তারাই, যারা শাসক শ্রেণীর সংশ্রবে আসে।

মুহারিবী বলেন ঃ এর দ্বারা যালিম ও অত্যাচারী শাসকদের বুঝানো হয়েছে।

আবুল হাসান (র) ..... মু'আবিয়া নাসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী ছিলেন। তিনি পূর্বোক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবরাহীম ইবন নাসর (র).....'আম্মার (র) বলেছেন ঃ আবূ মু'আয রাবীর পর রাবী মুহাম্মদ ছিলেন কিংবা আনাস ইবন সিরীন ছিলেন আমি জানি না।

٢٥٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ ، عَنْ نَهْشَلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوْا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ ، وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهِ مِنْ

دُنْيَاهُمْ . فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ . سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ (ص) يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا ، هَمَّ آخِرَتِهِ ، كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ . وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا ، لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِيْ أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْيَى . ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ . قَالاَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ ، وَكَانَ ثِقَةً . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ .

২৫৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও হুসায়ন ইবন 'আবদুর রহমান (রা)....'আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যদি আলিমরা ইলম হাসিল করার পরে তা সংরক্ষণ করে এবং তারা তা যোগ্য আলিমদের কাছে রাখে, তাহলে অবশ্যই তারা সে যুগের অধিবাসীদের নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদের কাছে পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে, ফলে তারা তাদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। আমি তোমাদের নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ *যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে একই চিন্তার* অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তায় একত্রিত করেছে, আল্লাহ্ তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তায় লিপ্ত থাকবে, সে যে কোন উপত্যকায় ধ্বংস হোক না কেন, আল্লাহ্ তার পরোয়া করেন না।

আবুল হাসান (র)......মু'আবিয়া নাসরী (র) থেকে বর্ণিত। আর তিনি সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) রাবী ছিলেন। এরপর তিনি উপরিউক্ত সনদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٥٨ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ، وَ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ ، قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهُنَائِيُّ . ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ ، عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللّٰهِ ، أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللّٰهِ ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

২৫৮ যায়দ ইবন আখযাম ও 'আব্বাদ ইবন ওয়ালীদ (র)............ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের (সন্তুষ্টিলাভের) জন্য ইলম অর্জন করে অথবা ইলমের দ্বারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো (সন্তুষ্টির ইচ্ছা) পোষণ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়।

٢٥٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ . ثَنَا بَشِيْرُ بْنُ مَيْمُوْنٍ . قَالَ سَمِعْتُ أَشْعَثَ بْنَ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْا بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِتُمَارُوْا بِهِ السُّفَهَاءَ ، أَوْ لِتَصْرِفُوْا وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ . فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ ، فَهُوَ فِي النَّارِ .

২৫৯ আহমদ ইবন 'আসিম 'আব্বাদানী (র)...হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আলিমগণের উপর অহমিকা প্রকাশের জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য কিংবা সাধারণ মানুষের মনোযোগ তোমাদের দিকে আকর্ষণের নিমিত্তে 'ইলম শিক্ষা করো না। যে এরূপ করবে, সে জাহান্নামী হবে।

٢٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ثنا أَبُو إِبْرَاهِيمَ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرَابِيسِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ ، أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

২৬৬ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন হাফস ইবন হিশাম ইবন যায়দ ইবন আনাস ইবন মালিক (রা)...আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যাকে দীনের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। যা সে জানে; অথচ সে তা গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا

অধ্যায় ঃ পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ

٢ - بَابُ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহ্ সালাত কবূল করেন না

٢٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، أَبُوْ بِشْرٍ ، خَتَنُ الْمُقْرِيِّ ـ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ـ قَالُوْا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةً إِلاَّ بِطُهُوْرٍ ـ وَلاَ يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ .

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَشَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، نَحْوَهُ .

২৭১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও বকর ইবন খালফ, আবূ বিশর, খাতানুল মুকরিয়্যী (র),...... উসামা ইবন 'উমায়র হুযালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবূল করেন না এবং হারাম মালের সদকা কবূল করেন না।

আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........ শো'বা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٧٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيْعٌ ، ثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةً إِلاَّ بِطُهُوْرٍ ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ .

২৭২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবূল করেন না এবং হারাম মালের সদকা কবূল করেন না।

٢٧٣ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِيْ سَهْلٍ ، ثَنَا أَبُوْ زُهَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ .

২৭৩ সাহল ইবন আবূ সাহল (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবূল করেন না এবং হারাম মালের সদকা কবূল করেন না।

٢٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيْلٍ ، ثَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا ـ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ .

২৭৪ মুহাম্মদ ইবন 'আকীল (র).......আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবূল করেন না এবং হারাম মালের সদকা কবূল করেন না।

٣ - بَابُ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ

অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্রতা সালাতের চাবি

٢٧٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيْعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ .

২৭৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... মুহাম্মদ ইবন হানাফিয়া (রা)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সালাতের চাবি হলো পবিত্রতা। এর তাকবীর হারাম করে দেয় এবং এর সালাম সব হালাল করে দেয় (অর্থাৎ তাকবীর তাহরীমা সালাতের বাইরের হালাল কার্য হারাম করে দেয় এবং সালাম সালাতের মধ্যকার হারাম কাজ হালাল করে দেয়)।

٢٧٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ ، طَرِيْفٍ السَّعْدِيِّ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ . مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ .

২৭৬ সুওয়াদ ইবন সা'য়ীদ ও আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইবন আ'লা ... ..., আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সালাতের চাবি হলো পবিত্রতা। এর তাকবীর হারাম করে দেয় এবং সালাম হালাল করে দেয়।

٤ - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূর প্রতি যত্নবান হওয়া

٢٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيْعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلٰوةُ . وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

২৭৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ *তোমরা দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, যদিও তা তোমরা আয়ত্তে রাখতে পারবে না।* আর তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল হলো সালাত। আর মুমিন ব্যতীত অন্য কেউ উযূর প্রতি যত্নবান হয় না।

٢٧٨ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلٰوةَ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ .

২৭৮ ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব (র) ... ... 'আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমরা দীনের উপর অবিচল থেকো, যদিও তোমরা তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না। আর তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হলো সালাত। আর মুমিন ব্যতীত অন্য কেউ উযূর প্রতি যত্নবান হয় না।

٢٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى . ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَسِيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ قَالَ . اسْتَقِيْمُوْا . وَنِعِمَّا إِنِ اسْتَقَمْتُمْ . وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلٰوةُ . وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

২৭৯ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ... মরফূ' সনদে আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] বলেছেন : তোমরা দীনের উপর অবিচল থেকো। যদি তোমরা দীনের উপর কায়েম থাক, তবে তা তোমাদের জন্য খুবই কল্যাণকর হবে। আর তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট আমল হলো সালাত। আর মুমিন ব্যতীত অন্য কেউ উযূর প্রতি যত্নবান হয় না।

٥ - بَابُ الْوُضُوْءُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

অনুচ্ছেদ : উযূ ঈমানের অঙ্গ

٢٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ . أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ أَخِيْهِ : أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ . عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ شَطْرُ الْإِيْمَانِ . وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ . وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ مِلْءُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ . وَالصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَالزَّكٰوةُ بُرْهَانٌ . وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ . وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ ، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ، أَوْ مُوْبِقُهَا .

২৮০ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) ... ... আবূ মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : পূর্ণভাবে উযূ করা ঈমানের অর্ধেক : আলহামদুলিল্লাহ্ (নেকীর) পাল্লা ভরপুর করে দেয়। সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার যমীন ও আসমানসমূহ পরিপূর্ণ করে দেয়। সালাত হলো নূর, যাকাত হলো দলীল এবং সবর হলো উজ্জ্বল আলো। আর কুরআন হলো তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রামণ। প্রত্যেকটি মানুষ ভোরবেলায় উপনীত হয়, এরপর সে নিজেকে বিক্রি করে। এরূপে হয় সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে।

خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ ـ فَاِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ وَرَاْسِهِ ـ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ ـ

২৮৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) .... 'আমর ইবন আবাসাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ বান্দা যখন উযূ করে এবং তার উভয় হাত ধৌত করে, তখন তার দু'হাত থেকে সমস্ত গুনাহ্ ঝরে যায়। যখন সে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তার মুখমণ্ডল থেকে সমস্ত গুনাহ্ ঝরে যায়। যখন সে তার উভয় হাত ধৌত করে (কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত) এবং তার মাথা মাসেহ করে, তখন হাতের কনুই ও মাথা থেকে গুনাহ্সমূহ ঝরে যায়। এরপর যখন সে তার উভয় পা ধৌত করে, তখন তার দু'পা থেকে গুনাহ্সমূহ ঝরে যায়।

٢٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ ، ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ ، هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ اُمَّتِكَ ؟ قَالَ ـ غُرٌّ مُحَجَّلُوْنَ ـ بُلْقٌ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ ـ

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ـ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ ـ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

২৮৪ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া নিশাপুরী (র) ... ... যির ইবন হুবায়শ (র) থেকে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বলেছেন ঃ প্রশ্ন করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি আপনার উম্মতের সে সব লোককে কিভাবে চিনবেন, যাদের আপনি দেখেন নাই? তিনি বললেন ঃ উযূর কারণে তাদের চেহারা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে যে নূর বের হবে, তা দেখে।

আবুল হাসান কাত্তান (র) ... ... আবুল ওয়ালীদ (রা) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ـ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ـ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ ـ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ـ حَدَّثَنِيْ شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ ـ حَدَّثَنِيْ حُمْرَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ـ قَالَ : رَاَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَاعِدًا فِي الْمَقَاعِدِ ـ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّاَ ـ ثُمَّ قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) فِيْ مَقْعَدِيْ هٰذَا تَوَضَّاَ مِثْلَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ـ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ مِثْلَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ـ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) وَلَا تَغْتَرُّوْا ـ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ـ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبٍ ـ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ـ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى ـ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ـ حَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ طَلْحَةَ ـ حَدَّثَنِيْ حُمْرَانُ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) نَحْوَهُ

২৮৫ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র)......'উসমান ইবন আফফান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'উসমান ইবন আফফান (রা)-কে একস্থানে বসা অবস্থায় দেখলাম। তখন তিনি উযূর জন্য পানি চাইলেন এবং উযূ করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমার এ স্থানে বসে আমার ন্যায় উযূ করতে দেখেছি। এরপর তিনি

বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করবে, তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন ঃ তোমরা এতে ধোকায় পড়ো না। (অর্থাৎ এ ফযীলতের উপর নির্ভর করে অন্যান্য নেককাজ থেকে বিরত থাকবে না)।

হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ... ... উসমান (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٧ - بَابُ السِّوَاكِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিসওয়াক করা

٢٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ - ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَاَبِىْ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ وَحُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

২৮৬ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন রাতে তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য উঠতেন, তখন তিনি মিসওয়াক দিয়ে তাঁর মুখ পরিষ্কার করতেন।

٢٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ .

২৮৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টের আশংকা না করতাম, তাহলে আমি তাদের প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

٢٨٨ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . ثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّى بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ .

২৮৮ সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র) ... . ইবন আ'ব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতে দু'-দু' রা'কআত করে *(নফল) সালাত আদায় করতেন*। এরপর সালাত থেকে অবসর হয়ে তিনি মিসওয়াক করতেন।

٢٨٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاتِكَةِ ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ يَزِيْدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ تَسَتَاكُوْا - فَاِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ

لِلرَّبِّ - مَا جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ اِلاَّ اَوْصَانِيْ بِالسِّوَاكِ - حَتّٰى لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلٰى اُمَّتِيْ ، وَلَوْ لاَ اَنِّيْ اَخَافُ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ - وَاِنِّيْ لاَسْتَاكُ حَتّٰى لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اُحْفِيَ مَقَادِمَ فِيْ

২৮৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ... .আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা মিসওয়াক কর। কেননা মিসওয়াক মুখ গহ্বর পবিত্র করে এবং পরওয়ারদিগারের সন্তুষ্টি হাসিল করে। আমার কাছে যখনই জিব্রাঈল (আ) আসেন, তখনই আমাকে মিসওয়াক করার উপদেশ দেন। এমনকি আমি আশংকা করছিলাম যে, তা আমার ও আমার উম্মতের উপর ফরয করা হবে। আমি যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টের আশংকা না করতাম, তাহলে আমি তাদের জন্য মিসওয়াক করা ফরয করে দিতাম। আর আমি এত বেশি মিসওয়াক করি যে, আমার মুখের সম্মুখভাগের দাঁতের গোড়ায় জখম হওয়ার আশংকা করছি।

٢٩٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ ، قُلْتُ اَخْبِرِيْنِيْ - بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَبْدَأُ اِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ ؟ قَالَتْ - كَانَ اِذَا دَخَلَ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ .

২৯০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... শুরায়হ ইবন হানী তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি [আয়েশা (রা)-কে] জিজ্ঞাসা করলাম। নবী (সা) যখন আপনার কাছে আসতেন, তখন কোন্ কাজটি প্রথমে করতেন তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ যখনই তিনি প্রবেশ করতেন, তখন আগে মিসওয়াক করে নিতেন।

٢٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ - ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ - ثَنَا بَحْرُ بْنُ كَنِيْزٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ : اِنَّ اَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْاٰنِ - فَطَيِّبُوْهَا بِالسِّوَاكِ .

২৯১ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল আযীয (র) ... ... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের মুখ কুরআন তিলাওয়াতের রাস্তা, সুতরাং তা তোমরা মিসওয়াক দিয়ে পবিত্র কর।

٨ - بَابُ الْفِطْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফিতরাতের বর্ণনা

٢٩٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ اَلْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ الاَظْفَارِ وَنَتْفُ الاِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ .

২৯২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ফিতরাত পাঁচটি, অথবা পাঁচটি জিনিস মানবীয় স্বভাবজাত। খতনা করা, নাভীর নিচের লোম সাফ করা, নখসমূহ কাটা, বগলের পশম তুলে ফেলা এবং গোঁফ ছোট করে কাটা।

٢٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا وَكِيْعٌ . ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ . يَعْنِي الْاِسْتِنْجَاءَ .

قَالَ زَكَرِيَّا : قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ . اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ .

২৯৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ দশটি জিনিস ফিতরাত বা মানবীয় স্বভাবজাত। তা হলো ঃ গোঁফ ছোট করে কাটা, দাঁড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকের ছিদ্রপথ পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের সংযোগস্থলের ময়লা ধৌত করা বগলের পশম উপড়ে ফেলা নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা ও শৌচ করা অর্থাৎ পেশাব-পায়খানার পর পানি দিয়ে পবিত্রতা হাসিল করা।

যাকারিয়া (র) বলেন, মুসআব (রা) বলেছেন ঃ আমি দশম জিনিসটির কথা ভুলে গেছি, তবে সম্ভবত তা হলো কুলি করা।

٢٩٤ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِيْ سَهْلٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى : قَالاَ : ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ . ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَالْاِنْتِضَاحُ وَالْاِخْتِتَانُ .

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ . ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ . ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، مِثْلَهُ .

২৯৪ সাহল ইবন আবূ সাহল ও মুহম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ... 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ স্বভাবজাত বিষয় থেকে হলো ঃ কুলি করা, নাকের ছিদ্রপথে পানি দেওয়া, মিসওয়াক করা, গোঁফ ছোট করা, নখ কাটা, বগলের নিচের পশম উপড়ানো, নাভীর নিচের পশম সাফ করা, আঙ্গুলের সংযোগস্থলগুলি ধৌত করা, মলদ্বার ধোয়া এবং খতনা করা।

জাফর ইবন আহমদ ইবন 'উমর (র) ... ... 'আলী ইবন যায়দ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٥ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ . ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : وُقِّتَ لَنَا قَصُّ الشَّارِبِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ اَنْ لاَ نَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً .

২৯৫ বিশর ইবন হিলাল সাওয়াফ (র) ... ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গোঁফ ছাঁটা, নাভীর নিচের পশম সাফ করা, বগলের পশম উপড়ানো, নখ কাটার

ব্যাপারে সময়সীমা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন; যাতে আমরা তা চল্লিশ রাতের বেশি ছেড়ে না দেই।

٩ - بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ

অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানায় প্রবেশের সময় যা বলবে

٢٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . قَالاَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ . فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ . ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى ح وَحَدَّثَنَا هَرُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ . ثَنَا عَبْدَةُ . قَالَ : ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ .

২৯৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) ... ... যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ পায়খানায় এইসব শয়তান উপস্থিত থাকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় প্রবেশ করে তখন সে যেন বলে ঃ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে অপবিত্রতা ও শয়তানের অশুভ ষড়যন্ত্র থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।"

জামীল ইবন হাসান আতাকী ও হারূন ইবন ইসহাক (র) ... ... যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এরপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেন।

٢٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ . ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيْرِ بْنِ سَلْمَانَ . ثَنَا خَلاَّدٌ الصَّفَّارُ . عَنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) سَتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ ، إِذَا دَخَلَ الْكَنِيْفَ ، أَنْ يَقُوْلَ : بِسْمِ اللّٰهِ

২৯৭ মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ (র) ... ... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জিন্ন ও মানুষের গোপন অংগের মাঝে পর্দা হলো, যখন সে পায়খানায় প্রবেশ করে, তখন সে যেন বলে ঃ 'بِسْمِ اللّٰهِ' অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র নামের শুরু করছি।

٢٩٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ . ثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ . عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ . أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

২৯৮ 'আমর ইবন রাফি' (র) ... ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

—"আমি আল্লাহ্‌র নিকট অপবিত্রতা ও শয়তানের অশুভ চক্রান্ত থেকে পানাহ চাই।"

٢٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ ، لاَ يَعْجِزُ اَحَدُكُمْ ، اِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ اَنْ يَقُوْلَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجْسِ ، الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ : وَحَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ـ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ ـ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ وَلَمْ يَقُلْ فِىْ حَدِيْثِهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجْسِ ـ اِنَّمَا قَالَ : مِنَ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

২৯৯ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... ... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় প্রবেশ করে, তখন সে যেন একথা বলা থেকে বিরত না থাকে,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجْسِ ، الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

"হে আল্লাহ্! আমি কদর্যতা, অপবিত্রতা, কুৎসিত ও ক্ষতিকর বিতাড়িত শয়তানের কবল থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।"

আবুল হাসান (র) ... ... ইবন আবুল মারয়াম (র) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি তাঁর হাদীসে (কদর্যতা ও অপবিত্রতা থেকে) কথাটি উল্লেখ করেন নি। বরং তিনি তাঁর বর্ণনায় ঃ مِنَ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (কদর্য, কুৎসিত বিতাড়িত শয়তানের কবল থেকে) কথাটি উল্লেখ করেছেন।

١٠ – بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় যা বলবে

٣٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا يَحْيٰى ابْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ ـ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ ـ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ اَبِىْ بُرْدَةَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ : دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ ، قَالَ ـ غُفْرَانَكَ .

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ : وَاَخْبَرَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ـ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ النَّهْدِىُّ ـ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ نَحْوَهُ .

৩০০ আবূ বকর ইবন শায়বা (র) ... ... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম। এরপর আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বায়তুল-খালা (পায়খানা) থেকে বের হতেন তখন বলতেন ঃ غُفْرَانَكَ —"আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।"

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) ... ... ইসরাঈল (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠١ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ (ص) اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ

৩০১ হারূন ইবন ইসহাক (র) ... ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন নবী (সা) বায়তুল-খালা (পায়খানা) থেকে বের হতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىَ الْاَذٰى وَعَافَانِىْ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং নিরাপত্তা দান করেছেন।"

١١ – بَابُ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْخَلَاءِ، وَالْخَاتَمِ فِي الْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানায় অবস্থানকালে আল্লাহর যিকর করা এবং আংটি পরিধান করা

٣٠٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَهِيِّ ـ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ اَحْيَانِهِ .

৩০২ সুওয়াইদ ইবন সা'ঈদ (র) ... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন।

٣٠٣ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ـ ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ .

৩০৩ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র) ... ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যখন বায়তুল-খালায় (পায়খানায়) প্রবেশ করতেন তখন তিনি তাঁর আংটি খুলে রাখতেন।

١٢ – بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ

٣٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَ مَعْمَرٌ ، عَنْ اَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِيْ مُسْتَحَمِّهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَاجَةَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُوْلُ : اِنَّمَا هٰذَا فِي الْحَفِيْرَةِ ـ فَاَمَّا الْيَوْمَ، فَمُغْتَسَلَاتُهُمُ الْجِصُّ وَالصَّارُوْجُ وَالْقِيْرُ ـ فَاِذَا بَالَ فَاَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا بَاْسَ بِهِ .

৩০৪ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে, কেননা তা থেকেই যাবতীয় ওয়াসওয়াসা (সন্দেহ) সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাজাহ্ (র) বলেন, আমি 'আলী ইবন মুহাম্মদ তানাফিসিয়্যি (র)-কে বলতে শুনেছি, এই নির্দেশ সেই সময়ের জন্য, যখন গোসলখানা কাঁচা ছিল। যেহেতু বর্তমানকালে গোসলখানা ইট, চুনা পাথর ও সুরকি দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে, কাজেই যদি কেউ পেশাব করার পর সে স্থানে পানি ঢেলে দেয়, তবে এতে কোন দোষ নেই।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা

٣٠٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا شَرِيْكٌ وَهُشَيْمٌ وَوَكِيْعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) أَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا .

৩০৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক গোত্রের আবর্জনার স্তূপের কাছে পৌঁছেন এবং সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

٣٠٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ - ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ - ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) أَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا .

قَالَ شُعْبَةُ : قَالَ عَاصِمٌ يَوْمَئِذٍ - وَهٰذَا الْأَعْمَشُ يَرْوِيْهِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ - وَمَا حَفِظَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ مَنْصُوْرًا فَحَدَّثَنِيْهِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) أَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا .

৩০৬ ইসহাক ইবন মানসূর (র) ... ... মুগীরা ইবন শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক গোত্রের ময়লা আবর্জনার স্তূপের কাছে পৌঁছেন এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

শো'বা (র) বলেন, আসিম (র) যে সময় এই হাদীস বর্ণনা করেন, আ'মাশ (র) আবূল ওয়ায়েল (র) সূত্রে হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তা মুখস্থ রাখতে পারেননি। এরপর আমি মানসূর (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও সেটি আবূ ওয়ায়েল (র)-এর সূত্রে হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকেদের ময়লা আবর্জনার কাছে উপস্থিত হন এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

١٤ - بَابُ فِي الْبَوْلِ قَاعِدًا

অনুচ্ছেদ ঃ বসে পেশাব করা

٣٠٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ، وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى السُّدِّيُّ ، قَالُوْا ثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْهُ - أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُوْلُ قَاعِدًا .

৩০৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা, সুওয়াইদ ইবন সা'য়ীদ ও ইসমা'ঈল ইবন মুসা সুদ্দী (র) ... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যারা তোমাকে (শুরাইহ ইবন হানীকে) এরূপ হাদীস শুনাবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তা তুমি সত্য বলে গ্রহণ করবে না, আমি তাঁকে বসে পেশাব করতে দেখেছি।

٣٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ـ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ ، قَالَ رَاٰنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاَنَا اَبُوْلُ قَائِمًا ـ فَقَالَ ـ يَا عُمَرُ ! لاَ تَبُلْ قَائِمًا ـ فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ .

৩০৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ... 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখলেন এবং তখন তিনি বললেন ঃ হে 'উমর! তুমি দাঁড়িয়ে পেশাব করবে না। এরপর আমি আর কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।

٣٠٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ الْفَضْلِ ـ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ـ ثَنَا عَدِىُّ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ـ قَالَ ، نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ يَبُوْلَ قَائِمًا .

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيْدَ ، اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ، يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىَّ يَقُوْلُ ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ ـ فِىْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ ، اَنَا رَاَيْتُهُ يَبُوْلُ قَاعِدًا ـ قَالَ ، الرَّجُلُ اَعْلَمُ بِهٰذَا مِنْهَا .

قَالَ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَكَانَ مِنْ شَاْنِ الْعَرَبِ الْبَوْلُ قَائِمًا ـ اَلاَ تَرَاهُ فِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ حَسَنَةَ يَقُوْلُ ، قَعَدَ يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْاَةُ .

৩০৯ ইয়াহইয়া ইবন ফাযল (র) ... ... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ (র) ... ...সুফয়ান সাওরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর হাদীস "আমি তাঁকে (সা) বসে পেশাব করতে দেখেছি।" বর্ণনা করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বললো ঃ আমি এই হাদীস সম্পর্কে তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞাত।

আহমদ ইবন 'আবদুর রহমান (র) বলেন, দাঁড়িয়ে পেশাব করা ছিল আরবদের রীতি। তুমি কি তা আবদুর রহমান ইবন হাসান (র)-এর বর্ণিত হাদীসে দেখনি? তিনি বলেছেন ঃ তিনি বসে পেশাব করতেন, যেভাবে স্ত্রীলোক পেশাব করে।

١٥ - بَابُ كَرَاهَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِيْنِ وَالْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা এবং ইস্তিনজা করা অনুচিত

٣١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ – ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ ابْنُ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى الْعِشْرِيْنَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ ـ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَتَادَةَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ ، اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِيْنِهِ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ بِاِسْنَادِهِ ، نَحْوَهُ .

৩১০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ... ... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ পেশাব করে, তখন সে যেন তার ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে এবং তার তার ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা না করে।

আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র) ... ... আওযাঈ (র) এই সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : مَا تَغَنَّيْتُ وَلاَ تَمَنَّيْتُ وَلاَ مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللّٰهِ (ص) .

৩১১ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... 'উক্‌বা ইবন সুবহান (র) বলেন, আমি 'উসমান ইবন 'আফফান (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি কখনো গান গাইনি, মিথ্যা কথাও বলিনি এবং আমি ডান হাতে আমার জননেন্দ্রীয় স্পর্শ করিনি যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বা'য়আত গ্রহণ করেছি।

٣١٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ابْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ ، فَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ .

৩১২ ইয়া'কূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ পবিত্রতা হাসিল করতে চায়, তখন সে যেন তার ডান হাত দিয়ে তা না করে; বরং সে যেন তার বাম হাতে ইস্তিনজা করে।

١٦ - بَابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাথর দিয়ে ইস্তিনজা করা এবং গোবর ও ঘোড়া-গাধার মল দিয়ে ইস্তিনজা না করা

٣١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، أَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ . إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا . وَأَمَرَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ ، وَنَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ .

৩১৩ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের জন্য সেরূপ, যেরূপ পিতা তার সন্তানের জন্য। আমি তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছি ঃ যখন তোমরা পায়খানায় গমন কর, তখন তোমরা কিবলামুখী হবে না এবং একে পেছনেও রাখবে না।

আর তিনি তিনটি পাথর নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি গোবর ও ঘোড়া-গাধার মল নিতে নিষেধ করেন। উপরন্তু তিনি লোককে ডান হাত দিয়ে পবিত্রতা হাসিল করতে নিষেধ করেন।

٣١٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ـ قَالَ : لَيْسَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلٰكِنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ ـ عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَتَى الْخَلاَءَ ، فَقَالَ ـ ائْتِنِيْ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ ـ فَاَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَاَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَاَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ ـ هِيَ رِجْسٌ ـ

৩১৪ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র) ... ... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) পায়খানায় যান। তখন তিনি বলেন ঃ আমার জন্য তিনটি পাথর নিয়ে এস। তখন আমি তাঁর কাছে দু'টি পাথর ও একটি ঘোড়া-গাধার মলের টুকরা নিয়ে আসি। তখন তিনি পাথর দু'টি গ্রহণ করেন এবং মলের টুকরাটি দূরে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন ঃ এটি অপবিত্র।

٣١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ اَنْبَاَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ، جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ، فِى الْاِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثَةُ اَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ ـ

৩১৫ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... খুযায়মা ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ইস্তিনজার জন্য এমন তিনটি পাথর নিতে হবে যাতে কোন অপবিত্রতা থাকবে না।

٣١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، وَالْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ـ قَالَ : قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَهُمْ يَسْتَهْزِئُوْنَ بِهِ ، اِنِّيْ اَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ ـ قَالَ : اَجَلْ ـ اَمَرَنَا اَنْ لاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلاَ نَسْتَنْجِيَ بِاَيْمَانِنَا ، وَلاَ نَكْتَفِيَ بِدُوْنِ ثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ ، لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ وَلاَ عَظْمٌ

৩১৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)....... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁকে উদ্দেশ্য করে কতিপয় মুশরিক উপহাস করে বললো ঃ আমি তোমাদের এই সাথী [মুহাম্মদ (সা)]-কে দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি তোমাদের সব বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন, এমন কি পায়খানা-পেশাব সম্পর্কেও। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমরা কিবলামুখী হয়ে ইস্তিনজা না করি, ডান হাতে শৌচকর্ম না করি এবং তিনটি পাথরের কম যেন না লই, যাতে মল ও হাড় যেন না থাকে।

١٧ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব-পায়খানার সময় কিবলামুখী হওয়া নিষেধ

٣١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ ، أَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ ، يَقُولُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ (ص) يَقُولُ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذٰلِكَ .

৩১৭ মুহাম্মদ ইবন রুমহ মিসরী (র) ... ... 'আবদুল্লাহ্ ইবন হারিস ইবন জায যুবায়দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমিই প্রথম ব্যক্তি যে নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছে ঃ তোমাদের কেউ যেন কিবলামুখী হয়ে পেশাব না করে। আর আমিই প্রথম ব্যক্তি যে এই বিষয়ে লোকদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে।

٣١٨ حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ . أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ (ص) أَنْ يَسْتَقْبِلَ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ الْقِبْلَةَ . وَقَالَ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا .

৩১৮ আবূ তাহির, আহমদ ইবন 'আমর ইবন সারাহ (র) ... ... 'আতা ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিবলামুখী হয়ে ইস্তিনজাখানায় যেতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিমমুখী হয়ে ইস্তিনজা করবে।

٣١٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ . حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى الثَّعْلَبِيِّينَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ ، وَقَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ (ص)، قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ (ص) أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ .

৩১৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... নবী (সা)-এর সাহাবী মা'কাল ইবন আবূ মা'কাল আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের দুই কিবলার দিকে মুখ করে পায়খানা কিংবা পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ (ص) أَنَّهُ نَهٰى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَبِبَوْلٍ .

৩২০ 'আব্বাস ইবন ওয়ালিদ-দিমাশকী (র) ... ... আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর সাক্ষ্য দেন যে, তিনি আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব ও পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢١ قَالَ اَبُوْ الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ سَعْدٍ ، عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسِ الدَّوْنَقِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، اَبُوْ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ . ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) نَهَانِىْ اَنْ اَشْرَبَ قَائِمًا ، وَاَنْ اَبُوْلَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

৩২১ আবুল হাসান ইবন সালামা (র) ... ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ সায়ীদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আমাকে কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতেও নিষেধ করেছেন।

١٨ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِى ذٰلِكَ فِى الْكَنِيْفِ ، وَ اِبَاحَتِهِ دُوْنَ الصَّحَارِى

অনুচ্ছেদ ঃ ঘরের মধ্যে কিবলামুখী হয়ে ইস্তিনজা করার অনুমতি

٣٢٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ ابْنُ حَبِيْبٍ ، ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ ، حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ . ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَا ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ . اَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ اَخْبَرَهُ . اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ يَقُوْلُ اُنَاسٌ اِذَا قَعَدْتَ لِلْغَائِطِ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ . وَلَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْاَيَّامِ ، عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا . فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ . هٰذَا حَدِيْثُ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ .

৩২২ হিশাম ইবন 'আম্মার, আবূ বকর ইবন খাল্লাদ ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ... ... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা এরূপ বলাবলি করত যে, যখন তুমি পায়খানায় বসবে তখন কিবলামুখী হয়ে বসবে না। কিন্তু একদিন আমি আমার ঘরের ছাদের উপর উঠি, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দু'টি ইটের উপর উপবিষ্ট দেখতে পাই, আর এ সময় তাঁর মুখমণ্ডল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ছিল। এ হচ্ছে ইয়াযীদ ইবন হারুন (র)-এর বর্ণিত হাদীস।

٣٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ، ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُوْسٰى ، عَنْ عِيْسَى الْحَنَّاطِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فِىْ كَنِيْفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

قَالَ عِيْسٰى : فَقُلْتُ ذٰلِكَ لِلشَّعْبِىِّ . فَقَالَ : صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ . اَمَّا قَوْلُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ فِى الصَّحْرَاءِ لَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ، وَاَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، فَاِنَّ الْكَنِيْفَ لَيْسَ فِيْهِ قِبْلَةٌ اِسْتَقْبِلْ فِيْهِ حَيْثُ شِئْتَ .

قَالَ اَبُوْ الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ : وَحَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩২৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর পায়খানায় কিবলামুখী হয়ে (ইস্তিনজায়) বসতে দেখেছি।

ঈসা (র) বলেন ঃ আমি এ বিষয়ে শা'বী (র)-কে বললাম। তখন তিনি বললেন ঃ ইবন উমর (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) সত্য বলেছেন। আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্তি ঃ মাঠে-ময়দানে কেউ কিবলার দিকে মুখ করবে না এবং কিবলাকে পেছনের রাখবে না। আর ইবন 'উমর (রা)-এর উক্তি ঃ অবশ্য ঘরের মাঝে কোন কিবলা নেই। কাজেই সেখানে তুমি যেদিকে ইচ্ছা মুখ ফিরাতে পার।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) ... ... 'উবায়দুল্লাহ্ ইবন মূসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٢٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ; قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِى الصَّلْتِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ; قَالَتْ : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَوْمٌ يَكْرَهُوْنَ اَنْ يَسْتَقْبِلُوْا بِفُرُوْجِهِمُ الْقِبْلَةَ - فَقَالَ - اُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوْهَا ، اِسْتَقْبِلُوْا بِمَقْعَدَتِى الْقِبْلَةَ .

قَالَ اَبُوْ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ عُبْدَكَ - ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِى الصَّلْتِ ، مِثْلَهُ .

৩২৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এমন এক কাওম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো যারা (ইস্তিনজার সময়) তাদের লজ্জাস্থানকে কিবলামুখী করতে অপসন্দ করে। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তাদের এরূপ করতে দেখেছি। তোমরা ইস্তিনজায় কিবলামুখী হয়ে বসবে।

আবুল হাসান কাত্তান (র) ... ... খালিদ ইবন আবূ সালত (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ثَنَا اَبِىْ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ ، عَنْ اَبَانَ ابْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ جَابِرٍ ; قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَاَيْتُهُ ، قَبْلَ اَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ ، يَسْتَقْبِلُهَا .

৩২৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি তাঁকে, তাঁর ইন্তিকালের এক বছর আগে কিবলামুখী হয়ে ইস্তিনজা করতে দেখেছি।

١٩ ـ بَابُ الْاِسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ পেশাবের পর পবিত্রতা হাসিল করা

٣٢٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ـ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالاَ : ثَنَا زَمْعَةُ ابْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ـ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ سَلَمَةَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ـ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا زَمْعَةُ نَحْوَهُ .

৩২৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... ... ইয়াযদাদ ইয়ামানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ পেশাব করে, তখন সে যেন তার লজ্জাস্থান তিনবার পবিত্র করে নেয়।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) ... ... যাম'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٠ ـ بَابُ مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব করার পর উযূ না করা প্রসঙ্গে

٣٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَحْيَى التَّوْأَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : انْطَلَقَ النَّبِيُّ (ص) يَبُولُ ـ فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ ـ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عُمَرُ؟ قَالَ : مَاءٌ ـ قَالَ ـ مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ ـ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً .

৩২৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার নবী (সা) পেশাব করার জন্য যান। 'উমর (রা) পানি নিয়ে তাঁর পিছে-পিছে যান। তখন তিনি বললেন ঃ হে 'উমর! এটা কি? 'উমর (রা) বললেন ঃ পানি। তিনি (সা) বললেন ঃ আমাকে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, যখনই আমি পেশাব করি, তখন যেন উযূ করি। যদি আমি এরূপ করি, তবে তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদায় পরিণত হয়ে যাবে।

٢١ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلاَءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ

অনুচ্ছেদ ঃ চলাচলের পথে পেশাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ

٣٢٨ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيَّ حَدَّثَهُ ـ قَالَ . كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَتَحَدَّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) وَيَسْكُتُ عَمَّا سَمِعُوا فَبَلَغَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ ـ فَقَالَ وَاللّٰهِ ، مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص)

يَقُوْلُ هٰـذَا ـ وَ اَوْشَكَ مُعَاذٌ اَنْ يَفْتِنَكُمْ فِى الْخَلَاءِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاذًا ـ فَلَقِيَهُ ـ فَقَالَ مُعَاذٌ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَمْرٍو ! اِنَّ التَّكْذِيْبَ بِحَدِيْثٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) نِفَاقٌ ـ وَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ قَالَهُ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ ـ اتَّقُوْا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ : الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ ، وَالظِّلِّ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ ـ

৩২৮ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ... আবূ সা'ঈদ হিময়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মু'আয ইবন জাবাল (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করতেন, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ শুনেন নি। আর অন্যান্যরা যা শুনেছেন, তা থেকে তিনি নীরব থাকতেন। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা)-এর কাছে তাঁর বর্ণিত হাদীসখানি পৌঁছে। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ হাদীস বলতে শুনি নাই। আমার আশংকা যে, সম্ভবত মু'আয (রা) পায়খানা-পেশাবের ব্যাপারে তোমাদের ফিত্নায় ফেলবে। এ খবর মু'আয (রা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমরের সংগে দেখা করেন। তখন মু'আয (রা) বললেন ঃ হে 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর! কোন হাদীস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিথ্যা আরোপ করা নিফাক এবং তার গুনাহ বর্ণনাকারীর উপর বর্তাবে। অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা তিনটি অভিশপ্ত জিনিস থেকে বিরত থাক। (তা হচ্ছে) প্রবাহিত পানি, ছায়াদার বৃক্ষ ও লোক চলাচলের পথে পেশাব-পায়খানা করা।

٣٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ سَالِمٌ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ : ثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيْسَ عَلٰى جَوَادِّ الطَّرِيْقِ ، وَالصَّلٰوةَ عَلَيْهَا ـ فَاِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَاِنَّهَا الْمَلَاعِنُ ـ

৩২৯ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা রাস্তায় রাত্রি যাপন করা থেকে এবং সেখানে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাক। কেননা তা সাপ ও হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল এবং সেখানে পেশাব-পায়খানা করা হয়। কেননা এসব অভিশপ্ত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

٣٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ـ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ـ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) نَهٰى اَنْ يُصَلّٰى عَلٰى قَارِعَةِ الطَّرِيْقِ اَوْ يُضْرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا ، اَوْ يُبَالَ فِيْهَا ـ

৩৩০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ... সালিম (রা)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত, নবী (সা) চলাচলের পথে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অথবা তিনি সেখানে পায়খানা-পেশাব করতেও নিষেধ করেছেন।

٢٢ ـ بَابُ التَّبَاعُدِ لِلْبَرَازِ فِى الْفَضَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানা-পেশাবের জন্য দূরে জঙ্গলে যাওয়া

٣٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ـ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ (ص) اِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ اَبْعَدَ ـ

৩৩১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... মুগীরা ইবন শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) যখন ইস্তিনজা জন্য যেতেন, তখন দূরে যেতেন।

٣٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ - ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فِي سَفَرٍ - فَتَنَحَّى لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ.

৩৩২ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র) ... ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী (সা)-এর সংগে সফরে ছিলাম। তখন তিনি ইস্তিনজার জন্য দূরে চলে যান। এরপর তিনি ফিরে এসে উযূর জন্য পানি চাইলেন এবং উযূ করলেন।

٣٣٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ، إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ أَبْعَدَ

৩৩৩ ইয়া'কূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) ... ... 'ইয়ালা ইবন মুররাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) যখন ইস্তিনজার জন্য যেতেন, তখন দূরবর্তী স্থানে যেতেন।

٣٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - قَالاَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَأَبْعَدَ.

৩৩৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... ... 'আবদুর রহমান ইবন আবূ কুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সংগে হজ্জ আদায় করি। এ সময় তিনি ইস্তিনজার জন্য দূরবর্তী স্থানে গমন করেন।

٣٣٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسَى - أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي سَفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لاَ يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ، فَلاَ يُرَى.

৩৩৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে কোন এক সফরে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইস্তিনজার জন্য বের হলে এতদূর যেতেন যে, তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতেন এবং তাঁকে দেখা যেত না।

٣٣٦ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرِ بْنِ جَعْفَرٍ - ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ.

৩৩৬ 'আব্বাস ইবন 'আবদুল আযীম 'আম্বারী (র) ... ... বিলাল ইবন হারিস মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ইস্তিনজার ইরাদা করতেন, তখন দূরে চলে যেতেন।

٢٣ - بَابُ الْاِرْتِيَادُ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা

٣٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ - ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخَيْرِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لَا ، فَلَا حَرَجَ - وَمَنْ تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ - وَمَنْ لَاكَ فَلْيَبْتَلِعْ - مَنْ فَعَلَ ذَاكَ فَقَدْ أَحْسَنَ - وَمَنْ لَا - فَلَا حَرَجَ - وَمَنْ أَتَى الْخَلَاءَ فَلْيَسْتَتِرْ - فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيْبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَمْدُدْهُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ ابْنِ آدَمَ - مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ - وَمَنْ لَا - فَلَا حَرَجَ .

৩৩৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঢিলা দ্বারা ইস্তিনজা করতে চায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো। আর যে এরূপ করলো না, তার কোন গুনাহ্ নেই। আর যে ব্যক্তি খিলাল করবে, সে যেন দাঁতের ফাঁক থেকে নির্গত জিনিস বাইরে নিক্ষেপ করে। আর যার মুখ থেকে লালা বের হবে, সে যেন তা গিলে ফেলে। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো। আর যে এরূপ করলো না, তার কোন ত্রুটি নেই। আর যে ব্যক্তি পায়খানায় গমন করে, সে যেন পর্দা করে। অন্য কিছু না পেলে বালুর স্তূপ করে তার মাধ্যমে পর্দা করবে। কেননা শয়তান বনী আদমের মলদ্বার নিয়ে খেলা করে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে উত্তম কাজ করবে। আর যে এরূপ করবে না, তার কোন অপরাধ নেই।

٣٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ - ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ - وَزَادَ فِيْهِ وَمَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ - وَمَنْ لَا - فَلَا حَرَجَ وَمَنْ لَاكَ فَلْيَبْتَلِعْ .

৩৩৮ 'আবদুর রহমান ইবন 'উমর ...... আবদুল মালিক ইবন সাব্বাহ (র) এই সনদের পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ উল্লেখ করেন। তবে তাঁর বর্ণনায় এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি সুরমা লাগায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যকবার লাগায়। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো। আর যে এরূপ করেনি, তার কোন পাপ নেই। আর যার মুখ থেকে কোন জিনিস বের হয়, সে যেন তা গিলে ফেলে।

٣٣٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فِيْ سَفَرٍ - فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ - فَقَالَ لِيْ إِئْتِ تِلْكَ الْأَشَاءَتَيْنِ - قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِيْ النَّخْلَ الصِّغَارَ - فَقُلْ لَهُمَا : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا - فَاجْتَمَعَتَا -

فَاسْتَتَرَبِهِمَا فَقَضَى حَاجَتَهُ - ثُمَّ قَالَ لِي : ائْتِهِمَا ، فَقُلْ لَهُمَا : لِتَرْجِعْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا - فَقُلْتُ لَهُمَا فَرَجَعَتَا

৩৩৯ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... ...যুররা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এক সফরে নবী (সা)-এর সাথী হয়েছিলাম। তিনি ইস্তিনজা করার ইচ্ছা করেন। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ এই দু'টি গাছের কাছে যাও [ওয়াকী (র)] বলেন ঃ অর্থাৎ ছোট খেজুর গাছ আর তুমি গাছ দু'টোকে গিয়ে বল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের উভয়কে একস্থানে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। সেমতে তারা একত্রিত হয়ে যায়। তিনি তাদের দ্বারা পর্দা করলেন এবং তাঁর ইস্তিনজার কাজ সমাধা করলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি ওদের কাছে গিয়ে বল, তারা যেন তাদের পূর্বের জায়গায় ফিরে যায়। তখন আমি ওদের গিয়ে তাই বলি। ফলে ওরা আপন স্থানে ফিরে যায়।

٣٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ (ص) لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ .

৩৪০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... . 'আবদুল্লাহ্ ইবন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) ইস্তিনজার সময় উঁচু টিলা অথবা ঘন খেজুর বৃক্ষের অন্তরালে বসতে পসন্দ করতেন।

٣٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَدَلَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) إِلَى الشِّعْبِ فَبَالَ حَتَّى أَنِّي آوِي لَهُ مِنْ فَكِّ وَرِكَيْهِ حِينَ بَالَ .

৩৪১ মুহাম্মদ ইবন 'আকীল ইবন খুওয়ায়লিদ (র) ... ... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইস্তিনজা করার জন্য পাহাড়ের গিরিপথে চলে যেতেন। তিনি যখন পেশাব করতেন, তখন আমি তাঁর পিছন দিকে আঁড় হয়ে থাকতাম।

٢٤ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاِجْتِمَاعِ عَلَى الْخَلَاءِ وَالْحَدِيثِ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ একত্রে বসে পায়খানা করা এবং এ সময় পরস্পর কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ

٣٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ - أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) قَالَ - لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا - يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذٰلِكَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - ثَنَا سَلْمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ - ثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ الصَّوَابُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ـ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، نَحْوَهُ .

৩৪২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি যেন তাদের পায়খানায় বসে কথাবার্তা না বলে। (এবং এমনভাবে একত্রে পায়খানা-পেশাব না করে) যাতে একজন অপরজনের লজ্জাস্থান দেখতে পায়। কেননা এতে মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত নাখোশ হন।

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া (র),...... ইয়ায ইবন হিলাল (র) সূত্রে মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (র) বলেছেন, এটিই সঠিক।

মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ (র) .... ইয়ায ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ

٣٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ـ اَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّهُ نَهَى اَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ .

৩৪৩ মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র) .... জাবির (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বদ্ধপানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ .

৩৪৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ....., আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে।

٣٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ـ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فَرْوَةَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ النَّاقِعِ .

৩৪৫ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইবন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন স্বচ্ছ পানিতে পেশাব না করে।

٢٦ ـ بَابُ التَّشْدِيْدِ فِي الْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা

٣٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ : قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَفِيْ يَدِهِ الدَّرَقَةُ ـ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ اِلَيْهَا ـ فَقَالَ

بَعْضُهُمْ اُنْظُرُوْا اِلَيْهِ ، يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْاَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ - وَيْحَكَ! اَمَا عَلِمْتَ مَا اَصَابَ صَاحِبَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ؟ كَانُوْا اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوْهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ فَعُذِّبَ فِيْ قَبْرِهِ .

قَالَ اَبُوْ الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ : ثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ - ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى - اَنْبَأَ الْاَعْمَشُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩৪৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... 'আবদুর রহমান ইবন হাসানা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের দিকে বেরিয়ে এলেন। এ সময় তাঁর হাতে ছিল একটি ঢাল। তিনি সেটিকে রাখেন, এরপর বসেন এবং সেদিকে ফিরে পেশাব করেন। তখন তাঁদের একজন বললেন ঃ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত কর, তিনি মহিলাদের মত পেশাব করছেন। নবী (সা) তার কথা শুনে বললেন ঃ তোমার জন্য আফসোস! তোমার কি জানা নেই যে, বনী ইসরাঈলদের সেই ব্যক্তির দশা কিরূপ হয়েছিল? তাদের শরীরে যখন পেশাব লাগতো, তখন তারা তা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতো। সে তাদের এরূপ করতে নিষেধ করেছিল। ফলে তাকে তার কবরে আযাব দেওয়া হয়।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) ... আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيْعٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِقَبْرَيْنِ جَدِيْدَيْنِ فَقَالَ - اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ - وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ - اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ - وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ .

৩৪৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুটি নতুন কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই এই দুইজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আর এদের কোন কঠিন কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা হাসিলের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করতো না। আর অপর ব্যক্তি, সে চোগলখুরী করে বেড়াতো।

٣٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا عَفَّانُ - ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ . قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ .

৩৪৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ বেশির ভাগ কবর 'আযাব পেশাব থেকে অসতর্কতার কারণেই হয়ে থাকে।

٣٤٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا وَكِيْعٌ - ثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ - حَدَّثَنِيْ بَحْرُ بْنُ مَرَّارٍ ، عَنْ جَدِّهِ اَبِيْ بَكْرَةَ - قَالَ . مَرَّ النَّبِيُّ (ص) بِقَبْرَيْنِ - فَقَالَ - اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ - اَمَّا اَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ - وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغِيْبَةِ .

৩৪৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (রা) ... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (সা) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া

হচ্ছে এবং এদের কোন কঠিন কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। এদের একজনকে পেশাবের (অসতর্কতার জন্য) কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এবং অপর ব্যক্তিকে পরনিন্দার কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

٢٧ - بَابُ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُوْلُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে পেশাব করে, তাকে সালাম দেওয়া

٣٥٠ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ ـ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ سَعِيْدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ وَعْلَةَ أَبِيْ سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جُدْعَانَ ؛ قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِيَّ (ص) وَهُوَ يَتَوَضَّأُ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوْئِهِ ، قَالَ اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنْ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْكَ ، اِلاَّ اَنِّيْ كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ .

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ـ ثَنَا الْاَنْصَارِيُّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩৫০ ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মদ তালহী ও আহমদ ইবন সা'ঈদ দারিমী (র) ..... মুহাজির ইবন কুনফুয ইবন আমর ইবন জুয্'আন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। এ সময় তিনি উযূ করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। যখন তিনি তাঁর উযূ শেষ করলেন, তখন বললেন ঃ আমি তোমাকে সালামের জওয়াব এজন্য দেইনি, কেননা তখন আমি উযূবিহীন ছিলাম।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) ..... সা'ঈদ ইবন আবূ আরুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٥١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ـ ثَنَا مَسْلَمَةُ ابْنُ عَلِيٍّ ـ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ـ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ـ فَلَمَّا فَرَغَ ، ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ فَتَيَمَّمَ ـ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ .

৩৫১ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী (সা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি পেশাব করছিলেন। তখন সে ব্যক্তি তাঁকে (সা) সালাম করলো। কিন্তু তিনি সালামের জওয়াব দিলেন না। তিনি পেশাব শেষ করে তাঁর দুই হাতের তালু যমীনে মারলেন এবং তায়াম্মুম করলেন। এরপর তিনি তার সালামের জওয়াব দিলেন।

٣٥٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ، ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ـ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا رَاَيْتَنِيْ عَلَى مِثْلِ هٰذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيَّ ـ فَاِنَّكَ اِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ ـ لَمْ اَرُدَّ عَلَيْكَ

৩৫২ সুওয়ায়দ ইবন সা'ঈদ (র) .... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী (সা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় তিনি পেশাব করছিলেন। সে ব্যক্তি তাঁকে সালাম করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন ঃ যখন তুমি আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পাবে, তখন আমাকে সালাম করবে না। কেননা যদি তুমি এরূপ কর, তাহলে আমি তোমার সালামের জওয়াব দেব না।

٣٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنِيُّ - قَالاَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ .

৩৫৩ আবদুল্লাহ্ ইবন সা'য়ীদ ও হুসায়ন ইবন আবূ সারি 'আসকালানী (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি নবী (সা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি পেশাব করছিলেন। তখন তিনি তাঁকে সালাম করলেন কিন্তু তিনি তাঁর সালামের জওয়াব দিলেন না।

٢٨ - بَابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পানি দিয়ে ইস্তিনজা করা

٣٥٤ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ - ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلاَّ مَسَّ مَاءً .

৩৫৪ হান্নাদ ইবন সারি (র)......... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি, যখনই তিনি ইস্তিনজা করতেন, তখন অবশ্যই পানি ব্যবহার করতেন।

٣٥٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيْمٍ ، حَدَّثَنِيْ طَلْحَةُ ابْنُ نَافِعٍ ، أَبُوْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوْ أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيُّ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ هٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ (فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ - قَالُوْا : نَتَوَضَّأُ لِلصَّلٰوةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ - قَالَ - فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ .

৩৫৫ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবূ আইয়্যুব আনসারী, জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ ও আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। (তাঁরা বলেন ঃ) এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

"সেখানে এমন লোকও আছে, যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ্ পসন্দ করেন।" (৯ ঃ ১০৮)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হে আনসার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের পবিত্রতার ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন। তোমাদের সেই পবিত্রতা কিসের? তাঁরা বললেন ঃ আমরা সালাতের জন্য উযূ করি, শারীরিক অপবিত্রতা দূরীকরণের জন্য গোসল করি এবং পানি দিয়ে ইস্তিনজা করি। তিনি বললেন ঃ এটিই যথার্থ কারণ। সুতরাং তোমরা এগুলো অপরিহার্য মনে করো।

٣٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلاَثًا قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُورًا .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ـ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ـ قَالاَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، نَحْوَهُ .

৩৫৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) তাঁর মলদ্বার তিনবার ধৌত করতেন। ইবন 'উমর (রা) বলেন ঃ আমরা এর উপর আমল করেছি এবং একে আমরা দাওয়া ও পবিত্র হিসাবে পেয়েছি।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) ..... শারীক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٥٧ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ـ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) قَالَ : كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ .

৩৫৭ আবূ কুরায়ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ নিম্নোক্ত আয়াতটি কুবাবাসীর শানে নাযিল হয় ঃ

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

"সেখানে এমন লোকও আছে, যারা পবিত্রতা হাসিল করতে ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ্ পসন্দ করেন।" (৯ ঃ ১০৮)

রাবী বলেন ঃ তাঁরা পানি দিয়ে ইস্তিনজা করতেন, তাই তাঁদের প্রশংসায় এই আয়াত নাযিল হয়।

٢٩ ـ بَابُ مَنْ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ بَعْدَ الاِسْتِنْجَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিনজা করার পর যমীনে হাত রগড়ানো

٣٥٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ قَالاَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو ابْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ اسْتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ .

قَالَ أَبُوْ الْحَسَنِ ابْنُ سَلَمَةَ - ثَنَا أَبُوْ حَاتِمٍ - ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ شَرِيْكٍ نَحْوَهُ .

৩৫৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) পেশাব-পায়খানার পর বদনার পানি দিয়ে ইস্তিনজা করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাত যমীনে রগড়াতেন

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) .... শারীক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - ثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ جَرِيْرٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ (ص) دَخَلَ الْغَيْضَةَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَأَتَاهُ جَرِيْرٌ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاسْتَنْجَى مِنْهَا وَمَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ .

৩৫৯ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) .... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) ঝোপের মাঝে প্রবেশ করেন এবং তাঁর প্রাকৃত হাজত পূরা করেন।। তখন জারীর (রা) তাঁর নিকট এক পাত্র পানি নিয়ে আসেন; তা দিয়ে তিনি ইস্তিনজা করেন এবং তিনি তাঁর হাত মাটি দিয়ে মাসেহ করেন।

٣٠ - بَابُ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাত্র ঢেকে রাখা

٣٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ (ص) أَنْ نُوْكِيَ أَسْقِيَتَنَا وَنُغَطِّيَ آنِيَتَنَا .

৩৬০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন পানির মশকের মুখ বন্ধ করি এবং পানপাত্রসমূহ ঢেকে রাখি।

٣٦١ حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَا ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِيْ حَفْصَةَ ثَنَا حُرَيْشُ بْنُ الْخِرِّيْتِ أَنَا ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً إِنَاءً لِطُهُوْرِهِ ، وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ ، وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ .

৩৬১ ইসমাত ইবন ফাযল ও ইয়াহ্ইয়া ইবন হাকীম (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য রাতে তিনটি পানির পাত্র মুখ বন্ধ করে রেখে দিতাম ঃ একটি উযূর জন্য, একটি মিসওয়াকের জন্য এবং অন্যটি পান করার জন্য।

٣٦٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَدْرٍ ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ - ثَنَا مُطَهِّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ ثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِيْ جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ ، عَنْ أَبِيْهِ أَبِيْ جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا يَكِلُ طُهُوْرَهُ إِلَى أَحَدٍ ، وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِيْ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، يَكُوْنُ هُوَ الَّذِيْ يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ .

৩৬২ আবূ বদর, 'আব্বাদ ইবন ওয়ালীদ (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উযূর পানি কারো কাছে সোপর্দ করতেন না এবং সেই মালও সোপর্দ করতেন না, যা তিনি সদকা করতেন। বরং তিনি তা নিজ হাতেই সম্পন্ন করতেন।

٣١ - بَابُ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের উচ্ছিষ্ট পাত্র ধোয়ার বর্ণনা

٣٦٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ (ص) لِيَكُونَ لَكُمُ الْمَهْنَاءُ وَعَلَيَّ الْإِثْمُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) يَقُولُ "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ".

৩৬৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... আবূ রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর কপালে হাত মেরে বলছেন ঃ হে ইরাকবাসী! তোমরা ধারণা করছো যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করছি। যাতে তোমরা সওয়াবের অধিকারী হও এবং আমি গুনাহগার হই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যখন কুকুর তোমাদের কোন পাত্রে মুখ দেয়, তখন তা সাতবার ধুয়ে নেবে।

٣٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) يَقُولُ "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ".

৩৬৪ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন কুকুর তোমাদের কোন পাত্রে মুখ দেয়, তখন তা সাতবার ধুয়ে নেবে।

٣٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) قَالَ "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ".

৩৬৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন কুকুর কোন পাত্রে মুখ দেয়, তখন তোমরা তা সাতবার ধুয়ে নেবে এবং অষ্টমবার তা মাটি দিয়ে রগড়াবে।

٣٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنْبَأَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ".

৩৬৬ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন কুকুর তোমাদের কারো কোন পাত্রে মুখ দেয়, তখন তা সাতবার ধুয়ে নেবে।

٣٢ ـ بَابُ الْوُضُوْءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট দিয়ে উযূ করা এবং এ বিষয়ে অনুমতি

٣٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَنْبَاَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ اَخْبَرَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيُّ ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ اَبِيْ قَتَادَةَ ، اَنَّهَا صَبَّتْ لِاَبِيْ قَتَادَةَ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ ـ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهِ ـ فَقَالَ يَا ابْنَةَ اَخِيْ اَتَعْجَبِيْنَ ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ـ هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ اَوِ الطَّوَّافَاتِ .

৩৬৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... কাবশা বিনতে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবূ কাতাদা (রা)-এর পুত্রবধূ। একবার তিনি [আবূ কাতাদা (রা)] উযূর জন্য পানি ঢালছিলেন। তখন একটি বিড়াল এসে পানি পান করে। তখন তিনি (আবূ কাতাদা) পানির পাত্রটি তার দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন। [কাবশা (রা) বলেন ঃ] তখন আমি তার দিকে তাকাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে আমার ভাতিজী! তুমি কি বিস্ময়বোধ করছো? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এটি তো অপবিত্র নয়। কেননা এটি (বিড়ালটি) তো সারাক্ষণ ধরে ঘোরাফেরা করতে থাকে।

٣٦٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ، وَاِسْمَاعِيْلُ ابْنُ تَوْبَةَ ـ قَالَا ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ ، عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ كُنْتُ اَتَوَضَّأُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ ، قَدْ اَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذٰلِكَ .

৩৬৮ 'আমর ইবন রাফে' ও ইসমাঈল ইবন তাওবা (র)......... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) একই পানির পাত্র থেকে উযূ করছিলাম। অথচ এর আগে এই পাত্র থেকে বিড়াল পানি পান করেছিল।

٣٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ يَعْنِيْ اَبَا بَكْرٍ الْحَنَفِيَّ ـ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلٰوةَ ـ لِاَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ

৩৬৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ বিড়াল সালাত নষ্ট করে না। কেননা সে তো গৃহস্থালী সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত।

٣٣ - بَابُ الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وُضُوْءِ الْمَرْأَةِ .

অনুচ্ছেদ ঃ নারীর ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা উযূ করার অনুমতি

٣٧٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ص) فِيْ جَفْنَةٍ - فَجَاءَ النَّبِيُّ (ص) لِيَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ - فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا - فَقَالَ الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ .

৩৭০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা)-এর কোন এক সহধর্মিণী একটি বড় পাত্রের পানিতে গোসল করেন। এরপর নবী (সা) গোসল অথবা উযূ করার জন্য এলেন। তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি অপবিত্র ছিলাম (এবং এই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেছি)। তখন তিনি বললেন ঃ পানি অপবিত্র হয় না।

٣٧١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ص) اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَتَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ (ص) مِنْ فَضْلِ وَضُوْئِهَا .

৩৭১ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা)-এর কোন এক সহধর্মিণী জানাবাতের গোসল করেন। এরপর নবী (সা) তাঁর গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উযূ অথবা গোসল করেন।

٣٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ - قَالُوْا ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّ النَّبِيَّ (ص) تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ .

৩৭২ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ও ইসহাক ইবন মানসূর.... নবী (সা) -এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) তাঁর (জানাবাতের) গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উযূ করেন।

٣٤ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ

٣٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِيْ حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو - أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوْءِ الْمَرْأَةِ .

৩৭৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) .... হাকাম ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বামীকে তার স্ত্রীর উযূর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উযূ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ـ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ـ ثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ ، قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوْءِ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ ـ وَلٰكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيْعًا .

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَاجَةَ الصَّحِيْحُ هُوَ الْأَوَّلُ ، الثَّانِي وَهْمٌ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ـ ثَنَا أَبُوْ حَاتِمٍ ، وَأَبُوْ عُثْمَانَ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالاَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ نَحْوَهُ .

৩৭৪ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইবন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন পুরুষকে তার স্ত্রীর উযূর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করতে নিষেধ করেছেন এবং স্ত্রীকেও তার স্বামীর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করতে নিষেধ করেছেন। তবে তারা উভয়ে একত্রে গোসল শুরু করতে পারে।

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাজাহ্ (র) বলেন ঃ প্রথম বর্ণনাই সঠিক এবং দ্বিতীয়টি ধারণা মাত্র।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) ..... মু'আল্লা ইবন আসাদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُوْنَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ـ وَلاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ

৩৭৫ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)...... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) এবং তাঁর পরিজন একই পাত্র থেকে গোসল করতেন। তবে তাঁদের একজন অপরজনের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন না।

٣٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রী একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করা

٣٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ـ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ـ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৩৭৬ মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ ও আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম।

٣٧٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ ، قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৩৭৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... ইবন 'আব্বাস (রা)-এর খালা মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম।

٣٧٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْاَشْعَرِيُّ ، عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرٍ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ - ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ اُمِّ هَانِئٍ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) اغْتَسَلَ وَ مَيْمُوْنَةُ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ ، فِيْ قَصْعَةٍ ، فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ .

৩৭৮ আবূ 'আমির আশ্'আরী, 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমির (র) .... উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) এবং মায়মূনা (রা) এমন একটি পাত্র হতে গোসল করেন, যাতে আটার চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

٣٧٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْاَسَدِيُّ - ثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُوْنَ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৩৭৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সহধর্মিণীগণ একই পাত্র হতে গোসল করতেন।

٣٨٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ ، اَنَّهَا كَانَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَغْتَسِلَانِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৩৮০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন।

٣٦ - بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ يَتَوَضَّاٰنِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রী একই পাত্রের পানিতে উযূ করা

٣٨١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ، حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৩৮১ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)........... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যামানায় নর এবং নারীরা একই পাত্রের পানিতে উযূ করতেন।

٣٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ - ثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمٍ اَبِي النُّعْمَانِ ، وَهُوَ ابْنُ سَرْحٍ ، عَنْ اُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ قَالَتْ رُبَّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِيْ وَيَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِي الْوُضُوْءِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ .

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَاجَةَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ اُمُّ صُبَيَّةَ هِىَ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَذَكَرْتُ لِاَبِىْ زُرْعَةَ ، فَقَالَ صَدَقَ .

৩৮২ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশ্কী (র) .... উম্মু সুবাইয়া জুহানিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ অনেক সময় আমার হাত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত একই পাত্রে উযূ করার সময় টক্কর লেগে যেত।

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাজাহ (র) বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, উম্মু সুবাইয়া ছিলেন খাওলা বিনতে কায়স (রা)। এরপর আমি বিষয়টি আবূ যুর'আ (র)-এর কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (র) ঠিকই বলেছেন।

٣٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ - ثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ (ص)- اَنَّهُمَا كَانَا يَتَوَضَّآنِ جَمِيْعًا لِلصَّلٰوةِ .

৩৮৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) .... 'আয়েশা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাঁরা উভয়ে [তিনি এবং নবী (সা)] সালাতের জন্য একত্রে উযূ করতেন।

٢٧ - بَابُ الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ

অনুচ্ছেদ ঃ নাবীয দিয়ে উযূ করা

٣٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ اَبِيْهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ اَبِىْ فَزَارَةَ الْعَبْسِىِّ ، عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ ، مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لَهُ ، لَيْلَةَ الْجِنِّ عِنْدَكَ طَهُوْرٌ ، قَالَ لَا اِلَّا شَىْءٌ مِنْ نَبِيْذٍ فِىْ اِدَاوَةٍ - قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ فَتَوَضَّاَ .

هٰذَا حَدِيْثُ وَكِيْعٍ .

৩৮৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা, 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লাইলাতুল জিন্ন-এ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কাছে কি উযূর পানি আছে? তিনি বললেন ঃ না; তবে একটি পাত্রে কিছু নাবীয আছে। তিনি (সা) বললেন ঃ খেজুর পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। এরপর তিনি উযূ করলেন।

এটা হলো ওয়াকী' (র)-এর বর্ণিত হাদীস।

٣٨٥ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِىُّ - ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ - ثَنَا قَيْسُ ابْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِىِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ ، لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَكَ

مَاءٌ ؟ قَالَ لاَ ـ اِلاَّ نَبِيْذٌ فِيْ سَطِيْحَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ ـ صُبَّ عَلَىَّ قَالَ ـ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ ، فَتَوَضَّأَ بِهِ ـ

৩৮৫ 'আব্বাস ইবন ওয়ালীদ দিমাশ্‌কী (র) ...... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইবন মাস'উদ (রা)-কে লাইলাতুল জিন্ন-এ বললেন ঃ তোমার কাছে কি পানি আছে? তিনি বললেন না, তবে একটি পাত্রে নাবীয আছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ খেজুর পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। আমাকে তা ঢেলে দাও। তিনি বলেন ঃ তখন আমি তাঁকে নাবীয ঢেলে দেই এবং তিনি তা দিয়ে উযূ করেন।

٣٨ ـ بَابُ الْوُضُوْءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রের পানি দিয়ে উযূ করা

٣٨٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ـ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ، حَدَّثَنِيْ صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ ، هُوَ مِنْ اٰلِ ابْنِ الْاَزْرَقِ ، اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ اَبِيْ بُرْدَةَ ، وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؛ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ ـ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ ـ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا ـ اَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ـ

৩৮৬ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এলো এবং বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা সমুদ্রে যাতায়াত করে থাকি এবং তখন আমাদের কাছে খুব কম পানি থাকে। যদি আমরা তা দিয়ে উযূ করি, তাহলে পিপাসায় কাতর হয়ে যাবো। এমতাবস্থায় আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে উযূ করতে পারবো? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তার পানি তো পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল।

٣٨٧ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِيْ سَهْلٍ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ـ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ ، عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ ، قَالَ كُنْتُ اَصِيْدُ وَكَانَتْ لِيْ قِرْبَةٌ اَجْعَلُ فِيْهَا مَاءً وَاِنِّيْ تَوَضَّأْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ ـ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

৩৮৭ সাহ্‌ল ইবন আবূ সাহ্‌ল (র)...... ইবন ফিরাসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি শিকারে যেতাম এবং আমার কাছে একটি পানির মশক থাকত। আর আমি সমুদ্রের পানি দ্বারা উযূ করতাম। এরপর আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উত্থাপন করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল।

৩৮৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ . قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ . الْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ . ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ . ثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) فَذَكَرَ نَحْوَهُ

৩৮৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা)-কে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ এরপর তিনি পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٣٩ - بَابُ الرَّجُلُ يَسْتَعِيْنُ عَلَى وُضُوْئِهِ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূর ব্যাপারে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা এবং তার পানি ঢালার বর্ণনা

৩৮৯ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) لِبَعْضِ حَاجَتِهِ . فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ . فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ . فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا

৩৮৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)...... মুগীরা ইবন শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (সা) ইস্তিনজার জন্য বের হলেন। তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন আমি ঘটিসহ তাঁর কাছে গেলাম। এরপর আমি তাঁকে পানি ঢাললাম এবং তিনি তাঁর হস্তদ্বয় ধৌত করলেন। তারপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। যখন তিনি তাঁর কনুই ধুতে মনস্থ করলেন, তখন তাঁর জামার আস্তীন সংকীর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি তাঁর দু'হাত জুব্বার নিম্নভাগ দিয়ে বের করলেন এবং তা ধুলেন। এরপর তিনি তাঁর উভয় মোজার উপরিভাগ মাসেহ্ করলেন। অবশেষে তিনি আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন।

৩৯০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ . ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ، قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ص) بِمِيضَأَةٍ . فَقَالَ اسْكُبِي . فَسَكَبْتُ . فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ . وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا . فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ . مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا

৩৯০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... রুবাইয়্য বিনতে মু'আওয়িয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর কাছে উযূর পানিসহ এলাম। তখন তিনি বললেন ঃ পানি ঢালতে থাক। আমি পানি ঢাললাম। তখন তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও হাতের কনুই ধৌত করলেন। এরপর তিনি নতুন পানি নিলেন

এবং তিনি তা দিয়ে তাঁর মাথার সম্মুখ ও পেছন ভাগ মাসেহ্ করলেন এবং তাঁর উভয় পা তিনবার করে ধুলেন।

٣٩١ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ . ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ . حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ الأَزْدِيُّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ . قَالَ صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ . فِي الْوُضُوءِ

৩৯১ বিশ্‌র ইবন আদম (র) ..... সাফওয়ান ইবন 'আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-এর সফরে ও বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে তাঁর উযূর পানি ঢালতাম।

٣٩٢ حَدَّثَنَا كُرْدُوسُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ . ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحٍ ، ثَنَا أَبِي رَوْحُ بْنُ عَنْبَسَةَ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدَّتِهِ ، أُمِّ أَبِيهِ ، أُمِّ عَيَّاشٍ وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ (ص) ، قَالَتْ كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللهِ (ص) أَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ

৩৯২ কুরদূস ইবন আবূ 'আবদুল্লাহ্ ওয়াসিতী (র)..... রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মেয়ে রুকাইয়া (রা)-এর দাসী উম্মে আইয়্যাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উযূ করাতাম। আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম, আর তিনি বসে থাকতেন।

٤٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানো

٣٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ . ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ

৩৯৩ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ *যখন তোমাদের কেউ রাতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, তখন সে যেন তার হাত দুই অথবা তিনবার না ধুয়ে পানির পাত্রে প্রবেশ না করায়। কেননা তোমাদের কেউ জানে না যে, তার হাত কিভাবে রাত অতিবাহিত করেছে।*

٣٩٤ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . ثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا .

৩৯৪ হারমালা ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)......... সালিম (রা)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ তার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, তখন সে যেন তার হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে প্রবেশ না করায়।

٣٩٥ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ ـ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبُكَّائِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَاَرَادَ اَنْ يَتَوَضَّاَ ، فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِيْ وَضُوْئِهِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلاَ عَلٰى مَا وَضَعَهَا .

৩৯৫ ইসমা'ঈল ইবন তাওবা (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে, পরে উযূ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন তার হাত ধোয়ার আগে পানিতে প্রবেশ না করায়। কেননা সে জানে না যে, তার হাত কোথায় রাত অতিবাহিত করেছে এবং সে তার হাত কোথায় রেখেছিল।

٣٩٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ دَعَا عَلِيٌّ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهُمَا الْاِنَاءَ ـ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) صَنَعَ .

৩৯৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আলী (রা) পানি চেয়ে পাঠান। এরপর তিনি তাঁর দু'হাত পাত্রে ঢুকানোর পূর্বে ধুয়ে নিলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি।

٤١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা

٣٩٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ـ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ـ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ـ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالُوْا ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

৩৯৭ আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন 'আলা, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও আহমদ ইবন মানী (র)....... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূর সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে না, তার উযূ হয় না।

٣٩٨ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ـ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ عِيَاضٍ ـ ثَنَا اَبُوْ ثِفَالٍ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ ، اَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ بِنْتَ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ تَذْكُرُ اَنَّهَا سَمِعَتْ اَبَاهَا سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

৩৯৮ হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল (র) ...... সা'ঈদ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যার উযূ নেই, তার সালাত হয় না। আর যে ব্যক্তি উযূর সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে না, তার উযূ হয় না।

٣٩٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ـ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى بْنِ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ سَلَمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ـ

৩৯৯ আবূ কুরায়ব ও 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সে ব্যক্তির সালাত হয় না, যার উযূ নেই। আর যে ব্যক্তি উযূর সময় বিসমিল্লাহ্ বলে না, তার উযূ হয় না।

٤٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ـ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ـ وَلاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لاَ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ ـ وَلاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الْاَنْصَارَ

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ ابْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَرْحُوْمٍ الْعَطَّارُ ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ ـ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

৪০০ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র) .... সাহল ইবন সা'দ সা'য়িদী (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যার উযূ নেই, তার সালাত হয় না। আর যে উযূর সময় বিসমিল্লাহ্ বলে না, তার উযূ হয় না। আর যে ব্যক্তি নবী (সা)-এর উপর দরূদ পড়ে না, তার সালাত হয় না এবং যে ব্যক্তি আনসারদের ভালবাসে না, তার সালাত হয় না।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) .... 'আবদুল মুহায়মিন ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢ ـ بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ডানদিক থেকে উযূ করা

٤٠١ حَدَّثَنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ ـ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ـ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ وَكِيْعٍ ـ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنْ اَشْعَثَ ابْنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ مَسْرُوْقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي الطُّهُوْرِ اِذَا تَطَهَّرَ ، وَفِيْ تَرَجُّلِهِ اِذَا تَرَجَّلَ ، وَفِيْ انْتِعَالِهِ اِذَا انْتَعَلَ ـ

৪০১ হান্নাদ ইবন সারী ও সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উযূ করতেন, তখন ডানদিক থেকে শুরু করা পসন্দ করতেন। এমনিভাবে তিনি মাথার চুল আঁচড়ানো ও জুতা পরিধানের সময়ও ডানদিক থেকে শুরু করতেন।

٤٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ ـ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنِ سَلَمَةَ ـ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ـ وَابْنُ نُفَيْلٍ وَغَيْرُهُمَا ـ قَالُوا ثَنَا زُهَيْرُ ـ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪০২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমরা উযূ করবে, তখন তোমাদের ডানদিক থেকে তা শুরু করবে।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) ..... যুহায়র (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি উপরিউক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٢ ـ بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَّاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

٤٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ـ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ـ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ .

৪০৩ 'আবদুল্লাহ্ ইবন জাররাহ্ ও আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)...... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একই কোষ পানি দিয়ে কুলি করতেন ও নাকে পানি দিতেন।

٤٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ، مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ .

৪০৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)....... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক কোষ পানি দিয়ে তিনবার কুলি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দেন।

٤٠٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعُكْلِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَسَأَلَنَا وَضُوءًا فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ .

৪০৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মাঝে এলেন। আমরা তাঁকে উযূ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। এরপর আমি পানি নিয়ে তাঁর নিকট এলাম। তিনি এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন।

٤٤ - بَابُ الْمُبَالَغَةِ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ وَالْاِسْتِنْثَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ নাকের ভেতর পানি দেওয়া ও নাক উত্তমরূপে পরিষ্কার করা

٤٠٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ - ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ وَ عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْثُرْ وَاِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَاَوْتِرْ

৪০৬ আহমদ ইবন 'আবদা ও আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... সালামা ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন ঃ তুমি যখন উযূ করবে, তখন নাক পরিষ্কার করবে; আর যখন তুমি ইস্তিনজা করবে, তখন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করবে।

٤٠٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا يَحْيَى ابْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَبَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ - اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا .

৪০৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... লাকীত ইবন সাবরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাকে উযূ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ পরিপূর্ণরূপে উযূ করবে এবং নাকের ভেতর উত্তমরূপে পানি দিবে। তবে যখন তুমি সওম পালন করবে, তখন নয়।

٤٠٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ - ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ اَبِىْ غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اسْتَنْثِرُوْا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا .

৪০৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা দুই কিংবা তিনবার পানি দিয়ে উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করবে।

٤٠٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ - قَالَا ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىِّ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ - قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ .

৪০৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ করে, সে যেন নাক পরিষ্কার করে এবং যে ব্যক্তি ইস্তিনজা করে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে।

٤٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً

অনুচ্ছেদ ঃ একবার একবার করে উযূর অঙ্গ ধৌত করা

٤١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ـ ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ اَبِىْ صَفِيَّةَ الثُّمَالِىِّ ، قَالَ سَأَلْتُ اَبَا جَعْفَرٍ ، قُلْتُ لَهُ حُدِّثْتَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا ؟ قَالَ نَعَمْ ـ

৪১০ 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমির ইবন যুরারা (র) .... সাবিত ইবন আবূ সাফিয়্যা সুমালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ জা'ফর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যে, নবী (সা) একবার একবার করে উযূর অংগ ধৌত করতেন? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ। আমি বললাম ঃ তিনি কি দুইবার দুইবার অথবা তিনবার তিনবার করেও উযূর অংগ ধৌত করেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

٤١١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِىُّ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) تَوَضَّأَ غُرْفَةً غُرْفَةً ـ

৪১১ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র) ..... আতা ইবন ইয়াসার ও ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -কে এক এক কোষ পানি দিয়ে উযূ করতে দেখেছি।

٤١٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ـ ثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ اَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ـ

৪১২ আবূ কুরায়ব (র) ....'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাবুক অভিযানের সময় উযূর মধ্যে প্রতিটি অঙ্গ এক-একবার করে ধৌত করতে দেখেছি।

٤٦ ـ بَابُ الْوُضُوْءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

অনুচ্ছেদ ঃ উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করা

٤١٣ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ ـ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِىُّ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَبْدَةَ ابْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ ، عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ رَاَيْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَتَوَضَّاٰنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَيَقُوْلَانِ هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ـ

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ ابْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ حَاتِمٍ ـ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ـ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

৪১৩ মাহমূদ ইবন খালিদ দিমাশকী (র) .... শাকীক ইবন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উসমান ও আলী (রা)-কে তিন-তিনবার করে উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ধৌত করতে দেখেছি এবং তাঁরা দু'জন বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উযূ এরূপই ছিল।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) .... 'আবদুর রহমান ইবন সাবিত ইবন সাওবান (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٤١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ - ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ - ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، اَنَّهُ تَوَضَّاَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا - وَرَفَعَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ (ص) ،

৪১৪ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তিন-তিনবার করে উযূর অঙ্গ ধৌত করেন এবং এটাকে নবী (সা)-এর উযূ বলে আখ্যায়িত করেন।

٤١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ - ثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ سَالِمٍ اَبِى الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) تَوَضَّاَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

৪১৫ আবূ কুরায়ব (র) .... 'আয়েশা ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) তিন-তিনবার করে উযূর অঙ্গগুলো ধৌত করতেন।

٤١٦ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ - ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ، عَنْ فَائِدٍ ، اَبِى الْوَرْقَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى ، قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) تَوَضَّاَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ رَاْسَهُ مَرَّةً

৪১৬ সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র) .... 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিন-তিনবার করে উযূর অংগ ধৌত করতে এবং একবার মাথা মাসেহ করতে দেখেছি।

٤١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَتَوَضَّاُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

৪১৭ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... আবূ মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) উযূর অঙ্গগুলো তিন-তিনবার করে ধৌত করতেন।

٤١٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) تَوَضَّاَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

৪১৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (রা) .... রবী' বিনতে মুআওবিয ইবন আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিন-তিনবার করে উযূর অংগ ধৌত করতেন।

٤٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا

অনুচ্ছেদ ঃ একবার-একবার, দুইবার-দুইবার এবং তিনবার-তিনবার করে অঙ্গ ধোয়া প্রসঙ্গে

٤١٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ـ حَدَّثَنِيْ مَرْحُوْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَطَّارُ ـ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاحِدَةً وَاحِدَةً ـ فَقَالَ هٰذَا وُضُوْءُ مَنْ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَلٰوةً اِلاَّ بِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ ـ فَقَالَ هٰذَا وُضُوْءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوْءِ ـ وَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ـ وَقَالَ هٰذَا أَسْبَغُ الْوُضُوْءِ وَهُوَ وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءُ خَلِيْلِ اللّٰهِ اِبْرَاهِيْمَ ـ وَمَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ .

৪১৯ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)............. ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) একবার-একবার করে উযূর অঙ্গগুলো ধৌত করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ এটা হচ্ছে এমন উযূ, যা ছাড়া আল্লাহ সালাত কবূল করেন না। এরপর তিনি দুইবার-দুইবার করে উযূর অঙ্গ ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এই উযূই যথেষ্ট। এরপর তিনি তিনবার-তিনবার করে উযূর অঙ্গ ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এটা হচ্ছে পরিপূর্ণ উযূ। এটা আমার উযূ এবং আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আ)-এরও উযূ। যে ব্যক্তি এভাবে উযূ করবে এবং উযূর শেষে বলবে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল;" তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা, জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٤٢٠ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ـ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ قَعْنَبٍ ، أَبُوْ بِشْرٍ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) دَعَا بِمَاءٍ ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ـ فَقَالَ هٰذَا وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ أَوْ قَالَ وُضُوْءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلٰوةً ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا وُضُوْءُ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللّٰهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ـ فَقَالَ هٰذَا وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءُ الْمُرْسَلِيْنَ قَبْلِيْ .

৪২০ জা'ফর ইবন মুসাফির (র)....... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) পানি চাইলেন। এরপর তিনি একবার-একবার করে উযূর অঙ্গ ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এটা হচ্ছে উযূর আবশ্যকীয় রূপ। অথবা তিনি বললেন ঃ এটা হলো সেই ব্যক্তির উযূ, যা ব্যতীত আল্লাহ তার সালাত কবূল করবেন না। এরপর তিনি দুইবার-দুইবার করে উযূর অঙ্গগুলো ধুলেন। অতঃপর তিনি

বললেন ঃ এটা হলো সেই ব্যক্তির উযূ, যে এইরূপে উযূ করবে, আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। অতঃপর তিনি তিনবার-তিনবার উযূর অঙ্গ ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এটা হলো আমার উযূ এবং আমার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উযূ।

٤٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوْءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّعَدِّيْ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সংক্ষিপ্তভাবে উযূ করা এবং উযূর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা

٤٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ - ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ وَلْهَانُ فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ

৪২১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই উযূর জন্য একটি শয়তান আছে, যাকে বলা হয় 'অলাহান'। সুতরাং তোমরা পানির ওয়াসওয়াসা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করবে।

٤٢٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا خَالِيْ يَعْلَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَاَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا - ثُمَّ قَالَ هٰذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا - فَقَدْ اَسَاءَ اَوْ تَعَدَّى اَوْ ظَلَمَ

৪২২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).......... 'আমর ইবন শু'আয়ব (রা)-এর দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক বেদুঈন নবী (সা)-এর কাছে এসে তাঁকে উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি তাকে তিনবার-তিনবার করে উযূর অঙ্গ ধৌত করে দেখালেন। এরপর তিনি বললেন ঃ এই হলো উযূর আসল রূপ। যে ব্যক্তি এর চাইতে বেশী করবে, সে অবশ্যই মন্দ করবে অথবা সীমালংঘন করবে কিংবা যুলুম করবে।

٤٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ - ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ كُرَيْبًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ (ص) فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنَّةٍ وُضُوْءًا - يُقَلِّلُهُ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ

৪২৩ আবূ ইসহাক শাফিয়ী ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আব্বাস (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর কাছে একবার রাত কাটালাম। এরপর নবী (সা) (নিদ্রা থেকে উঠে) দাঁড়ান এবং মশক থেকে অল্প-অল্প পানি নিয়ে উযূ করেন। তখন আমিও উঠলাম এবং তিনি যা করলেন, আমিও তাই করলাম।

٤٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللّٰهِ (ص) رَجُلاً يَتَوَضَّأُ فَقَالَ لاَ تُسْرِفْ لاَ تُسْرِفْ

৪২৪ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্ফা হিম্‌সী (র)..... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে উযূ করতে দেখেন এবং তাকে বলেন ঃ অপচয় করো না, অপচয় করো না।

٤٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا قُتَيْبَةُ ـ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَعَافِرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) مَرَّ بِسَعْدٍ ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ـ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرَفُ ؟ فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ ؟ قَالَ نَعَمْ ـ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ .

৪২৫ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) সা'দ (রা)-এর কাছে গেলেন। এ সময় তিনি উযূ করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এটা কেমন অপচয়? (সা'দ) বললেন ঃ উযূর মধ্যেও কি অপচয় আছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। যদিও তুমি প্রবাহিত পানির উপর অবস্থান কর।

٤٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরিপূর্ণভাবে উযূ করার বর্ণনা

٤٢٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ـ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ثَنَا مُوسَى ، أَبُو جَهْضَمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ (ص) بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ .

৪২৬ আহমদ ইবন আবদাহ (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের পরিপূর্ণভাবে উযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ـ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) قَالَ أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ : قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ .

৪২৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের কথা বাতলে দেব না, যার দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহসমূহ মোচন করবেন এবং নেকীর পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেবেন? তারা বললেন ঃ হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তিনি বললেন ঃ তা হচ্ছে কষ্টের সময় পরিপূর্ণরূপে উযূ করা, মসজিদের দিকে ঘন ঘন যাতায়াত করা এবং সালাত আদায়ের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা।

٤٢٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ كَفَّارَاتُ الْخَطَايَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ .

৪২৮ ইয়া'কূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)..........আবূ হুরয়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ গুনাহের কাফ্ফারা হচ্ছে ঃ কষ্টের সময় পরিপূর্ণভাবে উযূ করা এবং মসজিদের দিকে পদচারণা করা।

٥٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়ি খেলাল করা প্রসঙ্গে

٤٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ .

৪২৯ মুহাম্মদ ইবন আবূ 'উমর মাদানী, ও ইবন আবূ 'উমর (র)........ 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর দাঁড়ি খেলাল করতে দেখেছি।

٤٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الْقَزْوِينِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ .

৪৩০ মুহাম্মদ ইবন আবূ খালিদ কাযবিনী (র) .... 'উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করলেন এবং তিনি তাঁর দাঁড়ি খেলাল করলেন।

٤٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَفْصِ ابْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ كَثِيرٍ ، أَبُو النَّضْرِ ، صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ .

৪৩১ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন হাফস ইবন হিশাম ইবন যায়দ ইবন আনাস ইবন মালিক (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উযূ করতেন, তখন তিনি দাঁড়ি খেলাল করতেন এবং আঙ্গুলের ফাঁকসমূহ দুইবার খেলাল করতেন।

٤٣٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ـ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ حَبِيبٍ ـ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ـ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ، ثُمَّ شَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا .

৪৩২ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উযূ করতেন, তখন তিনি তাঁর কপালের দুই পাশ ধীরে ধীরে রগড়াতেন। অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে নীচের দিকে থেকে দাঁড়ি খেলাল করতেন।

٤٣٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلاَبِيُّ ثَنَا وَاصِلُ ابْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ . عَنْ أَبِي سَوْرَةَ . عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ . قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ .

৪৩৩ ইসমা'ঈল ইবন 'আবদুল্লাহ রাক্কী (র) .... আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উযূ করার সময় তাঁর দাঁড়ি খেলাল করতে দেখেছি।

٥١ . بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাথা মাসেহ করা প্রসঙ্গে

٤٣٤ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَحَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى . قَالاَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ . قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ . عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَحْيَى . عَنْ أَبِيهِ . أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ . وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوءٍ . فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ . فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ . ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ . بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ . ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

৪৩৪ রবী ইবন সুলায়মান ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) .... ইয়াহইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আমর ইবন ইয়াহইয়ার পিতামহ আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-কে বললেন ঃ আপনি কি আমাকে দেখাতে পারেন কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করতেন? তখন আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি উযূর পানি চাইলেন এবং তিনি তাঁর হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত দুইবার ধুলেন। এরপর তিনি তিন-তিনবার করে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন। এরপর তিনি তাঁর দুই হাত কনুইসহ দুইবার ধৌত করলেন। অতঃপর উভয় হাত দিয়ে সামনের দিক থেকে এবং পেছনের দিক থেকে তাঁর মাথা মাসেহ করলেন। তিনি মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করলেন এবং দুই হাত ঘাড় পর্যন্ত নিলেন। অতঃপর পেছন দিক থেকে উভয় হাত ফিরিয়ে যেখানে থেকে মাসেহ শুরু করেছেন, সেখানে নিয়ে আসেন। অতঃপর তাঁর দুই পা ধুলেন।

٤٣٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ . عَنْ حَجَّاجٍ . عَنْ عَطَاءٍ . عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ . قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً

৪৩৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... 'উসমান ইবন 'আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উযূর মধ্যে তাঁর মাথা একবার মাসেহ করতে দেখেছি।

٤٣٦ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ـ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ، عَنْ اَبِيْ حَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ـ

৪৩৬ হান্নাদ ইবন সারী (র) .... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মাথা একবার মাসেহ করতেন।

٤٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ ، قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ـ

৪৩৭ মুহাম্মদ ইবন হারিস মিসরী (র)....... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি তাঁর মাথা একবার মাসেহ করেন।

٤٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ـ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ ـ

৪৩৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)........ রুবাই' বিনতে মুআওবিয ইবন আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করেন। এরপর তিনি তাঁর মাথা দুইবার মাসেহ করেন।

٥١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَسْحِ الْاُذُنَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় কান মাসেহ করা প্রসঙ্গে

٤٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَسَحَ اُذُنَيْهِ ، دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ ، وَخَالَفَ اِبْهَامَيْهِ اِلٰى ظَاهِرِ اُذُنَيْهِ ـ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ـ

৪৩৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উভয় কান মাসেহ করেন। তিনি তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলীদ্বয় দুই কানের ছিদ্রপথে প্রবেশ করান এবং তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় কানের বাইরের অংশে রাখেন। এভাবে তিনি দুই কানের ভেতর ও বাহির উভয় অংশ মাসেহ করেন।

٤٤٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا شَرِيْكٌ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) تَوَضَّأَ فَمَسَحَ ظَاهِرَ اُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا ـ

৪৪০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... রবী' (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) উযূ করেন এবং তিনি তাঁর উভয় কানের ভেতর ও বাইরের অংশ মাসেহ করেন।

٤٤١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، قَالَتْ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ (ص) فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أُذُنَيْهِ .

৪৪১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (রা) .... রবী' 'বিনতে মুআওবিয ইবন 'আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) উযূ করেন এবং তিনি তাঁর হাতের দুইটি আঙ্গুল তাঁর দুই কানের ছিদ্রপথে প্রবেশ করান।

٤٤٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ـ ثَنَا الْوَلِيدُ ـ ثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا .

৪৪২ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)......... মিকদাম ইবন মা'দি কারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করেন। এবং তাঁর মাথা মাসেহ করেন, আর তাঁর উভয় কানের ভেতর ও বাইরের অংশ মাসেহ করেন।

٥٣ - بَابُ الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত

٤٤٣ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

৪৪৩ সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ (র)............ আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

٤٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ـ أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً ـ وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ .

৪৪৪ মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ (র) .... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। আর তিনি তাঁর মাথা একবার মাসেহ করতেন এবং নাক সংলগ্ন চোখের কোটরদ্বয় মাসেহ করতেন।

٤٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُلاَثَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) اَلْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

৪৪৫ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

٥٤ ـ بَابُ تَخْلِيْلِ الْأَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুল খেলাল করা

٤٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ ، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ ـ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيُّ ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ـ ثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ـ ثَنَا قُتَيْبَةُ ـ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪৪৬ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্ফা হিমসী (র)........ মুসতাওরিদ ইবন শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে তাঁর পায়ের আঙ্গুলসমূহ খেলাল করেন।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) .... ইবন লাহীআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরিউক্ত সনদে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٤٤٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ ـ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلٰوةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَاجْعَلِ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْكَ وَ يَدَيْكَ .

৪৪৭ ইবরাহীম ইবন সা'য়ীদ জাওহারী (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তুমি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করবে, তখন তুমি পূর্ণভাবে উযূ করে নেবে। আর তোমার উভয় হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহের মাঝখানে পানি পৌঁছাবে।

٤٤٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ .

৪৪৮ আবূ বকর ইবন শায়বা (র)............ লাকীত ইবন সাবিরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা পূর্ণরূপে উযূ করবে এবং আঙ্গুলসমূহের মাঝখানে খেলাল করবে।

٤٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ ـ ثَنِىْ اَبِىْ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ اِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ .

৪৪৯ 'আবদুল মালিক ইবন মুহাম্মদ রাকাশী (র)......... আবূ রা'ফে (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উযূ করতেন, তখন তাঁর হাতের আংটি নাড়াচাড়া করতেন।

٥٥ ـ بَابُ غَسْلِ الْعَرَاقِيْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ পায়ের গোড়ালী ধোয়া

٤٥٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ اَبِيْ يَحْيٰى ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَوْمًا يَتَوَضَّئُوْنَ ، وَاَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ فَقَالَ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ـ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ .

৪৫০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ..........., 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কতিপয় লোককে উযূ করতে দেখলেন অথচ তাদের গোড়ালী (শুকনো থাকার কারণে) চমকাচ্ছিল। তখন তিনি বললেন ঃ শাস্তির সাবধান বাণী সে ব্যক্তিদের জন্য, যারা উযূর সময় পায়ের গোড়ালী ধোয়ার ব্যাপারে উদাসীনতা প্রকাশ করে। তোমরা পরিপূর্ণরূপে উযূ করবে।

٤٥١ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ـ ثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَلِيٍّ ـ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

৪৫১ আবূ হাতিম (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ শাস্তির সাবধান বাণী সে ব্যক্তিদের জন্য, যারা উযূর সময় পায়ের গোড়ালী ধোয়ার ব্যাপারে উদাসীনতা প্রকাশ করে।

٤٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ـ ح حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، وَاَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ، قَالَ رَاَتْ عَائِشَةُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ـ فَقَالَتْ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ـ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِ .

৪৫২ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ ও আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র).... আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আয়েশা (রা) 'আবদুর রহমান (রা)-কে উযূ করতে দেখে বললেন ঃ আপনি পরিপূর্ণরূপে উযূ করুন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ শাস্তির সাবধান বাণী তাদের জন্য, যারা উযূর সময় পায়ের গোড়ালী ধোয়ার ব্যাপারে উদাসীনতা প্রকাশ করে।

٤٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ـ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ـ ثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

৪৫৩ মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবূ শাওয়ারিব (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ *আফসোস ঐ শুকনো গোড়ালীর জন্য, যা আগুনে ধ্বংস হবে।*

٤٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ

৪৫৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)......... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ *ঐ শুকনো গোড়ালীর জন্য আফসোস! যা আগুনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।*

٤٥٥ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَعُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ـ ثَنَا شَيْبَةُ بْنُ الْأَحْنَفِ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْأَشْعَرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَشُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ـ كُلُّ هَؤُلَاءِ سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ أَتِمُّوا الْوُضُوءَ ـ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

৪৫৫ আব্বাস ইবন 'উসমান ও উসমান ইবন ইসমা'ঈল দিমাশকী (র)..... খালিদ ইবন ওয়ালীদ, ইয়াযীদ ইবন আবূ সুফয়ান, শুরাহবীল ইবন হাসান ও 'আমর ইবন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। এরা সবাই রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ *তোমরা পরিপূর্ণভাবে উযূ করবে। আফসোস ঐ শুকনো গোড়ালীর জন্য যা জাহান্নামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।*

٥٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই পা ধোয়া প্রসঙ্গে

٤٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ نَبِيِّكُمْ (ص) .

৪৫৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র).... আবূ হাইয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আলী (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি তাঁর উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করলেন। এরপর বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে তোমাদের নবী (সা)-এর উযূ (করার পদ্ধতি) দেখাতে চাচ্ছি।

٤٥٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ـ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ـ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) تَوَضَّأَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

৪৫৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)...... মিকদাম ইবন মা'দি কারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করেন এবং এ সময় তিনি তাঁর উভয় পা তিন-তিনবার করে ধৌত করেন।

٤٥٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ ، قَالَتْ أَتَانِي ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَنِيْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ - تَعْنِيْ حَدِيْثَهَا الَّذِيْ ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ص) تَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا إِلاَّ الْغَسْلَ ، وَلاَ أَجِدُ فِيْ كِتَابِ اللهِ إِلاَّ الْمَسْحَ .

৪৫৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........ রবী' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইবন 'আব্বাস (রা) আমার কাছে এলেন। এরপর তিনি আমাকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। অর্থাৎ সেই হাদীস, যা আমি উল্লেখ করেছি ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করেন এবং তাঁর উভয় পা ধৌত করেন। ইবন 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ লোকেরা তো পা ধোয়া স্বীকার করেন কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে মাসেহ ব্যতীত কিছুই পাইনি।

٥٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় উযূ করা

٤٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَبِيْ صَخْرَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ ، فَالصَّلَوٰةُ الْمَكْتُوْبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ

৪৫৯ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)......... 'উসমান ইবন 'আফফান (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক পূর্ণরূপে উযূ করবে, তার ফরয সালাতসমূহ মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা হবে।

٤٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - ثَنَا حَجَّاجٌ ، ثَنَا هَمَّامٌ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ ، حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلٰوةٌ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى - يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

৪৬০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... রিফা'আহ ইবন রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)-এর কাছে বসা ছিলেন। তখন তিনি (সা) বললেন ঃ কারো সালাত সে সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক পূর্ণরূপে উযূ করে। সে তার মুখমণ্ডল এবং দুই হাত কনুই সহ ধৌত করবে এবং তার মাথা মাসেহ করবে ও উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নেবে।

٥٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূর পরে পানি ছিটানো প্রসঙ্গে

٤٦١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ - ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ ، قَالَ قَالَ مَنْصُوْرٌ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ .

৪৬১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..., হাকাম ইবন সুফয়ান সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উযূ করতে দেখেন। তিনি উযূ শেষে হাতে পানি নিলেন এবং তাঁর লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দিলেন।

٤٦٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ - ثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ - ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلَّمَنِيْ جِبْرَئِيْلُ الْوُضُوْءَ - وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِيْ ، لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ .

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَلَمَةَ - ثَنَا أَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ التِّنِّيْسِيُّ - ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

৪৬২ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ফিরয়াবী (র)..., যায়দ ইবন হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমাকে উযূ করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তিনি আমাকে আমার কাপড়ের নীচে পানি ছিটানোর নির্দেশ দিয়েছেন, উযূ করার পর যে পেশাব বের হয়, তার সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র)..., ইবন লাহীআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٦٣ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ الْحُمَيْدِيُّ - ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ - ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ

৪৬৩ হুসায়ন ইবন সালামা হুমায়দী (র)..., আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তুমি উযূ করবে, তখন পানি ছিটিয়ে দিবে।

٤٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ - ثَنَا قَيْسٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلٰى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَنَضَحَ فَرْجَهُ .

৪৬৪ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)..., জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করেন, এরপর তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেন।

٥٩ - بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূ ও গোসলের পর রুমাল ব্যবহার করা

٤٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِيْ هِنْدٍ ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ ، مَوْلٰى عَقِيْلٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِيْ طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ ، قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِلٰى غُسْلِهِ ـ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ .

৪৬৫ মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র).... উম্মু হানী বিনতে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিনে রাসূলুল্লাহ (সা) গোসলের জন্য দাঁড়ালেন। তখন ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করেন। এরপর তিনি তাঁর কাপড় হাতে নিয়ে শরীরে পেচালেন (অর্থাৎ গা মুছে ফেললেন)।

٤٦٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيْعٌ ـ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ لَيْلٰى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ (ص) فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ ـ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى أَثَرِ الْوَرْسِ عَلٰى عُكَنِهِ .

৪৬৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... কায়স ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) আমাদের মাঝে এলেন, আমরা তাঁর গোসলের জন্য পানি রাখলাম। তিনি গোসল করলেন। এরপর আমি তাঁর কাছে একটি রঙ্গীন চাদর নিয়ে এলাম। তিনি তাঁর শরীরে সেটি জড়ালেন। মনে হয় আমি যেন তাঁর পেটের উপর কুসুম বর্ণের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।

٤٦٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ـ ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ـ ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) بِثَوْبٍ ، حِيْنَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ .

৪৬৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে একটি কাপড় নিয়ে এলাম। এ সময় তিনি জানাবাতের গোসল করছিলেন। তিনি সেটি ফেরত দিলেন এবং তখন তাঁর শরীর থেকে পানি ঝাড়ছিলেন।

٤٦٨ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ السِّمْطِ ـ ثَنَا الْوَضِيْنُ بْنُ عَطَاءٍ ـ عَنْ مَحْفُوْظِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) تَوَضَّأَ ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوْفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ .

৪৬৮ 'আব্বাস ইবন ওয়ালীদ ও আহমাদ ইবন আযহার (র).... সালমান ফারিসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উযূ করেন এবং তিনি তাঁর পরিধানের জুব্বা উঁচিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মাসেহ্ করেন।

٦٠ ـ بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূর পরের দু'আ

٤٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ ـ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ ، أَبُوْ سُلَيْمَانَ النَّخَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ـ ثُمَّ قَالَ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ـ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ ـ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَصْرٍ ـ ثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ بِنَحْوِهِ .

৪৬৯ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে, অতঃপর তিনবার বলে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল।" তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা, তাতে প্রবেশ করবে।

আবুল হাসান ইবন সালামা কাত্তান (র).... আবূ নু'আয়ম (র) অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٧٠ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ ـ ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَطَاءٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ .

৪৭০ আলকামা ইবন 'আমর দারিমী (র)........ 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে কোন মুসলিম ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে, এরপর বলে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা এবং তাঁর রাসূল।" তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা, তাতে প্রবেশ করবে।

٦١ - بَابُ الْوُضُوْءِ بِالصُّفْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতলের পাত্রে উযূ করা

٤٧١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمَاجِشُوْنِ . ثَنَا عَمْرُوْ بْنُ يَحْيٰى ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ ، صَاحِبِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ أَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِيْ تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ ، فَتَوَضَّأَ بِهِ .

৪৭১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... নবী (সা)-এর সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে আসেন। এ সময় আমরা একটি পিতলের পাত্রে তাঁর জন্য উযূর পানি পেশ করি। তখন তিনি তা দিয়ে উযূ করেন।

٤٧٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ . ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَهَا مِخْضَبٌ مِنْ صُفْرٍ . قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْهِ

৪৭২ ইয়া'কূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)..... যয়নাব বিনতে জাহহাশ (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর কাছে পিতলের একটি পাত্র ছিল। তিনি বলেন ঃ আমি তাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাথার চুল আঁচড়াতাম।

٤٧٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ شَرِيْكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ جَرِيْرٍ ، عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) تَوَضَّأَ فِيْ تَوْرٍ .

৪৭৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) পিতলের একটি পাত্রে উযূ করেন।

٦٢ - بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রা থেকে জেগে উঠে উযূ করা

٤٧٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ . ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَنَامُ حَتّٰى يَنْفُخَ . ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ . وَلاَ يَتَوَضَّأُ .

قَالَ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ وَكِيْعٌ تَعْنِيْ وَهُوَ سَاجِدٌ .

৪৭৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নিদ্রা যেতেন, এমন কি তাঁর নাক ডাকতো। এর পর তিনি নিদ্রা থেকে উঠে সালাত আদায় করতেন এবং উযূ করতেন না।

তানাফিসী (র) বলেন যে, ওয়াকী' (র) বলেছেন : কোন কোন সময় সিজদার মধ্যে তাঁর অবস্থা এরূপ হতো।

٤٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ ـ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) نَامَ حَتّٰى نَفَخَ ـ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ـ

৪৭৫ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন যুরারা (র)..... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) নিদ্রা যেতেন, এমন কি তাঁর নাক ডাকতো। এরপর তিনি উঠে সালাত আদায় করতেন।

٤٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ـ عَنِ ابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ اَبِىْ مَطَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، اَبِىْ هُبَيْرَةَ الْاَنْصَارِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ كَانَ نَوْمُهُ ذٰلِكَ وَهُوَ جَالِسٌ ـ

৪৭৬ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন যুরারা (র)..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সা) কখনো কখনো উপবিষ্ট হয়ে নিদ্রা যেতেন।

٤٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى الْحِمْصِىُّ ـ ثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنِ الْوَضِيْنِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مَحْفُوْظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِذٍ الْاَزْدِىِّ ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ ـ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّاْ ـ

৪৭৭ মুহাম্মদ ইবন মুসাফফা হিমসী (র)..... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : চক্ষু নিতম্বের বন্ধন স্বরূপ। সুতরাং যে ব্যক্তি নিদ্রা যায়, সে যেন উযূ করে।

٤٧٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ـ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَاْمُرُنَا اَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَ بَوْلٍ وَ نَوْمٍ ـ

৪৭৮ আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... সাফওয়ান ইবন 'আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে (জানাবাত ব্যতিরেকে) তিন দিন পর্যন্ত মোজা না খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে পায়খানা, পেশাব ও নিদ্রার কথা ভিন্নতর।

٦٣ ـ بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

অনুচ্ছেদ : লজ্জাস্থান স্পর্শ করার পরে উযূ করা

٤٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّاْ

৪৭৯ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, তখন সে যেন উযূ করে।

٤٨٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ـ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى ـ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ ـ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ .

৪৮০ ইবরাহীম ইবন মুনযির হিযামী ও 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, তখন তার উপর উযূ আবশ্যক।

٤٨١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ ـ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ـ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ قَالَا ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ـ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ـ عَنْ مَكْحُوْلٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ ، عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৪৮১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন বাশীর ইবন যাকওয়ান দিমাশকী (র) ...... উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, সে যেন উযূ করে নেয়।

٤٨٢ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ـ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ اَبِيْ فَرْوَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৪৮২ সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র).... আবূ আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, সে যেন উযূ করে।

٦٤ ـ بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযূ করা অপরিহার্য নয়

٤٨٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيْعٌ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ طَلْقٍ الْحَنَفِيَّ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ، سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ لَيْسَ فِيْهِ وُضُوْءٌ ـ اِنَّمَا هُوَ مِنْكَ .

৪৮৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... তালক হানাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, তাঁকে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ তাতে উযূর প্রয়োজন নেই। কেননা তা তো তোমার শরীরেরই অংশবিশেষ।

٤٨٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ - ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْكَ .

৪৮৪ 'আমর ইবন 'উসমান ইবন সা'ঈদ ইবন কাসীর ইবন দীনার হিমসী (র),.... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ এটাতো তোমার শরীরের একটি অংশ।

٦٥ - بَابُ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ ঃ আগুনের তাপে পাকানো জিনিস খাওয়ার পরে উযূ করা প্রসঙ্গে

٤٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ ؟ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ أَخِيْ إِذَا سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) حَدِيثًا ، فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ .

৪৮৫ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (রা),.... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পরে তোমরা উযূ করবে। তখন ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমরা কি গরম পানি পান করার পরে উযূ করবো? তখন তিনি তাঁকে বললেন ঃ হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! যখন তুমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কোন হাদীস শুনবে, তখন তার সামনে কোন উপমা পেশ করবে না।

٤٨٦ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

৪৮৬ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..........'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পরে তোমরা উযূ করবে।

٤٨٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَيَقُولُ صُمَّتَا - إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

৪৮৭ হিশাম ইবন খালিদ আযরাক (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর উভয় কানে তাঁর দু'হাত রেখে বলতেন, এই কানদ্বয় বধির হয়ে যাক, যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে না শুনে থাকি যে, আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পরে তোমরা উযূ করবে।

٦٦ ـ بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযূ না করা প্রসঙ্গে

٤٨٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَكَلَ النَّبِيُّ (ص) كَتِفًا ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ـ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ ، فَصَلّٰى .

৪৮৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) (বকরীর পাকানো) কাঁধের গোশত খেলেন। এরপর তিনি তাঁর নীচে বিছানো কাপড় দ্বারা তাঁর উভয় হাত মুছে নিলেন। তারপর তিনি সালাতে দাঁড়ান ও সালাত আদায় করেন।

٤٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - اَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ـ وَعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ اَكَلَ النَّبِيُّ (ص) وَاَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ خُبْزًا وَلَحْمًا وَلَمْ يَتَوَضَّؤُا .

৪৮৯ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)..... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা), আবূ বকর (রা) ও 'উমর (রা) রুটি ও গোশত ভক্ষণ করেন এবং এরপর তাঁরা উযূ করেননি।

٤٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ـ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ـ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ـ ثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ حَضَرْتُ عَشَاءَ الْوَلِيْدِ اَوْ عَبْدِ الْمَلِكِ ـ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ قُمْتُ لِاَتَوَضَّأَ ـ فَقَالَ جَعْفَرُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ اَشْهَدُ عَلٰى اَبِيْ اَنَّهُ شَهِدَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّهُ اَكَلَ طَعَامًا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَاَنَا اَشْهَدُ عَلٰى اَبِيْ بِمِثْلِ ذٰلِكَ

৪৯০ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র)..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ওয়ালীদ অথবা 'আবদুল মালিকের সামনে রাতের খাবার পরিবেশন করলাম। ইত্যবসরে সালাতের সময় হয়ে গেলে আমি উযূ করার জন্য উঠে গেলাম। তখন জা'ফর ইবন 'আমর ইবন উমাইয়া (র) বললেন ঃ আমি কসম করে বলছি যে, আমার পিতা সাক্ষ্য দিয়েছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আগুনে পাকানো খাবার খাওয়ার পরে সালাত আদায় করেছেন কিন্তু উযূ করেননি।

'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, আমিও কসম খেয়ে বলছি যে, আমার পিতা ইবন 'আব্বাস (রা)-ও এ রূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِكَتِفِ شَاةٍ فَاَكَلَ مِنْهُ وَصَلّٰى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .

৪৯১ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র).... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে বকরীর কাঁধ (রান্না করে) পরিবেশন করা হলো। তিনি তা থেকে খেলেন। এরপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং পানি স্পর্শ করলেন না।

٤٩٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ . ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ . أَنَا سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِىُّ ، أَنَّهُمْ خَرَجُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) إِلَى خَيْبَرَ . حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ ، صَلَّى الْعَصْرَ . ثُمَّ دَعَا بِأَطْعِمَةٍ ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِسَوِيْقٍ . فَأَكَلُوْا وَشَرِبُوْا . ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَمَضْمَضَ فَاهُ . ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ .

৪৯২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র).... সুওয়ায়দ ইবন নু'মান আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে খায়বরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। অবশেষে তাঁরা যখন সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি খাবার পরিবেশনের জন্য বললে, ছাতু ছাড়া আর কিছুই পরিবেশন করা গেল না। তাঁরা সবাই পানাহার করলেন। এরপর তিনি পানি চাইলেন এবং মুখে (পানি নিয়ে) কুলি করলেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং আমাদের সাথে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

٤٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى الشَّوَارِبِ . ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ الْمُخْتَارِ . ثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ . فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَصَلَّى .

৪৯৩ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল মালিক ইবন আবূ শাওয়ারিব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বকরীর (পাকানো) কাঁধের গোশত ভক্ষণ করেন। এরপর তিনি কুলি করেন এবং তাঁর উভয় হাত ধোয়ার পর সালাত আদায় করেন।

٦٧ . بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ উটের গোশত খাওয়ার পর উযূ করা প্রসঙ্গে

٤٩٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ ، وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَا ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ تَوَضَّئُوْا مِنْهَا

৪৯৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........... বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উটের গোশত খাওয়ার পরে উযূর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা তা খেয়ে উযূ করবে।

٤٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ـ ثَنَا زَائِدَةُ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَلاَ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ.

৪৯৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র).... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের উটের গোশত খাওয়ার পর উযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমরা ছাগলের গোশত খেয়ে উযূ করি না।

٤٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ ـ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَكَانَ ثِقَةً، وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لاَ تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ.

৪৯৬ আবূ ইসহাক হারাবী, ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাতিম (র).... উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা বকরীর দুধ পান করার পর উযূ করবে না কিন্তু উটের দুধ পান করার পরে উযূ করবে।

٤٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ـ ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلاَ تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ـ وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ وَلاَ تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ ـ وَصَلُّوا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ.

৪৯৭ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা উটের গোশত খেয়ে উযূ করবে এবং বকরীর গোশত খেয়ে উযূ করবে না। তোমরা উটের দুধ পান করে উযূ করবে এবং বকরীর দুধ পান করে উযূ করবে না। আর তোমরা বকরীর বিশ্রামাগারে সালাত আদায় করতে পারবে এবং উটের বাথানে (বাঁধার স্থানে) সালাত আদায় করবে না।

٦٨ ـ بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুধপান করার পর কুলি করা

٤٩٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ـ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ـ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا.

৪৯৮ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র)..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা দুধ পান করে কুলি করবে। কেননা এতে চর্বি আছে।

٤٩٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوْا فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا .

৪৯৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... নবী (সা)-এর সহধর্মিনী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমরা দুধপান করবে, তখন কুলি করে নেবে। কেননা এতে চর্বি আছে।

٥٠٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ . ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَضْمِضُوْا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا

৫০০ আবূ মুস'আব (র).......... সাহল ইবন সা'দ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা দুধ পান করে কুলি করবে। কেননা তাতে চর্বি আছে।

٥٠١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ السَّوَّاقُ . ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ . ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ حَلَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) شَاةً وَ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا . ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا

৫০১ ইসহাক ইবন ইবরাহীম সাওয়াক (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বকরীর দুধ দোহন করলেন এবং এর দুধ পান করলেন। এরপর তিনি পানি চাইলেন এবং তাঁর মুখে পানি নিয়ে কুলি করলেন। আর তিনি বললেন ঃ অবশ্যই এতে চর্বি আছে।

٦٩ . بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ চুমু দেওয়ার পর উযূ করা প্রসঙ্গে

٥٠٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ . ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قُلْتُ مَا هِيَ إِلاَّ أَنْتِ . فَضَحِكَتْ

৫০২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র),.... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কোন এক সহধর্মিণীকে চুমু দিলেন, এরপর তিনি সালাতের জন্য বেরিয়ে গেলেন কিন্তু উযূ করেন নি। আমি (উরওয়া ইবন যুবায়র) বললাম ঃ সম্ভবত সেই ব্যক্তি আপনিই ছিলেন। তখন তিনি ('আয়েশা) হাসলেন।

٥٠٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّيْ وَلاَ يَتَوَضَّأُ - وَرُبَّمَا فَعَلَهُ بِيْ -

৫০৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করতেন। এরপর তিনি চুমু খেতেন এবং সালাত আদায় করতেন কিন্তু উযূ করতেন না। আর অধিকাংশ সময় তিনি আমার সংগে এরূপ আচরণ করতেন।

٦٩ - بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْمَذْيِ

অনুচ্ছেদ ঃ মযী বের হলে উযূ করা

٥٠٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ -

৫০৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এতে উযূ করতে হবে এবং মনি (বীর্য) নির্গত হলে গোসল করতে হবে।

٥٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ - ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ (ص) عَنِ الرَّجُلِ يَدْنُوْ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلاَ يُنْزِلُ ؟ قَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَنْتَضِحْ فَرْجَهُ يَعْنِيْ يَغْسِلُهُ وَيَتَوَضَّأُ

৫০৫ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... মিকদাদ উবন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যে তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হয়েছে। অথচ বীর্যপাত হয়নি। তিনি বললেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে কারো এরূপ অবস্থা হয়, তখন সে যেন তার শরমগাহে পানি ছিটিয়ে দেয় অর্থাৎ ধুয়ে নেয় এবং উযূ করে।

٥٠٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ أَلْقٰى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً فَأُكْثِرُ مِنْهُ الْاِغْتِسَالَ - فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ إِنَّمَا يُجْزِيْكَ ، مِنْ ذٰلِكَ الْوُضُوْءُ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ! كَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِيْ ؟ قَالَ إِنَّمَا يَكْفِيْكَ كَفٌّ مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرٰى أَنَّهُ أَصَابَ

৫০৬ আবূ কুরায়ব (র)..... সাহল ইবন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার প্রচুর পরিমাণে মযী বের হত, ফলে এ জন্য আমি বহুবার গোসল করতাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ এই ব্যাপারে তোমার জন্য উযূ করাই যথেষ্ট। আমি বললাম ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! যদি তা আমার কাপড়ে লেগে যায়, তখন কি উপায়? তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি তোমার হাতে এক কোষ পানি নিয়ে তা তোমার কাপড়ে ছিটিয়ে দেবে। তাহলে দেখবে যে, তা ঠিক হয়ে গেছে।

٥٠٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ - ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِيْ حَبِيْبِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَمَعَهُ عُمَرُ - فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا - فَقَالَ إِنِّيْ وَجَدْتُ مَذْيًا، فَغَسَلْتُ ذَكَرِيْ وَتَوَضَّأْتُ - فَقَالَ عُمَرُ أَوَ يُجْزِئُ ذَلِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ - قَالَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ (ص)؟ قَالَ نَعَمْ .

৫০৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি একবার 'উমর (রা)-কে সংগে নিয়ে উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর কাছে এলেন। তিনি তাঁদের উভয়ের সামনে বেরিয়ে আসেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আমার মযী বের হয়, তাই আমি আমার শরমগাহ ধুয়ে ফেলি এবং উযূ করলাম। তখন 'উমর (রা) বললেন, এ ব্যাপারে তা কি যথেষ্ট? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। 'উমর (রা) বললেন ঃ আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

٧١ - بَابُ وُضُوْءِ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ শোয়ার সময় উযূ করা

٥٠٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيْعٌ - سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ لِزَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ يَا أَبَا الصَّلْتِ هَلْ سَمِعْتَ فِيْ هَذَا شَيْئًا ؟ فَقَالَ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَدَخَلَ الْخَلاَءَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ثُمَّ نَامَ

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ - ثَنَا شُعْبَةُ - أَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ - أَنَا بُكَيْرٌ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ، فَلَقِيْتُ كُرَيْبًا فَحَدَّثَنِيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) فَذَكَرَ نَحْوَهُ

৫০৮ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) রাতে ঘুম থেকে উঠলেন। এরপর তিনি ইস্তিনজাখানায় গেলেন এবং তাঁর হাজত পূরা করলেন। তারপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও হাতের তালুদ্বয় ধুলেন। এরপর তিনি শুয়ে পড়লেন।

আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)..... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে উপরিউক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٢ - بَابُ الْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلَوٰةٍ - وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করা এবং একই উযূতে সালাতসমূহ আদায় করা প্রসঙ্গে

٥٠٩ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ - ثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَوٰةٍ - وَكُنَّا نَحْنُ نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ

৫০৯ সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করতেন। আর আমরা একই উযূতে সমস্ত সালাত আদায় করতাম।

٥١٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ ابْنِ دِثَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ .

৫১০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করতেন। তবে যেদিন মক্কা বিজয় হলো, সেদিন তিনি একই উযূতে সমস্ত সালাত আদায় করেন।

٥١١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ . ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ . ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ . قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَصْنَعُ هٰذَا . فَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) .

৫১১ ইসমাঈল ইবন তাওবা (র),...... ফাযল ইবন মুবাশশির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে এক উযূতে সব সালাত আদায় করতে দেখেছি। আমি বললাম ঃ একি ব্যাপার? তখন তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। সুতরাং আমি তাই করলাম, যা রাসূলুল্লাহ (সা) করেছেন।

٧٣ - بَابُ الْوُضُوْءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূ থাকতে উযূ করা

٥١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ . ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِيْ غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فِيْ مَجْلِسِهِ فِي الْمَسْجِدِ . فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى . ثُمَّ عَادَ إِلٰى مَجْلِسِهِ . فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى . ثُمَّ عَادَ إِلٰى مَجْلِسِهِ . فَلَمَّا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى . ثُمَّ عَادَ إِلٰى مَجْلِسِهِ . فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللّٰهُ . أَفَرِيْضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ ، الْوُضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ ؟ قَالَ أَوَ فَطِنْتَ إِلَيَّ . وَإِلٰى هٰذَا مِنِّيْ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لاَ . لَوْ تَوَضَّأْتُ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ بِهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا . مَا لَمْ أُحْدِثْ . وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى كُلِّ طُهْرٍ فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَإِنَّمَا رَغِبْتُ فِي الْحَسَنَاتِ .

৫১২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)......, আবূ গুতায়ফ হুযালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর কাছে শুনেছি, তিনি তখন মসজিদের ভিতর এক মজলিসে ছিলেন। যখন সালাতের সময় উপস্থিত হলো, তখন তিনি উঠলেন এবং উযূ করে সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি তাঁর মজলিসে ফিরে গেলেন। তারপর যখন 'আসরের সালাতের সময় হলো, তখন তিনি উঠলেন এবং উযূ করে সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি তাঁর মজলিসে ফিরে গেলেন। এরপর যখন মাগরিবের সালাতের সময় হলো, তখন তিনি উঠলেন এবং উযূ করে সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি তাঁর মজলিসে পুনরায় যোগদান করেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহ আপনাকে ইসলাহ করুন। প্রত্যেক সালাতের জন্যই উযূ ফরয, না সুন্নাত? তিনি বললেন ঃ তুমি কি ধারণা করছ যে, এটা আমি আমার মনগড়াভাবে করছি? তখন আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ না। যদি আমি ফজরের সালাতের জন্য উযূ করতাম, তাহলে অবশ্যই তা দিয়ে সমস্ত সালাত আদায় করতাম, যতক্ষণ না আমার উযূ ভংগ হয়। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি প্রতিবার উযূ থাকা অবস্থায় উযূ করবে, তার জন্য রয়েছে দশটি নেকী। আর আমি নেককাজের প্রতি খুবই আগ্রহী।

٧٤ - بَابُ لاَ وُضُوْءَ اِلاَّ مِنْ حَدَثٍ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূ ভংগ হলে উযূ করা প্রসঙ্গে

٥١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - قَالَ اَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدٍ ، وَعَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ شُكِيَ اِلَى النَّبِيِّ (ص) الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلٰوةِ ، فَقَالَ لاَ - حَتّٰى يَجِدَ رِيْحًا ، اَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا .

৫১৩ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)........ 'আব্বাদ ইবন তামীমের চাচা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী (সা)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করা হলো যে, এক ব্যক্তি তার সালাতে সন্দেহ পোষণ করে। তখন তিনি বললেন ঃ না, (সন্দেহের কারণে উযূ ভংগ হয় না) ; যতক্ষণ না সে মলদ্বার দিয়ে বায়ু বের হওয়া অনুভব করবে, অথবা শব্দ শুনতে পাবে।

٥١٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ - ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ - اَنْبَأَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ (ص) عَنِ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلٰوةِ ، فَقَالَ لاَ يَنْصَرِفُ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا .

৫১৪ আবূ কুরায়ব (র).... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হলে, সে সম্পর্কে নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ সে ততক্ষণ সালাত ছাড়বে না, যতক্ষণ না সে কোন আওয়াজ শুনবে, অথবা কোন দুর্গন্ধ পাবে।

٥١٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيْعٌ - ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ وُضُوْءَ اِلاَّ مِنْ صَوْتٍ اَوْ رِيْحٍ

৫১৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)........... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বায়ু নির্গত হওয়ার শব্দ কিংবা দুর্গন্ধ পাওয়া ব্যতিরেকে উযূ নষ্ট হয় না।

٥١٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ رَاَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَشُمُّ ثَوْبَهُ - فَقُلْتُ مِمَّ ذٰلِكَ ؟ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ لاَ وُضُوْءَ اِلاَّ مِنْ رِيْحٍ اَوْ سَمَاعٍ .

৫১৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র).... মুহাম্মদ ইবন 'আমর ইবন 'আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি সায়িব উবন ইয়াযীদ (রা)-কে তাঁর কাপড় শুঁকতে দেখলাম। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এরূপ করছেন কেন ? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ দুর্গন্ধ পাওয়া কিংবা আওয়াজ শোনা ব্যতিরেকে উযূ নষ্ট হয় না।

٧٥ - بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِىْ لاَ يَنْجُسُ

অনুচ্ছেদ ঃ পানি যে পরিমাণ হলে অপবিত্র হয় না, সে প্রসঙ্গে

٥١٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ خَلاَّدِ الْبَاهِلِىُّ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ - اَنْبَاَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ اَبِيْهِ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بِالْفَلاَةِ مِنَ الْاَرْضِ ، وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَىْءٌ .

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِىِّ (ص) نَحْوَهُ

৫১৭ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)......... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি, তাঁকে জঙ্গলের কুয়ার পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যাতে হিংস্র প্রাণী ও গৃহপালিত পশু পানি পান করে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ পানি দুই কুল্লাহ পরিমাণ হলে একে কোন কিছুতেই অপবিত্র করে না।

'আমর ইবন রা'ফে (র) .... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥١٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيْعٌ - ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَىْءٌ .

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ـ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ ، وَاَبُوْ سَلَمَةَ ، وَابْنُ عَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ـ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

৫১৮ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ পানি দুই কিংবা তিন কুল্লাহ পরিমাণ হলে একে কোন কিছুতেই অপবিত্র করে না।

• আবুল হাসান ইবন সালামা (র).... হাম্মাদ ইবন সালামা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٦ ـ بَابُ الْحِيَاضِ

অনুচ্ছেদ ঃ কূয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে

٥١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِيْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلاَبُ وَالْحُمُرُ ، وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا ؟ فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ ـ طُهُوْرٌ ـ

৫১৯ আবূ মুস'আব মাদানী (র)..... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কূয়া, যা থেকে হিংস্র জানোয়ার, কুকুর ও গাধা পানি পান করে, এর পবিত্রতা সম্পর্কে নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তার পানি কি পবিত্র? তখন তিনি বললেন ঃ ওরা যা পান করেছে, তা ওদের জন্যই ছিল এবং তা ছাড়া যা আছে, তা আমাদের জন্য পবিত্র।

٥٢٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ـ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ـ ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ طَرِيْفِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ سَمِعْتُ اَبَا نَضْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ـ قَالَ انْتَهَيْنَا اِلٰى غَدِيْرٍ ـ فَاِذَا فِيْهِ جِيْفَةُ حِمَارٍ ، قَالَ فَكَفَفْنَا عَنْهُ ـ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ فَاسْتَقَيْنَا وَاَرْوَيْنَا وَحَمَلْنَا ـ

৫২০ আহমদ ইবন সিনান (র)..... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা একটি কূয়ার পাড়ে গিয়ে পৌঁছলাম, যাতে একটি মৃত গাধা ছিল। তিনি বলেন ঃ আমরা তার পানি ব্যবহার করি নাই। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে আসলেন। তিনি বললেন ঃ কোন জিনিস পানিকে অপবিত্র করে না। এরপর আমরা পানি পান করলাম, পরিতৃপ্ত হলাম এবং মশক ইত্যাদি ভরে আমাদের সংগে রাখলাম।

٥٢١ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيَانِ ـ قَالاَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا رِشْدِيْنُ ـ اَنْبَاَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، اِلاَّ مَا غَلَبَ عَلٰى رِيْحِهِ وَ طَعْمِهِ وَلَوْنِهِ

৫২১ মাহমূদ ইবন খালিদ ও 'আব্বাস ইবন ওয়ালীদ দিমাশকী (র) ...... 'আবূ উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কোন জিনিস পানিকে অপবিত্র করে না, যতক্ষণ না তার গন্ধ, স্বাদ ও রং পরিবর্তন হয়।

٧٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِيْ لَمْ يَطْعَمْ

অনুচ্ছেদ ঃ যে চিবিয়ে খাবার খায় না, এমন শিশুর পেশাব প্রসঙ্গে

٥٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَابُوْسَ بْنِ اَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ . قَالَتْ بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ (ص) فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَعْطِنِيْ ثَوْبَكَ وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ - فَقَالَ اِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاُنْثٰى .

৫২২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)............ লুবাবা বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুসায়ন ইবন 'আলী (রা) নবী (সা)-এর কোলে পেশাব করেন। তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)। আপনার কাপড়খানি আমাকে দিন এবং অপর একখানি কাপড় পরিধান করুন। তখন তিনি বললেন ঃ শিশু বালকের পেশাবের উপর পানি ছিঁটালেই হবে এবং কন্যা শিশুর পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে।

٥٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ - ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ اُتِيَ النَّبِيُّ (ص) بِصَبِيٍّ - فَبَالَ عَلَيْهِ - فَاَتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

৫২৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)............ 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা)-এর কাছে একটি শিশু আনা হলো। শিশুটি তাঁর কোলের উপর পেশাব করে দিল। তিনি তার উপর পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং তা ধুলেন না।

٥٢٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِيْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ - فَبَالَ عَلَيْهِ - فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَرَشَّ عَلَيْهِ .

৫২৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)....... উম্মু কায়স বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার একটি শিশু পুত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছে গেলাম যে খাদ্য গ্রহণ করতো না। সে তাঁর কোলের উপর পেশাব করে দিল। তখন তিনি পানি আনালেন এবং তার উপর ছিটিয়ে দিলেন।

٥٢٥ حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالاَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ - اَنْبَأَ اَبِيْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَبِيْ حَرْبِ بْنِ اَبِي الْاَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ ، فِيْ بَوْلِ الرَّضِيْعِ يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ .

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَعْقِلٍ - ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ الْمِصْرِيِّ ، قَالَ سَاَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيْثِ النَّبِيِّ (ص) يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَالْمَاءُ اِنْ جَمِيْعًا وَاحِد - قَالَ لِاَنَّ بَوْلَ الْغُلاَمِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ ، وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ - ثُمَّ قَالَ لِيْ فَهِمْتَ اَوْ قَالَ لَقِنْتَ ؟ قَالَ ، قُلْتُ لاَ - قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمَّا خَلَقَ اٰدَمَ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيْرِ فَصَارَ بَوْلُ الْغُلاَمِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ ، وَصَارَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ - قَالَ ، قَالَ لِيْ فَهِمْتَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ - قَالَ لِيْ نَفَعَكَ اللّٰهُ بِهِ .

৫২৫ হাওসারাহ ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন সা'য়ীদ ইবন ইয়াযীদ ইবন ইবরাহীম (র).... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ দুগ্ধপায়ী শিশুর পেশাবে-পুত্র সন্তানের পেশাবের বেলায় পানি ছিটিয়ে দিতে হবে এবং কন্যা সন্তানের পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র).... আবূ ইয়ামান মিসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইমাম শাফিয়ী (র)-কে নবী (সা)-এর এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ শিশু পুত্রের পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিতে হবে এবং শিশু কন্যার পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে। অথচ পেশাবের পানি হওয়ার ব্যাপারে উভয়ই সমান। তিনি বললেন ঃ (পার্থক্যের কারণ হচ্ছে) পুত্র সন্তানের পেশাব পানি ও মাটি থেকে তৈরি হয় এবং কন্যা সন্তানের পেশাব তৈরি হয় গোশত ও রক্ত থেকে। এরপর তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি কি বুঝতে পেরেছ? অথবা তিনি বললেন ঃ তোমার কি বোধগম্য হয়েছে? রা'বী বলেন, আমি বললাম ঃ না। ইমাম শাফিয়ী (র) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর ছোট পাঁজরের হাড় থেকে হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। ফলে পুত্র সন্তানের পেশাব পানি ও মাটি থেকে তৈরি হয় এবং কন্যা সন্তানের পেশাব গোশত ও রক্ত থেকে তৈরি হয়। রাবী বলেন ঃ ইমাম শাফিয়ী (র) আমাকে বললেন ঃ তুমি কি বুঝতে পেরেছ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি আমাকে বললেন ঃ আল্লাহ্ এর দ্বারা তোমাকে কল্যাণ দান করুন।

٥٢٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسٰى ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ ، قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ ، اَخْبَرَنَا اَبُو السَّمْحِ ، قَالَ كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ (ص) فَجِيْءَ بِالْحَسَنِ اَوِ الْحُسَيْنِ - فَبَالَ عَلٰى صَدْرِهِ - فَاَرَادُوْا اَنْ يَغْسِلُوْهُ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رُشَّهُ - فَاِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ .

৫২৬ 'আমর ইবন আলী, মুজাহিদ ইবন মূসা ও 'আব্বাস ইবন 'আবদুল 'আযীম (র).... আবূ সামহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-এর খাদিম ছিলাম। একবার তাঁর কাছে হাসান অথবা হুসায়ন (রা)-কে আনা হলো। তখন সে তাঁর বুকের উপর পেশাব করে দিল। তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) তা ধুয়ে ফেলার ইচ্ছা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এর উপর পানি ছিটিয়ে দাও। কেননা শিশু কন্যার পেশাব ধুয়ে ফেলতে হয় এবং শিশু পুত্রের পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিতে হয়।

٥٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا اَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ - ثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ اُمِّ كُرْزٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ بَوْلُ الْغُلاَمِ يُنْضَحُ ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ .

৫২৭ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)........ উম্মু কুরয (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ শিশু পুত্রের পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিতে হবে এবং শিশু কন্যার পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে।

٧٨ ـ بَابُ الْاَرْضِ يُصِيْبُهَا الْبَوْلُ كَيْفَ تُغْسَلُ

অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব-সিক্ত যমীন কিরূপে পবিত্র করতে হবে?

٥٢٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ـ اَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ـ ثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ اَنَسٍ ، اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ ـ فَوَثَبَ اِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ تُزْرِمُوْهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ ـ فَصَبَّ عَلَيْهِ .

৫২৮ আহমদ ইবন 'আবদা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন মসজিদে (নববীতে) পেশাব করে দিল। তখন কিছু লোক তাকে মারধর করতে উদ্যত হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তাকে পেশাব করতে বাঁধা দিও না। এরপর তিনি এক বালতি পানি আনালেন এবং সে পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

٥٢٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ دَخَلَ اَعْرَابِىٌّ الْمَسْجِدَ ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) جَالِسٌ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِمُحَمَّدٍ ـ وَلاَ تَغْفِرْ لِاَحَدٍ مَعَنَا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَقَالَ لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا ثُمَّ وَلَّى ـ حَتّٰى اِذَا كَانَ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُوْلُ ـ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ ، بَعْدَ اَنْ فَقِهَ ، فَقَامَ اِلَىَّ ـ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ ـ فَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَسُبَّ ـ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْمَسْجِدَ لاَ يُبَالُ فِيْهِ ـ وَاِنَّمَا بُنِىَ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَلِلصَّلٰوةِ ـ ثُمَّ اَمَرَ بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَاُفْرِغَ عَلٰى بَوْلِهِ .

৫২৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক বেদুঈন মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করলো, এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে বসা ছিলেন। তখন বললো ঃ হে আল্লাহ! আমাকে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সংগে অন্য আর কাউকে ক্ষমা না করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মুচকী হেসে বললেন ঃ তুমি তো একটি প্রশস্ত বিষয়কে সংকীর্ণ করে দিলে! এরপর সে ফিরে গেল। অবশেষে সে মসজিদের এক কোণায় গিয়ে পেশাব করতে লাগলো। বেদুঈন তার অশোভন কাজের কথা বুঝতে পেরে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললো ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি আমাকে ধমক দেননি এবং গালমন্দও করেন নি। তখন নবী (সা) বললেন ঃ এটা তো মসজিদ, এখানে পেশাব করা যায় না; বরং এটা তৈরি করা হয়েছে আল্লাহর যিকর ও সালাত আদায়ের জন্য। এর পর তিনি এক বালতি পানি আনতে বললেন এবং তার পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

٥٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْهُذَلِىِّ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ، وَهُوَ عِنْدَنَا اِبْنُ اَبِىْ حُمَيْدٍ ـ اَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ الْهُذَلِىُّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ ، قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ

(ص)، فَقَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا ـ وَلاَ تُشْرِكْ فِىْ رَحْمَتِكَ اِيَّانَا اَحَدًا ـ فَقَالَ لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعًا ، وَيْحَكَ اَوْ وَيْلَكَ ! قَالَ ، فَشَجَ يَبُوْلُ ـ فَقَالَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ (ص) مَهْ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) دَعُوْهُ ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ .

৫৩০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) .... ওয়াসিলা ইবন আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা)-এর কাছে এক বেদুঈন এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্ ! আমার এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। আর আপনার রহমতের মধ্যে আমাদের ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করবেন না। তখন নবী (সা) বললেন ঃ তোমার জন্য আফসোস! তুমি তো একটি প্রশস্ত বিষয়কে সংকীর্ণ করে দিলে ! রাবী বলেন ঃ এরপর সে পেশাব করতে লাগলো। তখন নবী (সা)-এর সাহাবীগণ তাকে বললেন ঃ থাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। এরপর তিনি এক বালতি পানি আনালেন এবং তার পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

٧٩ ـ بَابُ الْاَرْضِ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

অনুচ্ছেদ ঃ যমীনের একাংশ অপরাংশকে পবিত্র করার বর্ণনা

٥٣١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ اُمِّ وَلَدٍ لِاِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهَا سَأَلَتْ اُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ : اِنِّىْ امْرَأَةٌ اُطِيْلُ ذَيْلِىْ ـ فَاَمْشِىْ فِى الْمَكَانِ الْقَذِرِ ـ فَقَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ .

৫৩১ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ..... নবী (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। ইবরাহীম ইবন 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (র)-এর উম্মু ওলাদ উম্মে সালামা (রা)-কে বললেন ঃ আমি তো একজন এমন মহিলা, আমি আমার আঁচল লম্বা করে দেই এবং আমি অপবিত্র স্থানে যাতায়াত করি। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এর অপরাংশ একে পবিত্র করে দেয়।

٥٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ـ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْيَشْكُرِيُّ ، عَنِ ابْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّا نُرِيْدُ الْمَسْجِدَ فَنَطَأُ الطَّرِيْقَ النَّجِسَةَ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ اَلْاَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا .

৫৩২ আবূ কুরায়ব (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা মসজিদে যাতায়াত করার সময় অপবিত্র যমীন অতিক্রম করে আসি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যমীনের একাংশ অপরাংশকে পবিত্র করে দেয়।

٥٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى ، عَنْ مُوْسٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ يَزِيْدَ ، عَنِ امْرَاَةٍ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ قَالَتْ : سَاَلْتُ النَّبِىَّ (ص) فَقُلْتُ : اِنَّ بَيْنِىْ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيْقًا قَذِرَةً ـ قَالَ ، فَبَعْدَهَا طَرِيْقٌ اَنْظَفُ مِنْهَا ؟ قُلْتُ نَعَمْ ـ قَالَ ـ فَهٰذِهِ بِهٰذِهِ .

৫৩৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... বানূ 'আবদুল আশহালের জনৈক মহিলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে আমার এবং মসজিদের মধ্যকার রাস্তাটি অপবিত্র। তিনি বললেন ঃ সম্ভবত তার দূরবর্তী অংশ এই অংশের চাইতে পবিত্র হবে। আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ এই অংশ ঐ অংশের মতই।

٨٠ ـ بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

অনুচ্ছেদ ঃ অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা

٥٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِىُّ (ص) فِىْ طَرِيْقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ ـ فَانْسَلَّ ـ فَفَقَدَهُ النَّبِىُّ (ص) ـ فَلَمَّا جَاءَ ، قَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ ـ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! لَقِيْتَنِىْ وَاَنَا جُنُبٌ ، فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ حَتّٰى اَغْتَسِلَ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ .

৫৩৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার মদীনার একটি পথে নবী (সা)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়, এ সময় তিনি অপবিত্র ছিলেন। ফলে তিনি তাঁর দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। নবী (সা) তাঁর অনুসন্ধান করলেন কিন্তু পেলেন না। এরপর যখন তিনি এলেন ; তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আবূ হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে? তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি আমার সাথে সাক্ষাতের সময় আমি অপবিত্র ছিলাম। তাই গোসল করার আগে আপনার সংগে বসতে আমি অপসন্দ করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি অপবিত্র হয় না।

٥٣٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيْعٌ ـ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ـ اَنْبَاَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، جَمِيْعًا ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَاصِلِ الْاَحْدَبِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِىُّ (ص) فَلَقِيَنِىْ وَاَنَا جُنُبٌ فَحِدْتُ عَنْهُ ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ ـ مَا لَكَ ؟ قُلْتُ : كُنْتُ جُنُبًا ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ اِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ .

৫৩৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও ইসহাক ইবন মানসূর (র).... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) বের হলেন এবং তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করলেন। এ সময় আমি অপবিত্র ছিলাম। ফলে আমি তাঁকে পাশ কাটিয়ে গোসল করতে যাই, এরপর ফিরে আসি । তখন তিনি বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম ঃ আমি অপবিত্র ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ মুসলিম ব্যক্তি অপবিত্র হয় না।

٨١ بَابُ الْمَنِيُّ يُصِيْبُ الثَّوَابَ

অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে বীর্য লেগে যাওয়া প্রসঙ্গে

٥٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيْبُهُ الْمَنِيُّ اَنَغْسِلُهُ اَوْ نَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) يُصِيْبُ ثَوْبَهُ ، فَيَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ - ثُمَّ يَخْرُجُ فِيْ ثَوْبِهِ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاَنَا اَرَى اَثَرَ الْغَسْلِ فِيْهِ .

৫৩৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আমর ইবন মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সুলায়মান ইবন ইয়াসার (র)-কে সে কাপড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, যাতে বীর্য লেগেছে ঃ আমরা কি সে অংশটুকু ধুয়ে ফেলবো অথবা আমরা সম্পূর্ণ কাপড়টি ধুয়ে নেব? সুলায়মান (র) বললেন ঃ 'আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ নবী (সা)-এর কাপড়ে বীর্য লেগে যেত এবং তিনি তা ধুয়ে ফেলতেন। অতঃপর তিনি সে কাপড় পরে সালাতের জন্য যেতেন। আর আমি তখন তাতে ধোয়ার চিহ্ন দেখতে পেতাম।

٨٢ - بَابُ فِيْ فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় থেকে বীর্য খুটিয়ে ফেলা

٥٣٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ هَمَّامِ ابْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِيَدِيْ .

৫৩৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন তারীফ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি অনেক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাপড় থেকে নিজ হাতে বীর্য খুটিয়ে ফেলতাম।

٥٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ - فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ فَاحْتَلَمَ فِيْهَا - فَاسْتَحْيَى اَنْ يُرْسِلَ بِهَا ، وَفِيْهَا اَثَرُ الْاِحْتِلَامِ - فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ اَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِمَ اَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا ؟ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَفْرُكَهُ بِاِصْبَعِهِ ، رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِاِصْبَعِيْ .

৫৩৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... হাম্মাম ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আয়েশা (রা)-এর ঘরে একজন মেহমান এলো। তিনি তার জন্য একটি পীত

বর্ণের লেপ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। রাতে তার তাতে স্বপ্নদোষ হলো। তাই সে লেপখানি ফেরত পাঠাতে লজ্জাবোধ করছিল, কারণ স্বপ্নদোষের চিহ্নও তাতে বিদ্যমান ছিল। তখন সে তা পানিতে ধৌত করলো। এরপর সে সেটি ফেরত পাঠালো। তখন 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ সে আমাদের কাপড়টা কেন নষ্ট করলো? বরং তার জন্য তো আঙ্গুল দিয়ে খুটিয়ে তা ফেলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। কখনো কখনো আমি আমার হাত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাপড় থেকে বীর্য খুটিয়ে ফেলতাম।

٥٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيْرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ اَجِدُهُ فِيْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاَحُتُّهُ عَنْهُ.

৫৩৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)............ 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাপড়ে বীর্যের নিদর্শন দেখতাম। আর আমি হাত দিয়ে খুটিয়ে তা থেকে দূর করতাম।

٨٢ – بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ يُجَامَعُ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সহবাসকালে পরিধেয় কাপড়ে সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে

٥٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ـ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ ، اَنَّهُ سَاَلَ اُخْتَهُ اُمَّ حَبِيْبَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ (ص)، هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّىْ فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ يُجَامِعُ فِيْهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ـ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ اَذًى ـ

৫৪০ মুহাম্মদ ইন রুমহ (র) ...... মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর বোন নবী (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি সহবাসকালীন পরিধেয় কাপড়ে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যখন তাতে নাপাকী থাকত না।

٥٤١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْرَقُ ـ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِىُّ ـ ثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىِّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ، فَصَلّٰى بِنَا فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُتَوَشِّحًا بِهِ ـ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُصَلِّى بِنَا فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ نَعَمْ اُصَلِّىْ فِيْهِ ـ وَفِيْهِ ـ اَىْ قَدْ جَامَعْتُ فِيْهِ .

৫৪১ হিশাম ইবন খালিদ আযরাক (র) .... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কাছে বেরিয়ে এলেন, এ সময় তাঁর মাথা হতে পানির ফোটা পড়ছিল। এরপর তিনি আমাদের সাথে একই কাপড়ে সালাত আদায় করলেন, যার দুই প্রান্ত একে অপরের বিপরীতে

ছিল। তিনি সালাত শেষ করলে 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনিতো আমাদের সাথে এক কাপড়ে সালাত আদায় করলেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাতেই সালাত আদায় করেছি এবং এ দিয়েই অর্থাৎ এই কাপড়েই আমি সহবাস কার্য সম্পাদন করেছি।

٥٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ يُوْسُفَ الزِّمِّيُّ ـ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ حَكِيْمٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيُّ ، قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ (ص) . يُصَلِّيْ فِي الثَّوْبِ الَّذِيْ يَأْتِيْ فِيْهِ اَهْلَهُ ؟ قَالَ ـ نَعَمْ ـ اِلاَّ اَنْ يَرٰى فِيْهِ شَيْئًا ، فَيَغْسِلَهُ .

৫৪২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ও আহমদ ইবন উসমান ইবন হাকিম (র) ...... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সহবাসকালীন পরিধেয় কাপড়ে কি সালাত আদায় করা যায়? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তবে তাতে কোন নাপাকীর চিহ্ন দেখলে তা ধুয়ে নিতে হবে।

٨٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় মোজার উপর মাসেহ করার প্রসঙ্গে

٥٤٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ هَمَّامِ ابْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : بَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ، فَقِيْلَ لَهُ ، اَتَفْعَلُ هٰذَا؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِيْ ؟ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَفْعَلُهُ ـ

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيْثُ جَرِيْرٍ ، لِاَنَّ اِسْلاَمَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ .

৫৪৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ...., হাম্মাম ইবন হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জারীর ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) পেশাব করে উযূ করলেন এবং তাঁর উভয় মোজার উপর মাসেহ করলেন, তখন তাঁকে বলা হলো ঃ আপনিও কি এরূপ করেন? তিনি বললেন ঃ আমাকে কোন জিনিস তা থেকে বিরত রাখবে? কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি।

ইবরাহীম (র) বলেন ঃ জারীর বর্ণিত হাদীস শুনে লোকেরা তাজ্জব বনে যেত। কেননা সূরা মায়িদা নাযিল হওয়ার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

٥٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : ثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ يَزِيْدَ ، قَالَ حَدَّثَنِيْ مُنْذِرٌ ـ ثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ ـ فَقَالَ بِيَدِهِ ، كَاَنَّهُ دَفَعَهُ ـ اِنَّمَا اُمِرْتُ بِالْمَسْحِ ـ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِيَدِهِ هٰكَذَا ، مِنْ اَطْرَافِ الْاَصَابِعِ اِلٰى اَصْلِ السَّاقِ ـ وَخَطَّطَ بِالْاَصَابِعِ .

৫৪৪ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্ফা হিমসী (র) ....., জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে উযূ করছিল এবং তার মোজা দুটি ধৌত করছিল। তখন তিনি তাকে হাত দিয়ে নিষেধ করেন এবং বলেন ঃ আমাকে মাসেহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাত দিয়ে এরূপ করতে বলেন যে ঃ তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা রেখা টেনে পায়ের নলা পর্যন্ত নিলেন।

٥٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ : ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ خَثْعَمَ الثُّمَالِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا الطُّهُوْرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ - وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ .

৫৪৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! মোজার উপর মাসেহ কত দিনের জন্য করা যায়? তিনি বললেন ঃ মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত ও মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত।

٥٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَبِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ . قَالاَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ - قَالَ : ثَنَا الْمُهَاجِرُ اَبُوْ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) اَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ اِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ اَحْدَثَ وُضُوْءً اَنْ يَمْسَحَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ ، وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً .

৫৪৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও বিশ্র ইবন হিলাল সাওয়াফ (র) .... আবূ বাকরা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুসাফিরকে উযূ করে মোজা পরিধানের পর উযূ ভংগ হলে, তিন দিন তিন রাত মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন। আর মুকীমের জন্য এক দিন এক রাতের (অনুমতি দিয়েছেন)।

٥٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ ، عَنْ اَبِيْ مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ : قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوْءِ - فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : اِمْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ وَعَلَى خِمَارِكَ وَبِنَاصِيَتِكَ - فَاِنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

৫৪৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... যায়দ ইবন সূহান (রা)-এর মুক্ত দাস আবূ মুসলিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি সালমান (রা)-এর সংগে ছিলাম। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে উযূ করার জন্য তার মোজা খুলতে দেখেন। তখন সালমান (রা) তাকে বলেন ঃ তুমি তোমার উভয় মোজার উপর, তোমার পাগড়ীর উপর এবং তোমার মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উভয় মোজা ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

٥٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ طَاهِرٍ ، اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ السَّرْحِ ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ اَبِىْ مَعْقِلٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) تَوَضَّاَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ ـ فَاَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَاْسِهِ ، وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ .

৫৪৮ আবূ তাহির ও আহমদ ইবন 'আমর ইবন সারাহ্ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উযূ করতে দেখেছি, তখন তাঁর মাথায় ছিল কিতরী পাগড়ী। এরপর তিনি পাগড়ীর নিম্নভাগ দিয়ে হাত প্রবেশ করালেন এবং মাথার সম্মুখ ভাগ মাসেহ করলেন এবং পাগড়ী খুললেন না।

٥٤٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِيُّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ـ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَلَوِىِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِىِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ ، اَنَّهُ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ ـ فَقَالَ مُنْذُكَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ؟ قَالَ مِنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ ـ قَالَ : اَصَبْتَ السُّنَّةَ .

৫৪৯ আহমদ ইবন ইউসুফ সুলামী (র) .... 'উকবা ইবন 'আমির জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মিসর থেকে 'উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর কাছে আগমন করেন। তখন 'উমর (রা) বললেন ঃ তুমি তোমার মোজা কতদিনে খুলো না? সে বললো ঃ এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত। তিনি বললেন ঃ তুমি সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছ।

٥٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ ، وَبِشْرُ بْنُ اٰدَمَ ، قَالَا : ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ، عَنْ عِيْسَى بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْزَبٍ ، عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ .

قَالَ الْمُعَلَّى فِىْ حَدِيْثِهِ ، لَا اَعْلَمُهُ اِلَّا قَالَ : وَالنَّعْلَيْنِ .

৫৫০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ...... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উযূ করেন এবং চামড়ার মোজা ও জুতার উপর মাসেহ্ করেন।

মু'আল্লা (র) তাঁর হাদীসে বলেছেন, আমি জানি যে, তিনি বলেছেন ঃ وَالنَّعْلَيْنِ অর্থাৎ তাঁর জুতা জোড়া মাসেহ করেন।

٥٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَعَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ـ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ـ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ هَمَّامٍ الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيْدِ ـ ثَنَا اَبِىْ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ ، جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ .

৫৫১ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র, 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও আবূ হাম্মাম ওয়ালীদ ইবন শুজা ইবন ওয়ালীদ (র) ......হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উযূ করেন এবং তাঁর উভয় মোজার উপর মাসেহ করেন।

৫৫২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ . اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ . فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِاِدَاوَةٍ فِيْهَا مَاءٌ . حَتّٰى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

৫৫২ মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র) ....মুগীরা ইবন শো'বা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইস্তিনজার জন্য বের হন। তখন মুগীরা (রা) এক ঘটি পানি নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইস্তিন্জা সেরে আসেন এরপর তিনি উযূ করন এবং উভয় মোজার উপর মাসেহ করেন।

৫৫৩ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ . ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . اَنَّهُ رَاٰى سَعْدَ ابْنَ مَالِكٍ وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَقَالَ : اِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ؟ فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ : اَفْتِ ابْنَ اَخِيْ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَقَالَ عُمَرُ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) نَمْسَحُ عَلٰى خِفَافِنَا . لاَ نَرٰى بِذٰلِكَ بَأْسًا . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَاِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ ؟ قَالَ نَعَمْ .

৫৫৩ 'ইমরান ইবন মূসা লায়সী (র) ....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি সা'দ ইবন মালিক (রা)-কে উভয় মোজার উপর মাসেহ করতে দেখলেন, তখন তিনি ব...লেন ঃ তোমরাও এরূপ করছ? এরপর তাঁরা উভয়ে 'উমার (রা)-এর কাছে এলেন। তখন সা'দ (রা) 'উমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমার এই ভাতিজা উভয় মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে ফতওয়া চান। তখন 'উমর (রা) বললেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে থাকাকালীন সময়ে আমাদের মোজার উপর মাসেহ করতাম। আমরা এতে কোন ত্রুটি দেখতে পাইনি। তখন ইবন 'উমর (রা) বললেন ঃ যদিও সে পায়খানা সেরে আসে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, (তাহলেও মোজায় মাসেহ করা যাবে)।

৫৫৪ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ . ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَاَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

৫৫৪ আবূ মুস'আব মাদানী (র) ..... সাহল সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয় মোজার উপর মাসেহ করতেন এবং তিনি আমাদেরকেও মোজার উপর মাসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৫৫৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ سَفَرٍ . فَقَالَ . هَلْ مِنْ مَاءٍ ؟ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِالْجَيْشِ ، فَاَمَّهُمْ .

৫৫৫ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে এক সফরে ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ পানি আছে কি? অতঃপর তিনি উযূ করেন এবং তাঁর উভয় মোজার উপর মাসেহ করেন। এরপর তিনি মুজাহিদ বাহিনীর সাথে মিলিত হন এবং তাদের ইমামতি করেন।

٥٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيعٌ ـ ثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ (ص) خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ ـ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَيْهِمَا .

৫৫৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)............ আবূ বুরায়দা (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। নাজ্জাশী (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নবী (সা)-এর জন্য কাল রংয়ের এক জোড়া মোজা উপঢৌকন পাঠান। তিনি তা পরিধান করেন। এরপর তিনি উভয় মোজার উপর মাসেহ করেন।

٨٥ ـ بَابٌ فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসেহ করা প্রসঙ্গে

٥٥٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ـ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ وَرَّادٍ ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ .

৫৫৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... মুগীরা ইবন শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসেহ করেন।

٨٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুকীম ও মুসাফিরের জন্য মাসেহ করার সময়সীমা প্রসঙ্গে

٥٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ـ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ـ فَقَالَتْ ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنِّي ـ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .

৫৫৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... শুরায়হ ইবন হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়েশা (রা)-কে উভয় মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি 'আলী

(রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর। কেননা তিনি এ ব্যাপারে আমার চাইতে অধিক জ্ঞাত। তখন আমি 'আলী (রা)-এর কাছে এলাম এবং তাঁকে মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন মাসেহ করতে।

٥٥٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيعٌ ـ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ـ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثًا وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا .

৫৫৯ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... খুযায়মা ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসাফিরের জন্য তিনদিন (মাসেহের সময়) নির্ধারণ করেছেন; যদি প্রশ্নকারী আরো সময় বৃদ্ধির আবেদন করতেন, তবে তিনি তা পাঁচ দিন নির্ধারণ করতেন।

٥٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ـ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، قَالَ ـ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ـ أَحْسِبُهُ قَالَ ـ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

৫৬০ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ...... খুযায়মা ইবন সাবিত (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'তিন দিন'। আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন ঃ মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহের সময় নির্ধারণ করেছেন তিন দিন তিন রাত।

٨٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ

অনুচ্ছেদ ঃ অনির্ধারিত সময়ের জন্য মাসেহ করা প্রসঙ্গে

٥٦١ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ ، قَالاَ : ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ـ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ (ص) أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ ـ نَعَمْ ـ قَالَ : يَوْمًا ؟ قَالَ ـ وَيَوْمَيْنِ ـ قَالَ : وَثَلاَثًا ؟ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا ـ قَالَ لَهُ وَمَا بَدَا لَكَ .

৫৬১ হারমালা ইবন ইয়াহ্ইয়া ও 'আমর ইবন সাওয়াদ মিসরী (র) ..... উবাই ইবন 'ইমারা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর ঘরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয় কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন ঃ আমি কি উভয় মোজার উপর মাসেহ করবো? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। রাবী

বললেন ঃ এক দিন ? আবার বললেন ঃ দুই দিন? আবার বললেন ঃ তিন দিন করলে? এমন কি তিনি সাত সংখ্যা পর্যন্ত পৌছলেন। রাসলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন ঃ যতদিন তোমার মন চায়।

٨٨ ـ بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَ النَّعْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ চামড়ার মোজা ও জুতার উপর মাসেহ্ প্রসঙ্গে

٥٦٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيعٌ ـ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ اَبِي قَيْسٍ الْاَوْدِيِّ ، عَنِ الْهُذَيْلِ ابْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ .

৫৬২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... মুগীরা ইবন শো'বা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উযূ করেন এবং তিনি চামড়ার মোজা ও জুতার উপর মাসেহ করেন।

٨٩ ـ بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাগড়ীর উপর মাসেহ্ করা প্রসঙ্গে

٥٦٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ بِلَالٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

৫৬৩ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ..... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উভয় মোজা এবং পাগড়ীর উপর মাসেহ করেন।

٥٦٤ حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ ـ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ـ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي كَثِيرٍ ـ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيهِ : قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ .

৫৬৪ দুহায়ম (র) .... 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -কে উভয় মোজা ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ

আবওয়াবুত-তায়াম্মুম

٩٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের কারণ প্রসঙ্গে

٥٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ - ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَقَطَ عِقْدُ عَائِشَةَ - فَتَخَلَّفَتْ لِالْتِمَاسِهِ فَانْطَلَقَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا فِيْ حَبْسِهَا النَّاسَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، الرُّخْصَةَ فِي التَّيَمُّمِ - قَالَ فَمَسَحْنَا يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَنَاكِبِ - قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ : مَا عَلِمْتُ أَنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ .

৫৬৫ মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র)...... 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আয়েশা (রা)-এর গলার হার পড়ে গেল। তিনি সেটি তালাশ করার জন্য পেছনে রয়ে গেলেন। আবূ বকর (রা) 'আয়েশা (রা)-এর কাছে যান এবং লোকদের যাত্রায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য তাঁর উপর রাগান্বিত হন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের অনুমতি সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করেন। রাবী বলেনঃ আমরা সেদিন থেকে হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ আরম্ভ করি। রাবী আরো বলেন ঃ এরপর আবূ বকর (রা) 'আয়েশা (রা)-এর কাছে যান এবং বলেন ঃ আমি জানতাম না যে, তুমি এত কল্যাণময়ী।

٥٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ (ص) إِلَى الْمَنَاكِبِ .

৫৬৬ মুহাম্মদ ইবন আবূ 'উমর 'আদানী (র)....... 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করতাম।

٥٦٧ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ - ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ - ح وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ - ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، جَمِيْعًا عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ (ص) قَالَ - جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُوْرًا .

৫৬৭ ইয়া'কূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব ও আবূ ইসহাক হুরায়বি (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার জন্য যমীনকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে।

٥٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلاَدَةً ، فَهَلَكَتْ ، فَاَرْسَلَ النَّبِىُّ (ص) اُنَاسًا فِىْ طَلَبِهَا ، فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلٰوةُ ـ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ ، فَلَمَّا اَتَوُا النَّبِىَّ (ص) شَكَوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ ، فَنَزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ ـ فَقَالَ اُسَيْدُ ابْنُ حُضَيْرٍ : جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ قَطُّ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا ، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً .

৫৬৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর (বোন) আসমা (রা)-এর নিকট থেকে একটি হার ধার নেন এবং সেটি হারিয়ে যায়। তখন নবী (সা) সেটি তালাশ করার জন্য লোক পাঠান। ইত্যবসরে তাঁদের সালাতের সময় হয়ে যায়। তাঁরা বিনা উযূতে সালাত আদায় করেন। এরপর তাঁরা নবী (সা)-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) বললেন ঃ [হে 'আয়েশা (রা)!] আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আল্লাহ্র কসম! যখনই আপনার উপর কোন কঠিন মুসীবত এসেছে, তখনই আল্লাহ্ তা থেকে আপনার জন্য নাজাতের পথ সুগম করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের জন্য তাতে বরকত দান করেছেন।

٩١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমে একবার হাত মারা প্রসঙ্গে

٥٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ـ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّ رَجُلاً اَتٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : اِنِّىْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ ـ فَقَالَ عُمَرُ لاَ تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ : اَمَا تَذْكُرُ ، يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنَا وَاَنْتَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ـ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ ـ فَلَمَّا اَتَيْتُ النَّبِىَّ (ص) فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ وَضَرَبَ النَّبِىُّ (ص) بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

৫৬৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ...... 'আবদুর রহমান ইবন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি 'উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর কাছে এলো এবং বললো ঃ আমি অপবিত্র হয়েছি কিন্তু পানি পাচ্ছি না (এখন কি করি)? তখন 'উমার (রা) বললেন ঃ তুমি সালাত আদায় করো না। 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) বলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি স্মরণ আছে, আমি এবং আপনি এক যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। তখন আমরা অপবিত্র হয়ে যাই এবং পানি পাচ্ছিলাম না। তখন আপনি সালাত আদায়

করেন নি। আর আমি যমীনে পড়ে গড়াগড়ি করি এবং সালাত আদায় করি। এরপর আমি যখন নবী (সা)-এর কাছে আসি, তখন তাঁর নিকট ঐ ঘটনা উল্লেখ করি। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। এরপর নবী (সা) তাঁর দু'হাত যমীনের উপর মারেন এবং তাতে ফুঁ দেন। তারপর তিনি দুই হাত দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল ও উভয় হাতের তালু মাসেহ করেন।

৫৭০ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى، عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ : اَنَّهُمَا سَاَلاَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَقَالَ اَمَرَ النَّبِىُّ (ص) عَمَّارًا اَنْ يَفْعَلَ هٰكَذَا - وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا - وَمَسَحَ عَلٰى وَجْهِهِ - قَالَ الْحَكَمُ : وَيَدَيْهِ - وَقَالَ سَلَمَةُ : وَمِرْفَقَيْهِ .

৫৭০ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র) ..... হাকাম ও সালামা ইবন কুহায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে 'আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ আওফা (রা)-কে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন ঃ নবী (সা) 'আম্মার (রা)-কে এভাবে তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর দুই হাত মাটিতে মারেন'। তারপর তিনি হস্তদ্বয় ঝেড়ে তাঁর মুখমন্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করেন। সালামা (র) বলেন ঃ তিনি তাঁর হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করেন।

٩٢ - بَابُ فِى التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম করার সময় যমীনে দুইবার হাত মারা প্রসঙ্গে

৫৭১ حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ ، اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ - اَنْبَاَ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ حِيْنَ تَيَمَّمُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاَمَرَ الْمُسْلِمِيْنَ فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوْا بِوُجُوْهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ عَادُوْا فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً اُخْرٰى فَمَسَحُوْا بِاَيْدِيْهِمْ .

৫৭১ আবূ তাহির আহমদ ইবন 'আমর সারাহ্ মিসরী (র) ...... 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তায়াম্মুম করেন, তখন তিনি মুসলমানদের নির্দেশ দেন, সেমতে তারা তাদের হাতের তালু মাটিতে মারে, কিন্তু তারা মাটি থেকে কিছুই তুলে নেয় না। তারা তাদের চেহারা একবার মাসেহ করে। অতঃপর তারা দ্বিতীয়বার তাদের হাতের তালু মাটিতে মারে এবং তাদের উভয় হাত মাসেহ করে।

٩٣ - بَابُ فِى الْمَجْرُوْحِ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلٰى نَفْسِهِ اِنِ اغْتَسَلَ

অনুচ্ছেদ ঃ অপবিত্র আহত ব্যক্তি গোসল করায় নিজের ক্ষতির আশংকা করলে

৫৭২ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى الْعِشْرِيْنَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ اَنَّ رَجُلاً اَصَابَهُ جُرْحٌ فِىْ رَاْسِهِ ، عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)

ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ فَأُمِرَ بِالْاِغْتِسَالِ ، فَكُزَّ ، فَمَاتَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ (ص) ـ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ ـ أَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ـ

قَالَ عَطَاءٌ وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ ـ لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ ، حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ ،

৫৭২ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ..... 'আ'তা ইবন আবূ রাবাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় এক ব্যক্তির মাথায় আঘাত লাগলো। এরপর তার স্বপ্নদোষ হলো। তখন তাকে গোসলের নির্দেশ দেওয়া হলো এবং সে গোসল করলো। ফলে সে সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত হলো এবং মারা গেল। এই সংবাদ নবী (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুক। অজ্ঞতার প্রতিষেধক কি জিজ্ঞাসা করা নয়?

আ'তা বলেন ঃ আমাদের কাছে এই সংবাদ এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যদি সে ব্যক্তি যেখানে আঘাত লেগেছে, সে মাথা বাদ দিয়ে শরীর ধুয়ে নিত (তাহলেই হত)।

٩٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ অপবিত্রতা থেকে গোসল প্রসঙ্গে

٥٧٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ قَالَا : ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ ، قَالَتْ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ (ص) غُسْلًا ـ فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِيْنِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ـ

৫৭৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... ইবন 'আব্বাস (রা)-এর খালা মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি অপবিত্রতা থেকে গোসল করলেন। তিনি পানির পাত্রটি তাঁর বাম দিক থেকে ডান দিকে নিলেন। এরপর তিনি তাঁর উভয় হাত তিনবার ধুলেন। অতঃপর তিনি তাঁর লজ্জাস্থানের উপর পানি ঢাললেন। এরপর তিনি তাঁর হাত যমীনে মারলেন, কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন, আর তিনি তাঁর মুখমন্ডল তিনবার ধুলেন এবং দুই হাত তিনবার ধুলেন। এরপর তিনি তাঁর সারা শরীরে পানি ঢাললেন। তারপর একটু সরে গিয়ে তাঁর উভয় পা ধুলেন।

٥٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ـ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ـ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْحَنَفِيُّ ـ ثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي وَخَالَتِي ـ فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ـ فَسَأَلْنَا

هَا : كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ : كَانَ يُفِيْضُ عَلٰى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا الْاِنَاءَ ـ ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى جَسَدِهِ ـ ثُمَّ يَقُوْمُ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ وَاَمَّا نَحْنُ فَاِنَّا نَغْسِلُ رُءُوْسَنَا خَمْسَ مِرَارٍ ، مِنْ اَجْلِ الضَّفْرِ ـ

৫৭৪ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল মালিক ইবন আবূ শাওয়ারিব (র) ...... জুমায় ইবন 'উমায়র তাইমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার ফুফু ও খালার সাথে আয়েশা (রা)-এর কাছে এলাম। আর আমরা তাঁকে প্রশ্ন করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপবিত্রতা থেকে গোসল কিভাবে করতেন? 'আইশা (রা) বললেন ঃ তিনি প্রথমে তাঁর উভয় হাতে তিনবার পানি ঢালতেন, এরপর তিনি তাঁর হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করাতেন। তারপর তিনি তাঁর মাথা তিনবার ধৌত করতেন। এরপর তিনি তাঁর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিতেন। অবশেষে তিনি সালাতে দাঁড়াতেন। আর আমরা আমাদের মাথার চুল ঘন থাকার কারণে পাঁচবার ধৌত করতাম।

٩٥ ـ بَابٌ فِى الْوُضُوْءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের পর উযূ করা প্রসঙ্গে

٥٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ، وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى السُّدِّىُّ ـ قَالُوْا : ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

৫৭৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা, 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমির ইবন যুরারাহ ও ইসমা'ঈল ইবন মূসা সুদ্দী (র) ..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানাবাত থেকে গোসলের পরে উযূ করতেন না।

٩٦ ـ بَابٌ فِى الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَاَتِهِ قَبْلَ اَنْ تَغْتَسِلَ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাবাতের গোসলের পূর্বে স্ত্রীর পাশে অবস্থান করা প্রসঙ্গে

٥٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِىِّ ، عَنْ مَسْرُوْقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِىْ قَبْلَ اَنْ اَغْتَسِلَ .

৫৭৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানাবাত থেকে গোসল করতেন এবং তিনি গোসলের পূর্বে আমার থেকে উষ্ণতা লাভ করতেন।

٩٧ - بَابُ فِى الْجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً

অনুচ্ছেদ ঃ পানি স্পর্শ ব্যতিরেকে অপবিত্র অবস্থায় নিদ্রা যাওয়া প্রসঙ্গে

٥٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً ، حَتّٰى يَقُوْمَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَغْتَسِلَ .

৫৭৭ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপবিত্র হতেন। এরপর তিনি পানি স্পর্শ করা ছড়াই নিদ্রা যেতেন। অবশেষে তিনি ঘুম থেকে উঠে গোসল করতেন।

٥٧٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِنْ كَانَتْ لَهُ اِلٰى اَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً .

৫৭৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন সহধর্মিণীর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হলে, তিনি তা সম্পন্ন করতেন। এরপর তিনি পানি স্পর্শ করা ব্যতীত ঐ অবস্থায় নিদ্রা যেতেন।

٥٧٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيعٌ - ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ - اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً .

قَالَ سُفْيَانُ : فَذَكَرْتُ الْحَدِيْثَ يَوْمًا ، فَقَالَ لِىْ اِسْمٰعِيْلُ : يَا فَتٰى يُشَدُّ هٰذَا الْحَدِيْثُ بِشَىْءٍ .

৫৭৯ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপবিত্র হতেন। এরপর তিনি পানি স্পর্শ করা ব্যতীত ঐ অবস্থায় নিদ্রা যেতেন।

সুফয়ান (র) বলেন ঃ আমি একদিন এই হাদীস বর্ণনা করি। তখন ইসমা'ঈল (র) আমাকে বললেন ঃ হে যুবক! এই হাদীসটি কোন বস্তুর সাথে মজবুত করে রাখা হোক।

٩٨ - بَابُ مَنْ قَالَ لاَ يَنَامُ الْجُنُبُ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ অপবিত্র ব্যক্তি সালাতের ন্যায় উযূ করা ব্যতীত ঘুমাবে না

٥٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَاَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ ، وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ .

৫৮০ মুহাম্মদ ইবন রুম্‌হ মিসরী (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) *যখন অপবিত্র অবস্থায় নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করে নিতেন।*

٥٨١ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى - ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) : أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ ، نَعَمْ ، إِذَا تَوَضَّأَ .

৫৮১ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের কেউ কি অপবিত্র অবস্থায় নিদ্রা যেতে পারবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যদি সে উযূ করে নেয়।

٥٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ - فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامَ .

৫৮২ আবূ মারওয়ান 'উসমানী মুহাম্মদ ইবন 'উস্‌মান (র) ...... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাতে তিনি অপবিত্র হয়ে যান। এরপর তিনি ঘুমানোর ইচ্ছা করলে তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে উযূ করে ঘুমানোর নির্দেশ দেন।

٩٩ - بَابُ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাবাত থেকে গোসল করা

٥٨٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفٍّ .

৫৮৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... জুবায়র ইবন মুত'য়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে বাদানুবাদে লিপ্ত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি তো আমার মাথায় তিনবার অঞ্জলী ভর্তি করে পানি ঢেলে থাকি।

٥٨٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - قَالاَ : ثَنَا وَكِيعٌ - ح وَ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ – فَقَالَ : ثَلاَثًا - فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ - فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ (ص) كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ .

৫৮৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা, 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও আবূ কুরায়ব (র) ......আবূ সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জানাবাত থেকে গোসল করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন তিনি বললেন ঃ তিনবার। সে লোকটি বললো ঃ আমার চুলতো বেশ ঘন। তখন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার চুল তো তোমার চাইতে অধিক ঘন এবং পবিত্র ছিল।

٥٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَنَا فِىْ اَرْضٍ بَارِدَةٍ ، فَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ (ص) - اَمَّا اَنَا فَاَحْثُوْ عَلٰى رَاْسِىْ ثَلاَثًا .

৫৮৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি ঠান্ডা অঞ্চলের লোক। সুতরাং জানাবাত থেকে গোসল কিভাবে করব? তখন তিনি বললেন ঃ আমি তো হাতের অঞ্জলীতে পানি নিয়ে তিনবার আমার মাথায় ঢেলে থাকি।

٥٨٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ - سَاَلَهُ رَجُلٌ : كَمْ اُفِيْضُ عَلٰى رَاْسِىْ وَاَنَا جُنُبٌ ؟ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَحْثُوْ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ - قَالَ الرَّجُلُ : اِنَّ شَعْرِىْ طَوِيْلٌ - قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَاَطْيَبَ .

৫৮৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো ঃ অপবিত্র অবস্থায় আমি আমার মাথায় কতবার পানি ঢালব? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মাথায় অঞ্জলী ভর্তি করে তিনবার ঢালতেন। লোকটি বললো ঃ আমার চুল তো খুব লম্বা। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার চুল তো তোমার চাইতে অনেক বেশি ও পবিত্র ছিল।

١٠٠ - بَابُ فِى الْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّاَ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর সাথে পুনঃ সহবাসের ইচ্ছা করলে উযূ করে নেবে

٥٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ ، عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ، ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَعُوْدَ ، فَلْيَتَوَضَّاْ .

৫৮৭ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল মালিক ইবন আবূ শাওয়ারিব (র) ...... আবূ সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ একবার তার স্ত্রীর সংগে সহবাস করার পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করে, তখন সে যেন উযূ করে নেয়।

١٠١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلاً وَاحِداً

অনুচ্ছেদ ঃ সব স্ত্রীর সংগে সহবাস করার পর একেবার গোসল করা

٥٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَأَبُو أَحْمَدَ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِيْ غُسْلٍ وَاحِدٍ .

৫৮৮ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) (মাঝে মাঝে) তাঁর সকল বিবির সংগে সহবাসের পর একবার গোসল করতেন।

٥٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : وَضَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) غُسْلاً ، فَاغْتَسَلَ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ فِيْ لَيْلَةٍ .

৫৮৯ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোসলের পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। এরপর তিনি তাঁর সকল বিবির সংগে রাতে সহবাসের পর একবার গোসল করতেন।

١٠٢ - بَابُ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلاً .

অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক সহবাসের পর গোসল করা

٥٩٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ - ثَنَا حَمَّادٌ - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِيْ لَيْلَةٍ وَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً ؟ فَقَالَ - هُوَ أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ

৫৯০ ইসহাক ইবন মানসূর (র) ......আবূ রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) একরাতে তাঁর সকল বিবির সংগে সহবাস করেন। আর তিনি তাদের প্রত্যেকের সাথে সহবাসের পর গোসল করেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি কেন একবার গোসল করলেন না? তখন তিনি বলেন ঃ এই পদ্ধতি অধিকতর বিশুদ্ধ, পবিত্র ও উত্তম।

١٠٣ - بَابُ فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ

অনুচ্ছেদ ঃ অপবিত্র অবস্থায় পানাহার করা

٥٩١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَغُنْدَرٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ

৫৯১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাপাকী অবস্থায় কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করলে উযূ করে নিতেন।

٥٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ صَبِيْحٍ ـ ثَنَا اَبُوْ اُوَيْسٍ ، عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ (ص) عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ اَوْ يَأْكُلُ اَوْ يَشْرَبُ ؟ قَالَ ـ نَعَمْ ـ اِذَا تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ .

৫৯২ মুহাম্মদ ইবন 'উমর ইবন হায়্যাজ (র) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা)-কে অপবিত্র ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে কি ঘুমাতে অথবা আহার করতে বা পান করতে পারে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যখন সে সালাতের উযূর মত উযূ করে নেয়।

١٠٤ ـ بَابُ مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ পানাহারের জন্য দুই হাত ধোয়া যথেষ্ট

٥٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُوْنُسَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، اَنَّ النَّبِىَّ (ص) كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ .

৫৯৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যখন নাপাকী অবস্থায় খাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি তাঁর দুই হাত ধুয়ে নিতেন।

١٠٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِىْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বিনা উযূতে কুরআন তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গে

٥٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ ـ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَأْتِى الْخَلاَءَ ـ فَيَقْضِى الْحَاجَةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَ لاَ يَحْجُبُهُ ، وَرُبَّمَا قَالَ وَلاَ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ اِلاَّ الْجَنَابَةُ .

৫৯৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ...... 'আবদুল্লাহ্ ইবন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইস্তিনজাখানায় যেতেন এবং প্রয়োজন সেরে বের হয়ে আসতেন। এরপর তিনি আমাদের সাথে রুটি-গোশত খেতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং তাঁকে কোন জিনিস এ থেকে বিরত রাখত না; বরং তিনি কখনো কখনো বলতেন ঃ জানাবাত ব্যতিরেকে কোন জিনিস তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখে না।

٥٩٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ .

৫৯৫ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জুনুবী ব্যক্তি ও ঋতুবতী স্ত্রীলোক কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে না।

٥٩٦ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : ثَنَا أَبُوْ حَاتِمٍ - ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ - ثَنَا مُوْسَى ابْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ .

৫৯৬ আবুল হাসান (র)..... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জুনুবী ব্যক্তি ও ঋতুবতী স্ত্রীলোক যেন কুরআনের কোন কিছুই তিলাওয়াত না করে।

١٠٦ - بَابُ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি পশমের গোড়া অপবিত্র হওয়া প্রসঙ্গে

٥٩٧ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ - ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهٍ - ثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً - فَاغْسِلُوْا الشَّعْرَ ، وَاَنْقُوْا الْبَشَرَةَ .

৫৯৭ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই প্রতিটি পশমের গোড়ায় অপবিত্রতা রয়েছে। সুতরাং তোমরা চুলের গোড়া ভাল করে ধুয়ে নেবে এবং ত্বক পরিষ্কার করে নেবে।

٥٩٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ - حَدَّثَنِىْ عُتْبَةُ بْنُ أَبِىْ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِىْ طَلْحَةُ ابْنُ نَافِعٍ - حَدَّثَنِىْ أَبُوْ أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيُّ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ : الصَّلَوٰتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ - وَاَدَاءُ الْاَمَانَةِ ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا - قُلْتُ : وَمَا اَدَاءُ الْاَمَانَةِ ؟ قَالَ - غُسْلُ الْجَنَابَةِ - فَاِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً .

৫৯৮ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ...... আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত, এক জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আ এবং আমানত আদায় করা, এর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের জন্য কাফফারা। আমি বললাম ঃ আমানত আদায় করার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ জানাবাতের গোসল করা। কেননা প্রতিটি পশমের গোড়ায় অপবিত্রতা রয়েছে।

٥٩٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ - ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهٖ ، مِنْ جَنَابَةٍ ، لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهٖ كَذَا وَكَذَا ، مِنَ النَّارِ - قَالَ عَلِيٌّ : فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِىْ - وَكَانَ يَجُزُّهُ .

৫৯৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি অপবিত্রতার গোসল করার সময়ে তার দেহের একটি পশম পরিমাণ স্থান ছেড়ে দেয়, সে যেমন গোসলই করে নাই; তাকে এই পরিমাণ জাহান্নামের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। 'আলী (রা) বলেন ঃ এরপর থেকে আমি আমার চুলের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আসছি এবং তিনি মাথা মুন্ডন করতেন।

١٠٧ - بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِيْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকদের নিদ্রাযোগে স্বপ্নদোষ হওয়া প্রসঙ্গে

٦٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ اُمِّهَا اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَسَاَلَتْهُ عَنِ الْمَرْاَةِ تَرَى فِيْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَ - نَعَمْ - اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ - فَقُلْتُ : فَضَحْتِ النِّسَاءَ - وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ ؟ قَالَ النَّبِيُّ (ص) تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ - فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا اِذًا ؟

৬০০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উম্মু সুলায়ম (রা) নবী (সা)-এর কাছে এসে জনৈক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, যার ঘুমের ঘোরে পুরুষের মতই স্বপ্নদোষ হয়। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। যখন সে পানি (বীর্য) দেখতে পায়, তবে সে যেন গোসল করে নেয়। তখন আমি বললাম ঃ মহিলাদের জন্য লজ্জাজনক! মহিলাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? নবী (সা) বললেন ঃ তোমাদের জন্য আফসোস! তা নাহলে সন্তান কিরূপে তার মায়ের সদৃশ্য হয়ে থাকে?

٦٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ ، وَعَبْدُ الْاَعْلَى ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَنَسٍ : اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَنِ الْمَرْاَةِ تَرَى فِيْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا رَاَتْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ - فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَيَكُوْنُ هٰذَا ؟ قَالَ - نَعَمْ - مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ - وَمَاءُ الْمَرْاَةِ رَقِيْقٌ اَصْفَرُ فَاَيُّهُمَا سَبَقَ اَوْ عَلاَ ، اَشْبَهَهُ الْوَلَدُ .

৬০১ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু সুলায়ম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন সে নারী সম্পর্কে, যে পুরুষের ন্যায় স্বপ্ন দেখে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যদি কোন নারীর স্বপ্নদোষ হয় এবং এতে তার বীর্যপাত ঘটে, তবে তার উপর গোসল করা ফরয। উম্মু সালামা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এরূপ কি হয়ে থাকে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। পুরুষের বীর্য হলো গাঢ় সাদা এবং স্ত্রীলোকের বীর্য হলো পাতলা হলুদ রং বিশিষ্ট। সুতরাং এদের মাঝে যার বীর্য আগে স্খলিত হয়, সন্তান তার আকৃতি পায়।

٦٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ ، اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَنِ الْمَرْاَةِ تَرَى فِىْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ - لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتّٰى تُنْزِلَ - كَمَا اَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتّٰى يُنْزِلَ .

৬০২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ...... খাওলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যে পুরুষের মতই স্বপ্ন দেখে? তখন তিনি বললেন ঃ বীর্যপাত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব হয় না; যেমন পুরুষের বীর্যপাত না হলে গোসল করতে হয় না।

١٠٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِىْ غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের অপবিত্রতা থেকে গোসল করা

٦٠٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ . قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّىْ امْرَاَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَاْسِىْ فَاَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِىْ عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيْضِىْ عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ فَتَطْهُرِيْنَ - اَوْ قَالَ فَاِذَا اَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ

৬০৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি আমার চুলের খোঁপা খুব শক্ত করে বেঁধে থাকি। আমি কি জানাবাতের গোসল করার সময় তা খুলে ফেলবো? তখন তিনি বললেন ঃ বরং তুমি তোমার হাতে করে তিনবার মাথায় পানি ঢাললেই তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। এরপর তুমি তোমার সমস্ত মাথায় পানি ঢেলে দেবে এভাবে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে অথবা তিনি বলেছেন ঃ এরূপ করলে তুমি পাক হয়ে যাবে।

٦٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ - قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَاْمُرُ نِسَاءَهُ ، اِذَا اغْتَسَلْنَ اَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوْسَهُنَّ . فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هٰذَا - اَفَلاَ يَاْمُرُهُنَّ اَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوْسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ اَنَا وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) نَغْتَسِلُ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ ، فَلاَ اَزِيْدُ عَلَى اَنْ اُفْرِغَ عَلَى رَاْسِىْ ثَلاَثَ اِفْرَاغَاتٍ .

৬০৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... 'উবায়দ ইবন 'উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আয়েশা (রা)-এর কাছে খবর পৌঁছলো যে 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) তাঁর বিবিদের গোসলের সময় তাদের মাথার চুলের খোঁপা খুলে ফেলার জন্য নির্দেশ দেন। তখন তিনি বললেন ঃ 'আমর (রা)-এর এ কাজ আশ্চর্যজনক। সে তাঁর বিবিগণকে তাদের মাথা মুন্ডনের হুকুম দিচ্ছে না কেন? অবশ্যই আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) একই পাত্রের পানি থেকে গোসল করতাম। তখন আমি আমার হাতে পানি নিয়ে কেবলমাত্র তিনবার আমার মাথায় ঢালতাম।

١٠٩ - بَابُ الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কি স্থির পানিতে ডুব দেয়া যথেষ্ট?

٦٠٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيَّانِ. قَالاَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ. فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً.

৬০৫ আহমদ ইবন 'ঈসা ও হারমালা ইবন ইয়াহ্ইয়া মিসরী (র) ...... হিশাম ইবন যুহ্রা (রা)-এর মুক্ত গোলাম আবূ সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে অপবিত্রতার গোসল না করে। তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে সে কিরূপে গোসল করবে? হে আবূ হুরায়রা (রা)! তিনি বললেন ঃ কোন পাত্রে পানি তুলে গোসল করবে।

١١٠ - بَابُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ বীর্যপাতে গোসল ওয়াজিব হয়

٦٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالاَ: ثَنَا غُنْدَرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ. فَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ. فَقَالَ. لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟ قَالَ. نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ. إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ، فَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ. وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ.

৬০৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ...... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক আনসার ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে ডেকে পাঠান। সে যখন বেরিয়ে এলো, তখন তার মাথা থেকে পানি টপকাচ্ছিল। তখন তিনি বললেন ঃ সম্ভবত আমরা তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলেছি? সে বললো ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)। তিনি বললেন ঃ যখন তোমাকে তড়িঘড়ি ডাকা হবে এবং তোমার বীর্যপাত না হবে, তখন তোমার উপর গোসল ওয়াজিব নয়; বরং এরূপ অবস্থায় তুমি উযূ করে নেবে।

٦٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سُعَادٍ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

৬০৭ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ (র) .... আবূ আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব হয়।

١١١- بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وُجُوْبِ الْغُسْلِ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ ও নারীর লজ্জাস্থান মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব হয়

٦٠٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ - قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ - اَنْبَاَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ - اَنْبَاَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ : اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَاغْتَسَلْنَا .

৬০৮ 'আলী ইবন মুহাম্মদ তানাফিসী ও 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র).......... নবী (সা) এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন দুই বিপরীত লিঙ্গ পরস্পর মিলিত হবে, তখন গোসল ওয়াজিব হয়। আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ করেছি এবং এরপর আমরা গোসল করে নিয়েছি।

٦٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ - اَنْبَاَ يُوْنُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ - اَنْبَاَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، قَالَ : اِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلاَمِ ثُمَّ اُمِرْنَا بِالْغُسْلِ ، بَعْدُ .

৬০৯ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... উবাই ইবন কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইসলামের প্রথম যুগে বীর্যপাতের ফলে গোসল ওয়াজিব ছিল না। পরে আমাদের গোসলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

٦١٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ - اِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৬১০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর চার অঙ্গের মধ্যবর্তি স্থানে উপবিষ্ট হয় এবং তার সাথে সংগম করে, তখন গোসল ওয়াজিব হয়।

٦١١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ، اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৬১১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... শু'আয়ব (রা)-এর পিতার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন দুই বিপরীত লিঙ্গ পরস্পর মিলিত হয় এবং পুংলিঙ্গের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হয়, তখন গোসল ওয়াজিব হয়।

١١٢ - بَابُ مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلاً

অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নদোষের পর আর্দ্রতা দেখতে না পেলে

٦١٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِىِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ - اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَاَى بَلَلاً ، وَلَمْ يَرَ اَنَّهُ احْتَلَمَ ، اغْتَسَلَ وَاِذَا رَاَى اَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلاً ، فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ .

৬১২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)......... 'আয়েশা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যদি তোমাদের কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে আর্দ্রতা দেখে কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা তার মনে পড়ে না, সে গোসল করে নেবে। আর যদি কারো স্বপ্নদোষের কথা মনে পড়ে যায় কিন্তু সে কোন আর্দ্রতা দেখতে না পায়, তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়।

١١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের সময় পর্দা করার প্রসঙ্গে

٦١٣ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ ، وَ اَبُوْ حَفْصٍ ، عَمْرُو بْنُ عَلِىِّ الْفَلاَّسُ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى - قَالُوْا : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيْدِ - اَخْبَرَنِىْ مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ ، حَدَّثَنِىْ اَبُو السَّمْحِ ، قَالَ كُنْتُ اَخْدُمُ النَّبِىَّ (ص) فَكَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ - وَلِّنِىْ - فَاُوَلِّيْهِ قَفَاىَ ، وَاَنْشُرُ الثَّوْبَ فَاَسْتُرُهُ بِهِ .

৬১৩ 'আব্বাস ইবন 'আবদুল 'আযীম 'আম্বারী ও আবূ হাফস 'আমর ইবন 'আলী ফাল্লাস এবং মুজাহিদ ইবন মূসা (র)..... আবূ সামহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা) -এর খিদমত করতাম। তিনি যখন গোসলের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াও। তখন আমি তাঁর দিকে আমার পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াতাম এবং আমি কাপড় লম্বা করে তা দিয়ে তাঁর পর্দা করতাম।

٦١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ - اَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَوْفَلٍ ، اَنَّهُ قَالَ سَاَلْتُ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) سَبَّحَ فِىْ سَفَرٍ - فَلَمْ اَجِدْ اَحَدًا يُخْبِرُنِىْ حَتّٰى اَخْبَرَتْنِىْ اُمُّ هَانِىءٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ فَاَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ .

৬১৪ মুহাম্মদ ইবন রুমহ মিসরী (র)....... 'আবদুল্লাহ্ ইবন নাওফল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি অনেকের কাছে প্রশ্ন করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি সফরে থাকাকালীন সময়ে চাশতের সালাত

আদায় করতেন? কিন্তু এ সম্পর্কে অবহিত করার মত আমি কাউকে পেলাম না। অবশেষে উম্মু হানী বিনতে আবূ তালিব (রা) আমাকে অবহিত করেন যে, নবী (সা) মক্কা বিজয়ের দিন সেখানে আসার পর পর্দা করার জন্য নির্দেশ দেন। সেমতে তাঁর জন্য পর্দা করা হয়। তখন তিনি গোসল করেন এবং চাশতের আট রাক'আত সালাত আদায় করেন।

٦١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ - ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ اَبُوْ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ - ثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عِمَارَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) - لاَ يَغْتَسِلَنَّ اَحَدُكُمْ بِاَرْضِ فَلاَةٍ ، وَلاَ فَوْقَ سَطْحٍ لاَ يُوَارِيْهِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى ، فَاِنَّهُ يُرَى ـ

৬১৫ মুহাম্মদ ইবন 'উবায়দ ইবন সা'লাবা হিম্মানী (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন উন্মুক্ত ময়দানে কিংবা ছাদের উপরে গোসল না করে, যতক্ষণ না কোন জিনিস দিয়ে আড়াল করা হয়। যদিও সে দেখে না কিন্তু তাকে দেখা হয়।

١١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِىْ قَدْ عَدَّتْ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا قَبْلَ اَنْ يَسْتَمِرَّبِهَا الدَّمُ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোকের হায়যের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত নির্গত হওয়া প্রসঙ্গে

٦١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ - اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَشَكَتْ اِلَيْهِ الدَّمَ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِىْ اِذَا اَتَى قَرْءُكِ فَلاَ تُصَلِّىْ فَاِذَا مَرَّ الْقَرْءُ فَتَطَهَّرِىْ ، ثُمَّ صَلِّى مَا بَيْنَ الْقَرْءِ اِلَى الْقَرْءِ

৬১৬ মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র) ..... ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তাঁর নিকট ঋতুস্রাব সম্পর্কে অভিযোগ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ বস্তুত এ হলো এক প্রকার শিরাজনিত রোগ। সুতরাং তুমি লক্ষ্য রাখবে, যখন তোমার ঋতুস্রাব শুরু হবে, তখন সালাত আদায় করবে না। আর যখন ঋতুস্রাবের ইদ্দত পূর্ণ হবে, তখন তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। এরপর তুমি এক হায়য থেকে আরেক হায়য পর্যন্ত সময় সালাত আদায় করবে।

٦١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ - ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ

حُبَيْشٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) - فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَأَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ - اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ ؟ قَالَ - لاَ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ - وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ - فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ - وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّىْ - هٰذَا حَدِيْثُ وَكِيْعٍ .

৬১৭ 'আবদুল্লাহ্ ইবন জাররাহ্ ও আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা এবং আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আমি একজন মহিলা, যার রক্তস্রাব হতেই থাকে এবং আমি পবিত্র হই না। আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? তিনি বললেন ঃ না। বরং এটি হচ্ছে শিরাজনিত একটি রোগ এবং এ হায়যের রক্ত নয়। কাজেই যখন তোমার ঋতুস্রাব দেখা দেয়, তখন সালাত ছেড়ে দেবে। আর যখন ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তখন তুমি রক্ত ধুয়ে ফেলে সালাত আদায় করবে। এটা ওয়াকী' (র)-এর হাদীস।

٦١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - اِمْلاَهُ عَلَىَّ مِنْ كِتَابِهِ ، وَكَانَ السَّائِلُ غَيْرِى - اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ، قَالَتْ كُنْتُ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً طَوِيْلَةً - قَالَتْ فَجِئْتُ اِلَى النَّبِىِّ (ص) اَسْتَفْتِيْهِ وَاُخْبِرُهُ - قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ اُخْتِىْ زَيْنَبَ ، قَالَتْ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ لِىْ اِلَيْكَ حَاجَةً - قَالَ وَمَا هِىَ اَىْ هَنْتَاهُ ؟ قُلْتُ اِنِّىْ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً طَوِيْلَةً كَبِيْرَةً - وَقَدْ مَنَعَتْنِى الصَّلٰوةَ وَالصَّوْمَ - فَمَا تَأْمُرُنِىْ فِيْهَا ؟ قَالَ - اَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ ، فَاِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ - قُلْتُ : هُوَ اَكْثَرُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ .

৬১৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ...... উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্হাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার ইস্তিহাযার রক্ত দীর্ঘ দিন ধরে খুব বেশী নির্গত হতো। তিনি বলেন ঃ আমি এ ব্যাপারে ফতওয়ার জন্য নবী (সা)-এর কাছে এলাম এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। রাবী বলেন ঃ আমি তাঁকে আমার বোন যয়নাব (রা)-এর কাছে পেলাম। রাবী বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার কাছে আমার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন ঃ সেটি কি হে আমার প্রিয় শ্যালিকা। আমি বললাম ঃ আমার খুব বেশী পরিমাণে দীর্ঘ সময় ধরে ইস্তিহাযার রক্ত আসে, যা আমাকে সালাত ও সাওম থেকে বিরত রাখে। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি হুকুম করেন? তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে তুলার পট্টি ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা তা রক্ত প্রতিরোধক। আমি বললাম ঃ তা পরিমাণে খুব বেশী। এরপর তিনি শারীক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٦١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ : ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَاَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ (ص) قَالَتْ : اِنِّىْ اُسْتَحَاضُ

فَلاَ اَطْهُرُ ـ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ ؟ قَالَ ـ لاَ وَلٰكِنْ دَعِي قَدْرَ الْاَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِيْ كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ ـ

قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ ـ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ وَاسْتَذْفِرِيْ بِثَوْبٍ ، وَصَلِّيْ

৬১৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)............ উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক মহিলা নবী (সা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি ইস্তিহাযার রোগী, কখনো পবিত্র হই না। আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? তিনি বললেন ঃ না। বরং যে দিন ও রাতগুলোতে তুমি হায়য অবস্থায় থাক, সে সময় সালাত ছেড়ে দেবে। আবূ বকর (র) তাঁর হাদীসে বলেন ঃ প্রতি মাসের ঋতুকালীন সময়ের দিনগুলো নির্ধারণ কর, এরপর গোসল করে কাপড়ের পট্টি বেঁধে সালাত আদায় কর।

٦٢٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِيْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّيْ امْرَأَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ ـ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ ؟ قَالَ ـ لاَ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ـ اِجْتَنِبِي الصَّلاَةَ اَيَّامَ مَحِيْضِكِ ـ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ ـ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ ـ

৬২০ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ (রা) নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি এমন এক মহিলা যার ইস্তিহাযা লেগেই থাকে এবং কখনো পবিত্র হই না। আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? তিনি বললেন ঃ না। বরং এতো এক প্রকার শিরাজনিত রোগ, এ হায়যের রক্ত নয়। তুমি তোমার হায়যের ইদ্দতকালীন সময়ে সালাত থেকে বিরত থাকবে। এরপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করে নেবে যদিও সালাতের পাটিতে রক্ত ঝরে পড়ে।

٦٢١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَاِسْمَاعِيْلُ ابْنُ مُوْسٰى ـ قَالاَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ ـ الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ـ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ـ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّي ـ

৬২১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও ইসমা'ঈল ইবন মূসা (র)....... সাবিত (রা)-এর পিতার সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইস্তিহাযাগ্রস্থ (স্রাবজনিত রোগাক্রান্ত) মহিলা তার হায়যের ইদ্দতকালীন সময়ে সালাত ছেড়ে দেবে। এরপর সে গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করবে। আর সাওম পালন করবে এবং সালাত আদায় করবে।

١١٥ . بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যদি ইস্তিহাযা ও হায়যের সংমিশ্রণ ঘটে, তবে সে স্ত্রীলোক হায়যের ইদ্দতের উপর স্থির থাকবে না

٦٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ـ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ـ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ـ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ ، سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) ـ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) ـ إِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ـ وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلٰوةَ ـ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ـ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ـ ثُمَّ تُصَلِّي ، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُوا الْمَاءَ ـ

৬২২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) .... নবী (সা)-এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্হাশ (রা)-এর ইস্তিহাযা হলো। তিনি সাত বছর তাঁর স্ত্রীত্বে ছিলেন। তিনি নবী (সা)-এর কাছে এসে অভিযোগ করেন। তখন নবী (সা) বললেন ঃ এটা হায়যের রক্ত নয় বরং তা একটি শিরাজনিত রোগ। যখন হায়য শুরু হবে, তখন তুমি সালাত ছেড়ে দেবে। আর যখন হায়যের রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে, তখন গোসল করে সালাত আদায় করবে। 'আয়েশা (রা.) বলেন ঃ এরপর তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন এবং সালাত আদায় করতেন। আর তিনি তাঁর বোন যয়নাব বিনতে জাহ্হাশ (রা)-এর পানির পাত্রে বসতেন, এমন কি রক্তের লাল আভা পানির উপরে এসে যেতো।

١١٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتَدَأَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ সেই কুমারী মেয়ের বর্ণনা, যার প্রথমেই ইস্তিহাযা এসেছে অথবা যে হায়যের ইদ্দতের কথা ভুলে গেছে

٦٢٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ـ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ، أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) فَأَتَتْ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) فَقَالَتْ : إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً ـ قَالَ لَهَا ـ احْتَشِي كُرْسُفًا ـ قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ ـ إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا ـ قَالَ ـ تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي

فِىْ كُلِّ شَهْرٍ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ - ثُمَّ اغْتَسِلِىْ غُسْلًا ، فَصَلِّىْ وَصُوْمِىْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِيْنَ ، اَوْ اَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ وَاَخِّرِىْ الظُّهْرَ وَقَدِّمِىْ الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِىْ لَهُمَا غُسْلًا - وَاَخِّرِىْ الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِى الْعِشَاءَ - وَاغْتَسِلِىْ لَهُمَا غُسْلًا ، وَهٰذَا اَحَبُّ الْاَمْرَيْنِ اِلَىَّ .

৬২৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ((র) .... হামনা বিনতে জাহ্হাশ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় তাঁর ইস্তিহাযা শুরু হয়েছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ আমার খুব বেশী পরিমাণে হায়যের রক্ত আসে। তিনি তাঁকে বললেন ঃ তুমি কুরসুপ (তুলা) ব্যবহার কর। রাবী হামনা তাঁকে বললেন ঃ তা খুবই বেশী। আমার সারাক্ষণই স্রাব হতে থাকে। তিনি বললেন ঃ তাহলে স্রাব নির্গত স্থানে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নেবে এবং প্রত্যেক মাসে ছয় কি সাতদিন হায়যের ইদ্দত গণ্য করবে। এরপর গোসল করে সাওম ও সালাত আদায় করবে ২৩ দিন কি ২৪ দিন। যুহরের সালাত বিলম্বে আদায় করবে এবং 'আসরের সালাত জলদি আদায় করবে। আর এই সালাতদ্বয়ের জন্য একবার গোসল করে নেবে। আর মাগরিবের সালাত বিলম্বে আদায় করবে এবং 'ঈশার সালাত জলদি আদায় করবে এবং এ সালাতদ্বয়ের জন্য একবার গোসল করবে। এই পন্থা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

١١٧ - بَابٌ فِى مَا جَاءَ فِىْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে হায়যের রক্ত লেগে যাওয়া প্রসঙ্গে

٦٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ اَبِىْ الْمِقْدَامِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ : سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ - قَالَ اغْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ - وَحُكِّيْهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ .

৬২৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).............. উম্মু কায়স বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাপড়ে হায়যের রক্ত লেগে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি তা পানি ও বরইপাতা দিয়ে ধুয়ে নাও এবং তা খুঁচিয়ে পরিষ্কার কর, যদিও তা কাঠি দিয়ে করতে হয়।

٦٢٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ - عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُوْنُ فِى الثَّوْبِ قَالَ - اقْرُصِيْهِ وَاغْسِلِيْهِ وَصَلِّىْ فِيْهِ .

৬২৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ যদি কাপড়ে হায়যের রক্ত লেগে যায় (তাহলে কি করতে হবে)? তিনি বললেন ঃ সেটি রগড়িয়ে নেবে, এরপর ধুয়ে ফেলবে, তারপর তাতেই সালাত আদায় করবে।

٦٢٦ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ـ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) : أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَ تَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ، ثُمَّ تُصَلِّيْ فِيهِ .

৬২৬ হারমালা ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... নবী (সা) এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন আমাদের কারো হায়য শুরু হতো, তখন তার হায়যের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে তার কাপড় থেকে রক্ত খুঁচিয়ে তুলে ফেলে, তার পরে তা ধুয়ে নিত এবং সব কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দিত। এরপর এতেই সালাত আদায় করত।

١١٨ ـ بَابُ الْحَائِضِ لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলা সালাতের কাযা আদায় করবে না

٦٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا - أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلٰوةَ ؟ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) ثُمَّ نَطْهُرُ وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلٰوةِ .

৬২৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা জনৈকা মহিলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো যে, ঋতুবতী মহিলা কি সালাতের কাযা আদায় করবে ? 'আয়েশা (রা) তাকে বললেন ঃ তুমি কি হারুরীয়া (খারিজী) ? নবী (সা)-এর জীবদ্দশায় আমাদের হায়য হতো, এরপর আমরা পবিত্র হতাম, কিন্তু তিনি আমাদের সালাতের কাযা আদায় করার হুকুম দিতেন না।

١١٩ ـ بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলার মসজিদ থেকে কোন কিছু নেওয়া প্রসঙ্গে

٦٢٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ـ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) ـ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ ـ فَقَالَ لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ ـ

৬২৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন ঃ তুমি মসজিদ থেকে আমার জন্য চাটাইখানি আন। তখন আমি বললাম ঃ আমি তো ঋতুবতী। তিনি বললেন ঃ তোমার হায়যের রক্ত তো তোমার হাতে নেই।

٦٢٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ - قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ ، كَانَ النَّبِيُّ (ص) يُدْنِيْ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ ، تَعْنِيْ مُعْتَكِفًا ، فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ .

৬২৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) তাঁর মাথা আমার দিকে এগিয়ে দিতেন, অথচ তখন আমি ঋতুবতী থাকতাম। তিনি এ সময় মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় থাকতেন, আর আমি তাঁর মাথা ধুয়ে চুল আঁচড়িয়ে দিতাম।

٦٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَضَعُ رَأْسَهُ فِيْ حِجْرِيْ وَأَنَا حَائِضٌ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ .

৬৩০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ঋতুবতী অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

١٢٠ - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলার সাথে তার স্বামীর আচরণ প্রসঙ্গে

٦٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ - ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ - ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا ، إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، أَمَرَهَا النَّبِيُّ (ص) أَنْ تَأْتَزِرَ فِيْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا - وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟

৬৩১ 'আবদুল্লাহ ইবন জাররাহ, আবূ সালামা ইয়াহইয়া ইবন খালাফ ও আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন ঃ যখন আমাদের কারো ঋতুস্রাব শুরু হতো, তখন নবী (সা) তাকে তার ঋতুস্রাব নির্গত হওয়ার স্থানে ইযার বাঁধার নির্দেশ দিতেন। এরপর তিনি তাঁর সাথে একত্রে শয়ন করতেন। আর তোমাদের মাঝে এমন কে আছে, যে তার প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে পারে, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে সক্ষম ছিলেন?

٦٣٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ إِحْدَانَا ، إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ (ص) أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

৬৩২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের কেউ ঋতুবতী হলে নবী (সা) তাকে তার (লাজ্জাস্থানে) ইযার বাঁধার নির্দেশ দিতেন। এরপর তিনি তাঁর সাথে একত্রে শয়ন করতেন।

٦٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ لِحَافِهِ ـ فَوَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ ـ فَانْسَلَلْتُ مِنَ اللِّحَافِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنَفِسْتِ ؟ قُلْتُ : وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ قَالَ ذٰلِكَ مَا كَتَبَ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ ـ قَالَتْ فَانْسَلَلْتُ ـ فَاَصْلَحْتُ مِنْ شَاْنِيْ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) تَعَالِيْ فَادْخُلِيْ مَعِيْ فِي اللِّحَافِ ، قَالَتْ : فَدَخَلْتُ مَعَهُ .

৬৩৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে তাঁর লেপের ভিতর অবস্থান করছিলাম, এ সময় আমি আমার হায়য শুরু হয়েছে বুঝতে পেরে লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তুমি কি ঋতুবতী হয়েছ ? আমি বললাম ঃ নারীদের যেরূপ হায়য হয়, আমিও সেরূপ অনুভব করছি। তিনি বললেন ঃ এটা তো এমন জিনিস, যা আল্লাহ্ আদম (আ)-এর কন্যা সন্তানের জন্য নির্ধারণ করেছেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন ঃ আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং নিজের অবস্থা ঠিক করে নিলাম, এরপর ফিরে আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন ঃ এসো এবং আমার সঙ্গে লেপের ভিতরে থাক। তিনি বললেন ঃ এরপর আমি তাঁর নিকট গেলাম।

٦٣٤ حَدَّثَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ عَمْرٍو ـ ثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ سَاَلْتُهَا : كَيْفَ كُنْتِ تَصْنَعِيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِي الْحَيْضَةِ ؟ قَالَتْ : كَانَتْ اِحْدَانَا ، فِيْ فَوْرِهَا اَوَّلَ مَا تَحِيْضُ ، تَشُدُّ عَلَيْهَا اِزَارًا اِلٰى اَنْصَافِ فَخِذَيْهَا ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) .

৬৩৪ খলীল ইবন 'আমর (র) ... মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তুমি ঋতুবতী থাকাকালীন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে কিরূপ করতে ? তিনি বলেন ঃ আমাদের কারো হায়য শুরু হলে, তখনই তিনি তাঁর ইযার দুই রানের মাঝখানে বেঁধে নিতেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সংগে শুয়ে পড়তেন।

١٢١ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ اِتْيَانِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সংগে সহবাস করা নিষিদ্ধ

٦٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ـ قَالاَ : ثَنَا وَكِيعٌ ـ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْاَثْرَمِ ، عَنْ اَبِيْ تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَتَى حَائِضًا ، اَوِ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ .

৬৩৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (রা) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করে অথবা জ্যোতিষীর কাছে যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে। সে অবশ্যই মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নাযিলকৃত জিনিসকে (আল্লাহ্‌র কিতাবকে) অস্বীকার করলো।

١٢٢ ـ بَابُ فِيْ كَفَّارَةِ مَنْ اَتَى حَائِضًا

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার কাফফারা

٦٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) فِي الَّذِيْ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ـ وَهِيَ حَائِضٌ : قَالَ ـ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ .

৬৩৬ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে, সে যেন এক দীনার কিংবা অর্ধ দীনার সদকা করে দেয়।

١٢٣ – بَابُ فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলার গোসলের পদ্ধতি

٦٣٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ـ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَهَا ، وَكَانَتْ حَائِضًا ـ انْقُضِيْ شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِيْ ـ قَالَ عَلِيٌّ فِيْ حَدِيْثِهِ ـ انْقُضِيْ رَأْسَكِ .

৬৩৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) তাঁকে ঋতুবতী থাকাকালীন সময়ে বললেন ঃ তুমি তোমার চুলের গোছা খুলে নাও এবং গোসল কর। 'আলী (রা) তাঁর হাদীসে 'তোমার মাথা খুলে ফেল' বর্ণনা করেছেন।

٦٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ـ قَالَ ، سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ـ اَنَّ اَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيْضِ ، فَقَالَ ـ تَأْخُذُ اِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا فَتَطَهَّرُ ، فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ، اَوْ تَبْلُغُ فِى الطُّهُوْرِ ـ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيْدًا ، حَتّٰى تَبْلُغَ شُئُوْنَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ـ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرِى بِهَا ، قَالَتْ اَسْمَاءُ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ قَالَ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِى بِهَا ـ قَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِى ذٰلِكَ ـ تَتَبَّعِى بِهَا اَثَرَ الدَّمِ ـ قَالَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ـ فَقَالَ ـ تَأْخُذُ اِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطَهَّرُ ، فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ اَوْ تَبْلُغُ فِى الطُّهُوْرِ ـ حَتّٰى تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتّٰى تَبْلُغَ شُئُوْنَ رَأْسِهَا ـ ثُمَّ تُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا ـ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ ! لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ اَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِى الدِّيْنِ

৬৩৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)............... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে হায়যের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ পানি ও বরইপাতা দিয়ে উত্তমরূপে অথবা (তিনি বলেছেন ঃ) পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। এরপর মাথায় পানি ঢালবে এবং ভাল করে মর্দন করে নিবে, যেন চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে। এরপর সে পানি ঢেলে দেবে, তারপর এক টুকরা সুগন্ধিযুক্ত কাপড় অথবা তুলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা (রা) বললেন ঃ আমি তা দিয়ে কিরূপে পবিত্রতা অর্জন করবো ? তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! তা দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করবে। তখন 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ তুমি এ দিয়ে রক্তের চিহ্ন মুছে ফেলবে। আসমা (রা) বলেন ঃ এরপর আমি তাঁকে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ কেউ গোসলের পানি নিয়ে উত্তমরূপে অথবা (তিনি বলেছেন ঃ) পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতা হাসিল করবে। অবশেষে সে তার মাথায় পানি ঢেলে দেবে এবং ভাল করে মর্দন করবে, যেন চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর সে তার সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দেবে। তখন 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ আনসার মহিলারা কতই না ভাল! ধর্মীয় ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করতে লজ্জা তাদের বিরত রাখে না।

١٢٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِىْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলার সাথে পানাহার করা এবং তার উচ্ছিষ্ট প্রসংগে

٦٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ـ قَالَتْ ، كُنْتُ اَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَاَنَا حَائِضٌ ـ فَيَأْخُذُهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِىْ وَاَشْرَبُ مِنَ الْاِنَاءِ فَيَأْخُذُهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِىْ وَاَنَا حَائِضٌ ـ

৬৩৯ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড় চুষতাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তা নিয়ে তাঁর মুখ সেখানে রাখতেন যেখানে আমার মুখ থাকতো। আর আমি ঋতুবতী থাকাকালে যে পাত্রে পানি পান করতাম, রাসূলুল্লাহ (সা) তা নিতেন এবং মুখ সেখানে রাখতেন, যেখানে আমার মুখ থাকতো।

٦٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ـ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا لاَ يَجْلِسُونَ مَعَ الْحَائِضِ فِي بَيْتٍ وَلاَ يَأْكُلُونَ وَلاَ يَشْرَبُونَ ـ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الْجِمَاعَ .

৬৪০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহুদীরা ঋতুবতী মহিলাদের সাথে এক ঘরে উঠাবসা ও পানাহার করত না। রাবী বলেন ঃ তখন নবী (সা)-এর কাছে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। এ সময়ে আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

"লোকে আপনাকে রক্তস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, 'তা অশুচি। তাই তোমরা রজঃস্রাবকালীন সময়ে স্ত্রী-সংগ বর্জন করবে। (২ ঃ ২২২) তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা তাদের সাথে সঙ্গম ব্যতীত আর সব কিছুই করতে পারবে।

١٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলার মসজিদে প্রবেশ না করা

٦٤١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ ابْنِ يَحْيَى ـ قَالاَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ـ ثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ مَحْدُوجٍ الذُّهْلِيِّ عَنْ جَسْرَةَ : قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ ـ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ ـ إِنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلاَ لِحَائِضٍ .

৬৪১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (রা)......... জাসরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উম্মু সালামা (রা) আমাকে এরূপ অবহিত করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদের বারান্দায় প্রবেশ করে উচ্চকণ্ঠে এরূপ ঘোষণা দেন যে, জুনুবী (অপবিত্র ব্যক্তি) এবং ঋতুবতী মহিলার মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নয়।

١٢٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হওয়ার পরে হলদে ও মেটে রং-এর স্রাব দেখলে

٦٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ ، أَنَّهَا أُخْبِرَتْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ ـ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى يُرِيدُ بَعْدَ الطُّهْرِ بَعْدَ الْغُسْلِ ـ

৬৪২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঐ মহিলা, যে পবিত্র হওয়ার পরে স্রাব তাকে সন্দেহে ফেলে, তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ (তা হায়য নয়), বরং তা শিরাজনিত রোগ, কিংবা শিরাসমূহ বাহিত রোগ।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) বলেন ঃ বর্ণিত হাদীসে بَعْدَ الطُّهْرِ অর্থাৎ 'পবিত্রতার পরে' দ্বারা بَعْدَ الْغُسْلِ 'গোসলের পর' বুঝানো হয়েছে।

٦٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : لَمْ نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا ـ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ـ ثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا ،

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وُهَيْبٌ أَوْلاَهُمَا ، عِنْدَنَا بِهٰذَا

৬৪৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র),..... উম্মু 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা হলদে মেটে রং-এর স্রাব দেখলে এতে কিছুই মনে করতাম না।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)........ উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হলদে এবং মেটে রং এর স্রাবকে হায়যের মধ্যে গণ্য করতাম না।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমাদের কাছে এটাই গ্রহণযোগ্য।

١٢٧ ـ بَابُ النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ

অনুচ্ছেদ ঃ নিফাসওয়ালী মহিলাদের ইদ্দত প্রসংগে

٦٤٤ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ـ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ .

৬৪৪ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র) ... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় নিফাসওয়ালী মহিলারা চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। আর আমরা এই সময়ে আমাদের মুখমণ্ডলে ওয়ারস[১] ব্যবহার করতাম।

٦٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ - ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ سَلاَمِ بْنِ سَلِيْمٍ ، اَوْ سَلْمَةَ - شَكَّ اَبُو الْحَسَنِ وَاَظُنُّهُ هُوَ اَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا - اِلاَّ اَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذٰلِكَ -

৬৪৫ 'আবদুল্লাহ ইবন সা'য়ীদ (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নিফাসওয়ালী মহিলাদের মুদ্দত (উর্ধ্বে) চল্লিশ দিন নির্ধারণ করতেন। তবে এর আগে যদি সে পবিত্র হয়, তা আলাদা ব্যাপার।

١٢٨ - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা প্রসংগে

٦٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ - ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ ، اِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ اَمَرَهُ النَّبِيُّ (ص) اَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ .

৬৪৬ 'আবদুল্লাহ ইবন জাররাহ (র) ... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করতো, তখন নবী (সা) তাকে অর্ধ দীনার সদকা করার নির্দেশ দিতেন।

١٢٩ - بَابُ فِيْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পানাহার করা

٦٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ - فَقَالَ - وَاكِلْهَا

৬৪৭ আবূ বিশ্‌র বকর ইবন খালাফ (র) ... 'আবদুল্লাহ ইবন সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পানাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি তার সাথে একত্রে পানাহার কর।

١٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ اَنْ يُصَلِّيَ

অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে

٦٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - اَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) - اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ ، وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ .

১. হলুদ রংয়ের এক প্রকার ঘাস, যা ব্যবহারে মুখের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

৬৪৮ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ...... 'আবদুল্লাহ্ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কারো পায়খানার বেগ হয়, আর সালাতের ইকামত হতে থাকে, এমতাবস্থায় প্রথমে পায়খানার কাজ সেরে নেবে।

٦٤٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ ـ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ـ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ السَّفْرِ ابْنِ نُسَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ ـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) نَهٰى اَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ ـ

৬৪৯ বিশর ইবন আদম (র) ...... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

٦٥٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ، عَنْ اِدْرِيْسَ الْاَزْدِىِّ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ لَا يَقُوْمُ اَحَدُكُمْ ، اِلَى الصَّلٰوةِ وَبِهِ اَذًى ـ

৬৫০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কষ্ট অর্থাৎ পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে সালাতে না দাঁড়ায়।

٦٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى الْحِمْصِىُّ ـ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِىْ حَىٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّهُ قَالَ ـ لَا يَقُوْمُ اَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ ـ

৬৫১ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্ফা হিমসী (র) ...... সাওবান (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন মুসলমান যেন পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে সালাতে না দাঁড়ায়, যতক্ষণ না সে হাল্কা হয়।

١٣١ ـ بَابُ فِى الصَّلٰوةِ فِىْ ثَوْبِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ ঃ হায়যের কাপড়ে সালাত আদায় করা

٦٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى ـ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّىْ وَاَنَا اِلٰى جَنْبِهِ ، وَاَنَا حَائِضٌ ـ وَعَلَىَّ مِرْطٌ لِىْ ـ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ ـ

৬৫২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত আদায় করতেন, সে সময় আমি ঋতুবতী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পাশে এমনভাবে অবস্থান করতাম যে, আমার গায়ের পশমী চাদরের কিছু অংশ তাঁর উপর থাকত।

٦٥٣ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ـ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ـ ثَنَا الشَّيْبَانِىُّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ ـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) صَلّٰى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ ـ عَلَيْهِ بَعْضُهُ ، وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ وَهِىَ حَائِضٌ

৬৫৩ সাহল ইবন আবূ সাহল (র) ... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত আদায় করেন, তখন তাঁর শরীরের উপর ছিল একটি রেশমী চাদর। যার একাংশ তাঁর গায়ে এবং অপরাংশ মায়মূনার উপর ছিল, অথচ সে সময় তিনি ঋতুবতী ছিলেন।

١٣٢ - بَابُ اِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ اِلاَّ بِخِمَارٍ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা ওড়না পরিধান করে সালাত আদায় করবে

٦٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَعَلِىُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) دَخَلَ عَلَيْهَا فَاخْتَبَاَتْ مَوْلاَةٌ لَهَا - فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) حَاضَتْ ؟ فَقَالَتْ - نَعَمْ - فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ ، فَقَالَ - اخْتَمِرِى بِهٰذَا .

৬৫৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী (সা) তাঁর নিকট আসেন। তখন তাঁর গৃহপরিচারিকা (তাঁকে দেখে) পর্দার আড়ালে চলে গেল। তখন নবী (সা) বললেন ঃ সে কি প্রাপ্তবয়স্কা ? 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁর পাগড়ী থেকে এক টুকরা ছিঁড়ে তাকে দিয়ে বললেন ঃ এটা দিয়ে তুমি তোমার মাথা ঢেকে নাও।

٦٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ وَاَبُو النُّعْمَانِ ، قَالاَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ - لاَ تَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ حَائِضٍ اِلاَّ بِخِمَارٍ .

৬৫৫ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... 'আয়েশা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার সালাত ওড়না পরা ব্যতিরেকে কবূল করেন না।

١٣٣ - بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী নারীর মেহেদি লাগানো

٦٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا حَجَّاجٌ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ - ثَنَا اَيُّوْبُ ، عَنْ مُعَاذَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ ؟ فَقَالَتْ : قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ (ص) وَنَحْنُ تَخْتَضِبُ - فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ .

৬৫৬ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... মু'আযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈকা মহিলা 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ ঋতুবতী নারী কি মেহেদি লাগাতে পারে ? তিনি বললেন ঃ আমরা নবী (সা)-এর কাছে থাকাকালীন সময়ে মেহেদি লাগাতাম। তিনি আমাদের এ থেকে নিষেধ করেননি।

١٢٤ - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ পট্টির উপর মাসেহ করা

٦٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانِ الْبَلْخِيُّ - ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - اَنْبَأَنَا اِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ ، قَالَ انْكَسَرَتْ اِحْدَى زَنْدَيَّ - فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ (ص) فَأَمَرَنِيْ اَنْ اَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ .

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ - اَنْبَأَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ .

৬৫৭ মুহাম্মদ ইবন আবান বালখী (র) ... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার বাহুর একটি হাড় ভেংগে গেল। তখন আমি নবী (সা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে পট্টির উপর মাসেহ করার নির্দেশ দেন।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) ... 'আবদুর রাযযাক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٢٥ - بَابُ اللُّعَابِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে থুথু লেগে যাওয়া

٦٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ ، وَلُعَابُهُ يَسِيْلُ عَلَيْهِ .

৬৫৮ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি হুসায়ন ইবন 'আলী (রা)-কে কাঁধে করে বহন করছেন এবং তাঁর মুখের লালা নবী (সা)-এর শরীর বেয়ে পড়ছে।

١٢٦ - بَابُ الْمَجِّ فِى الْاِنَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রের পানিতে মুখের লালা পড়লে, সে সম্পর্কে

٦٥٩ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ - ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ - ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) اُتِيَ بِدَلْوٍ فَمَضْمَضَ مِنْهُ فَمَجَّ فِيْهِ مِسْكًا اَوْ اَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ - وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنَ الدَّلْوِ .

৬৫৯ সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ ও মুহাম্মদ ইবন উসমান ইবন কারামা (র) ... ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি দেখলাম যে, নবী (সা)-এর কাছে এক বালতি পানি আনা হলো। তিনি তা থেকে কুলি করলেন এবং তাতে মিশকের ন্যায় মুখের লালা নিক্ষেপ করলেন অথবা তা ছিল মৃগনাভীর চাইতেও সুগন্ধী আর নাকের কফ বালতির বাইরে ঝেড়েছিলেন।

٦٦٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ ـ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِىْ دَلْوٍ مِنْ بِئْرٍ لَهُمْ ـ

৬৬০ আবূ মারওয়ান (র) ... মাহমূদ ইবন রবী' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাদের কূয়ার বালতি থেকে যে বালতিতে রাসূলুল্লাহ (সা) মুখের লালা নিক্ষেপ করেছিলেন, সেটি তুলে রেখেছিলেন।

١٣٧ ـ بَابُ النَّهْىِ اَنْ يُرٰى عَوْرَةَ اَخِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ অপরের লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো নিষিদ্ধ

٦٦١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ـ ثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ ـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ ـ لاَ تَنْظُرِ الْمَرْاَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْاَةِ ، وَلاَ يَنْظُرِ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ـ

৬৬১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কোন মহিলা যেন অপর মহিলার লজ্জাস্থানের দিকে নজর না করে। অনুরূপভাবে, কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত না করে।

٦٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ مُوْسٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ مَا نَظَرْتُ اَوْ مَا رَاَيْتُ فَرْجَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَطُّ ـ

قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : كَانَ اَبُوْ نُعَيْمٍ يَقُوْلُ عَنْ مَوْلاَةٍ لِعَائِشَةَ ـ

৬৬২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিনি বা দেখিনি।

আবূ বকর (র) বলেন ঃ আবূ নু'আয়ম বলতেন ঃ রেওয়ায়েতটি 'আয়েশা (রা)-এর দাসী থেকে বর্ণিত।

١٣٨ - بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাবাতের গোসলে শরীরের কোন অংশে পানি না পৌঁছালে যা করতে হবে

٦٦٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ - قَالاَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ - أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ أَبِيْ عَلِيِّ الرَّحْبِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ النَّبِيَّ (ص) اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ - فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ - فَقَالَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَّهَا عَلَيْهَا .

قَالَ إِسْحَاقُ ، فِيْ حَدِيْثِهِ : فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا .

৬৬৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইবন মানসূর (র) ... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সা) জানাবাতের গোসল করলেন, এরপর দেখতে পেলেন যে, তাঁর শরীরের এক স্থানে পানি পৌঁছায়নি। এরপর তিনি এক আঁজলা পানি আনিয়ে সে স্থানটি ভিজালেন।

ইসহাক (র) তাঁর হাদীসে বলেছেন ঃ "তিনি তাঁর কেশদাম ভিজালেন"।

٦٦٤ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ - ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ : إِنِّيْ اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَكَ .

৬৬৪ সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ (র) ... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি নবী (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ আমি জানাবাতের গোসল করে ফজরের সালাত আদায় করেছি। এরপর আমি সকালবেলা দেখতে পেলাম যে, এক নখ পরিমাণ স্থানে পানি পৌঁছেনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ যদি তুমি সে স্থান তোমার হাত দিয়ে মাসেহ করে নিতে, তবে তা যথেষ্ট হতো।

١٣٩ - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূর মধ্যে কোন স্থানে পানি না পৌঁছলে

٦٦٥ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ - ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ (ص) وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ .

৬৬৫ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সা) -এর কাছে এসে বললো ঃ সে উযু করেছে এবং নখ পরিমাণ স্থান ছেড়ে দিয়েছে, যেখানে পানি পৌঁছেনি। তখন নবী (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে উযূ কর।

٦٦٦ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ـ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ـ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ـ قَالَا : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ قَالَ رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ ـ فَاَمَرَهُ اَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ قَالَ فَرَجَعَ .

৬৬৬ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া ও ইবন হুমায়দ (র) ... 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক ব্যক্তিকে উযূ করার সময়, তার পায়ের এক নখ পরিমাণ জায়গা ছেড়ে ছিল, যা শুকনো ছিল, তাকে পুনরায় উযূ করার এবং সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন। রাবী বলেন ঃ তখন সে ব্যক্তি পুনরায় উযূ করে সালাত আদায় করে।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

অধ্যায় ঃ সালাত

١. اَبْوَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের ওয়াক্তসমূহ

٦٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ـ قَالاَ : ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الاَزْرَقُ ـ اَنْبَاَ سُفْيَانُ ـ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ ـ ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ ـ فَقَالَ ـ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ ـ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ ـ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ـ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ـ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ ـ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِيْ ، اَمَرَهُ فَاَذَّنَ الظُّهْرَ فَاَبْرَدَ بِهَا ـ وَاَنْعَمَ اَنْ يُبْرِدَبِهَا ـ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اٰخِرُهَا فَوْقَ الَّذِيْ كَانَ ـ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، قَبْلَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ ـ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ـ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاَسْفَرَبِهَا ـ ثُمَّ قَالَ ـ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : اَنَا ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ ـ وَقْتُ صَلٰوتِكُمْ بَيْنَ مَا رَاَيْتُمْ .

৬৬৭ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ ও আহমদ ইবন সিনান এবং আলী ইবন মায়মূন রাক্কী (র) ... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি নবী (সা)-এর কাছে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি আমাদের সংগে এই দুই দিন সালাত আদায় করবে।

এরপর যখন সূর্য ঢলে পড়লো, তখন তিনি বিলাল (রা)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন এরপর তিনি তাঁকে ইকামতের নির্দেশ দেন এবং যুহরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি তাঁকে 'আসরের সালাতের আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং 'আসরের সালাত আদায় করেন আর এ সময় সূর্য অনেক উপরে, সাদা, পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল ছিল। এরপর তিনি তাঁকে মাগরিবের আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং সূর্যাস্তের পরে মাগরিবের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি তাঁকে 'ইশার আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং পশ্চিমাকাশের সাদা আভা অদৃশ্য হওয়ার পর 'ইশার সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি তাঁকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং সুবহে সাদিকে আভা উদিত হওয়ার পরে ফজরের সালাত আদায় করেন।

দ্বিতীয় দিন তিনি বিলাল (রা)-কে আযানের নির্দেশ দিলে তিনি যুহরের আযান দেন এবং নবী (সা) বিলম্বে যুহরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি 'আসরের সালাত আদায় করেন। সে সময় সূর্য উপরে ছিল। তবে প্রথম দিনের তুলনায় একটু বেশি ঢলে পড়েছিল। এরপর তিনি পশ্চিম আকাশের শুভ্র

আভা অদৃশ্য হওয়ার আগে মাগরিবের সালাত আদায় করেন। আর রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পরে 'ইশার সালাত আদায় করেন এবং তিনি পূর্বাকাশ পরিষ্কার হওয়ার পর ফজরের সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি বললেন ঃ সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায় ? তখন লোকটি বললো ঃ এই যে আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তিনি বললেন ঃ তুমি যেভাবে দেখতে পেলে, সালাতের ওয়াক্তসমূহ এর মধ্যবর্তী সময়ে অবস্থিত।

٦٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ - أَنْبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ - أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى مَيَاثِرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ - وَمَعَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ - فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئًا - فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ : أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ : قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَامَسْعُودٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ - ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ - ثُمَّ صَلَّيْتُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ - يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ .

৬৬৮ মুহাম্মদ ইবন রুমহ মিসরী (র) ... ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। 'উমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর আমলে, তিনি মদীনার আমীর থাকাকালীন সময়ে, একদা তিনি তাঁর গদীতে বসা ছিলেন। এ সময় 'উরওয়া ইবন যুবায়র (র) তাঁর সংগে ছিলেন। তখন 'উমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (র) 'আসরের সালাত আদায়ে কিছুটা বিলম্ব করলে 'উরওয়া (রা) তাঁকে বললেন ঃ জিবরাঈল (আ) অবতরণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইমাম হিসেবে সালাত আদায় করেন। তখন 'উমর (র) তাঁকে বললেন ঃ হে 'উরওয়া! আপনি যা বলছেন, তা আমি জানি। তিনি বললেন ঃ আমি বাশীর ইবন মাস'উদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবূ মাস'ঊদ (রা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ (তিনি বলেন ঃ) আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ জিবরাঈল (আ) নাযিল হয়ে আমার ইমামতি করলেন। এরপর আমি তাঁর সংগে সালাত আদায় করলাম। অতঃপর আমি তাঁর সংগে সালাত আদায় করি। এরপর আমি তাঁর সংগে সালাত আদায় করি। তারপর আমি তাঁর সংগে সালাত আদায় করি। এভাবে তিনি তাঁর অঙ্গুলী দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গণনা করেন।

٢ - بَابُ وَقْتِ صَلَوةِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাতের ওয়াক্ত

٦٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) صَلَوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ فَلَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ - تَعْنِي مِنَ الْغَلَسِ .

৬৬৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা মুমিন মহিলারা নবী (সা)-এর সংগে ফজরের সালাত আদায় করতাম। এরপর মহিলারা তাদের ঘরে ফিরে যেত। আবছা আঁধার থাকার দরুন তাদের কেউ চিনতে পারতো না।

٦٧٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ. ثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) (وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) قَالَ. تَشْهَدُهُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

৬৭০ 'উবায়দ ইবন আসবাত ইবন মুহাম্মদ কুরাশী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত (তিলাওয়াত করলেন) ঃ

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

এবং ফজরের সালাত কায়েম করবে'। কেননা ফজরের সালাত বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। (১৭ ঃ ৭৮)। নবী (সা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এ সময় দিন ও রাতের ফিরিশতারা উপস্থিত হন।

٦٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. ثَنَا نَهِيكُ بْنُ يَرِيمَ الأَوْزَاعِيُّ، ثَنَا مُغِيثُ بْنُ سُمَيٍّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ. فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: مَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ؟ قَالَ: هٰذِهِ صَلٰوتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ.

৬৭১ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) ... মুগীস ইবন সুমায়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর সংগে আবছা আঁধারে ফজরের সালাত আদায় করলাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, তখন আমি ইবন 'উমর (রা)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ এটা কোন্ ধরনের সালাত? তিনি বললেন ঃ এটা হলো সেই সালাত, যা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা), আবূ বকর ও 'উমর (রা)-এর সংগে আদায় করেছি। যখন 'উমর (রা)-কে আহত করা হলো, তখন থেকে 'উসমান (রা) পরিষ্কার হলে এ সালাত আদায় করা শুরু করেন।

٦٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، وَجَدُّهُ بَدْرِيٌّ. يُخْبِرُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ. أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ. فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ، أَوْ لأَجْرِكُمْ.

৬৭২ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ... রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা পূর্বাকাশ পরিষ্কার হলে ফজরের সালাত আদায় করবে। কেননা এতে রয়েছে অধিক পুরস্কার, অথবা বলেছেন ঃ এতে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক বেশি সওয়াব।

٣ - بَابُ وَقْتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের সালাতের ওয়াক্ত

٦٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، اَنَّ النَّبِىَّ (ص) كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ اِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .

৬৭৩ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)........... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) (পশ্চিমাকাশে) সূর্য ঢলে পড়ার পর যুহরের সালাত আদায় করতেন।

٦٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ اَبِى جَمِيْلَةَ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ ، عَنْ اَبِى بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ : قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ (ص) يُصَلِّي صَلٰوةَ الْهَجِيْرِ الَّتِى تَدْعُوْنَهَا الظُّهْرَ ، اِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .

৬৭৪ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)........ আবূ বারযা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) যুহরের সালাত সে সময় আদায় করতেন, যখন সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে যেত।

٦٧٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيْعٌ - ثَنَا الْاَعْمَشُ ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ الْعَبْدِىِّ ، عَنْ خَبَّابٍ - قَالَ : شَكَوْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا .

قَالَ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ - ثَنَا الْاَنْصَارِىُّ - ثَنَا عَوْفٌ نَحْوَهُ .

৬৭৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে প্রচণ্ড গরমের অভিযোগ করলাম। কিন্তু তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রাহ্য করলেন না।

কাত্তান (র) ... 'আওফ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةَ ، عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : شَكَوْنَا اِلَى النَّبِىِّ (ص) حَرَّ الرَّمْضَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا .

৬৭৬ আবূ কুরায়ব (র)........... 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী (সা)-এর নিকট প্রচণ্ড গরমের অভিযোগ পেশ করলাম। অথচ তিনি আমাদের আবেদন গ্রাহ্য করলেন না।

٤ - بَابُ الْاِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রচণ্ড গরমের দিনে যুহরের সালাত আদায়ে বিলম্ব করা

٦٧٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ - ثَنَا اَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৬৭৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন প্রচণ্ড গরম অনুভূত হবে, তখন তোমরা যুহরের সালাত বিলম্বে আদায় করবে। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয়।

٦٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ- أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) قَالَ- إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৬৭৮ মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন গরমের তীব্রতা বেড়ে যায়, তখন তোমরা যুহরের সালাত দেরীতে আদায় করবে। কেননা গরমের প্রখরতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয়।

٦٧٩ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ- ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৬৭৯ আবূ কুরায়ব (র)............. আবূ সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা বিলম্বে যুহরের সালাত আদায় করবে। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয়।

٦٨٠ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ- ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) صَلٰوةَ الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ- فَقَالَ لَنَا- أَبْرِدُوا بِالصَّلٰوةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৬৮০ তামীম ইবন মুনতাসির ওয়াসিতী (র) ... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে যুহরের সালাত দ্বিপ্রহরে আদায় করতাম। তখন তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমরা যুহরের সালাত বিলম্বে আদায় করবে। কেননা গরমের প্রখরতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্ট।

٦٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ- ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ .

৬৮১ 'আবদুর রহমান ইবন 'উমর (র)........... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা যুহরের সালাত বিলম্বে আদায় করবে।

٥ - بَابُ وَقْتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'আসরের সালাতের ওয়াক্ত

٦٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ - أَنْبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৬৮২ মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সূর্য উপরে পূর্ণ উজ্জ্বল থাকাকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) 'আসরের সালাত আদায় করতেন। এরপর সালাত শেষে কোন গমনকারী তার আওয়ালী নামক বাসস্থানে যেত, অথচ তখনও সূর্য উপরে থাকত।

٦٨٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : صَلَّى النَّبِيُّ (ص) الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِيْ ، لَمْ يُظْهِرْهَا الْفَيْءُ بَعْدُ .

৬৮৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) 'আসরের সালাত এমন সময়ে আদায় করতেন, যখন সূর্যের আলো আমার কক্ষে বিচ্ছুরিত হতো। এরপর সূর্যের তাপ অনুভূত হতো না।

٦ - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلٰوةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'আসরের সালাতের হিফাযত করা

٦٨٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، مَلَأَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ ، نَارًا ، كَمَا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى .

৬৮৪ আহমদ ইবন 'আবদা (র) ... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) খন্দক যুদ্ধের দিন বলেন ঃ আল্লাহ তাদের ঘর ও কবরসমূহ আগুন দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন, যেমন তারা আমাদের বিরত রেখেছে মধ্যবর্তী 'আসরের সালাত থেকে।

٦٨٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ إِنَّ الَّذِيْ تَفُوْتُهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ .

৬৮৫ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)......... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির 'আসরের সালাত ফাওত হয়ে গেল, তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন ধ্বংস হয়ে গেল।

٦٨٦ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ـ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ـ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ـ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالاَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ : حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ (ص) صَلٰوةِ الْعَصْرِ حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ ـ حَبَسُونَا عَنْ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى ـ مَلأَ اللّٰهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا .

৬৮৬ হাফস ইবন 'আমর ও ইয়াহইয়া ইবনে হাকীম (র)......... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুশরিকরা নবী (সা)-কে 'আসরের সালাত থেকে বিরত রাখলো, এমন কি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন ঃ যারা আমাদের মধ্যবর্তী সালাত থেকে বিরত রাখলো, আল্লাহ তাদের ঘর-বাড়ী ও কবরগুলো আগুন দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন।

٧ ـ بَابُ وَقْتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত

٦٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ـ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ـ ثَنَا اَبُو النَّجَاشِيِّ : قَالَ : سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ : كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) ، فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَاِنَّهُ لَيَنْظُرُ اِلٰى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ .

حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى الزَّعْفَرَانِيُّ ـ ثَنَا اِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُوسٰى ، نَحْوَهُ .

৬৮৭ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) .... রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যামানায় এমন সময়ে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম যে, আমাদের কেউ ফিরে যেত এবং সে তার নিক্ষিপ্ত তীরের পতিত স্থান দেখতে পেত।

আবু ইয়াহইয়া জাফরানী (র) ... ইবরাহীম ইবন মূসা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٨٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ـ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ اَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ ـ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ (ص) الْمَغْرِبَ اِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ .

৬৮৮ ইয়া'কূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) ... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী (সা)-এর সঙ্গে সূর্যাস্তের পরে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন।

٦٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُوسٰى ـ اَنْبَاَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) ، لاَ تَزَالُ اُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتّٰى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ .

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَاجَةَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيٰى يَقُوْلُ : اضْطَرَبَ النَّاسُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ بِبَغْدَادَ ، فَذَهَبْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ الْاَعْيَنُ اِلَى الْعَوَّامِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ فَاَخْرَجَ اِلَيْنَا اَصْلَ اَبِيْهِ ـ فَاِذَا الْحَدِيْثُ فِيْهِ .

৬৮৯ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)............ 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মত সে সময় পর্যন্ত ফিতরতের উপর কায়েম থাকবে, যতক্ষণ তারা তারকারাজি চমকানোর আগে মাগরিবের সালাত আদায় করতে থাকবে।

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ ইবন মাজাহ (র) বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়াকে বলতে শুনেছি ঃ লোকেরা এ হাদীস সম্পর্কে বাগদাদে মতানৈক্য শুরু করে দেয়। তখন আমি এবং আবূ বকর আ'য়ান (র) 'আওয়াম ইবন 'আব্বাদ ইবন 'আওয়াম (র)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাদের সামনে তাঁর পিতার লেখা মূল পাণ্ডুলিপি পেশ করলেন, যাতে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ ছিল।

٨ ـ بَابُ وَقْتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'ইশার সালাতের ওয়াক্ত

٦٩٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ـ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ثَنَا اَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ ـ لَوْ لَا اَشُقُّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ .

৬৯০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্ট হওয়ার আশংকা না করতাম, তাহলে আমি তাদের বিলম্বে 'ইশার সালাত আদায়ের নির্দেশ দিতাম।

٦٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَوْ لَا اَشُقُّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَخَّرْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ .

৬৯১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্ট হওয়ার আশংকা না করতাম, তাহলে আমি অবশ্যই 'ইশার সালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশে কিংবা অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করতাম।

٦٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ـ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ـ ثَنَا حُمَيْدٌ : قَالَ : سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ (ص) خَاتَمًا ؟ قَالَ نَعَمْ ـ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلٰوةَ الْعِشَاءِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ ـ فَلَمَّا صَلّٰى اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ . فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوْا ـ وَاِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِيْ صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلٰوةَ .

قَالَ اَنَسٌ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ خَاتَمِهٖ .

৬৯২ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)......... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ নবী (সা) কি আংটি ব্যবহার করতেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। একবার তিনি 'ইশার সালাত আদায়ে প্রায় অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করেন। সালাত শেষে তিনি আমাদের দিকে তাঁর চেহারা ফিরিয়ে বললেন ঃ লোকেরা তো 'ইশার সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে; আর তোমরা যতক্ষণ সালাতের জন্য অপেক্ষা করলে, ততক্ষণ তোমরা সালাতের মধ্যেই ছিলে।

আনাস (রা) বলেন ঃ আমি যেন তাঁর আংটির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি।

٦٩٣ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِيُّ - ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ - ثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ ، فَخَرَجَ فَصَلّٰى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ - اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَنَامُوْا وَاَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِيْ صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلٰوةَ وَلَوْلَا الضَّعِيْفُ وَالسَّقِيْمُ اَحْبَبْتُ اَنْ اُوَخِّرَ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ .

৬৯৩ 'ইমরান ইবন মূসা লায়সী (র)........... আবূ সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি বের হলেন না, এমন কি রাতের অর্ধ-প্রহর অতিবাহিত হয়ে গেল। এরপর তিনি বের হলেন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ লোকেরা তো সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তোমরা তো সালাতের মধ্যেই আছ, যতক্ষণ তোমরা সালাতের জন্য অপেক্ষা করছো। যদি দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোকেরা না থাকতো, তাহলে আমি এই সালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করা পসন্দ করতাম।

٩ - بَابُ مِيْقَاتِ الصَّلٰوةِ فِى الْغَيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ মেঘাচ্ছন্ন দিনে সালাতের ওয়াক্ত

٦٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - قَالَا : ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ - ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ - حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ ، عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ ، عَنْ اَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ غَزْوَةٍ - فَقَالَ - بَكِّرُوْا بِالصَّلٰوةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَاِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ .

৬৯৪ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)... বুরায়দা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে এক যুদ্ধে ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাড়াতাড়ি সালাত আদায় করবে। কেননা যার 'আসরের সালাত ফাওত হয়, তার আমল বরবাদ হয়ে যায়।

١٠ ـ بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلٰوةِ اَوْ نَسِيَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত আদায় না করে নিদ্রা যাওয়া অথবা সালাতের কথা ভুলে যাওয়া

٦٩٥ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ـ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ـ ثَنَا حَجَّاجٌ ـ ثَنَا قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ (ص) عَنِ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنِ الصَّلٰوةِ اَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا قَالَ ـ يُصَلِّيْهَا اِذَا ذَكَرَهَا .

৬৯৫ নাসের ইবন 'আলী জাহযামী (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে সালাত থেকে গাফিল থাকে অথবা সালাত আদায় না করেই ঘুমিয়ে যায়। তিনি বললেন ঃ যখনই তার স্মরণে আসবে, তখনই সে ঐ সালাত আদায় করে নেবে।

٦٩٦ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ـ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا .

৬৯৬ জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতের কথা ভুলে যায়, সে যেন তা স্মরণ হওয়ামাত্র আদায় করে নেয়।

٦٩٧ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ـ ثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ، حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً ، حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْكَرٰى عَرَّسَ ، وَقَالَ لِبِلَالٍ ـ اِكْلَاْ لَنَا اللَّيْلَ ـ فَصَلّٰى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ ـ وَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ اِلٰى رَاحِلَتِهِ ، مُوَاجِهَ الْفَجْرِ ـ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلٰى رَاحِلَتِهِ ـ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ بِلَالٌ وَلَا اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ ـ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَوَّلَهُمْ اسْتِيْقَاظًا ـ فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اَيْ بِلَالُ ـ فَقَالَ بِلَالٌ ـ اَخَذَ بِنَفْسِيَ الَّذِيْ اَخَذَ بِنَفْسِكَ ، بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ ـ اقْتَادُوْا ـ فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ـ ثُمَّ تَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى بِهِمُ الصُّبْحَ ـ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ (ص) الصَّلٰوةَ ـ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ (وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ)

قَالَ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا ـ لِلذِّكْرٰى .

৬৯৭ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)................. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সারারাত ধরে পথ চলেন। অবশেষে তিনি নিদ্রা কাতর হয়ে বিশ্রামের জন্য একস্থানে অবতরণ করেন এবং বিলাল (রা)-কে বলেন তুমি আমাদের জন্য রাতের

হিফাযত করবে। তখন বিলাল (রা) তাঁর সাধ্যমত সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর ফজরের সালাতের সময় যখন নিকটবর্তী হলো, তখন বিলাল (রা) তাঁর সওয়ারীর গায়ে হেলান দিয়ে পূর্ব আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। বিলালের দু'চোখ নিদ্রাভিভূত হলো, এ সময় তিনি তাঁর সওয়ারীর গায়ে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। বিলাল (রা) ও তাঁর অন্য কোন সাহাবী জাগ্রত হলেন না, এমন কি তাঁদের উপর সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লো। তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ভীত-বিহ্বল হয়ে বললেন ঃ হে বিলাল ! তখন বিলাল (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, যে জিনিস আপনাকে আচ্ছন্ন করেছে, তা আমাকেও আবিষ্ট করে ফেলেছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সওয়ারী কিছু দূরে নিয়ে যাও। তখন তারা তাদের সওয়ারী একটু দূরে নিয়ে যায়, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করেন এবং বিলাল (রা)-কে ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি তাঁদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। নবী (সা) সালাত শেষে বললেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত ভুলে যায়, সে যেন তা স্মরণে আসার সাথে সাথে আদায় করে নেয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ (আমার স্মরণে সালাত আদায় কর)।

রাবী বলেন ঃ ইবন শিহাব (র) এরূপ তিলাওয়াত করতেন لِلذِّكْرٰى (রা-এর উপর খাড়া যবর সহকারে)।

৬৯৮ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ـ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ : ذَكَرُوْا تَفْرِيْطَهُمْ فِي النَّوْمِ ـ فَقَالَ : نَامُوْا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ ـ إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقْظَةِ ـ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلٰوةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ـ وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ ـ

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَبَاحٍ : فَسَمِعَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ ـ يَا فَتٰى انْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ ـ فَإِنِّيْ شَاهِدٌ لِلْحَدِيْثِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ فَمَا أَنْكَرَ مِنْ حَدِيْثِهِ شَيْئًا ـ

৬৯৮ আহমদ ইবন 'আবদা (র) ... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সাহাবীগণ তাদের গভীর নিদ্রার কথা আলোচনা করলো। রাবী বলেন ঃ তারা ঘুমিয়ে গেল, এমন কি সূর্য উদিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ নিদ্রায় কোন বাড়বাড়ি নেই, বাড়াবাড়ি তো জাগ্রত অবস্থায়। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ সালাতের কথা ভুলে যায়, কিংবা তা বাদ দিয়ে নিদ্রিত থাকে। সে যেন তা স্মরণে আসার সাথে সাথে আদায় করে নেয়, অথবা পরদিন সেই ওয়াক্তে কাযা করে নেয়।

'আবদুল্লাহ ইবন রাবাহ (র) বলেন ঃ আমি যখন হাদীসটি বর্ণনা করি, তখন 'ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) আমার থেকে শুনে বললেন ঃ হে যুবক! একটু চিন্তা করে দেখ, তুমি কিভাবে হাদীস বর্ণনা করছো? এ ঘটনার সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে ছিলাম। রাবী বলেন ঃ ইমরান (রা) এ হাদীসের কোন কিছু অস্বীকার করেননি।

١١ - بَابُ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فِى الْعُذْرِ وَ الضَّرُوْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওযর ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সালাতের ওয়াক্ত

٦٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ . ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ . اَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ ، وَعَنِ الْاَعْرَجِ ، يُحَدِّثُوْنَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ . مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ . فَقَدْ اَدْرَكَهَا .

৬৯৯ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের আগে 'আসরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে পুরো সালাতই পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের আগে ফজরের সালাত এক রাক'আত পেল, সে পুরো ফজরের সালাতই পেল।

٧٠٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ، الْمِصْرِيَّانِ . قَالاَ : ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ . مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ اَدْرَكَهَا وَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا .

حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى . ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৭০০ আহমদ ইবন 'আমর ইবন সারাহ ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া মিসরী (র) ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের আগে ফজরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে পুরো ফজরের সালাতই পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের আগে 'আসরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে পুরো 'আসরের সালাতই পেল।

জামিল ইবন হাসান (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ এরপর তিনি উপরিউক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٢ - بَابُ النَّهْىِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيْثِ بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ 'ইশার সালাতের পূর্বে ঘুমানো এবং 'ইশার সালাতের পরে কথাবার্তা বলা নিষেধ

٧٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ . قَالُوْا : ثَنَا عَوْفٌ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ ، سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَسْتَحِبُّ اَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا .

৭০১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... আবূ বারযা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বিলম্বে 'ইশার সালাত আদায় করতে পসন্দ করতেন। আর তিনি 'ইশার পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা অপসন্দ করতেন।

٧٠٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ ـ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالاَ : ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ مَا نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَلاَ سَمَرَ بَعْدَهَا .

৭০২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) 'ইশার সালাতের পূর্বে নিদ্রা যাননি এবং এর পরে কথাবার্তা বলেননি।

٧٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ : قَالُوْا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ : ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ شَقِيْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ : جَدَبَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، يَعْنِيْ زَجَرَنَا .

৭০৩ 'আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব ও 'আলী ইবন মুনযির (র) ... 'আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) 'ইশার পরে আমাদের কথাবার্তা বলা খারাপ মনে করতেন, অর্থাৎ তিনি এ ব্যাপারে আমাদের ধমক দিতেন।

١٢ ـ بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ صَلٰوةُ الْعَتَمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'ইশার সালাতকে 'আতামার সালাত বলা নিষেধ

٧٠٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ لَبِيْدٍ ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ ـ لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى إِسْمِ صَلٰوتِكُمْ فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ ـ وَإِنَّهُمْ لَيُعْتِمُوْنَ بِالْإِبِلِ .

৭০৪ হিশাম ইবন 'আম্মার ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের সালাতের নামের ব্যাপারে বেদুঈনরা যেন তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার না করে। কেননা এ হলো 'ইশা। এ সময় তারা উটের দুধ দোহন করে থাকে॥

٧٠٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ـ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ـ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ حُمَيْدٍ ـ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ

عَنْ سَعِيْدِ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنْ النَّبِىُّ (ص) قَالَ ـ لاَ تَغْلِبَنَّكُمْ الْاَعْرَابُ عَلَى اِسْمِ صَلٰوتِكُمْ .

زَادَ ابْنُ حَرْمَلَةَ ـ فَاِنَّمَا هِىَ الْعِشَاءُ وَاِنَّمَا يَقُوْلُوْنَ الْعَتَمَةَ لاِعْتَامِهِمْ بِالْاِبِلِ .

৭০৫ ই'য়াকূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব ও ইয়াকূব ইবন হুমায়দ (র)... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ বেদুঈনরা যেন তোমাদের সালাতের নামের ব্যাপারে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার না করে।

ইবন হারমালা (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে এটুকু বাড়িয়ে বলেছেন ঃ বরং এ হলো 'ইশা। আর লোকেরা অন্ধকারে উটের দুধ দোহন করে বলে, একে 'আতামা নাম বলে থাকে।

اَبْوَابُ الْاَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيْهَا

আবওয়াবুল আযান ওয়াস্‌-সুন্নাতু ফীহা

١ ـ بَابُ بَدْءِ الْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সূচনা

٧٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الْمَدَنِيُّ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ـ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَدْ هَمَّ بِالْبُوْقِ ـ وَاَمَرَ بِالنَّاقُوْسِ فَنُحِتَ فَاُرِيَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ ـ قَالَ رَاَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ ـ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا ـ فَقُلْتُ لَهُ ، يَا عَبْدَ اللّٰهِ ! تَبِيْعُ النَّاقُوْسَ ؟ قَالَ : وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ قُلْتُ : اُنَادِيْ بِهِ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ قَالَ : اَفَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى خَيْرٍ مِنْ ذٰلِكَ؟ قُلْتُ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : تَقُوْلُ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ قَالَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ زَيْدٍ ، حَتّٰى اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ـ فَاَخْبَرَهُ بِمَا رَاٰى ـ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا ـ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ اِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ رَاٰى رُؤْيَا ـ فَاخْرُجْ مَعَ بِلاَلٍ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاَلْقِهَا عَلَيْهِ وَلْيُنَادِ بِلاَلٌ ـ فَاِنَّهُ اَنْدٰى صَوْتًا مِنْكَ ـ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ بِلاَلٍ اِلَى الْمَسْجِدِ ـ فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُنَادِيْ بِهَا ـ قَالَ فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالصَّوْتِ ـ فَخَرَجَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ ، لَقَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ الَّذِيْ رَاٰى ـ

قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ ، فَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ الْحَكَمِيُّ ، اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الْاَنْصَارِيْ قَالَ فِيْ ذٰلِكَ ـ

اَحْمَدُ اللّٰهَ ذَا الْجَلاَلِ وَذَا الْاِكْـ * ـرَامِ حَمْدًا عَلَى الْاَذَانِ كَثِيْرًا

اِذْ اَتَانِيْ بِهِ الْبَشِيْرُ مِنَ اللّٰـ * ـهِ فَاَكْرِمْ بِهِ لَدَيَّ بَشِيْرًا

فِيْ لَيَالٍ وَالٰى بِهِنَّ ثَلاَثٍ * كُلَّمَا جَاءَ زَادَنِيْ تَوْقِيْرًا

৭০৬ আবূ 'উবায়দ, মুহাম্মদ ইবন 'উবায়দ ইবন মায়মূন মাদানী (র) ... ... 'আবদুল্লাহ্ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) শিঙ্গা ধ্বনি দিয়ে লোকদের আহ্বান জানানোর মনস্থ করেন এবং তিনি নাকূস[১] দ্বারা লোকদের আহ্বান করার নির্দেশ দেন। এরপর 'আবদুল্লাহ্ ইবন যায়দ (রা)-কে স্বপ্নে দেখানো হলো। তিনি বলেন ঃ আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যার পরিধানে ছিল দুটি সবুজ বর্ণের কাপড়; সে নাকূস বহন করছিল। তখন আমি তাকে বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কি নাকূস বিক্রি করবে ? সে বললো ঃ এ দিয়ে তুমি কি করবে ? আমি বললাম ঃ আমি এ দিয়ে সালাতের জন্য আহ্বান করবো। সে বললো ঃ আমি কি তোমাকে এর চাইতে কোন উত্তম জিনিস সম্পর্কে বলে দেব না ? আমি বললাম ঃ সেটি কি ? সে বললো ঃ তুমি বলবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

"আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই (২ বার)। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল (২ বার), সালাতের দিকে এসো (২ বার), কল্যাণের পানে এসো (২বার), আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। রাবী বলেন, তখন 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) বের হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলেন এবং যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি স্বপ্নযোগে দুইখানি সবুজ কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যে বহন করছিল একটি নাকূস। এরপর তিনি তাঁর কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমাদের এই সাথী একটি স্বপ্ন দেখেছে। তখন নবী (সা) 'আবদুল্লাহ (রা)-কে বললেন ঃ তুমি বিলালের সংগে মসজিদে যাও এবং তাকে এগুলো শিখিয়ে দাও। আর বিলাল (রা) যেন আযান দেয়। কেননা সে তোমার চাইতে উঁচু কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট। রাবী বলেন ঃ তখন আমি বিলালের সংগে মসজিদে গেলাম। আমি তাঁকে শিখিয়ে দিচ্ছিলাম এবং তিনি তা উচ্চস্বরে ঘোষণা দিচ্ছিলেন। রাবী বলেন ঃ 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) এ ধ্বনি শুনে বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আল্লাহর কসম! আমিও তো এরূপ স্বপ্ন দেখেছি– যেরূপ সে দেখেছে।

আবূ 'উবায়দ (র) বলেন ঃ আবূ বাকর হাকামী (র) আমাকে জানিয়েছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ আনসারী (রা) এ ঘটনা সম্পর্কে বলেন ঃ

اَحْمَدُ اللّٰهَ ذَا الْجَلَالِ وَذَا الْاِكْرَامِ حَمْدًا عَلَى الْاَذَانِ كَثِيْرًا

১. আমি মহামহিম, গৌরবান্বিত আল্লাহর অশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, আযান শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

اِذْ اَتَانِيْ بِهِ الْبَشِيْرُ مِنَ اللّٰهِ فَاَكْرِمْ بِهِ لَدَيَّ بَشِيْرًا

২. যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা (ফিরিশতা) তা নিয়ে আমার কাছে এলো, আমাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য, তাতো সম্মানকর।

১. নাকূস ঃ শিঙ্গাবিশেষ।

فِىْ لَيَالٍ وَالَى بِهِنَّ ثَلاَثٍ × كُلَّمَا جَاءَ زَادَنِىْ تَوْقِيْرًا

৩. সে তিন রাত আমাকে আযান শিক্ষা দিচ্ছিল, যখনই সে এলো, তখনই সে আমার মান-মর্যাদা বাড়িয়ে দিল।

৭০৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِىُّ - ثَنَا اَبِىْ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ اَبِيْهِ : اَنَّ النَّبِىَّ (ص) اسْتَشَارَ النَّاسَ لِمَا يُهِمُّهُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ - فَذَكَرُوْا الْبُوْقَ - فَكَرِهَهُ مِنْ اَجْلِ الْيَهُوْدِ - ثُمَّ ذَكَرُوْا النَّاقُوْسَ - فَكَرِهَهُ مِنْ اَجْلِ النَّصَارٰى - فَاُرِىَ النِّدَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ ، وَعُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ - فَطَرَقَ الْاَنْصَارِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) لَيْلاً - فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِلاَلاً بِهِ - فَاَذَّنَ .

قَالَ الزُّهْرِىُّ وَزَادَ بِلاَلٌ ، فِىْ نِدَاءِ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ ، الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ - فَاَقَرَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) .

قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ الَّذِىْ رَاٰى وَلٰكِنَّهُ سَبَقَنِىْ .

৭০৭ মুহাম্মদ ইবন খালিদ ইবন 'আবদুল্লাহ ওয়াসিতী (র)... ... সালিম (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) সালাতের জন্য জমায়েত করার ব্যাপারে সাহাবীদের সংগে পরামর্শ করেন। তাঁরা শিঙ্গার ব্যাপারে আলোচনা বলেন; কিন্তু এটি ইয়াহুদীদের (যন্ত্র হওয়ার) কারণে তিনি তা অপসন্দ করেন। এরপর তাঁরা নাকূসের কথা বলেন, কিন্তু তিনি এটিও নাসারাদের উদ্ভাবিত যন্ত্র বলে অপসন্দ করেন। সেই রাতে জনৈক আনসারীকে স্বপ্নে আযানের পদ্ধতি দেখানো হলো, যাঁর নাম ছিল 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) এবং 'উমর ইবন খাত্তাব (রা)-ও রাতে অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন। আনসারী সাহাবী রাতেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বিলাল (রা)-কে আযান দিতে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন।

যুহরী (র) বলেন, বিলাল (রা) ফজরের সালাতে ঃ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (নিদ্রা থেকে সালাত উত্তম) অতিরিক্ত সংযোজন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তা ঠিক রাখেন।

'উমর (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! নিশ্চয়ই আমিও এ ব্যক্তির মত স্বপ্নে দেখেছি, কিন্তু সে আমার থেকে অগ্রগামী হয়েছে।

٢ - بَابُ التَّرْجِيْعِ فِى الْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযানে তারজী'র বর্ণনা

৭০৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ : ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ - اَنْبَاَ ابْنُ جُرَيْجٍ - اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ - وَكَانَ يَتِيْمًا فِىْ حِجْرِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ بْنِ

مِعْيَرٍ ، حِيْنَ جَهَّزَهُ اِلَى الشَّامِ فَقُلْتُ لِاَبِيْ مَحْذُوْرَةَ : اَيْ عَمِّ ! اِنِّيْ خَارِجٌ اِلَى الشَّامِ ، وَاِنِّيْ اُسْاَلُ عَنْ تَاْذِيْنِكَ - فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ اَبَا مَحْذُوْرَةَ قَالَ : خَرَجْتُ فِيْ نَفَرٍ - فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ ، فَاَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِالصَّلٰوةِ ، عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُوْنَ فَصَرَخْنَا نَحْكِيْهِ نَهْزَأُ بِهِ - فَسَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) - فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا قَوْمًا فَاَقْعَدُوْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ - فَقَالَ - اَيُّكُمُ الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ ؟ فَاَشَارَ اِلَيَّ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ، وَصَدَقُوْا فَاَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِيْ ، وَقَالَ لِيْ - قُمْ فَاَذِّنْ فَقُمْتُ ، وَلَا شَيْءَ اَكْرَهُ اِلَيَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَلَا مِمَّا يَاْمُرُنِيْ بِهِ - فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاَلْقٰى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ التَّاْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ - فَقَالَ - قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَالَ لِيْ - ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - ثُمَّ دَعَانِيْ حِيْنَ قَضَيْتُ التَّاْذِيْنَ فَاَعْطَانِيْ صُرَّةً فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى نَاصِيَةِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ - ثُمَّ اَمَرَّهَا عَلٰى وَجْهِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، ثُمَّ عَلٰى كَبِدِهِ - ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) سُرَّةَ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ - ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) - بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ - فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَرْتَنِيْ بِالتَّاْذِيْنِ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ - نَعَمْ قَدْ اَمَرْتُكَ - فَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مِنْ كَرَاهِيَةٍ ، وَعَادَ ذٰلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَدِمْتُ عَلٰى عَتَّابِ بْنِ اَسِيْدٍ ، عَامِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِمَكَّةَ ، فَاَذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلٰوةِ عَنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) -

قَالَ : وَاَخْبَرَنِيْ ذٰلِكَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَا مَحْذُوْرَةَ ، عَلٰى مَا اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَيْرِيْزٍ

৭০৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... ... 'আবদুল্লাহ ইবন মুহায়রীয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়াতীম হিসাবে আবূ মাহযূরা ইবন মি'য়ার (রা)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। যখন তিনি তাঁকে সিরিয়া অভিমুখে পাঠান, তখন আমি আবূ মাহযূরা (রা)-কে বললাম ঃ হে চাচাজান! আমি সিরিয়ায় যাচ্ছি। আমি আপনাকে, আপনার আযান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। তখন তিনি আমাকে জানালেন যে, আবূ মাহযূরা বলেছেন ঃ আমি একটি দলের সাথে বের হয়েছিলাম এবং আমরা কোন এক রাস্তায় ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুয়াযযিন তাঁর উপস্থিতিতে সালাতের জন্য আযান দিলেন। আমরা মুয়াযযিনের আযানের ধ্বনি শুনলাম। আযান অপসন্দ হওয়ার কারণে, আমরা তার শব্দাবলীর প্রতিশব্দ উচ্চস্বরে উচ্চারণ করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) শব্দ শুনে আমাদের নিকট একদল লোক পাঠান, যারা আমাদের নিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে বসিয়ে দিল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের মাঝে ঐ ব্যক্তি

কে, যার উঁচু আওয়াজ আমি শ্রবণ করেছি ? সে সময় কাওমের সব লোকেরা ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিল। তিনি সকলকে ছেড়ে দিলেন এবং আমাকে আটকে রাখলেন। আর তিনি আমাকে বললেন ঃ দাঁড়াও এবং আযান দাও। তখন আমি দাঁড়ালাম। আর এ সময় আমার কাছে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তিনি যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, তার চাইতে অধিকতর অপ্রিয় কোন কিছুই ছিল না। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে দাঁড়ালাম আর রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং আমাকে আযান শিক্ষা দিচ্ছিলেন; এবং তিনি বললেন, বল ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ،اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ،اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ،

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই; আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল; আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। এরপর তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি আরো উঁচু আওয়াজে বল ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ،اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই (২ বার); আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল, (২ বার), সালাতের দিকে এসো, (২ বার); কল্যাণের দিকে এসো, (২ বার); আল্লাহ মহান, (২ বার); আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, (১বার)।

যখন আমি আযান শেষ করলাম, তখন তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন এবং রূপাভর্তি একটি থলে আমাকে দান করলেন। এরপর নবী (সা) তাঁর হাত আবূ মাহযূরার কপালে রাখেন, অতঃপর তা তাঁর চেহারায় বুলিয়ে দেন। এরপর নবী (সা) তাঁর হাত তাঁর বুকে বুলিয়ে নিলেন, এমন কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাত আবূ মাহযূরার নাভীস্থল পর্যন্ত পৌঁছলো। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমার উপর বরকত বর্ষিত হোক। তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাকে মক্কা মুয়াযযমায় আযান দেওয়ার অনুমতি দিবেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে আমার যা কিছু অপসন্দনীয় ছিল, সব দূর হয়ে গেল এবং তদস্থলে তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা স্থান পেল। এরপর আমি মক্কা মুয়াযযমায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিয়োগকৃত গভর্ণর আত্তাব ইবন আসীদ (রা)-এর কাছে উপনীত হলাম। তখন আমি তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুমতিক্রমে সালাতের আযান দিলাম।

রাবী বলেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহায়রীয (রা)-এর মতই এই হাদীসটি আমাকে আবূ মাহযূরার সাথে সাক্ষাতকারিগণ বর্ণনা করেছেন।

৭০৯ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا عَفَّانُ ـ ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى ، عَنْ عَامِرٍ الْاَحْوَلِ اَنَّ مَكْحُوْلاً حَدَّثَهُ ، اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَيْرِيْزٍ حَدَّثَهُ ، اَنَّ اَبَا مَحْذُوْرَةَ حَدَّثَهُ ، قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ـ وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَ كَلِمَةً ـ

اَلْاَذَانُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ.اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ،اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ،اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ -

وَالْاِقَامَةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ.اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ - قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةِ - قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ -

৭০৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) আবদুল্লাহ ইবন মুহায়রীয (রা)...... থেকে বর্ণিত। আবূ মাহযূরা (রা) তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আযানের উনিশটি এবং ইকামতের সতেরটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। আযানের বাক্যগুলো হলো ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ.اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ،اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ -

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান; "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই (২ বার); আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল, (২ বার), সালাতের দিকে এসো, (২ বার); কল্যাণের দিকে এসো, (২ বার); আল্লাহ মহান, (২ বার); আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, (১বার)।

ইকামতের বাক্যগুলো হলো ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ.اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ،اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ - قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةِ - قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ -

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান; "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই (২ বার); আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল, (২ বার), সালাতের দিকে এসো, (২ বার); কল্যাণের দিকে এসো, (২ বার); সালাত কায়েম হয়েছে, (২ বার); আল্লাহ মহান, (২ বার); আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, (১বার)।

٣ - بَابُ السُّنَّةِ فِى الْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযানের তরীকা

٧١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ ، مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ، حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَمَرَ بِلاَلاً اَنْ يَجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ ، وَقَالَ ، اِنَّهُ اَرْفَعُ لِصَوْتِكَ .

৭১০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)... ... রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুয়াযযিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বিলাল (রা)-কে তাঁর দুই কানের ছিদ্রপথে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করানোর নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ এতে তোমার আওয়াজ আরো বুলন্দ হবে।

٧١١ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِىُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) بِالْاَبْطَحِ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ - فَخَرَجَ بِلاَلٌ فَاَذَّنَ فَاسْتَدَارَ فِىْ اَذَانِهِ - وَجَعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ .

৭১১ আইয়ুব ইবন মুহাম্মদ হাশিমী (র) ... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আবতাহ্ (মিনা) নামক উপত্যকায় এলাম। এ সময় তিনি একটি লাল গম্বুজের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তখন বিলাল বেরিয়ে এসে আযান দিলেন এবং তিনি আযানের সময় এদিক ওদিক মুখ ফিরাচ্ছিলেন; আর তিনি তাঁর দুই কানের ছিদ্রপথে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করেছিলেন।

٧١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ - ثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ دَاوُدَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِىْ اَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ : صَلٰوتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ .

৭১২ মুহাম্মদ ইবন মুসাফফা হিমসী (র)... ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুয়াযযিনের কাঁধে মুসলমানদের দুটি দায়িত্ব অর্পিত ঃ তাদের সালাত এবং তাদের সিয়াম।

٧١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ، ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ بِلاَلٌ لاَ يُؤَخِّرُ الْاَذَانَ عَنِ الْوَقْتِ ، وَرُبَّمَا اَخَّرَ الْاِقَامَةَ شَيْئًا .

৭১৩ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)........... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বিলাল (রা) কখনো আযান দেওয়ায় বিলম্ব করতেন না। তবে তিনি কখনো কখনো ইকামতে একটু বিলম্ব করতেন।

٧١٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ ، قَالَ : كَانَ اٰخِرُ مَا عَهِدَ اِلَىَّ النَّبِىُّ (ص) اَنْ لاَ اَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى الْاَذَانِ اَجْرًا .

৭১৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... ... 'উসমান ইবন আবুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) আমার কাছ থেকে সর্বশেষ যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তা হলো ঃ আমি যেন এমন মুয়াযযিন নিযুক্ত না করি, যে আযানের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করে।

٧١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَسَدِىُّ ، عَنْ اَبِىْ اِسْرَائِيْلَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى ، عَنْ بِلاَلٍ ، قَالَ : اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ اُثَوِّبَ فِى الْفَجْرِ وَنَهَانِىْ اَنْ اُثَوِّبَ فِى الْعِشَاءِ .

৭১৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... ... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ফজরের সালাতে তাসবীব অর্থাৎ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলার নির্দেশ দেন এবং 'ইশার সালাতের আযানে তাসবীব করতে নিষেধ করেন।

٧١٦ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ رَافِعٍ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ بِلاَلٍ ، اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ (ص) يُؤْذِنُهُ بِصَلٰوةِ الْفَجْرِ ـ فَقِيْلَ هُوَ نَائِمٌ ـ فَقَالَ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ـ فَاُقِرَّتْ فِىْ تَاْذِيْنِ الْفَجْرِ ، فَثَبَتَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ .

৭১৬ 'উমর ইবন রাফে' (র)... ... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি ফজরের আযান দেওয়ার জন্য নবী (সা)-এর কাছে আসেন। তখন তাঁকে বলা হলো ঃ তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তখন বিলাল (রা) বললেন ঃ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (নিদ্রা থেকে সালাত উত্তম, নিদ্রা থেকে সালাত উত্তম) এই শব্দাবলী ফজরের সালাতের আযানে নির্ধারিত করে দেওয়া হলো। এর পর বিষয়টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হলো।

٧١٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا الْاَفْرِيْقِىُّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِىِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِىْ سَفَرٍ فَاَمَرَنِىْ فَاَذَّنْتُ ـ فَاَرَادَ بِلاَلٌ اَنْ يُقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ قَدْ اَذَّنَ ـ وَ مَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ .

৭১৭ আবূ বকর এবন আবূ শায়বা (র) ... ... যিয়াদ এবন হারিস সুদায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার কোন সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি আযান দিলাম। বিলাল (রা) ইকামত দেওয়ার মনস্থ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমার ভাই সুদায়ী আযান দিয়েছে। আর যে আযান দেয়, সে-ই ইকামত দেবে।

٤ ـ بَابُ مَا يُقَالُ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

অনুচ্ছেদ ঃ মুয়াযযিনের আযানের জওয়াব

٧١٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ ، اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقُوْلُوْا مِثْلَ قَوْلِهِ .

৭১৮ আবূ ইসহাক শাফিয়ী', ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্বাস (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন মুয়াযযিন আযান দেবে, তখন তোমরা (তার জওয়াবে) তার কথার অনুরূপ বলবে।

٧١٩ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ ، اَبُو الْفَضْلِ ، قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ ، اَنْبَاَ اَبُوْ بِشْرٍ ، عَنْ اَبِي الْمَلِيْحِ بْنِ اُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ حَدَّثَتْنِيْ عَمَّتِيْ اُمُّ حَبِيْبَةَ ، اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ ، اِذَا كَانَ عِنْدَهَا ، فِيْ يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا ، فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ ، قَالَ كَمَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ

৭১৯ শুজা' ইবন মাখলাদ আবুল ফজল (র) ... ... উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যখনই তিনি তাঁর নিকট দিনে এবং রাতে অবস্থান করতেন এবং মুয়াযযিনের আযান শুনতেন, তখনই তিনি মুয়াযযিন যা বলতেন, তিনিও তাই বলতেন।

٧٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ، وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ قَالاَ : ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا كَمَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ .

৭২০ আবূ কুরায়ব ও আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে, তখন মুয়াযযিন যেরূপ বলে, তোমরাও সেরূপ বলবে।

٧٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ ـ اَنْبَاَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّهُ قَالَ ـ مَنْ قَالَ حِيْنَ

يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا - غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ .

৭২১ মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ মিসরী (র) ... ... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শোনার পর এই দু'আ পড়বে ঃ

وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا -

দু'আর অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্কে রব্ব হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে, মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসাবে গ্রহণে রাযী।

তার গুনাহ মাফ করা হবে।

৭২২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِي الْحُسَيْنِ - قَالُوْا ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْاَلْهَانِيُّ - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ ، اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ ، اِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৭২২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া, 'আব্বাস ইবন ওয়ালীদ দিমাশকী ও মুহাম্মদ ইবন আবুল হুসায়ন (র) ... ... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শোনার সময়ে এই দু'আ পড়বে, তার জন্য কিয়ামতের দিন শাফায়াত অবধারিত হবে। দু'আটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ ، اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ ،

"এই চূড়ান্ত আহ্বান ও শান্তিপূর্ণ সালাতের রব্ব, হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মদ (সা)-কে দান করুন সুমহান মর্যাদা ও সম্মান, আর মাকামে মাহমূদ তথা সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন।

٥ - بَابُ فَضْلِ الْاَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আযান ও মুয়াযযিনের ফযীলত

৭২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ صَعْصَعَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، وَكَانَ اَبُوْهُ فِيْ حَجْرِ اَبِيْ سَعِيْدٍ - قَالَ : قَالَ لِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ اِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِيْ ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْاَذَانِ - فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ - لاَ يَسْمَعُهُ جِنٌّ وَلاَ اِنْسٌ وَلاَ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ ، اِلاَّ شَهِدَ لَهُ .

৭২৩ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ... ... আবূ সা'য়ীদ (রা)-এর তত্ত্বাবধানের প্রতিপালিত, 'আবদুর রহমান ইবন আবূ সা'সা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,আবূ সায়ীদ (রা) আমাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি জঙ্গলে থাকবে, তখন তুমি উচ্চৈস্বরে আযান দেবে। কেননা আমি রাসূলাল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ জিন্ন, ইনসান, বৃক্ষলতা ও অচেতন পাথর, যে এই আযান শুনবে, সে তার জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে।

٧٢٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا شَبَابَةُ ـ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدٰى صَوْتِهِ ـ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ ـ وَشَاهِدُ الصَّلٰوةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ حَسَنَةً ، وَيُكَفَّرُ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا .

৭২৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ মুয়াযযিনের আযানের শব্দ যতদূর পর্যন্ত পৌছবে, সেই দূরত্বের পরিমাণ তাকে মাফ করা হবে এবং জল ও স্থলভাগের সব কিছুই তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে। আর সালাতে অংশগ্রহণকারীর পঁচিশ নেকী লেখা হয় এবং তার দুই সালাতের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

٧٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ـ قَالاَ : ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ـ ثَنَا سُفْيَانُ ـ ثَنَا عُثْمَانُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى ، عَنْ عِيْسٰى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ ـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৭২৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার ও ইসহাক ইবন মানসূর (র) ... ... মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মুয়াযযিন লোকদের মাঝে লম্বা গর্দান বিশিষ্ট হবে।

٧٢٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى ، اَخُوْ سُلَيْمٍ الْقَارِى ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ .

৭২৬ উসমান ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝের উত্তম ব্যক্তি আযান দেবে এবং তোমাদের মাঝের উত্তম ক্বারী ইমামতি করবে।

٧٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ، ثَنَا مُخْتَارُ بْنُ غَسَّانَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْاَزْرَقِ الْبُرْجُمِىُّ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ـ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ ، ثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَذَّنَ مُحْتَسِبًا سَبْعَ سِنِيْنَ ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ

৭২৭ আবূ কুরায়য ও রাওহ ইবন ফারাজ (র) ... ... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সওয়াব লাভের আশায় সাত বছর আযান দেয়, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরোয়ানা লিখে দিয়ে দেন।

٧٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ : قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَكُتِبَ لَهُ ، بِتَأْذِيْنِهِ ، فِيْ كُلِّ يَوْمٍ ، سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ اِقَامَةٍ ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً .

৭২৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল (র) ... ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বার বছর আযান দেয়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আর প্রত্যেক দিনের আযানের বিনিময়ে তার জন্য ষাট নেকী লেখা হয় এবং প্রত্যেক ইকামতের জন্য ত্রিশ নেকী।

٦ - بَابُ اِفْرَادِ الْاِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের শব্দ একবার-একবার বলা

٧٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ - ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَ : اَلْتَمِسُوْا شَيْئًا يُؤْذِنُوْنَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلاَةِ ، فَامِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ .

৭২৯ 'আবদুল্লাহ্ ইবন জাররাহ (র) ... ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সাহাবীরা এমন কিছু তালাশ করছিল, যার মাধ্যমে তারা সালাতের জামায়াত সম্পর্কে জানতে পাবে। তখন বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দ দু-দুবার করে এবং ইকামতের শব্দ এক-একবার করে বলার নির্দেশ দেওয়া হলো।

٧٣٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ .

৭৩০ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দ জোড় সংখ্যায় এবং ইকামতের শব্দ বেজোড় সংখ্যায় বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

٧٣١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدٍ - ثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَعْدٍ ، مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ - أَنَّ أَذَانَ بِلاَلٍ كَانَ مَثْنٰى مَثْنٰى وَاِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً .

৭৩১ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ... ...রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুয়াযযিন আম্মার ইবন সা'দ (রা)-এর পিতামহ থেকে বর্ণিত যে, বিলাল (রা)-এর আযান ছিল দুই-দুই শব্দ বিশিষ্ট এবং ইকামত ছিল এক-এক শব্দ বিশিষ্ট।

٧٣٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَدْرٍ ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنِيْ مُعَمَّرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ ، مَوْلَى النَّبِيِّ (ص) حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ أَبِيْهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مَثْنٰى مَثْنٰى ، وَيُقِيْمُ وَاحِدَةً .

৭৩২ আবূ বদর 'আব্বাদ ইবন ওয়ালীদ (র) ... ... আবূ রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বিলাল (রা)-কে রাসূলাল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আযানে প্রতিটি কলেমা দুইবার করে এবং ইকামতে প্রতিটি কলেমা একবার করে বলতে দেখেছি।

٧ - بَابُ إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ تَخْرُجْ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হলে সেখান থেকে বের না হওয়া

٧٣٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِيْ ، فَأَتْبَعَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتّٰى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى أَبَا الْقَاسِمِ

৭৩৩ আবূ বকর এবন আবূ শায়বা (র) ... ... আবূ শা'সা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-এর সংগে মসজিদে বসা ছিলাম। এরপর মুয়াযযিন আযান দিলেন। তখন মসজিদ থেকে এক ব্যক্তি উঠে চলে যেতে থাকে এবং আবূ হুরায়রা (রা)-এর দৃষ্টি তার প্রতি পতিত হয় এবং এই অবস্থায় সে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায়। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন ঃ লোকটি তো আবুল কাসিম (সা)-এর নাফরমানী করলো।

٧٣٤ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ - أَنْبَأَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ فَرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ ، مَوْلٰى عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عُثْمَانَ - قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) . مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لاَ يُرِيْدُ الرَّجْعَةَ ، فَهُوَ مُنَافِقٌ .

৭৩৪ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ... 'উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মসজিদে আযান হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে বেরিয়ে যাবে এবং সে ফিরে আসার ইচ্ছা করবে না, সে মুনাফিক।

٤ . اَبْوَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ

আবওয়াবুল মাসাজিদ ওয়াল জামা'আত

١ - بَابُ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র জন্য মসজিদ নির্মাণ করা

٧٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ - ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَعْفَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِى الْوَلِيْدِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيْهِ اسْمُ اللّٰهِ ، بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ .

৭৩৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করে, যেখানে আল্লাহ্ নামের যিকির করা হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা তৈরি করে দেন।

٧٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ - ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ - مَنْ بَنَى مَسْجِدًا ، بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ .

৭৩৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... ... 'উসমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে এর অনুরূপ ঘর তৈরি করেন।

٧٣٧ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ - ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ - حَدَّثَنِيْ اَبُو الْاَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ ، بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ .

৭৩৭ 'আব্বাস ইবন উসমান দিমাশকী (র) .... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র জন্য মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন।

٧٣٨ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَشِيْطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبِي بْنِ حُسَيْنٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ ـ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لِّلّٰهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ اَوْ اَصْغَرَ ـ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

৭৩৮ ইউনুস ইবন আবূল আ'লা (র) ... ... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য টিড্ডির ঢিবির আকারের অথবা তার চাইতে ক্ষুদ্র মসজিদ নির্মাণ করে। আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরি করেন।

٢ ـ بَابُ تَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ সৌন্দর্যমণ্ডিত করা

٧٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ـ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ .

৭৩৯ 'আবদুল্লাহ্ ইবন মু'আবিয়া জুমাহী (র) ... ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা মসজিদে সৌন্দর্য ও সুসজ্জিতকরণকে নিয়ে পরস্পরে গর্ব না করবে, ততক্ষণ কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

٧٤٠ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَجَلِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَرَاكُمْ سَتُشَرِّفُوْنَ مَسَاجِدَكُمْ بَعْدِيْ كَمَا شَرَّفَتِ الْيَهُوْدُ كَنَائِسَهَا وَكَمَا شَرَّفَتِ النَّصَارٰى بِيَعَهَا .

৭৪০ জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র) ... ... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার বিশ্বাস, তোমরা আমার পরে তোমাদের মসজিদগুলোকে ইয়াহুদীদের উপাসনালয় ও নাসারাদের গীর্জার ন্যায় সুউচ্চ আকাশচুম্বী প্রসাদরূপে তৈরি করবে।

٧٤١ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ اِلَّا زَخْرَفُوْا مَسَاجِدَهُمْ .

৭৪১ জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র) ... ... 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কোন কাওমের সর্বাপেক্ষা মন্দ কাজ হচ্ছে যে, তারা তাদের মসজিদগুলোকে স্বর্ণরৌপ্যে খচিত করে নির্মাণ করে।

٢ - بَابُ اَيْنَ يَجُوْزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ নির্মাণের বৈধ স্থান

٧٤٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ (ص) لِبَنِي النَّجَّارِ وَكَانَ فِيْهِ نَخْلٌ وَمَقَابِرُ لِلْمُشْرِكِيْنَ - فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ (ص) - ثَامِنُوْنِي بِهِ - قَالُوْا لاَ نَأْخُذُ لَهُ ثَمَنًا اَبَدًا قَالَ فَكَانَ النَّبِيُّ (ص) يَبْنِيْهِ وَهُمْ يُنَاوِلُوْنَهُ - وَالنَّبِيُّ (ص) يَقُوْلُ - اَلاَ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ * فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ - قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّي قَبْلَ اَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ .

৭৪২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা)-এর মসজিদের স্থানটি ছিল বানূ নাজ্জার গোত্রের। সেখানে কিছু খেজুর গাছ এবং মুশরিকদের কবর ছিল। নবী (সা) তাদের বললেন ঃ তোমরা এই জমিটি আমার কাছে বিক্রি কর। তারা বললেন ঃ আমরা কখনো এর বিনিময় মূল্য গ্রহণ করবো না। রাবী বলেন ঃ তখন নবী (সা) মসজিদ নির্মাণের কাজে হাত দেন এবং তাঁরা [সাহাবায়ে কিরাম (রা)] গর্ত করে মাটি ভরাট করছিলেন। এই সময় নবী (সা) এই দু'আ পড়তেন ঃ

اَلاَ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ * فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ -

জেনে রাখ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। (ইয়া আল্লাহ্!) আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন। (রাবী বলেন ঃ) এর পূর্বে যেখানে সালাতের সময় উপস্থিত হতো, নবী (সা) সেখানেই সালাত আদায় করতেন।

٧٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا اَبُوْ هَمَّامٍ الدَّلاَّلُ ، ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِي الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَمَرَهُ اَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَاغِيَتُهُمْ .

৭৪৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ... 'উসমান ইবন আবুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত যে, তায়েফবাসীর প্রতিমা যেখানে ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'উসমান ইবন আবুল আ'স (রা)-কে সেখানে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন।

٧٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ - ثَنَا مُوْسٰى بْنُ اَعْيَنَ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَسُئِلَ عَنِ الْحِيْطَانِ تُلْقٰى فِيْهَا الْعَذِرَاتُ فَقَالَ اِذَا سُقِيَتْ مِرَارًا فَصَلُّوْا فِيْهَا - يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ (ص)

৭৪৪ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে সে দেয়াল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যেখানে ময়লা আবর্জনা রাখা হতো। তখন তিনি নবী (সা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন ঃ কয়েকবার পানি ঢেলে দেওয়ার পর তোমরা সেখানে সালাত আদায় করবে।

٤- بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِىْ تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلٰوةُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সব স্থানে সালাত আদায় করা মাকরূহ

٧٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ـ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ ـ اِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

৭৪৫ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সব যমীনই মসজিদ।

٧٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَيُّوْبَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةَ ، عَنْ دَاؤُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ يُصَلّٰى فِىْ سَبْعِ مَوَاطِنَ : فِى الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْاِبِلِ وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ .

৭৪৬ মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) ... ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাতটি স্থানে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। সেগুলো হলো ঃ ময়লা-আবর্জনাপূর্ণ স্থানে, কসাইখানায়, কবরস্থানে, রাস্তার চলাচল স্থানে, গোসলখানায়, উটশালায় এবং কা'বাঘরের ছাদের উপর।

٧٤٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ دَاؤُدَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الْحُسَيْنِ ـ قَالاَ : ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ ـ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ ـ سَبْعُ مَوَاطِنَ لاَ تَجُوْزُ فِيْهَا الصَّلٰوةُ : ظَاهِرُ بَيْتِ اللّٰهِ وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَعَطَنُ الْاِبِلِ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيْقِ .

৭৪৭ 'আলী ইবন দাঊদ ও মুহাম্মদ ইবন আবুল হুসায়ন (র) ... . 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সাতটি স্থানে সালাত আদায় করা জায়েয নয়। তা হলো ঃ কা'বা ঘরের ছাদে, কবরস্থানে, ময়লা ফেলার স্থানে, কসাইখানায়, গোসলখানায়, উটশালায় ও রাস্তার চলাচল স্থানে।

٥ ـ بَابُ مَا يُكْرَهُ فِى الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে যে সব কাজ করা মাকরূহ

٧٤٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِىُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ ـ ثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرَةَ الْاَنْصَارِىُّ ، عَنْ دَاؤُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ ـ

خِصَالٌ لَا تَنْبَغِيْ فِي الْمَسْجِدِ - لَا يُتَّخَذُ طَرِيْقًا وَلَا يُشْهَرُ فِيْهِ سِلَاحٌ وَلَا يُقْبَضُ فِيْهِ بِقَوْسٍ - وَلَا يُنْشَرُ فِيْهِ نَبْلٌ وَلَا يُمَرُّ فِيْهِ بِلَحْمٍ نِيْءٍ وَلَا يُضْرَبُ فِيْهِ حَدٌّ - وَلَا يُقْتَصُّ فِيْهِ مِنْ اَحَدٍ - وَلَا يُتَّخَذُ سُوْقًا .

৭৪৮ ইয়াহইয়া ইবন 'উসমান ইবন সায়ীদ ইবন কাসীর ইবন দীনার হিমসী (র) ... ... ইবন 'উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কতিপয় কাজ যা মসজিদে করা উচিত নয়। (যেমন ঃ) মসজিদকে চলাচলের পথ বানানো যাবে না, সেখানে অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী করা যাবে না, বর্শা দ্বারা শিকার করা যাবে না, কামান বহন করা যাবে না, কাঁচা গোশত নিয়ে অতিক্রম করা যাবে না, হদ কায়েম করা যাবে না, কারো কিসাস নেয়া যাবে না এবং একে বাজারে পরিণত করা যাবে না।

٧٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ ، ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ : قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَنِ الْبَيْعِ وَالْاِبْتِيَاعِ وَعَنْ تَنَاشُدِ الْاَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ .

৭৪৯ আবদুল্লাহ্ ইবন সা'য়ীদ কিন্দী (র)... ... শু'আয়ব (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে বেচাকেনা করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন।

٧٥٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِيُّ - ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ - ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ - حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ، عَنْ مَكْحُوْلٍ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ - جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ ، وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَرَفْعَ اَصْوَاتِكُمْ وَاِقَامَةَ حُدُوْدِكُمْ وَسَلَّ سُيُوْفِكُمْ ، وَاتَّخِذُوْا عَلٰى اَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ - وَجَمِّرُوْهَا فِي الْجُمَعِ .

৭৫০ আহমদ ইবন ইউসুফ সুলামী (র) ... ... ওয়াসিলা ইবন আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মসজিদকে অবোধ শিশু, পাগল, দুষ্কৃতকারী, বেচাকেনা, ঝগড়া-বিবাদ, হৈ-চৈ, হদ কায়েম এবং অস্ত্রশস্ত্রের উত্তোলন থেকে হিফাযতে রাখবে। তোমরা ঘরের দরজার কাছে ইস্তিনজার জন্য ঢিলা-কুলূখ রাখবে এবং জুম'আর দিনে শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করবে।

٦ - بَابُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে ঘুমান

٧٥١ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ - اَنْبَاَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)

৭৫১ ইসহাক ইবন মানসুর (র) ... ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় মসজিদে শয়ন করতাম।

٧٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُوْسٰى - ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ يَحْيٰى ابْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، اَنَّ يَعِيْشَ بْنَ قَيْسِ بْنِ طِخْفَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ - قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) - اِنْطَلِقُوْا فَانْطَلَقْنَا اِلٰى بَيْتِ عَائِشَةَ وَاَكَلْنَا وَشَرِبْنَا - فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ هَاهُنَا وَاِنْ شِئْتُمْ انْطَلَقْتُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ - قَالَ فَقُلْنَا : بَلْ نَنْطَلِقُ اِلَى الْمَسْجِدِ .

৭৫২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... আসহাবে সুফফার অন্যতম সদস্য কায়স ইবন তিখফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের খেতে বললেন। তখন আমরা 'আয়েশা (রা)-এর ঘরে গেলাম এবং পানাহার করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের বললেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে ঘুমাতে পার, আর যদি চাও, মসজিদে চলে যেতে পার। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমরা বললাম, বরং আমরা মসজিদেই চলে যাই।

٧ - بَابُ اَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ اَوَّلُ

অনুচ্ছেদ ঃ সর্ব প্রথম নির্মিত মসজিদ

٧٥٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ - ح حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ اَوَّلُ ؟ قَالَ ، اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ - قَالَ قُلْتُ ، ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ ، ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى - قُلْتُ : كَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ - اَرْبَعُوْنَ عَامًا ثُمَّ الْاَرْضُ لَكَ مُصَلًّى - فَصَلِّ حَيْثُ مَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلٰوةُ .

৭৫৩ 'আলী ইবন মায়মূন রাক্কী ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... আবূ যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (সা)! সর্ব প্রথম নির্মিত মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন ঃ মসজিদুল হারাম। রাবী বলেন, আমি এরপর বললাম ঃ তারপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ এরপর মসজিদুল আকসা। আমি বললাম ঃ উভয়ের মাঝে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বললেন ঃ চল্লিশ বছর। এখন তোমার জন্য সমস্ত যমীনই মসজিদ, কাজেই যেখানে তোমার সালাতের সময় উপস্থিত হয়, সেখানে সালাত আদায় করে নেবে।

٨ - بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বাড়ীঘরে নির্মিত মসজিদ

٧٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ . ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيِّ ، وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِيْ دَلْوٍ فِيْ بِئْرٍ لَهُمْ ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ

مَالِكِ السَّالِمِيِّ ، وَكَانَ اِمَامَ قَوْمِهِ بَنِي سَالِمٍ - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ : جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّي قَدْ اَنْكَرْتُ مِنْ بَصَرِيْ ، وَاِنَّ السَّيْلَ يَأْتِيْ فَيَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِيْ - وَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَاِنْ رَأَيْتَ اَنْ تَأْتِيَنِيْ فَتُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ مَكَانًا اَتَّخِذُهُ مُصَلًّى ، فَافْعَلْ - قَالَ - اَفْعَلُ ، فَغَدَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاَبُوْ بَكْرٍ ، بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ ، وَاسْتَأْذَنَ - فَاَذِنْتُ لَهُ - وَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى قَالَ - اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ اُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ فِيْهِ - فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ - فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ احْتَبَسْتُهُ عَلٰى خَزِيْرَةٍ تُصْنَعُ لَهُمْ ،

৭৫৪ আবূ মারওয়ান, মুহাম্মদ ইবন 'উসমান (র) ... ... বনু সালিম গোত্রের ইমাম (নেতা) বদরী সাহাবী ইতবান ইবন মালিক শালিমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে এবং সয়লাবের কারণে আমার ঘর ও আমার গোত্রের মসজিদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এবং তা পার হয়ে আসা আমার জন্য বেশী কষ্টকর। যদি আপনি ভাল মনে করেন, তবে আমার বাড়ীতে এসে আপনি একটা স্থানে সালাত আদায় করুন, যাতে আমি সালাত আদায়ের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করতে পারি। তিনি বলেন ঃ বেশ তাই কর। রাবী বলেন ঃ আমি তাই করলাম। পরের দিন দ্বিপ্রহরের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর (রা) আমার বাড়ীতে এলেন এবং ভিতরে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাঁদের ভিতরে আসার অনুমতি দিলাম। কিন্তু তিনি না বসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি তোমার ঘরের কোথায় সালাত আদায় করলে তুমি পসন্দ করবে? সালাত আদায়ের জন্য ঘরের একটি পসন্দসই স্থানের প্রতি আমি তাঁকে ইশারা করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর আমি তাঁর সামনে খাযীরা (এক প্রকার খাদ্য) পরিবেশন করলাম, যা তাঁদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

٧٥٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْمُقْرِئُ - ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ - ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ اَرْسَلَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِيْ مَسْجِدًا فِيْ دَارِيْ اُصَلِّيْ فِيْهِ - وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا عَمِيَ ، فَجَاءَ فَفَعَلَ ،

৭৫৫ ইয়াহইয়া ইবন ফজল মুকরী (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসার সাহাবী দূতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালেন যে, আপনি এসে আমার বাড়ীর একটি স্থান আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দিন যেখানে সালাত আদায় করা হবে। ঘটনা ছিল তাঁর অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরের। এরপর তিনি এসে তা করে দেন।

٧٥٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ، ثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ - عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُوْدِ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : صَنَعَ بَعْضُ عُمُوْمَتِيْ لِلنَّبِيِّ (ص) طَعَامًا - فَقَالَ لِلنَّبِيِّ

(ص) اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ تَاْكُلَ فِىْ بَيْتِىْ وَتُصَلِّىَ فِيْهِ ، قَالَ ، فَاَتَاهُ - وَفِى الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ هٰـذِهِ الْفُحُوْلِ - فَاَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ، فَكُنِسَ وَرُشَّ فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ .

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَاجَةَ اَلْفَحْلُ هُوَ الْحَصِيْرُ الَّذِىْ قَدِ اسْوَدَّ .

৭৫৬ ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র) ... ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার কতক ফুফু নবী (সা)-এর জন্য খাবার তৈরি করেন। এরপর তিনি নবী (সা) -কে বলেন, আমি পসন্দ করি যে, আপনি আমার ঘরে এসে পানাহার করুন এবং সেখানেই সালাত আদায় করুন। রাবী বলেন ঃ তিনি (সা) তাঁর কাছে এলেন, তখন ঘরে একটি কাল বস্তু (فحل) ছিল। তিনি ঘরের এক কোণার দিকে নির্দেশ দিলে তা পরিষ্কার করে সেখানে পানি ঢালা হলো। এরপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং আমরাও তাঁর সংগে সালাত আদায় করলাম।

আবূ আবদুল্লাহ্ ইবন মাজাহ (র) বলেন, اَلْفَحْلُ হলো চাটাই যা কালো হয়ে গিয়েছিল।

٩ - بَابُ تَطْهِيْرِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيْبِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ পবিত্র রাখা ও তাতে সুগন্ধি লাগানো

٧٥٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِي الْجَوْنِ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَدَنِىُّ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَخْرَجَ اَذًى مِنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ .

৭৫৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ... ... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে আবর্জনা দূর করে, আল্লাহ্ তাঁর জন্য জান্নাতে একখানা ঘর তৈরি করেন।

٧٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، وَاَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ، قَالاَ : ثَنَا مَالِكُ ابْنُ سُعَيْرٍ - اَنْبَاَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ اَنْ تُبْنٰى فِى الدُّوْرِ ، وَاَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ .

৭৫৮ 'আবদুর রহমান ইবন বিশর ইবন হাকাম ও আহমদ ইবন আযহার (র) ... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং পবিত্র রাখতে ও খুশবু লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٧٥٩ حَدَّثَنَا رِزْقُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى ، ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِىُّ ، ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ فِى الدُّوْرِ وَاَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ .

৭৫৯ রিযকুল্লাহ্ ইবন মূসা (র) ... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং তাকে পবিত্র রাখতে ও সুগন্ধি লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٧٦٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اِيَاسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : اَوَّلُ مَنْ اَسْرَجَ فِي الْمَسَاجِدِ تَمِيْمٌ الدَّارِيُّ .

৭৬০ আহমদ ইবন সিনান (র) ... ... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তামীম দারী (রা) প্রথম ব্যক্তি যিনি মসজিদে বাতি জ্বালিয়েছিলেন।

١٠ - بَابُ كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০. মসজিদে থুথু ফেলা মাকরূহ

٧٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ اَبُوْ مَرْوَانَ - ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ، وَاَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) رَاٰى نُخَامَةً فِيْ جِدَارِ الْمَسْجِدِ - فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا - ثُمَّ قَالَ اِذَا تَنَخَّمَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ - وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى .

৭৬১ মুহাম্মদ ইবন 'উসমান 'উসমানী আবূ মারওয়ান (র) ... ... আবূ হুরায়রা ও আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদের দেওয়ালে থুথু দেখতে পান। তখন তিনি এক খণ্ড কাঁকর নিয়ে তা দিয়ে থুথু মুছে ফেলেন। এরপর তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন থুথু ফেলবে, তখন সে যেন তার সামনের দিকে এবং তার ডানদিকে থুথু না ফেলে বরং সে যেন তার বামদিকে বা তার বাম পায়ের নিচে থুথু নিক্ষেপ করে।

٧٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ ، ثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيْبٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ اَنَسٍ - اَنَّ النَّبِيَّ (ص) رَاٰى نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهُ - فَجَاءَتْهُ امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا - وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوْقًا - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) - مَا اَحْسَنَ هٰذَا .

৭৬২ মুহাম্মদ ইবন তারীফ (র) ... ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী মসজিদের কিবলার দিকে থুথু দেখতে পান। এতে তিনি খুবই রাগান্বিত হন। এমন কি তাঁর চেহারা লাল হয়ে যায়। এ সময় সেখানে জনৈকা আনসারী মহিলা এসে তা মুছে ফেলে এবং সেস্থানের সুগন্ধি লাগিয়ে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ *এ কাজটি কতই না উত্তম!*

٧٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ - اَنْبَاَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ - عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ - قَالَ : رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَحَتَّهَا - ثُمَّ قَالَ : حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلٰوةِ - اِنَّ اَحَدَكُمْ ، اِذَا كَانَ فِي الصَّلٰوةِ كَانَ اللّٰهُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ اَحَدٌ كُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلٰوةِ .

৭৬৩ মুহাম্মদ ইবন রুমহ মিসরী (র)... ... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদের কিবলার দিকে থুথু দেখতে পান। এ সময় তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। এরপর তিনি তা মুছে ফেলেন এবং সালাত শেষে বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতে রত থাকে, তখন আল্লাহ্ তার সামনে থাকেন। কাজেই তোমদের কেউ যেন সালাতরত অবস্থায় তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে।

٧٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) حَكَّ بُزَاقًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ .

৭৬৪ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী (সা) মসজিদের কিবলার দিক থেকে থুথু মুছে ফেলেন।

١١ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের হারানো জিনিস তালাশ করার ব্যাপারে উঁচু শব্দ করা নিষেধ

٧٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) ، فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) ـ لاَ وَجَدْتَهُ ـ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ .

৭৬৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত আদায় করেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে ঃ আমার লাল উটটি হারানো গিয়েছে (কেউ দেখলে বলে দিন)। নবী (সা) বললেন ঃ (আল্লাহ্ না করুন) তুমি যেন সেটা না পাও। কেননা মসজিদ যে জন্য নির্মাণ করা হয়েছে, সে কাজেই ব্যবহৃত হবে।

٧٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ـ أَنْبَأَ ابْنُ لَهِيعَةَ ـ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ـ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ .

৭৬৬ মুহাম্মদ ইবন রুমহ ও আবূ কুরায়ব (র)....... শু'আয়ব (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে হারানো জিনিস প্রাপ্তির ঘোষণা দিতে নিষেধ করেছেন।

٧٦٧ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ـ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ـ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ ، أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ ـ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَيَقُلْ : لاَ رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ ـ فَاِنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا .

৭৬৭ ইয়া'কূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)................. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিতে শুনবে, সে যেন বলে ঃ আল্লাহ্ সেটি তোমাকে যেন ফিরিয়ে না দেন। কেননা এই কাজের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি।

١٢ ـ بَابُ الصَّلٰوةِ فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ উটের বাথানে সালাত আদায় করা

٧٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ـ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ ابْنُ خَلَفٍ ـ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ـ قَالاَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنْ لَمْ تَجِدُوْا اِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَاَعْطَانَ الْاِبِلِ ، فَصَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ـ وَلاَ تُصَلُّوْا فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ .

৭৬৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও আবূ বিশর বকর ইবন খালাফ (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যদি তোমরা বকরীশালা ও উটের বাথান ব্যতীত সালাত আদায়ের জন্য কোন স্থান না পাও, তবে তোমরা বকরীশালায় সালাত আদায় করবে এবং উটের বাথানে সালাত আদায় করবে না।

٧٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ، عَنْ يُوْنُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىِّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ (ص) صَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلاَ تُصَلُّوْا فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ ـ فَاِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ .

৭৬৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা........ 'আবদুল্লাহ্ ইবন মুগাফ্ফাল মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা বকরীশালায় সালাত আদায় করতে পার এবং উটের বাথানে সালাত আদায় করবে না। কেননা তা শয়তান থেকে সৃষ্ট।

٧٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِىُّ ـ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لاَ يُصَلَّى فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ ، وَيُصَلَّى فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ .

৭৭০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... সাবরা ইবন মা'বাদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ উটের বাথানে সালাত আদায় করা যাবে না। তবে বকরীশালায় সালাত আদায় করা যাবে।

١٣ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে প্রবেশের দু'আ

٧٧١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ اُمِّهِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ، قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ - وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ - وَاِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ.

৭৭১ আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা (র).............. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন ঃ তখন এরূপ বলতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ - وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

অর্থ ঃ "আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। আর সালাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি। হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।"

আর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হতেন, তখন বলতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ.

অর্থ ঃ "আল্লাহ্র নামে শুরু করছি এবং সালাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি। হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজাসমূহ খুলে দিন।"

٧٧٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِىُّ - وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ - قَالاَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ - عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ ، عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِىِّ (ص) ثُمَّ لِيَقُلِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ - وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

৭৭২ 'আমর ইবন 'উসমান ইবন সা'য়ীদ ইবন কাসীর ইবন দীনার হিমসী ও 'আবদুল ওহ্হাব ইবন যাহ্হাক (র)........ আবূ হুমায়দ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন নবী (সা)-এর প্রতি সালাম দেয়। এরপর সে যেন বলে ঃ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ - "হে আল্লাহ্! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।"

আর সে যখন বের হয়, তখন যেন বলে ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ - হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ চাচ্ছি।"

٧٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ - ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ - حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ - اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ - وَاِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

৭৭৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)................ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন নবী (সা)-এর প্রতি সালাম দেয়, আর বলে ঃ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ - " হে আল্লাহ্! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।"

সে যখন বের হয়, তখন যেন নবী (সা)-এর প্রতি সালাম দেয় আর বলে ঃ اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - " হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করুন।"

١٤ - بَابُ الْمَشْيِ اِلَى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত আদায়ের জন্য গমন করা

٧٧٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا تَوَضَّاَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ - ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ اِلَّا الصَّلٰوةُ ، لَا يُرِيْدُ اِلَّا الصَّلٰوةَ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً - حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ صَلٰوةٍ ، مَا كَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهُ .

৭৭৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে উযূ করে, এরপর সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আগমন করে, তার প্রতি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ্ তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গুনাহ মোচন করেন। অবশেষে সে মসজিদে প্রবেশ করে। আর মসজিদে প্রবেশ করে সে যতক্ষণ সালাতের জন্য সেখানে অবস্থান করবে, ততক্ষণ সালাতে রত থাকা হিসেবেই গণ্য হবে।

٧٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ - ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَاَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا تَمْشُوْنَ ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ - فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا .

৭৭৫ আবূ মারওয়ান 'উসমানী, মুহাম্মদ ইবনে 'উসমান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন সালাতের ইকামত শুরু হয়, তখন তোমরা তার জন্য দৌড়িয়ে আসবে না, বরং তোমরা ধীরস্থির ও শান্তভাবে আসবে। এরপর সালাতের যতটুকু পাবে, তা আদায় করবে এবং যতটুকু ছুটে যাবে, তা পূরণ করে নেবে।

٧٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا يَحْيَى ابْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ - ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ - اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيْدُ بِهِ فِى الْحَسَنَاتِ ؟ قَالُوْا بَلَى - يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ .

৭৭৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি কি তোমাদের এমন জিনিস বাতলে দেব না, যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গুনাহরাশি মোচন করে দেবেন এবং সওয়াব বাড়িয়ে দেবেন? তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন ঃ জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ কষ্টের সময় পূর্ণরূপে উযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী করে কদম রাখা এবং এক সালাত আদায়ের পর অপর সালাতের জন্য অপেক্ষা করা।

٧٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْهَجَرِىِّ ، عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ - قَالَ : مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا مُسْلِمًا ، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هٰؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ - فَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَاِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ (ص) سُنَنَ الْهُدٰى وَلَعَمْرِىْ - لَوْ اَنَّ كُلَّكُمْ صَلَّى فِىْ بَيْتِهِ ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ - وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلاَّ مُنَافِقٌ ، مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ رَاَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يَدْخُلَ فِى الصَّفِّ - وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ، فَيَعْمِدُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّىْ فِيْهِ فَمَا يَخْطُوْ خَطْوَةً اِلاَّ رَفَعَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً .

৭৭৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আগামীকাল (কিয়ামতে) মুসলিম হিসাবে আল্লাহ্র সংগে সাক্ষাত করাকে পসন্দ করে, সে যেন পাঁচ

ওয়াক্ত সালাত আদায়ে যত্নবান হয়, যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়। কেননা এটাই হলো হিদায়াতের উত্তম তরীকা। আর আল্লাহ্ তোমাদের নবী (সা)-এর জন্য হিদায়াতের পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমার জীবনের কসম! যদি তোমরা সকলে নিজ নিজ ঘরে সালাত আদায় কর, তবে তোমরা অবশ্যই তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার করলে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা বর্জন কর, তবে তোমরা অবশ্যই গুমরাহ হবে। অবশ্যই আমরা প্রকাশ্য মুনাফিক ব্যতীত অন্য কাউকে জামা'আতের পেছনে থাকতে দেখতাম না। আমি এমন ব্যক্তিকেও দেখেছি, যিনি দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে জামা'আতের সারিতে শরীক হতেন। আর যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে মসজিদে এসে সালাত আদায় করে, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ্ তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গুনাহ মোচন করে দেন।

٧٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ ـ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُوَفَّقِ اَبُو الْجَهْمِ ـ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ اِلَى الصَّلٰوةِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ ، وَاَسْاَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هٰذَا ـ فَاِنِّي لَمْ اَخْرُجْ اَشَرًا وَلاَ بَطَرًا وَلاَ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً ـ وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ ـ فَاَسْاَلُكَ اَنْ تُعِيْذَنِي مِنَ النَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَلِي ذُنُوبِي ـ اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ اَقْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ .

৭৭৮ মুহাম্মদ ইবন সা'য়ীদ ইবন ইয়াযীদ ইবন ইবরাহীম তুসতারী (র)...... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ঘর থেকে সালাতের জন্য বের হয় এবং বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ ، وَاَسْاَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هٰذَا ـ فَاِنِّي لَمْ اَخْرُجْ اَشَرًا وَلاَ بَطَرًا وَلاَ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً ـ وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ ـ فَاَسْاَلُكَ اَنْ تُعِيْذَنِي مِنَ النَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَلِي ذُنُوبِي ـ اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

আল্লাহ্ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন এবং সত্তর হাযার ফিরিশতা তার জন্য মাগফিরাত চায়।

٧٧٩ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمْلِيُّ ـ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ اَبِي رَافِعٍ اِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، مَوْلَى اَبِي بَكْرٍ ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ اَلْمَشَّاءُوْنَ اِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ ـ اُولٰئِكَ الْخَوَّاضُوْنَ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ .

৭৭৯ রাশেদ ইবন সা'য়ীদ ইবন রাশেদ রামলী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ রাতের অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারীরাই আল্লাহ্র রহমতের অনুসন্ধানকারী।

৭৮০ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ . ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الشِّيْرَازِيُّ . ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيْمِيُّ ، عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِيَبْشَرِ الْمَشَّاءُوْنَ فِي الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُوْرٍ تَامٍّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৭৮০ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ হালাবী (র) .... সাহল ইবন সা'দ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ রাতের অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারী ব্যক্তিদের কিয়ামতের দিনে পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দেয়া হোক।

৭৮১ حَدَّثَنَا مَجْزَاةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ اَسِيْدٍ مَوْلَى ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الصَّائِغُ . عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৭৮১ সাবিত বুনানীর আযাদকৃত গোলাম মাযজা ইবন সুফয়ান ইবন আসীদ (র)........ আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ রাতের অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারীদের জন্য কিয়ামতের দিনে পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিবে।

١٥ ـ بَابُ الْاَبْعَدُ فَالْاَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَعْظَمُ اَجْرًا

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ থেকে অধিক দূরত্বে বসবাসকারীর জন্য মহা পুরস্কার

৭৮২ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ سَعْدٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْاَبْعَدُ فَالْاَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَعْظَمُ اَجْرًا .

৭৮২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মসজিদ থেকে অধিক দূরত্বে বসবাসকারীর জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

৭৮৩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ . ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ . ثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ ، عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ ، بَيْتُهُ اَقْصَى بَيْتٍ بِالْمَدِيْنَةِ . وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلٰوةُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) . قَالَ ، فَتَوَجَّعْتُ لَهُ . فَقُلْتُ : يَا فُلَانُ لَوْ اَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيْكَ الرَّمَضَ ، وَيَرْفَعُكَ مِنَ الْوَقَعِ وَيَقِيْكَ هَوَامَّ الْاَرْضِ فَقَالَ : وَاللّٰهِ مَا اُحِبُّ اَنَّ بَيْتِيْ بِطُنُبِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ (ص) . قَالَ ، فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتّٰى اَتَيْتُ النَّبِيَّ (ص) فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ . فَدَعَاهُ فَسَاَلَهُ . فَذَكَرَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَذَكَرَ اَنَّهُ يَرْجُوْ فِيْ اَثَرِهِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ

৭৮৩ আহমদ ইবন আবদা (র) .... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক আনসারী ব্যক্তির বাড়ী ছিল মদীনার দূর প্রান্তে। কিন্তু সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সংগে সালাত আদায় করার বেলায় কখনো অনুপস্থিত থাকতো না। রাবী বলেন ঃ তার জন্য আমার মনে দারুণ কষ্ট লাগতো। তখন আমি বললাম ঃ হে অমুক! যদি আপনি একটি গাধা খরিদ করতেন, তবে গরম থেকে রেহাই পেতেন। অধিকন্তু দুঃখ-কষ্ট ও যমীনের কীট-পতঙ্গের কবল থেকে নাজাত লাভ করতেন। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা)-এর ঘরের কাছে আমার ঘর হোক এটা আমার কাছে পসন্দনীয় নয়। রাবী বলেন ঃ আমি তার কষ্টে ব্যথিত হলাম, অবশেষে আমি নবী (সা)-এর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট এ বিষয়ে আলোচনা করলাম। এরপর তিনি তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনিও নবী (সা)-এর কাছে অনুরূপ বললেন এবং তিনি উল্লেখ করলেন যে, নবী (সা) থেকে দূরত্বে বসবাস করাই তার কাছে পসন্দনীয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ বেশ তো, তোমার ইচ্ছা অনুসারেই হবে।

٧٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى ، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ـ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ـ ثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : اَرَادَتْ بَنُوْ سَلَمَةَ اَنْ يَتَحَوَّلُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ اِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ ـ فَكَرِهَ النَّبِيُّ (ص) اَنْ يُعْرُوْا الْمَدِيْنَةَ ـ فَقَالَ ـ يَا بَنِيْ سَلَمَةَ ، اَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ اٰثَارَكُمْ ، فَاَقَامُوْا

৭৮৪ আবূ মূসা মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)........... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বানূ সালামা গোত্রের লোকেরা তাদের আবাসস্থল ছেড়ে মসজিদে নববীর নিকটবর্তী জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করলো। নবী (সা) মদীনার প্রান্তদেশ খালি করা পসন্দ করলেন না। তখন তিনি বললেন ঃ হে বানূ সালামা! তোমরা কি তোমাদের পদচারণাকে সওয়াবের কাজ হিসাবে মনে কর না? এরপর তারা সেখানেই অবস্থান করল।

٧٨٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيْعٌ ـ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَتِ الْاَنْصَارُ بَعِيْدَةً مَنَازِلُهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ ـ فَاَرَادُوْا اَنْ يَقْتَرِبُوْا ـ فَنَزَلَتْ (وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ)ـ قَالَ ، فَثَبَتُوْا ـ

৭৮৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনসারদের ঘরবাড়ী মসজিদ (নববী) থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। তাঁরা মসজিদের নিকটবর্তী হতে ইচ্ছা করলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ـ

অর্থ ঃ আর আমি লিখে রাখি যা তারা আগে পাঠায় এবং যা তারা পেছনে রেখে যায়। (৩৬ ঃ ১২)

রাবী বলেন ঃ তখন তাঁরা তাঁদের অবস্থানে থেকে যান।

١٦ ـ بَابُ فَضْلِ الصَّلٰوةِ فِيْ جَمَاعَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত

٧٨٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلٰوتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَصَلٰوتِهِ فِيْ سُوْقِهِ ، بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ـ

৭৮৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি জামা'আতে সালাত আদায় করায়, তার ঘরে কিংবা বাজারে সালাত আদায় করার চাইতে বিশগুণের অধিক সওয়াব হাসিল হয়।

٧٨٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ـ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ ـ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلٰوةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُوْنَ جُزْءًا .

৭৮৭ আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন 'উসমান 'উসমানী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জামা'আতের ফযীলত, তোমাদের কারো একাকী সালাত আদায়ের চাইতে পঁচিশ গুণ বেশি।

٧٨٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ـ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُوْنٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلٰوتِهِ فِيْ بَيْتِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

৭৮৮ আবূ কুরায়ব (র) .... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামা'আতে সালাত আদায় করা তার বাড়ীতে সালাত আদায় করার চাইতে পঁচিশগুণ বেশি।

٧٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَهْ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ـ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلٰوةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

৭৮৯ 'আবদুর রহমান ইবন 'উমর রুসতা (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করা, তার একাকী সালাত আদায়ের চাইতে সাতাশগুণ উত্তম।

٧٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ـ ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ـ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَصِيْرٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلٰوةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

৭৯০ মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) .... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামা'আতে সালাত আদায় করা, তার একাকী সালাত আদায়ের চাইতে চব্বিশ কিংবা পঁচিশ গুণ বেশি উত্তম।

١٧ ـ بَابُ التَّغْلِيظِ فِى التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জামা'আত থেকে পেছনে থাকার কঠোরতা

٧٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَتُقَامَ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ اَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ اِلٰى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ ـ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ

৭৯১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি এরূপ ইচ্ছা করেছি যে, সালাতের নির্দেশ দেই এবং তা কায়েম হোক। এরপর আমি কোন ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেই। এরপর আমি এরূপ লোকদের নিয়ে—যাদের সাথে রয়েছে জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড, সে কাওমের কাছে যাই, যারা সালাতে হাযির হয়নি এবং তাদের ঘর-বাড়ী আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।

٧٩٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ ، عَنِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِىِّ (ص) اِنِّىْ كَبِيْرٌ ، ضَرِيْرٌ ، شَاسِعُ الدَّارِ ـ وَلَيْسَ لِىْ قَائِدٌ يُلاَوِمُنِىْ ـ فَهَلْ تَجِدُ مِنْ رُخْصَةٍ ؟ قَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ـ قَالَ ـ مَا اَجِدُ لَكَ رُخْصَةً .

৭৯২ আবূ বকর ইবন শায়বা (র) .... ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে বললাম ঃ আমি বৃদ্ধ, অন্ধ, আমার বাড়ী অনেক দূরে এবং আমার কোন পরিচারক নেই যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। সুতরাং আপনি কি (আমাকে জামা'আতে হাযির না হওয়ার) অনুমতি দেবেন? তিনি বললেন ঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। নবী (সা) বললেন ঃ আমি তোমার জন্য রুখসতের কিছু পাই না।

٧٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ بَيَانٍ الْوَاسِطِىُّ اَنْبَاَ هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ ـ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَاْتِهِ ، فَلاَ صَلٰوةَ لَهُ ، اِلاَّ مِنْ عُذْرٍ .

৭৯৩ আবদুল হামীদ ইবন বায়ান ওয়াসিতী (র)...... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনলো এবং ওযর ব্যতিরেকে জামা'আতে হাযির হলো না, তার সালাত হয় না।

٧٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِيْنَاءَ ، اَخْبَرَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ اَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ (ص) يَقُوْلُ ، عَلَى اَعْوَادِهِ ـ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ ـ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ .

৭৯৪ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... ইবন 'আব্বাস ও ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে নবী (সা)-কে তাঁর মিম্বরের উপর থেকে বলতে শুনেছেন ঃ লোকদের অবশ্যই জামা'আত পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকা উচিত, নতুবা আল্লাহ্ তাদের অন্তঃকরণে মোহর মেরে দেবেন। এরপর তারা তো গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

٧٩٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْهُذَلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ـ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ بْنِ عَمْرٍو الضَّمْرِيِّ ، عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ اَوْ لَاُحَرِّقَنَّ بُيُوْتَهُمْ .

৭৯৫ 'উসমান ইবন ইসমা'ঈল হুযালী দিমাশকী (র) .... উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ লোকদের অবশ্যই জামা'আত পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, নয়তো আমি তাঁদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেব।

١٨ ـ بَابُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِيْ جَمَاعَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ 'ইশা ও ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করা

٧٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ـ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ ـ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ ـ حَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ طَلْحَةَ ـ حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ وَصَلٰوةِ الْفَجْرِ ، لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا .

৭৯৬ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যদি লোকেরা 'ইশা ও ফজরের সালাতের সওয়াবের কথা জানতো, তবে অবশ্যই তারা এই দুই সালাতে উপস্থিত হতো হামাগুড়ি দিয়ে হলেও।

٧٩٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ اَنْبَاَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ـ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ اِنَّ اَثْقَلَ الصَّلٰوةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلٰوةُ الْعِشَاءِ ، وَصَلٰوةُ الْفَجْرِ ـ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا .

৭৯৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মুনফিকদের উপর সব চাইতে কষ্টকর সালাত হচ্ছে 'ইশা ও ফজরের সালাত। যদি তারা এই দুই সালাতের সওয়াবের কথা জানতো, তবে অবশ্যই তারা এতে হাযির হতো হামাগুড়ি দিয়ে হলেও।

٧٩٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) - اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ - مَنْ صَلّٰى فِيْ مَسْجِدٍ ، جَمَاعَةً ، اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ، لاَ تَفُوْتُهُ الرَّكْعَةُ الْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنَ النَّارِ .

৭৯৮ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র)........'উমর ইবন খাত্তাব (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদের এসে জামা'আতের সাথে চল্লিশ রাত সালাত আদায় করে, আর তার 'ইশার সালাতের প্রথম রাকা'আত বাদ পড়ে না; এর জন্য আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ লিখে দেন।

١٩ - بَابُ لُزُوْمِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে বসে থাকা এবং সালাতের জন্য অপেক্ষা করা

٧٩٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ - عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) - اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، كَانَ فِيْ صَلٰوةٍ مَا كَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مَجْلِسِهِ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ، اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ - مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ - مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ .

৭৯৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে এবং যতক্ষণ সালাত তাকে আটকে রাখে, এ সময়ও সালাতের মধ্যে পরিগণিত; আর তোমাদের কেউ যেখানে সালাত আদায় করেছে সেখানে বসে থাকে, ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তার জন্য দু'আ করতে থাকেন। তারা বলতে থাকেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ، اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ্! আপনি তার প্রতি রহম করুন, হে আল্লাহ্! আপনি তার তওবা কবূল করুন।

যতক্ষণ না সেখানে তার উযূ নষ্ট হয়। যতক্ষণ না সেখানে তার কষ্ট হয়।

٨٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا شَبَابَةُ - ثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ ، مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلٰوةِ وَالذِّكْرِ ، اِلاَّ تَبَشْبَشَ اللّٰهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ ، اِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ

৮০০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যতক্ষণ কোন মুসলিম ব্যক্তি মসজিদে সালাত ও যিকরে মশগুল থাকে, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি এরূপ সন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন, যেরূপ প্রবাসী তার প্রবাস থেকে ফিরে এলে গৃহবাসীরা তাকে পেয়ে খুশী হয়ে থাকে।

٨٠١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ۔ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ۔ ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو۔ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) الْمَغْرِبَ۔ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ۔ وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ۔ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مُسْرِعًا، قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ۔ أَبْشِرُوْا۔ هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ۔ يَقُوْلُ: أُنْظُرُوْا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيْضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ أُخْرَى۔

৮০১ আহমদ ইবন সা'য়ীদ দারিমী (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। এরপর কত লোক চলে গেলেন এবং কতক রয়ে গেলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) দ্রুতবেগে এলেন যে, তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ হয়ে গেল। তিনি তাঁর দু'হাঁটুর উপর ভর করে বসলেন এবং বললেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের রব্ব আসমানের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং তিনি ফিরিশ্তাদের কাছে তোমাদের বিষয়ে গর্ব করে বলছেন ঃ তোমরা আমার এ সকল বান্দার প্রতি তাকাও, তারা এক ফরয আদায় করার পর অন্য ফরযের জন্য অপেক্ষা করছে।

٨٠٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ۔ ثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ، فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْإِيْمَانِ۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ) الْآيَةَ۔

৮০২ আবূ কুরায়ব (র)........ আবূ সা'য়ীদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে বার বার মসজিদে আসতে দেখবে, তখন তোমরা তার জন্য ঈমানের সাক্ষী দেবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ الْآيَةَ তারাই তো আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও পরকালে .....। (৯ ঃ ১৮)

اَبْوَابُ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ وَالسُّنَّةِ فِيْهَا

আবওয়াবু আকামাতিস-সালাত ওয়াস-সুন্নাহ ফীহা

١ - بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত শুরু করা

٨٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ ـ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ـ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِىَّ يَقُوْلُ ـ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ،

৮০৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ তানাফিসী (র) .... মুহাম্মদ ইবন 'আমর ইবন 'আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ হুমায়ীদ সাঈদী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তিনি কিবলামুখী হতেন এবং তিনি তাঁর উভয় হাত উঠিয়ে বলতেন ঃ আল্লাহু আকবার।

٨٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ـ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِىُّ ـ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ عَلِىٍّ الرِّفَاعِىُّ ، عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَسْتَفْتِحُ صَلٰوتَهُ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ .

৮০৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সালাত শুরু করার সময় বলতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ .

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনার নাম বরকতপূর্ণ, আপনার মাহাত্ম্য সুউচ্চ এবং আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।"

٨٠٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَعَلِىُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ

وَالْقِرَاءَةِ ـ قَالَ فَقُلْتُ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ، فَأَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ ـ قَالَ أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ـ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ ـ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ـ

৮০৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকবীরে তাহ্রীমা বলার পর তাকবীর ও কিরআতের মাঝখানে কিছু সময় নীরব থাকতেন। রাবী বলেন ঃ আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি তাকবীর ও কিরআতের মাঝখানে নীরবতা অবলম্বন করেন কেন? আপনি আমাকে বলুন, এ সময় আপনি কি বলেন? তিনি বলেন, আমি বলি ঃ

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ـ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ ـ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

"হে আল্লাহ্! আমার ও আমার গুনাহ্র মাঝে এরূপ ব্যবধান করে দিন, যেরূপ আপনি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান করেছেন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে পাপরাশি থেকে পবিত্র করুন, যেমন ময়লা থেকে ধবধবে সাদা কাপড় পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাহসমূহ বৃষ্টির ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে দিন।"

٨٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِمْرَانَ ـ قَالاَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ـ ثَنَا حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ـ تَبَارَكَ اسْمُكَ ـ وَتَعَالٰى جَدُّكَ ـ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

৮০৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'ইমরান (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) সালাত শুরু করার সময় বলতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ـ تَبَارَكَ اسْمُكَ ـ وَتَعَالٰى جَدُّكَ ـ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার প্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনার নাম বরকতময় এবং আপনার মাহাত্ম্য সুউচ্চ। আর আপনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।"

٢ ـ بَابُ الْاِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে পানাহ চাওয়া

٨٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ـ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ ، قَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ

كَبِيْرًا ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ثَلاَثًا ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ثَلاَثًا ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ـ

قَالَ عَمْرٌو : هَمْزُهُ الْمُوْتَةُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ ـ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ .

৮০৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) .... জুবায়র ইবন মুত'য়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি, যখন তিনি সালাত শুরু করতেন, তখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا তিনবার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا তিনবার এবং سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً তিনবার বলতেন। তিনি আরো বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ـ "হে আল্লাহ্! আমি বিতাড়িত শয়তানের শয়তানী, তার অশ্লীল কবিতা এবং তার অহংকার হতে আপনার নিকট পানাহ্ চাচ্ছি।"

'আমর (র) বলেন ঃ هَمْزِهِ অর্থ তার শয়তানী ; نَفْثِهِ অর্থ তার অশ্লীল কবিতা এবং نَفْخِهِ অর্থ তার অহমিকা।

৮০৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ـ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ـ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

قَالَ : هَمْزُهُ الْمُوْتَةُ ـ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ ـ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ

৮০৮ 'আলী ইবন মুনযির (র) .... ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ .

রাবী বলেন ঃ هَمْزِهِ এর অর্থ তার শয়তানী نَفْثِهِ অর্থ তার অশ্লীল কবিতা এবং نَفْخِهِ এর অর্থ তার অহমিকা।

٣ ـ بَابُ وَضْعِ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা

৮০৯ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَؤُمُّنَا ـ فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ

৮০৯ উসমান ইবন আবূ শায়বা (র)..... হুলব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) আমাদের সালাতের ইমামতি করতেন এবং তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন।

৮১০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ـ ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ ـ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالاَ : ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِيَّ (ص) يُصَلِّيْ ـ فَاَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ .

৮১০ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও বিশর ইবন মু'আয জারীর (র) .... ওয়ায়েল ইবন হুযর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরা অবস্থায় সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٨١١ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ ، إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَاتِمٍ ـ أَنْبَأَ هُشَيْمٌ ـ أَنْبَأَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِيْ زَيْنَبَ السُّلَمِيُّ ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ : قَالَ : مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ (ص) وَأَنَا وَاضِعٌ يَدِي الْيُسْرٰى عَلَى الْيُمْنٰى ـ فَأَخَذَ بِيَدِيَ الْيُمْنٰى فَوَضَعَهَا عَلَى الْيُسْرٰى .

৮১১ আবূ ইসহাক হারাবী ইব্‌রাহীম্ ইবন হাতিম (রা).......... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (সা) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, এ সময় আমি আমার বাম হাত ডান হাতের উপর রেখেছিলাম। তখন তিনি আমার ডান হাত ধরে তা বাম হাতের উপর রেখে দেন।

٤ ـ بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের কির'আত শুরু করা

٨١٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ ـ بِـ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ).

৮১২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) (সালাতে) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে কির'আত শুরু করতেন।

٨١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ ـ ح وَحَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ـ ثَنَا عَوَانَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِـ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) .

৮১৩ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ ও জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর ও 'উমর (রা) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে কিরআত শুরু করতেন।

٨١٤ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، وَ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، قَالُوْا ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى ـ ثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمِّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ)

৮১৪ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী, বকর ইবন খালফ ও উকবা ইবন মুকরিম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দিয়ে কিরআত শুরু করতেন।

٨١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ عَبَايَةَ ـ حَدَّثَنِيْ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ وَقَلَّمَا رَاَيْتُ رَجُلًا اَشَدَّ عَلَيْهِ فِى الْاِسْلَامِ حَدَثًا مِنْهُ ـ فَسَمِعَنِيْ وَاَنَا اَقْرَاُ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) فَقَالَ : اَىْ بُنَىَّ اِيَّاكَ وَالْحَدَثَ ـ فَاِنِّىْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَمَعَ اَبِيْ بَكْرٍ ، وَمَعَ عُمَرَ ، وَمَعَ عُثْمَانَ ، فَلَمْ اَسْمَعْ رَجُلًا مِنْهُمْ يَقُوْلُهُ ـ فَاِذَا قَرَاْتَ فَقُلْ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) .

৮১৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি দেখেছি ইসলামে নতুন কিছুর উদ্ভাবনকে আমার পিতার চাইতে অধিকতর মন্দ আর কেউ মনে করতেন না। তিনি আমাকে সালাতের মধ্যে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়তে শুনে বললেন ঃ প্রিয় বৎস! বিদ'আত থেকে বিরত থাক। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর, 'উমর ও 'উসমান (রা)-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। কিন্তু আমি তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহ্ পড়তে শুনি নাই। যখন তুমি কিরআত শুরু করবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দিয়েই তা আরম্ভ করবে।

٥ ـ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাতের কির'আত পাঠ

٨١٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا شَرِيْكٌ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ـ سَمِعَ النَّبِيُّ (ص) يَقْرَاُ فِى الصُّبْحِ (وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ) .

৮১৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... কুতবা ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)-কে ফজরের সালাতে وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ পাঠ করতে শুনেছেন।

٨١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ـ ثَنَا اَبِيْ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ ، عَنْ اَصْبَغَ ، مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ يَقْرَاُ فِى الْفَجْرِ ، كَاَنِّىْ اَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ (فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ) .

৮১৭ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র) .... 'আমর ইবন হুরায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-এর সংগে সালাত আদায় করেছি। তিনি ফজরের সালাতে فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ পাঠ করছিলেন, তা যেন আমি শুনেছি।

٨١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ـ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَهُ أَبُو الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

৮১৮ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ ও সুয়াইদ (র) .... আবূ বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের সালাতে ষাট থেকে একশ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন।

٨١٩ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ـ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّي بِنَا ، فَيُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ـ وَكَذٰلِكَ فِي الصُّبْحِ .

৮১৯ আবূ বিশর বকর ইবন খালাফ (র) .... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যুহরের প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফজরের সালাতেও এরূপ করতেন।

٨٢٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ـ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : قَرَأَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) فِي صَلٰوةِ الصُّبْحِ بِـ (الْمُؤْمِنُونَ) فَلَمَّا أَتَى عَلَى ذِكْرِ عِيسَى ، أَصَابَتْهُ شَرْقَةٌ ، فَرَكَعَ ـ يَعْنِي سَعْلَةً .

৮২০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবদুল্লাহ্ ইবন সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের সালাতে 'সূরা মুমিনূন' পাঠ করেন। যখন তিনি ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তাঁর হাঁচি এলো। তিনি তখন রুকূতে চলে গেলেন।

٦ ـ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনে ফজরের সালাতে কিরআত পাঠ

٨٢١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ـ ثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) يَقْرَأُ فِي صَلٰوةِ الصُّبْحِ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ : (الٓمٓ تَنْزِيلُ ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ) .

৮২১ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর দিনে ফজরের সালাতে আলিফ-লাম-মিম তানযীল; ও হাল-আতা 'আলাল-ইনসান (সূরা দাহর) পাঠ করতেন।

٨٢٢ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ - ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ - ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : (الٓمّٓ تَنْزِيْلُ ، وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ) .

৮২২ আযহার ইবন মারওয়ান (র) .... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে আলিফ-লাম-মীম তানযীল ও হাল আতা 'আলাল-ইনসান (সূরা দাহর) পাঠ করতেন।

٨٢٣ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ - اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ : (الٓمّٓ تَنْزِيْلُ ، وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ) .

৮২৩ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে আলিফ-লাম-মীম তানযীল ও হাল আতা আলাল-ইনসান পাঠ করতেন।

٨٢٤ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ - اَنْبَأَ اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ - اَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ اَبِىْ قَيْسٍ ، عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ ، عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ : (الٓمّٓ تَنْزِيْلُ ، وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ) .

قَالَ اِسْحَاقُ : هٰكَذَا ثَنَا عَمْرٌو ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ - لاَ اَشُكُّ فِيْهِ .

৮২৪ ইসহাক ইবন মানসূর (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে আলিফ-লাম-মীম তানযীল ও হাল আতা 'আলাল-ইনসান পাঠ করতেন।

ইসহাক (র) বলেন ঃ আমর (র) 'আবদুল্লাহ্ (র) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর আমি এতে কোন সন্দেহ পোষণ করি না।

٧ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুহর ও 'আসরের সালাতে কির'আত পাঠ

٨٢٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ - ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ - ثَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ فِىْ ذٰلِكَ خَيْرٌ - قُلْتُ : بَيِّنْ رَحِمَكَ اللّٰهُ - قَالَ : كَانَتِ الصَّلٰوةُ تُقَامُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) الظُّهْرَ فَيَخْرُجُ اَحَدُنَا اِلَى الْبَقِيْعِ ، فَيَقْضِىْ حَاجَتَهُ ، فَيَجِيْءُ فَيَتَوَضَّأُ ، فَيَجِدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الظُّهْرِ .

৮২৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... কায'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ

এতে তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই। আমি বললাম ঃ আপনি স্পষ্ট করে বলুন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য যুহরের সালাতের ইকামত হতো, তিনি সালাতে দাঁড়াতেন। আমাদের কেউ কাযায়ে হাজতে বেরিয়ে যেতেন এবং ইসতিনজার কাজ সেরে আসতেন। এরপর উযূ করে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুহরের প্রথম রাক'আতেই পেতেন।

৮২৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيعٌ ـ ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِخَبَّابٍ : بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ .

৮২৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... আবূ মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি খাব্বাব (রা)- কে বললাম যে, আপনারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুহর ও 'আসরের সালাতের কিরাআত কিভাবে বুঝতেন? তিনি বললেন ঃ তাঁর দাঁড়ি নড়াচড়া দ্বারা।

৮২৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ـ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ ـ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مِنْ فُلَانٍ ، قَالَ : وَكَانَ يُطِيلُ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ .

৮২৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)............... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি অমুকের চাইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কাউকে দেখিনি। রাবী বলেন ঃ তিনি যুহরের প্রথম দুই রাক'আত দীর্ঘ করতেন এবং পরবর্তী দুই রাক'আত সংক্ষেপ করতেন। আর 'আসরের সালাতও সংক্ষেপ করতেন।

৮২৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ـ ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ـ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ـ ثَنَا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ بَدْرِيًّا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالُوْا : تَعَالَوْا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلٰوةِ فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ فَقَاسُوْا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً ـ وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ ـ وَقَاسُوْا ذٰلِكَ فِي الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ .

৮২৮ ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র) .... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্য হতে ত্রিশজন বদরী সাহাবী একত্রিত হলেন। তাঁরা বললেন ঃ আসুন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চুপে চুপে পঠিত যুহর 'আসরের সালাতের কির'আত সম্পর্কে অনুমান করি। তাঁদের মধ্য হতে দু'জন সাহাবীও এ বিষয়ে মতানৈক্য করেন নি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুহরের প্রথম রাক'আতে ত্রিশ আয়াত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে তার অর্ধেক অর্থাৎ পনের আয়াত পাঠ করতেন। এভাবে তাঁরা অনুমান করলেন যে, যুহরের দ্বিতীয় রাক'আতে পঠিত কির'আতের পরিমাণ তিনি 'আসরের সালাতে পাঠ করতেন।

٨ - بَابُ الْجَهْرِ بِالْآيَةِ اَحْيَانًا فِىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুহর ও 'আসরের সালাতে কখনো কখনো স্পষ্ট আওয়াজে কির'আত পাঠ

٨٢٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَقْرَأُ بِنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ - وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا .

৮২৯ বিশ্‌র ইবন হিলাল (র) .... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুহরের সালাতের প্রথম দুই রাক'আতে কির'আত মাঝে মাঝে আমাদের শুনিয়ে পাঠ করতেন।

٨٣٠ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ - ثَنَا سَلْمُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيْدِ ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّى بِنَا الظُّهْرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الْاٰيَةَ بَعْدَ الْاٰيَاتِ ، مِنْ سُوْرَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ .

৮৩০ 'উক্‌বা ইবন মুক্‌রাম (র)...... বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করতেন। তখন আমরা তাঁর থেকে সূরা লুকমান ও যারিয়াতের কোন কোন আয়াত শুনতে পেতাম।

٩ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের সালাতের কিরআত পাঠ

٨٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَهِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ - قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُمِّهِ (قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ : هِىَ لُبَابَةُ) اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا .

৮৩১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা)-এর মা [আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) বলেন, তাঁর নাম ছিল লুবাবা (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মাগরিবের সালাতে 'আল-মুরসালাতে 'উরফান' পাঠ করতে শুনেছেন।

٨٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - اَنْبَاَ سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ (ص) يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ .

قَالَ جُبَيْرٌ ، فِىْ غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ : فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ (اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ ، اِلَى قَوْلِهِ ، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِيْنٍ) كَادَ قَلْبِىْ يَطِيْرُ .

৮৩২ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ (র)......... জুবায়র ইবন মুত'য়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে মাগরিবের সালাতে 'ওয়াত-তূর' পাঠ করতে শুনেছি।

অপর এক হাদীসে জুবায়র (রা) বলেন ঃ যখন তাঁকে পাঠ করতে শুনতাম أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْئٍ أَمْ هُمُ الْخَٰلِقُوْنَ থেকে فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ পর্যন্ত তখন আমার অন্তর যেন উড়ে যেত।

٨٢٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ - ثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ - ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ .

৮৩৩ আহমদ ইবন বুদায়ল (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) মাগরিবের সালাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করতেন।

١٠ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'ইশার সালাতে কির'আত পাঠ

٨٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ (ص) الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ - قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ .

৮৩৪ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ ও 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমির ইবন যুরারা (র) .... বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)-এর সংগে 'ইশার সালাত আদায় করেন। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁকে সূরা 'ত্বিন ওয়ায্-যায়তূন' পাঠ করতে শুনেছি।

٨٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - أَنْبَأَ سُفْيَانُ - ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ - ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، جَمِيْعًا ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، مِثْلَهُ - قَالَ : فَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ .

৮৩৫ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ ও 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমির ইবন যুরারা (র) .... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁর চাইতে উত্তম তিলাওয়াত ও সুমধুর কণ্ঠ আর কারো থেকে শুনিনি।

٨٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ - أَنْبَأَ اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ - فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ - فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) (اقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) .

৮৩৬ মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একদা মু'আয ইবন জাবাল (রা) তাঁর সংগীদের নিয়ে 'ইশার সালাত লম্বা করে আদায় করেন। তখন নবী (সা) বললেন ঃ তুমি সূরা ওয়াশ-শামস, সূরা আ'লা, সূরা লায়ল ও সূরা 'আলাক পাঠ করবে।

١١ - بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পেছনে কিরআত পাঠ করা

٨٣٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ، وَاِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ، قَالُوْا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৮৩৭ হিশাম ইবন 'আম্মার , সাহল ইবন আবূ সাহল ও ইসহাক ইবন ইসমাঈল (র) .... 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি, তার সালাত হয় না।

٨٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ ، اَنَّ اَبَا السَّائِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، غَيْرُ تَمَامٍ .

فَقُلْتُ : يَا اَبَا هُرَيْرَةَ! فَاِنِّيْ اَكُوْنُ اَحْيَانًا وَرَاءَ الْاِمَامِ - فَغَمَزَ ذِرَاعِيْ وَقَالَ : يَا فَارِسِيُّ اقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ .

৮৩৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতে উম্মুল-কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করেনি, তার সালাত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

রাবী বলেন, তখন আমি বললাম ঃ হে আবূ হুরায়রা! আমি কখনো কখনো ইমামের পেছনে সালাত আদায় করি। তখন তিনি আমার বাহু ধরে বললেন ঃ হে ফারসী! তুমি তা তোমার মনে মনে পাঠ করবে।

٨٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ - ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، جَمِيْعًا عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) وَسُوْرَةٍ ، فِيْ فَرِيْضَةٍ اَوْ غَيْرِهَا .

৮৩৯ আবূ কুরায়ব ও সুওয়াইদ ইবন সা'য়ীদ (র)....... আবূ সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফরয কিংবা অন্যান্য সালাতের প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা না পড়বে, তার সালাত হবে না।

٨٤٠ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ . ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ كُلُّ صَلٰوةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيْهَا بِاُمِّ الْكِتَابِ ، فَهِيَ خِدَاجٌ .

৮৪০ ফযল ইবন ই'য়াকূব জাযারী (র)....... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে সব সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ।

٨٤١ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُكَيْنٍ . ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ السُّلَمِيُّ . ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : كُلُّ صَلٰوةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ .

৮৪১ ওয়ালীদ ইবন 'আমর ইবন সুকায়ন (র)........ শু'আয়ব (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে সব সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ, তা অসম্পূর্ণ।

٨٤٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ . ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ ، عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : سَاَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : اَقْرَأُ وَالْاِمَامُ يَقْرَأُ ؟ قَالَ : سَاَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ (ص) ، اَفِيْ كُلِّ صَلٰوةٍ قِرَاءَةٌ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : نَعَمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : وَجَبَ هٰذَا .

৮৪২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)...... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো যে, যখন ইমাম কিরাআত পাঠ করে, তখন আমিও কি কিরাআত পাঠ করবো? তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ প্রত্যেক সালাতে কি কিরাআত আছে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হ্যাঁ। তখন কাওমের মধ্য হতে একজন বললো ঃ এখন এটি ওয়াজিব হয়ে গেল।

٨٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ . ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ : كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْاِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ . وَفِي الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৮৪৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)............. জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা যুহর ও 'আসরের সালাতের প্রথম দুই রাকআতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা ও আরেকটি সূরা এবং শেষ দুই রাকআতে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তাম।

١٢ ـ بَابُ فِىْ سَكْتَتِى الْاِمَامِ

অনুচ্ছেদ : ইমামের নীরবতা অবলম্বনের স্থান

٨٤٤ حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ جَمِيْلِ الْعَتَكِيُّ ـ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ـ ثَنَا سَعِيْدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ـ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، فَكَتَبْنَا اِلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِيْنَةِ ـ فَكَتَبَ اَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ .

قَالَ : سَعِيْدٌ : فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ : مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ ؟ قَالَ : اِذَا دَخَلَ فِىْ صَلٰوتِهِ ، وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ .

ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : وَاِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ .

قَالَ : وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ ، اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، اَنْ يَسْكُتَ حَتّٰى يَتَرَادَّ اِلَيْهِ نَفْسُهُ .

৮৪৪ জামীল ইবন হাসান ইবন জামীল 'আতাকী (র)...... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নীরবতা অবলম্বনের স্থান দুটি, আমি তা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে সংরক্ষণ করেছি। ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) তা অস্বীকার করেন। আমরা বিষয়টি মদীনাতে উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর কাছে লিখে পাঠালাম। তিনি উত্তরে লিখলেন : সামুরা (রা) বিষয়টি স্মরণ রেখেছে।

সা'য়ীদ (র) বলেন, তখন আমরা কাতাদা (রা)-কে বললাম : সেই নীরবতা অবলম্বনের স্থানে দু'টো কি কি? তিনি বললেন : যখন তিনি তাঁর সালাতে প্রবেশ করতেন এবং যখন তিনি কিরাআত শেষ করতেন।

এরপর তিনি বললেন : যখন তিনি পড়তেন "গায়রিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লীন"।

রাবী বলেন : কিরআত শেষে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য তিনি নীরবতা অবলম্বন করতেন, এতে লোকেরা তাজ্জব হয়ে যেতো।

٨٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ ، وَعَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اِشْكَابَ ـ قَالَا ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُوْنُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ قَالَ سَمُرَةُ : حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ ـ سَكْتَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَسَكْتَةً عِنْدَ الرُّكُوْعِ ـ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ ـ فَكَتَبُوْا اِلَى الْمَدِيْنَةِ اِلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ـ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ .

৮৪৫ মুহাম্মদ ইবন খালিদ ইবন খিদাশ ও 'আলী ইবন হুসায়ন ইবন আশকাব (রা)........ হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামুরা (রা) বলছেন : আমি সালাতে দু'টি সাক্তা (নীরবতা অবলম্বনের

স্থান) স্মৃতিতে ধরে রেখেছি। একটি কিরআতের আগে এবং অপরটি রুকূর সময়। তখন 'ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) তা অস্বীকার করেন। তাঁরা মদীনাতে উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর কাছে লিখে পাঠান। তখন তিনি সামুরা (রা)-এর কথা সঠিক বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

١٣ ـ بَابُ اِذَا قَرَأَ الْاِمَامُ فَاَنْصِتُوْا

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের কিরআত পাঠের সময় তোমরা নীরব থাকবে

٨٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ـ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا ـ وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا ـ وَاِذَا قَالَ : (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) ، فَقُوْلُوْا : (اٰمِيْنَ)ـ وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا ـ وَاِذَا قَالَ : (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) ، فَقُوْلُوْا : (اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)ـ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا ـ وَاِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعِيْنَ .

৮৩৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং যখন তিনি তাক্‌বীর বলেন, তখন তোমরা তাক্‌বীর বলবে। আর যখন তিনি কিরআত পাঠ করবেন তখন তোমরা নীরবতা অবলম্বন করবে। আর যখন তিনি বলবেন ঃ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ তখন তোমরা বলবে ঃ 'আমীন'। যখন তিনি রুকূ করেন, তখন তোমরাও রুকূ করবে, আর যখন তিনি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবেন, তখন তোমরা বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ। আর যখন তিনি সিজ্‌দা করবেন, তখন তোমরা সিজ্‌দা করবে। যখন তিনি বসে সালাত আদায় করবেন, তখন তোমরা সবাই বসে সালাত আদায় করবে।

٨٤٧ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ ـ ثَنَا جَرِيْرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَبِيْ غَلاَّبٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا قَرَأَ الْاِمَامُ فَاَنْصِتُوْا ـ فَاِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ اَوَّلَ ذِكْرِ اَحَدِكُمُ التَّشَهُّدُ .

৮৪৭ ইউসুফ ইবন মূসা কাত্তান (র)........ আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন ইমাম কিরআত পাঠ করেন, তখন তোমরা চুপ থাকবে। আর যখন তিনি বসেন, তখন তোমরা প্রথমে তাশাহ্‌হুদ পড়ে নেবে।

٨٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ـ قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ اُكَيْمَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : صَلَّى النَّبِيُّ (ص) بِاَصْحَابِهِ صَلٰوةً ، نَظُنُّ اَنَّهَا الصُّبْحُ ـ فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ ؟ قَالَ رَجُلٌ : اَنَا قَالَ : اِنِّيْ اَقُوْلُ مَالِيْ اُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ .

৮৪৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (সা) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। আমাদের ধারণা, এটি ছিল ফজরের সালাত। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের থেকে কেউ কি কিরআত পাঠ করেছে? জনৈক ব্যক্তি বললো ঃ আমি। তিনি বললেন ঃ আমার কি হলো যে, আমার কিরআত পাঠে বিঘ্ন হচ্ছে!

٨٤٩ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ - ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى - ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ : قَالَ فَسَكَتُوا ، بَعْدُ ، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ .

৮৪৯ জামীল ইবন হাসান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি উপরিউক্ত বর্ণনার অনুরূপ উল্লেখ করেন। তবে এই বর্ণনায় তিনি অতিরিক্ত বলেন ঃ যে সালাতে ইমাম উচ্চস্বরে কিরআত পাঠ করবে, এতে তারা চুপ থাকবে।

٨٥٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ .

৮৫০ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যার ইমাম থাকবে, ইমামের কিরআত তার কিরআত।

١٤ - بَابُ الْجَهْرِ بِآمِينَ

অনুচ্ছেদ ঃ শব্দ করে আমীন বলা

٨٥١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَهِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ - قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا - فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৮৫১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন ক্বারী অর্থাৎ ইমাম 'আমীন' বলে, তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা, ফিরিশতাগণ আমীন বলে থাকেন। আর যার 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাদের আমীন বলার সাথে মিলে যায়, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

٨٥٢ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى - ثَنَا مَعْمَرٌ - ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ، وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) . إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا - فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

৮৫২ বকর ইবন খালফ ও জামীল ইবন হাসান এবং আহমদ ইবন আমর ইবন সারাহ্ মিসরী ও হাশিম ইবন কাসিম হাররানী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন ইমাম 'আমীন' বলে, তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা, যার আমীন বলা ফিরিশতাদের 'আমীন' বলার সাথে মিলে যায়, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

٨٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى ـ ثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمِّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِيْنَ ـ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا قَالَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ) قَالَ (اٰمِيْنَ) حَتّٰى يَسْمَعَهَا اَهْلُ الصَّفِّ الْاَوَّلِ ـ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ .

৮৫৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ বলতেন; তখন তিনি বলতেন ঃ আমীন। এমন কি প্রথম সারির লোকেরা তা শুনতে পেত এবং এতে মসজিদ গুঞ্জরিত হতো।

٨٥٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ـ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِذَا قَالَ (وَلاَ الضَّآلِّيْنَ) قَالَ (اٰمِيْنَ) .

৮৫৪ উসমান ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন وَلاَ الضَّآلِّيْنَ বলতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ "আমীন"।

٨٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ، قَالاَ ، ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) ـ فَلَمَّا قَالَ (وَلاَ الضَّآلِّيْنَ) قَالَ (اٰمِيْنَ) فَسَمِعْنَا هَا .

৮৫৫ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ ও 'আম্মার ইবন খালিদ ওয়াসিতী (র) .... ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-এর সংগে সালাত আদায় করেছি। এ সময় যখন তিনি وَلاَ الضَّآلِّيْنَ বলেন, তখন তিনি বলেন ঃ "আমীন"। তখন আমরা তা শুনেছি।

٨٥٦ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ـ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ـ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ـ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِيْنِ .

৮৫৬ ইসহাক ইবন মানসূর (র) .... আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়াহূদীরা তোমাদের কোন ব্যাপারে এত ঈর্ষান্বিত হয় না, যতটা না তারা তোমাদের সালাত ও আমীনের উপর ঈর্ষান্বিত হয়।

৮৫৭ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْخَلاَّلُ الدِّمَشْقِيُّ - ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُوْ مُسْهِرٍ ، قَالاَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ صُبَيْحٍ الْمُرِّيُّ - ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلٰى اٰمِيْنَ - فَاَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ اٰمِيْنَ -

৮৫৭ 'আব্বাস ইবন ওয়ালিদ খাল্লাল দিমাশ্‌কী (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ইয়াহূদীরা তোমাদের 'আমীন' বলার উপর যত বেশী ঈর্ষান্বিত হয়, আর কোন জিনিসে তত ঈর্ষান্বিত হয় না। সুতরাং তোমরা অধিক পরিমাণে আমীন বলবে।

١٥ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ اِذَا رَكَعَ ، وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফে' ইয়াদায়ন করা

৮৫৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَاَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ ، قَالُوْا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ - وَاِذَا رَكَعَ ، وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ - وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

৮৫৮ 'আলী ইবন মুহাম্মদ, হিশাম ইবন 'আম্মার ও আবূ 'উমার যারীর (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি, তিনি যখন সালাত শুরু করতেন, তখন তিনি তাঁর দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং রুকূতে যেতেন এবং যখন তিনি তাঁর মাথা রুকূ থেকে উঠাতেন (তখনও হাত উঠাতেন)। তবে তিনি দুই সিজদার মাঝখানে হাতে উঠাতেন না।

৮৫৯ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ - ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَجْعَلَهُمَا قَرِيْبًا مِنْ اُذُنَيْهِ - وَاِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ - وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ، صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ

৮৫৯ হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) .... মালিক ইবন হুয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাকবীর বলতেন তখন তিনি তাঁর দু'হাত তাঁর উভয় কানের কাছাকাছি উঠাতেন। আর যখন তিনি রুকূতে যেতেন, তখন অনুরূপ করতেন এবং যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন, তখনও অনুরূপ করতেন।

৮৬০ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالاَ : ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلٰوةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ ، وَ حِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَسْجُدُ

৮৬০ উসমান ইবন আবূ শায়বা ও হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি, যখন তিনি সালাত শুরু করতেন, যখন তিনি রুকূ করতেন এবং সিজ্‌দা করতেন, তাঁর দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন।

٨٦١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ الْغَسَّانِيُّ - ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عُمَيْرِ بْنِ حَبِيْبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ ، فِى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ .

৮৬১ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... 'উমায়র ইবন হাবীব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরয সালাতের প্রত্যেক তাকবীরের সাথে তাঁর উভয় হাত উপরে উঠাতেন।

٨٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ - ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ سَمِعْتُهُ ، وَهُوَ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ، اَحَدُهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ قَالَ : اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ، كَانَ اِذَا قَامَ فِى الصَّلٰوةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ - ثُمَّ قَالَ (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ - فَاِذَا قَالَ (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) رَفَعَ يَدَيْهِ فَاعْتَدَلَ - فَاِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، كَمَا صَنَعَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ .

৮৬২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)........ আবূ হুমায়দ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। [তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যান্য দশ সাহাবীর একজন] তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সালাত সম্পর্কে অধিক অবহিত। তিনি যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং তিনি তাঁর দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন, এরপর তিনি বলতেন আল্লাহু আকবর। আর যখন তিনি রুকূ করার ইরাদা করতেন তখন তিনি তাঁর দু' হাত তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এরপর যখন তিনি বলতেন সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ তখন তিনি তাঁর দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতেন আর যখন তিনি দ্বিতীয় রাকআত থেকে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন, যেমন তিনি সালাত শুরু করার সময় করতেন।

٨٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ - ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ - ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ : اجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَ اَبُوْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ - فَذَكَرُوْا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ : اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ - ثُمَّ رَفَعَ حِيْنَ كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ ، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَوٰى حَتّٰى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ اِلٰى مَوْضِعِهِ .

৮৬৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) .... 'আব্বাস ইবন সাহল সা'য়িদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আবূ হুমায়দ, উসায়দ সা'য়িদী, সাহল ইবন সা'দ ও মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) একত্রিত হয়ে

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। তখন আবূ হুমায়দ (রা) বলেন ঃ আমি তোমাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতে দাঁড়াতেন, এরপর তিনি তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত উঠাতেন। এরপর তিনি তাকবীর বলে রুকূতে যাওয়ার সময় হাত উঠাতেন। এরপর তিনি দাঁড়াতেন এবং তাঁর দু'হাত উঠাতেন এবং এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যে, যাতে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে এসে যেতো।

٨٦٤ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ - ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، اَبُوْ اَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ - وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ - وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ - وَاِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৮৬৪ 'আব্বাস ইবন 'আবদুল আযীম 'আম্বারী (র) .... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) যখন ফরয সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াতেন, তখন তিনি তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর যখন তিনি রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখনও অনুরূপ করতেন। যখন তিনি রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপ করতেন। আর তিনি যখন দুই সিজদা শেষ করে উঠতেন, তখনও অনুরূপ করতেন।

٨٦٥ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ - ثَنَا عُمَرُ بْنُ رِيَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ .

৮৬৫ আয়ুব ইবন মুহাম্মদ হাশিমী (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক তাকবীরের সময় তাঁর দু'হাত উঠাতেন।

٨٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - ثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ اَنَسٍ ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ ، وَاِذَا رَكَعَ

৮৬৬ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দু'হাত সালাত শুরুর সময় এবং রুকূতে যাওয়ার সময় উঠাতেন।

٨٦٧ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ - ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ - ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ (ص) كَيْفَ يُصَلِّي - فَقَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا اُذُنَيْهِ - فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ - فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ .

৮৬৭ বিশর ইবন মু'আয যারীর (র) .... ওয়ায়েল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মনে মনে ভেবেছিলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিভাবে সালাত আদায় করেন, তা অবশ্যই দেখব। তিনি দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হলেন এবং দু'হাত উভয় কান পর্যন্ত উঠালেন। তিনি রুকূতে যাওয়ার সময়েও দু'হাত অনুরূপভাবে উঠালেন। এরপর তিনি যখন রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠালেন, তখনও তাঁর উভয় হাত অনুরূপভাবে উঠালেন।

٨٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ - ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ ، اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ - وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ - وَيَقُوْلُ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ - وَرَفَعَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ يَدَيْهِ اِلٰى اُذُنَيْهِ .

৮৬৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... আবূ যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) যখন সালাত শুরু করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত উঠাতেন। আর তিনি যখন রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন, তখনও অনুরূপ করতেন। আর তিনি বলতেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। অধিকন্তু ইবরাহীম ইবন তাহমান (র) তাঁর দু'হাত উভয় কান পর্যন্ত উঠাতেন।

١٦ - بَابُ الرُّكُوْعِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে রুকূ করা

٨٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ ، وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ -

৮৬৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন রুকূ করতেন, তখন তাঁর মাথা উঁচু করতেন না এবং নীচুও করতেন না বরং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করতেন।

٨٧٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ ، عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ تُجْزِئُ صَلٰوةٌ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ ، فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .

৮৭০ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও 'আমর ইবন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদার সময় তার পিঠ সোজা রাখে না, তার সালাত পরিপূর্ণ হয় না।

٨٧١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ . أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ ، قَالَ : خَرَجْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ (ص) ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ . فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيْمُ صَلٰوتَهُ ، يَعْنِي صُلْبَهُ ، فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ . فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ (ص) الصَّلٰوةَ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .

৮৭১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)............... 'আলী ইবন শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসি। এরপর আমরা তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করি এবং তাঁর পেছনে সালাত আদায় করি। এ সময় তিনি এক ব্যক্তির দিকে তাকান, যে রুকূ ও সিজদায় পিঠ সোজা রাখে নি। নবী (সা) সালাত শেষে বললেন ঃ হে মুসলিম সমাজ! যে ব্যক্তি রুকূ-সিজদার সময় তার পিঠ সোজা রাখে না, তার সালাত পূর্ণ হয় না।

٨٧٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ . ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ . ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ ، يَقُوْلُ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) يُصَلِّي ، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوّٰى ظَهْرَهُ ، حَتّٰى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ .

৮৭২ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ফিরয়াবী (র) .... রাশিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ওয়াবিসা ইবন মা'বাদ (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি। যখন তিনি রুকূ করতেন তখন পিঠ এমনভাবে সোজা করতেন যে, তার উপর পানি ঢাললে তা স্থির থাকতো।

١٧ - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় হাঁটুর উপর দু'হাত রাখা

٨٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَكَعْتُ إِلٰى جَنْبِ أَبِي . فَطَبَّقْتُ . فَضَرَبَ يَدِي وَقَالَ : قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ .

৮৭৩ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র) .... মুস'আব ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতার পাশে রুকূতে গেলাম এবং উভয় হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে তা দু'হাঁটুর মাঝে রাখলাম। তখন তিনি আমার হাতে ঠেলা দিয়ে বললেন ঃ আমরা (প্রথমে) এরূপ করতাম। এরপর আমাদের হাঁটুর উপর হাত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٨٧٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ اَبِى الـرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ

৮৭৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রুকূ করার সময় তাঁর দু'হাত তাঁর উভয় হাঁটুর উপর রাখতেন এবং তিনি তাঁর বাহুদ্বয় বগল থেকে দূরত্বে রাখতেন।

١٨ ـ بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় যা বলবে

٨٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ، وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، قَالاَ : ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الـرَّحْمٰـنِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ اِذَا قَالَ (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) قَالَ (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) .

৮৭৫ আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন 'উসমান উসমানী ও ইয়াকূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসির (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলতেন।

٨٧٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ـ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الـزُّهْرِىِّ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ الـلّٰهِ (ص) قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ : (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) ، فَقُوْلُوْا : (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)

৮৭৬ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু'আ শোনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে), তখন তোমরা বলবে ঃ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (হে আমাদের রব! সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য)।

٨٧٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا يَحْيَـى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ ـ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الـلّٰهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ الـلّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ : (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) ، فَقُوْلُوْا : (اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)

৮৭৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যখন ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে, তখন তোমরা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে।

٨٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ . ثَنَا وَكِيعٌ . ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَ مِلْأَ الْأَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) .

৮৭৮ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র) .... ইবন আবূ 'আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَ مِلْأَ الْأَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

٨٧٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ . ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ : ذُكِرَتِ الْجُدُودُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ . فَقَالَ رَجُلٌ : جَدُّ فُلَانٍ فِي الْخَيْلِ . وَ قَالَ آخَرُ : جَدُّ فُلَانٍ فِي الْإِبِلِ وَقَالَ آخَرُ : جَدُّ فُلَانٍ فِي الْغَنَمِ . وَقَالَ آخَرُ ، جَدُّ فُلَانٍ فِي الرَّقِيقِ . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللّٰهِ (ص) صَلٰوتَهُ ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ ، قَالَ (اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ . وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ . وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ . وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) وَطَوَّلَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) صَوْتَهُ بِ (الْجَدِّ) لِيَعْلَمُوا . أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ .

৮৭৯ ইসমাঈল ইবন মূসা সুদ্দী (র)........... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতে রত থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে লোকদের মধ্যে ধন-সম্পদ সম্পর্কে আলাপ হচ্ছিল, তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন ঃ অমুকের কাছে অনেক ঘোড়া আছে। আরেকজন বললেন ঃ অমুকের কাছে অনেক উট আছে। অপরজন বললেন ঃ অমুকের কাছে অনেক বকরী আছে। অন্য একজন বললেন ঃ অমুকের কাছে অনেক গোলাম আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শেষ রাকআতের রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ . وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ . وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ . وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

আর রাসূলুল্লাহ্ (الْجَدِّ) শব্দটি উচ্চৈস্বরে বললেন, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে, তারা যা বলছিল, তা যথার্থ নয়।

١٩ . بَابُ السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দা করা

٨٨٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ (ص) ، كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ . فَلَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ .

৮৮০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যখন সিজদা করতেন, তখন তিনি তাঁর দু'হাত এতটা বিস্তার করে রাখতেন, যাতে কোন বকরীর বাচ্চা অনায়াসে দুই হাতের মাঝখান দিয়ে যাতায়াত করতে পারতো।

৮৮১ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ اَبِيْ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ - فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ فَاَنَاخُوْا بِنَاحِيَةِ الطَّرِيْقِ - فَقَالَ لِيْ اَبِيْ : كُنْ فِيْ بَهْمِكَ حَتّٰى اٰتِيَ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَاُسَائِلَهُمْ - قَالَ فَخَرَجَ - وَجِئْتُ ، يَعْنِيْ دَنَوْتُ - فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ - فَكُنْتُ اَنْظُرُ اِلٰى عُفْرَتَيْ اِبْطَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) كُلَّمَا سَجَدَ -

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ : النَّاسُ يَقُوْلُوْنَ : عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ - وَقَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ : يَقُوْلُ النَّاسُ : عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَصَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى ، وَاَبُوْ دَاوُدَ - قَالُوْا : ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَقْرَمَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، نَحْوَهُ .

৮৮১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'উবাদুল্লাহ্ ইবন আকরাম খুযায়ী' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমি আমার পিতার সংগে 'নামিরা' এলাকায় একটি উচ্চ স্থানে অবস্থান করছিলাম। তখন আমাদের পাশ দিয়ে কতিপয় সওয়ারী অতিক্রম করছিল। পরে তারা রাস্তার এক পাশে অবস্থান নিল। তখন আমার পিতা আমাকে বললেন ঃ তুমি তোমার বকরীর পালের সাথে থাক। আমি জেনে আসি যে, তারা কারা? রাবী বলেন ঃ এরপর তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং আমিও তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)। আমি সালাতে হাযির হলাম এবং তাঁদের সংগে সালাত আদায় করলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সিজদা করার সময়ে তাঁর উভয় বগলের সাদা অংশ দেখতে পেলাম।

ইবন মাজাহ (র) বলেন ঃ কিছু লোক তাঁকে উবায়দুল্লাহ্ ইবন 'আবদুল্লাহ্ও বলতো। আর আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) বলেন ঃ আর কিছু লোক তাঁকে 'আবদুল্লাহ্ ইবন উবায়দুল্লাহ্ বলতো।

মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)......... আবদুল্লাহ ইবন আকরাম (রা) নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৮৮২ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ - اَنْبَاَ شَرِيْكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِيَّ (ص) اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ - وَاِذَا قَامَ مِنَ السُّجُوْدِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ -

৮৮২ হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল (র) .... ওয়ায়েল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে দেখেছি, তিনি সিজদার সময় উভয় হাতের আগে উভয় হাঁটু রাখতেন। আর যখন তিনি সিজদা থেকে উঠতেন, তখন তিনি তাঁর দু'হাত দু'হাটুর আগে উঠাতেন।

৮৮৩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ . ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ .

৮৮৩ বিশ্‌র ইবন মু'আয যারীর (র) .... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সাতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর সিজ্‌দা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

৮৮৪ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا .

قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَكَانَ يَعُدُّ الْجَبْهَةَ وَ الْأَنْفَ وَاحِدًا .

৮৮৪ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি সাতটি অঙ্গের উপর সিজ্‌দা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আর আমি যেন চুল ও কাপড় (সিজ্‌দার মাঝে) না সামলাই।

ইবন তাউস বলেন, আমার পিতা বলতেন ঃ (সাত অঙ্গ হলো ঃ) দু'হাত, দু'হাঁটু, দুই পা এবং কপাল ও নাক। তিনি নাক ও কপালকে একটি অঙ্গ হিসেবে গণ্য করতেন।

৮৮৫ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ . ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ (ص) يَقُولُ : إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ ، وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ .

৮৮৫ ই'য়াকূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) .... 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ বান্দা যখন সিজ্‌দা করে, তখন তার সাথে তার সাতটি অঙ্গ সিজ্‌দা করে থাকে। তার মুখমণ্ডল, তার দুই হাতের তালু, তার দুই হাঁটু এবং তার দুই পা।

৮৮৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثَنَا وَكِيعٌ . ثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ . ثَنَا أَحْمَرُ ، صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ (ص) ، قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللهِ (ص) مِمَّا يُجَافِي بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، إِذَا سَجَدَ .

৮৮৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী আহমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সিজ্‌দা করতেন, তখন তাঁর বাহুদ্বয় এতটা পৃথক করে রাখতেন যে, আমাদের মনে তাঁর ভয়ানক কষ্টের কথা রেখাপাত করতো।

٢٠ - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ ও সিজ্‌দার তাসবীহ্

৮৮৭ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ . ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ ، قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ : لَمَّا نَزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ

الْعَظِيْمِ) قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِجْعَلُوْهَا فِىْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى) قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِجْعَلُوْهَا فِىْ سُجُوْدِكُمْ ۔

৮৮৭ 'আমর ইবন রাফে' বাজালী (র) .... 'উকবা ইবন 'আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের বললেন ঃ তোমরা একে তোমাদের রুকূর তাস্বীহ্তে শামিল করে নাও। আর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى আয়াতটি নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের বললেন ঃ একে তোমাদের সিজ্দার তাস্বীহ্তে শামিল করে নাও।

٨٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ ـ اَنْبَأَ ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ ، عَنْ اَبِى الْاَزْهَرِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اِذَا رَكَعَ (سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ وَاِذَا سَجَدَ قَالَ (سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۔

৮৮৮ মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ মিস্‌রী (র)........... হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ তিনি যখন রুকূ করতেন, তখন سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ তিনবার বলতেন, আর তিনি যখন সিজ্দা করতেন, তখন سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى তিনবার বলতেন।

٨٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ ثَنَا جَرِيْرٌ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ اَبِى الضُّحٰى ، عَنْ مَسْرُوْقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ فِىْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ (سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ـ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ) يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ ۔

৮৮৯ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ (র) .... 'আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর রুকূ ও সিজ্দায় অধিকাংশ সময় سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ـ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ বলতেন। তিনি কুরআনের নির্দেশমত এরূপ করতেন।

٨٩٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِىُّ ـ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ يَزِيْدَ الْهُذَلِىِّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِىْ رُكُوْعِهِ (سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ) ، ثَلَاثًا فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ ـ وَاِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِىْ سُجُوْدِهِ (سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى) ، ثَلَاثًا ـ فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ ۔

৮৯০ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র) .... ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রুকূতে যায়, তখন সে যেন তার রুকূতে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ তিনবার বলে। সে যদি এরূপ করে, তবে তার রুকূ পূরা হলো। আর যখন তোমাদের কেউ করে, তখন সে যেন তার সিজ্দায় سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى তিনবার বলে। যদি সে এরূপ করে তবে সিজ্দা পূরা হলো। আর এটা হলো তার ন্যূনতম সংখ্যা।

٢١ ـ بَابُ الْاِعْتِدَالِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দার সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা

٨٩١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ ـ وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ .

৮৯১ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সিজ্‌দা করে, তখন সে যেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, আর সে যেন তার বাহুদ্বয় কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে না দেয়।

٨٩٢ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ـ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى ـ ثَنَا سَعِيْدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ : اعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ ـ وَلَا يَسْجُدْ اَحَدُكُمْ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ .

৮৯২ নাসর ইবন আলী জাহযামী (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সিজ্‌দার সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। আর তোমাদের কেউ যেন কুকুরের ন্যায় তার দু'হাত বিছিয়ে দিয়ে সিজ্‌দা না করে।

٢٢ ـ بَابُ الْجُلُوْسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই সিজ্‌দার মাঝে বসা

٨٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا ـ فَاِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا ـ وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى .

৮৯৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন, তখন তিনি সোজা হয়ে না দাঁড়ান পর্যন্ত সিজ্‌দায় যেতেন না। আর তিনি এক সিজ্‌দা থেকে তাঁর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত দ্বিতীয় সিজ্‌দা করতেন না এবং তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন।

٨٩٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

৮৯৪ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে বলেছেন ঃ তুমি দুই সিজ্‌দার মাঝে কুকুরের ন্যায় বসবে না।

٨٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ ـ ثَنَا أَبُوْ نَعِيْمِ النَّخَعِيُّ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِىْ مُوْسَى وَأَبِىْ اِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ (ص) : يَا عَلِيُّ ! لاَ تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ .

৮৯৫ মুহাম্মদ ইবন সাওয়াব (র) .... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ হে 'আলী! তুমি কুকুরের ন্যায় বসবে না।

٨٩٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ـ أَنْبَأَ الْعَلاَءُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ لِى النَّبِىُّ (ص) : اِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَلاَ تُقْعِ كَمَا يُقْعِى الْكَلْبُ ـ ضَعْ أَلْيَتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ ـ وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ .

৮৯৬ হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) আমাকে বলেছেন ঃ তুমি যখন *সিজ্‌দা থেকে* তোমার মাথা উঠাবে, তখন কুকুরের ন্যায় বসবে না। আর তোমার উভয় নিতম্ব দু'পায়ের মাঝে রাখবে এবং তোমার দু'পায়ের পিঠ মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে।

٢٣ ـ بَابُ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই সিজ্‌দার মাঝে দু'আ

٨٩٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ـ ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ـ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّ النَّبِىَّ (ص) كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (رَبِّ اغْفِرْلِىْ ـ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ) .

৮৯৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) দুই সিজ্‌দার মাঝে বলতেন ঃ رَبِّ اغْفِرْلِىْ - رَبِّ اغْفِرْ لِىْ (হে আমার রব্ব! আমাকে ক্ষমা করে দিন। হে আমার রব্ব! আমাকে মাফ করে দিন)।

٨٩٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ـ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ صَبِيْحٍ ، عَنْ كَامِلٍ أَبِى الْعَلاَءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَبِيْبَ بْنَ أَبِىْ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِىْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ (رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَارْفَعْنِىْ) .

৮৯৮ আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতের সালাতে দুই সিজদার মাঝে বলতেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي

(হে আমার রব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমার বিপদ দূর করে দিন, আমাকে রিযক দিন এবং আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিন)।

٢٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদ পড়া

٨٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ . ثَنَا أَبِي . ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ . ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ . قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ قَبْلَ عِبَادِهِ . السَّلَامُ عَلَى جِبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ عَلَى فُلَانٍ وَ فُلَانٍ . يَعْنُونَ الْمَلَائِكَةَ . فَسَمِعَنَا رَسُولُ اللّٰهِ (ص) . فَقَالَ : لَا تَقُولُوا : السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ . فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ . فَإِذَا جَلَسْتُمْ فَقُولُوا : (التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ . السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ) . فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذٰلِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ) .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَنْبَأَ الثَّوْرِيُّ . عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، وَحُصَيْنٍ ، وَأَبِي هَاشِمٍ . وَحَمَّادٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَأَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ . ثَنَا قَبِيصَةُ . أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، وَحُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ . ح قَالَ : وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَالْأَسْوَدِ وَأَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৮৯৯ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র ও আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (রা) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী (সা)-এর সংগে সালাত আদায় করার সময় বলতাম ঃ

السَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ . السَّلاَمُ عَلَى جِبْرَئِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ عَلَى فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ . يَعْنُوْنَ الْمَلاَئِكَةَ

(আল্লাহ্‌র উপর সালাম তাঁর বান্দাদের পক্ষ হতে, সালাম জিবরাঈল, মিকাঈল ও অমুক, অমুক ফিরিশতাদের উপর অর্থাৎ ফিরিশতাদের উপর)। আমাদের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা السَّلاَمُ عَلَى اللهِ বলবে না। কেননা আল্লাহ তো স্বয়ং সালাম সুতরাং যখন তোমরা বসবে, তখন বলবে ঃ

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ . السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ .

যখন সে এ কথা বলবে, তখন তা যমীন ও আসমানের সকল নেক বান্দার কাছে পৌঁছে যাবে, (এরপর বলবে) ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ .

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)...'আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইবন মা'মার ও সুফয়ান (র)....... 'আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) তাদের তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

৯০০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ - اَنْبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ' قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ - فَكَانَ يَقُوْلُ (التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوٰاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ - اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ) .

৯০০ মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র) ... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন। যেমন তিনি আমাদের শিক্ষা দিতেন কুরআনের সূরা। তিনি বলতেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوٰاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ - اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

৯০১ حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ - ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى - ثَنَا سَعِيْدُ ، بْنِ قَتَادَةَ - ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ - ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ ، وَهِشَامُ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ قَتَادَةَ . وَهٰذَا حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ص) خَطَبَنَا وَ بَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا - وَعَلَّمَنَا صَلَوٰتَنَا - فَقَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ . فَكَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ . فَلْيَكُنْ مِنْ اَوَّلِ

قَوْلِ اَحَدِكُمْ : (اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ - اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ - اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ - اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ) . سَبْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ تَحِيَّةُ الصَّلٰوةِ .

৯০১ জামীল ইবন হাসান ও 'আবদুর রহমান ইবন 'উমর (রা)... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, এ হাদীসটি 'আবদুর রহমান (র)... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে খুতবা দেন এবং তিনি আমাদের সমস্ত বিধান শিক্ষা দেন এবং আমাদের সালাত শেখান। এরপর বলেন ঃ যখন তোমরা সালাত আদায় করবে এবং বৈঠকে বসবে তখন তোমাদের প্রথম কথা হবে ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ - اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ - اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ - اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

এই সাতটি বাক্যই সালাতের তাশাহহুদ।

٩٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَكِيْمٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَا ثَنَا اَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ - ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (بِاسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ - اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ - اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ - اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ - اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ، وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ)

৯০২ মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ ও ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।

তিনি বলতেন ঃ

بِاسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ - اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ - اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَتُهُ - اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ - اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ، وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ .

"আল্লাহর নামে শুরু করেছি। মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহর কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।"

٢٥ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ (ص) .

অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ

٩٠٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا اَبُوْعَامِرٍ : قَالَ اَنْبَاَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ : قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؛ هٰذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلٰوةُ ؟ قَالَ قُوْلُوْا : (اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ - وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ) .

৯০৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই হলো আপনার প্রতি সালাম, যা আমরা জানতে পেরেছি। তবে দরূদ কিরূপে পড়তে হবে? তিনি বললেন, তোমরা বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ - وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

"হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর উপর। আর আপনি মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর বংশধরদের উপর বরকত দান করুন, যেরূপ আপনি বরকত দিয়েছেন ইবরাহীম (আ)-এর উপর।"

٩٠٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيْعٌ - ثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ : قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى ، قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ : اَلَا اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً ؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقُلْنَا : قَدْ عَرَفْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُوْلُوْا : (اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ - اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ - اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ) .

৯০৪ আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহম্মদ ইবন বাশশার (র)... ইবন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কা'ব ইবন উজরা (রা) আমার সংগে দেখা করে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে একটি হাদীয়া দেব না? (তা হলো) ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মাঝে বেরিয়ে এলেন, তখন আমরা বললাম ঃ আমরা আপনার প্রতি সালাম পেশের প্রক্রিয়া জানতে পেরেছি। এখন আপনার প্রতি দরূদ কিরূপে পড়তে হবে? তখন তিনি বললেন, তোমরা বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ - اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ - اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত নাযিল করুন, যেরূপ আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর উপর। নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে

আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর বংশধরদের উপর বরকত দান করুন, যেরূপ আপনি বরকত দিয়েছেন ইবরাহীম (আ)-এর উপর। নিশ্চয়ই আপনি পরম প্রশংসিত, মহিমান্বিত।

৯٠٥ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ طَالُوْتَ - ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْمَاجِشُوْنُ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَمْرِوبْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : اَنَّهُمْ قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اُمِرْنَا بِالصَّلٰوةِ عَلَيْكَ - فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ قُوْلُوْا : (اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ - وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ) .

৯০৫ 'আম্মার ইবন তালূত (র)... আবূ হুমায়দ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমরা আপনার প্রতি দরূদ পেশের জন্য আদিষ্ট হয়েছি। তবে আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করব ? তখন তিনি বললেন, তোমরা বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ - وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .

"হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা), তাঁর সহধর্মিণীগণ ও বংশধরদের প্রতি রহমত নাযিল করুন, যেরূপ আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর উপর। আর আপনি মুহাম্মদ (সা), তাঁর সহধর্মিণীগণ ও বংশধরদের প্রতি বরকত দান করুন, যেরূপ আপনি বরকত দান করেছেন বিশ্বের মাঝে ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রশংসিত, মহিমান্বিত।

৯٠٦ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَيَانٍ - ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ - ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِيْ فَاخِتَةَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ - قَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاَحْسِنُوْا الصَّلٰوةَ عَلَيْهِ - فَاِنَّكُمْ لَاتَدْرُوْنَ لَعَلَّ ذٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ - قَالَ فَقَالُوْا لَهُ فَعَلِّمْنَا - قَالَ ، قُوْلُوْا : (اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ ، اِمَامِ الْخَيْرِ ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ ، وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ - اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَغْبِطُ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ) .

৯০৬ হুসায়ন ইবন বায়ান (র)............ আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, তখন তোমরা তাঁর প্রতি উত্তমরূপে দরূদ

পাঠ করবে। কেননা তোমাদের জানা নেই যে, সম্ভবতঃ তা তাঁর সামনে পেশ করা হয়। রাবী বলেন ঃ তখন সাহাবীগণ তাকে বললো ঃ আপনি আমাদের শিক্ষা দিন। তিনি বললেন, তোমরা বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ ، اِمَامِ الْخَيْرِ ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ ، وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ - اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَغْبِطُ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .

"হে আল্লাহ! আপনি আপনার প্রশান্তি, আপনার রহমত ও বরকত আপনার বান্দা ও রাসূল, রাসূলকুল শিরোমণি, মুত্তাকীগণের ইমাম, সর্বশেষ নবী, কল্যাণ ও মঙ্গলের ইমাম, রহমতের রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নাযিল করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে মাকামে মাহমূদে (জান্নাতের চরম প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছে দিন, যার জন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ আকাঙক্ষা করে থাকেন। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন, যেরূপ আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর বংশধরদের উপর বরকত দান করুন, যেরূপ আপনিই তো বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, গৌরবান্বিত।

٩٠٧ حَدَّثَنَا بَكْرُبْنُ خَلَفٍ ، اَبُوْ بِشْرٍ - ثَنَا خَالِدُبْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ - قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرِبْنِ رَبِيْعَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَىَّ اِلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ مَا صَلّٰى عَلَىَّ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذٰلِكَ اَوْلِيُكْثِرُ .

৯০৭ বকর ইবন খালফ আবূ বিশর (র)......... 'আমির ইবন রবী'আহ (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন কোন মুসলিম আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, যতক্ষণ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করতে থাকে, ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তাঁর প্রতি দু'আ করতে থাকে। সুতরাং বান্দা চাইলে এর চাইতে কম দরূদও পাঠ করতে পারে কিংবা অধিকও পাঠ করতে পারে।

٩٠٨ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ - ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ نَسِيَ الصَّلٰوةَ عَلَىَّ خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ .

৯০৮ জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র)...........ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠাতে ভুলে যায়, সে জান্নাতের পথই ভুলে যায়।

٢٦ - بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ (ص)

অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদ এবং নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠের পর যা বলা হবে

৯০৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ - ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ - ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) : إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

৯০৯ আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া শেষ করে, তখন সে যেন চারটি বিষয়ে আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। তা হলো ঃ জাহান্নামের শাস্তি থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

৯১০ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) لِرَجُلٍ: مَا تَقُولُ فِي الصَّلٰوةِ؟ قَالَ: أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ - أَمَا وَاللّٰهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ - فَقَالَ: حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ.

৯১০ ইউসুফ ইবন মূসা কাত্তান (র)........... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি সালাতে কি পড়? সে বললো ঃ আমি তাশাহহুদ পড়ি, এরপর আমি আল্লাহর কাছে জান্নাতের জন্য দু'আ করি এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই। তবে আল্লাহর কসম! আপনার এবং মু'আয (রা)-এর অস্পষ্ট কথাবার্তা কতই না উত্তম। সে আরো বললো ঃ আমরা অস্পষ্ট আওয়াজে জান্নাতের পরিবেশ কামনা করি।

٢٧ - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা

৯১১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلٰوةِ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ.

৯১১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... মালিক ইবন নুমায়র খুযাঈ (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি সালাতের মধ্যে তাঁর ডান হাত ডান রানের উপর রাখতেন এবং তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন।

٩١٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِيَّ (ص) قَدْ حَلَّقَ الْاِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى ، وَ رَفَعَ الَّتِىْ تَلِيْهِمَا ، يَدْعُوْبِهَا فِى التَّشَهُّدِ

৯১২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)... ওয়ায়েল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে (তাশাহহুদের মধ্যে) বৃদ্ধাঙ্গুলী ও মধ্যমাঙ্গুলীর সাহায্যে গোলাকার করতে এবং দুয়ের মাঝের অঙ্গুলী উঁচু করতে দেখেছি। তিনি তা দিয়ে তাশাহহুদের মধ্যে দু'আ করতেন।

٩١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . قَالُوْا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . اَنْبَاَ مَعْمَرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَ رَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنٰى الَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ ، فَيَدْعُوْبِهَا . وَالْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهٖ ، بَاسِطَهَا عَلَيْهَا .

৯১৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া, হাসান ইবন 'আলী ও ইসহাক ইবন মানসূর (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যখন সালাতে সালাতের অবস্থায় বসতেন, তখন তিনি তাঁর উভয় হাত তাঁর হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখতেন এবং ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলী উঁচু করতেন—যা বৃদ্ধাঙ্গুলীর নিকবর্তী, তিনি তা দিয়ে দু'আ করতেন। আর তাঁর বাম হাত বিছানো অবস্থায় তাঁর হাঁটুর উপর রাখতেন।

٢٨ - بَابُ التَّسْلِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরান

٩١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ . ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ ، عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ . حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهٖ (اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ) .

৯১৪ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ডান ও বামদিকে সালাম ফিরাতেন; এমন কি তাঁর দুই গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। (তিনি বলতেন) ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ (আপনাদের উপর সালাম এবং আল্লাহর রহমত নাযিল হোক)।

٩١٥ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . ثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ . عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَ عَنْ يَسَارِهٖ .

৯১৫ মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....... সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ডান ও বামদিকে সালাম ফিরাতেন।

٩١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ . ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ . حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ (اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ . السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ) .

৯১৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)... 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ডান ও বামদিকে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর দুই গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। (তিনি বলতেন) ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

٩١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ . ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي مُوْسَى ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ ، يَوْمَ الْجَمَلِ ، صَلٰوةً ذَكَّرَنَا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) . فَإِمَّا أَنْ نَكُوْنَ نَسِيْنَاهَا . وَإِمَّا أَنْ نَكُوْنَ تَرَكْنَاهَا . فَسَلَّمَ عَلَى يَمِيْنِهِ وَ عَلَى شِمَالِهِ

৯১৭ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন যুরারা (র)... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আলী (রা) উটের যুদ্ধের দিন আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তাঁর সালাত দেখে আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সালাতের কথা স্মরণ হয়। জানি না, আমরা কি সেই পদ্ধতি ভুলে গিয়েছিলাম, না আমরা তা ছেড়ে দিয়েছিলাম! আর তিনি তাঁর ডান ও বামদিকে সালাম ফিরান।

٢٩ - بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً

অনুচ্ছেদ ঃ একবার সালাম ফিরান

٩١٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدِيْنِيُّ ، أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ . ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) سَلَّمَ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ .

৯১৮ আবূ মুস'আব মাদানী, আহমদ ইবন আবূ বকর (র)... সাহল ইবন সা'দ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সামনের দিকে একবার সালাম ফিরান।

٩١٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ . ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ .

৯১৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সামনের দিকে একবার সালাম ফিরাতেন।

৯২০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ . ثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَزِيْدَ ، مَوْلَى سَلَمَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) صَلَّى فَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً .

৯২০ মুহাম্মদ ইবন হারিস মিসরী (র)... সালামা ইবন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাতে একবার সালাম ফিরাতে দেখেছি।

٣٠. باب رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْاِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সালামের জওয়াব দেওয়া

৯২১ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ . ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ : اِذَا سَلَّمَ الْاِمَامُ فَرُدُّوْا عَلَيْهِ .

৯২১ হিশাম ইবন আম্মার (র)... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ যখন ইমাম সালাম ফিরায়, তখন তোমরা তার জওয়াব দেবে।

৯২২ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ . ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْقَاسِمِ . اَنْبَاَ هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ نُسَلِّمَ عَلَى اَئِمَّتِنَا وَاَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ .

৯২২ 'আবদা ইবন 'আবদুল্লাহ (র)........... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ইমামের প্রতি এবং একে অন্যের প্রতি সালাম দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

٣١. باب وَلَا يَخُصُّ الْاِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কেবল নিজের জন্য দু'আ করবে না

৯২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ . ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ اَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ ، فَيَخُصَّ نَفْسَهُ ، بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ . فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ

৯২৩ মুহাম্মদ ইবন মুসাফফা হিমসী (র)........ সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামতি করে, সে যেন দু'আর মধ্যে অন্যান্যদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দু'আ না করে। যদি সে এরূপ করে, তবে সে মুকতাদীদের প্রতি খিয়ানত করলো।

٣٢. باب مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর যা বলা হয়

٩٢٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ . ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ . ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . قَالاَ : ثَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ اِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ : (اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ . تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجِلاَلِ وَ الْاِكْرَامِ) .

৯২৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল মালিক ইবন আবূ শাওয়ারিব (র)... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সালাম ফিরাতেন, তখন নীচের দু'আটি পাঠ করার সময় পরিমাণ বসতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ . تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجِلاَلِ وَ الْاِكْرَامِ .

" হে আল্লাহ! আপনি সালাম এবং আপনার থেকেই শান্তি বর্ষিত হয়। আপনি বরকতময়, হে মহিমান্বিত ও গৌরবময় সত্তা!"

٩٢٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ . ثَنَا شَبَابَةُ . ثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ . عَنْ مَوْلَى لِاُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ ، اَنَّ النَّبِىَّ (ص) كَانَ يَقُوْلُ . اِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ يُسَلِّمُ (اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَ رِزْقًا طَيِّبًا ، وَ عَمَلاً مُتَقَبَّلاً) .

৯২৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ নবী (সা) যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন, তখন সালামের পরে এই দু'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَ رِزْقًا طَيِّبًا ، وَ عَمَلاً مُتَقَبَّلاً .

" হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী 'ইলম, উত্তম রিযক এবং মকবুল আমল চাই।"

٩٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ . ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَ اَبُوْ يَحْيَى التَّيْمِىُّ ، وَ اَبُوْ الْاَجْلَحِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ . عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : خَصْلَتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ . وَ هُمَا يَسِيْرٌ . وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ . يُسَبِّحُ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا . وَ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ . فَذَلِكَ خَمْسُوْنَ وَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ . وَ اَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِىْ الْمِيْزَانِ . وَ اِذَا اَوَى اِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَ حَمِدَ وَ كَبَّرَ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَ اَلْفٌ فِىْ الْمِيْزَانِ . فَاَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِى الْيَوْمِ اَلْفَيْنِ وَ خَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ . قَالُوْا : وَ كَيْفَ

لاَ يُحْصِيْهِمَا ؟ قَالَ يَاتِيْ اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ ، وَ هُوَ فِي الصَّلٰوةِ ، فَيَقُوْلُ : اذْكُرْ كَذَا ، حَتّٰى يَنْفَكَ الْعَبْدُ لاَ يَعْقِلُ ، وَ يَاتِيْهِ وَهُوَ فِىْ مَضْجَعِهِ ، فَلاَ يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتّٰى يَنَامَ ۔

৯২৬ আবূ কুরয়ব (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি দু'টি অভ্যাস আয়ত্ব করে নিতে পারে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সে দু'টি অভ্যাস আয়ত্ব করা সহজ। তবে এ দুটি অভ্যাস যারা আয়ত্ব করে, তাদের সংখ্যা খুবই কম। তা হচ্ছে ঃ প্রত্যেক সালাতের পর দশবার সুব্হানাল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবার এবং দশবার আলহামদুলিল্লাহ বলা। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এগুলো তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে গণনা করতে দেখেছি। তিনি বলেন ঃ তা মুখ দিয়ে পড়লে হয় একশত পঞ্চাশবার এবং মীযানে এর ওজন হয় এক হাযার পাঁচশতবার। আর যখন সে শয্যা গ্রহণ করবে, তখন সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ও আল্লাহু আকবার একশতবার বলবে আর তা মুখে পাঠের দিক দিয়ে হবে একশতবার এবং মীযানে হবে এক হাযার। সুতরাং তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে প্রত্যহ দুই হাযার পাঁচশত গুনাহ করবে? তাঁরা বললেন ঃ এ দুটি সব সময় কেন গণনা করব না? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন শয়তান তার কাছে এসে বলে ঃ অমুক অমুক বিষয় স্মরণ কর, এমন কি বান্দা সালাতের কথা ভুলে যায়। অনুরূপভাবে সে যখন বিছানায় যায়, তখন শয়তান তার কাছে এসে তাকে এমনভাবে গাফিল করে দেয় যে, অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ে।

٩٢٧ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ ، قَالَ : قِيْلَ لِلنَّبِيِّ (ص) ، وَ رُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ذَهَبَ اَهْلُ الْاَمْوَالِ وَ الدُّثُوْرِ بِالْاَجْرِ ، يَقُوْلُوْنَ كَمَا نَقُوْلُ وَ يُنْفِقُوْنَ وَ لاَ نُنْفِقُ ، قَالَ لِيْ : اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَمْرٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ اَدْرَكْتُمْ مَنْ قَبْلَكُمْ وَ فُتُّمْ مَنْ بَعْدَكُمْ تَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ، وَ تُسَبِّحُوْنَهُ وَ تُكَبِّرُوْنَهُ ، ثَلاَثًا وَ ثَلاَثِيْنَ ، وَ ثَلاَثًا وَ ثَلاَثِيْنَ وَاَرْبَعًا وَ ثَلاَثِيْنَ قَالَ سُفْيَانُ : لاَ اَدْرِيْ اَيَّتُهُنَّ اَرْبَعٌ ۔

৯২৭ হুসায়ন ইবন হাসান মারওয়াযী (র)... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা)-কে বলা হলো এবং কখনো সুফয়ান (রা) বলতেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! বিত্তবান ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিরা পুরস্কারলাভে আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। কেননা, আমরা যা বলছি, তারাও তা বলছে। কিন্তু তারা (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ ব্যয় করছে, অথচ আমরা তা পারছি না। তিনি আমাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন বিষয় বাতলে দেব না, যা করলে তোমরা অগ্রবর্তীদের ধরতে পারবে। বরং তোমরা তাদের চাইতে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারবে? তোমরা প্রত্যেক সালাতের পরে আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, এবং আল্লাহু আকবার ৩৩ বার ৩৩বার এবং ৩৪ বার পাঠ করবে। সুফয়ান (রা) বলেন ঃ আমার মনে নেই যে, কোন বাক্যটি ৩৪ বার পাঠ করতে বলেছেন।

٩٢٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبٍ ، ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ شَدَّادُ ، اَبُوْ عَمَّارٍ ،

حَدَّثَنَا اَبُوْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ ، حَدَّثَنِيْ ثَوْبَانُ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يَقُوْلُ (اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ) .

৯২৮ হিশাম ইবন 'আম্মার ও 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র)... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সালাত শেষ করতেন, তখন তিনি তিনবার ইস্তিগফার পাঠ করতেন। এরপর তিনি বলতেন : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ .

٣٢. بَابُ الْاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ : সালাত শেষে মুখ ফিরান

٩٢٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ . ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : اَمَّنَا النَّبِيُّ (ص) فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيْعًا .

৯২৯ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র)......... কাবীসা ইবন হুলব (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সা) আমাদের সালাতের ইমামতি করতেন। এরপর তিনি তাঁর উভয় দিকে চেহারা ফিরাতেন।

٩٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا وَكِيْعٌ . ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ . ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . قَالَا : ثَنَا الْاَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : لَا يَجْعَلَنَّ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ فِىْ نَفْسِهِ جُزْءًا . يَرٰى اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَلَّا يَنْصَرِفَ اِلَّا عَنْ يَمِيْنِهِ . قَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ، اَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ .

৯৩০ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও আবূ বকর ইবন খাল্লাদ (র)....... আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন শয়তানের জন্য নিজে হিসসা নির্ধারিত না করে; তা হলো, তার মনে করা যে, তার প্রতি আল্লাহর হক এই যে, সে কেবল ডানদিকে মুখ ফিরাবে। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর বামদিকে মুখ ফিরাতে দেখেছি।

٩٣١ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ . ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِيَّ (ص) يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فِى الصَّلٰوةِ .

৯৩১ বিশর ইবন হিলাল সাওয়াফ (র)... শু'আয়ব (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী (সা) -কে সালাত শেষে ডান ও বাম দিকে মুখ ফিরাতে দেখেছি।

٩٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هِنْدَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا سَلَّمَ قَامَ عَنِ النِّسَاءِ حِيْنَ يَقْضِىْ تَسْلِيْمَهُ - ثُمَّ يَلْبَثُ فِىْ مَكَانِهِ يَسِيْرًا قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ

৯৩২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা..... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত শেষে যখন সালাম ফিরাতেন, তখন মহিলারা দাঁড়িয়ে যেতেন। আর তিনি সালাম ফিরিয়ে উঠার আগে স্বস্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন।

٣٤ - بَابُ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের সময়ে খাবার হাযির করা হলে

٩٣٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ ، فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ .

৯৩৩ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)...আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন খাবার উপস্থিত করা হয় এবং সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তখন আগে খেয়ে নেবে।

٩٣٤ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ - حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ ، وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةِ ، فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ .

قَالَ : فَتَعَشّٰى ابْنُ عُمَرَ لَيْلَةً ، وَهُوَ يَسْمَعُ الْاِقَامَةَ .

৯৩৪ আযহার ইবন মারওয়ান (র)........ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন খাবার উপস্থিত করা হয় এবং সালাতের ইকামত দেওয়া হয়। তখন আগে খাবার খেয়ে নেবে।

রাবী বলেন ঃ একদা ইবন 'উমর (রা) রাতের খাবার খাচ্ছিলেন, অথচ তিনি তখন সালাতের ইকামত শুনছিলেন।

٩٣٥ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِيْ سَهْلٍ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيعٌ ، جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ ، فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ .

৯৩৫ সাহল ইবন আবূ সাহল ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন রাতের খাবার উপস্থিত করা হয় এবং সালাতের ইকামতও দেওয়া হয়, তখন আগে খাবার খেয়ে নেবে।

٣٥ - بَابُ الْجَمَاعَةِ فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বর্ষার রাতে সালাতের জামা'আত

٩٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ اَبِي الْمَلِيْحِ ، قَالَ : خَرَجْتُ فِيْ لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ - فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ - فَقَالَ اَبِيْ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : اَبُو الْمَلِيْحِ - قَالَ

لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) : صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ .

৯৩৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... আবূ মালীহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি বৃষ্টির রাতে বের হলাম। এরপর আমি ফিরে এসে ঘরের দরজা খোলার জন্য বললাম, তখন আমার পিতা বললেন ঃ এ কে? সে বললো ঃ আবূ মালীহ। তিনি বললেন ঃ আমরা হুদায়বিয়ার দিনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে ছিলাম। আমাদের বৃষ্টিতে পেল কিন্তু তা আমাদের জুতার নিম্নভাগ পর্যন্ত সিক্ত করলো না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘোষক ঘোষণা দিলেন ঃ তোমরা তোমাদের সাওয়ারীর উপর সালাত আদায় কর।

٩٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُنَادِيْ مُنَادِيْهِ ، فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ ، أَوِ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيْحِ : صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ .

৯৩৭ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বৃষ্টির রাতে অথবা বাতাসযুক্ত প্রচণ্ড শীতের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘোষক ঘোষণা দিতেন যে, তোমরা তোমাদের আবাসস্থলে সালাত আদায় করে নাও।

٩٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ - ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) : أَنَّهُ قَالَ ، فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ ، يَوْمِ مَطَرٍ : صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ .

৯৩৮ আবদুর রহমান ইবন 'আবদুল ওয়াহ্হাব (র)............ ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বৃষ্টিঝরা জুমু'আর দিনে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ঘরে সালাত আদায় করে নেবে।

٩٣٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ - ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ نَوْفَلٍ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَطِيْرٌ فَقَالَ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ - ثُمَّ قَالَ : نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيُصَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِهِمْ - فَقَالَ لَهُ النَّاسُ : مَا هٰذَا الَّذِيْ صَنَعْتَ ؟ قَالَ : قَدْ فَعَلَ هٰذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ ، تَأْمُرُوْنِيْ أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ بُيُوْتِهِمْ فَيَأْتُوْنِيْ يَدُوْسُوْنَ الطِّيْنَ إِلٰى رُكَبِهِمْ .

৯৩৯ আহমদ ইবন 'আবদা (র)......... 'আবদুল্লাহ ইবন হারিস ইবন নাওফাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইবন 'আব্বাস (রা) জুমু'আর দিনে মুয়াযযিনকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন আর সেদিনটি ছিল বর্ষণমুখর। মুয়াযযিন বললেন ঃ

اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ -

এরপর তিনি বললেন ঃ نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيُصَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِهِمْ -

"লোকদের মাঝে ঘোষণা করে জানিয়ে দাও, তারা যেন তাদের ঘরে সালাত আদায় করে।"

তখন লোকেরা তাঁকে (ইবন আব্বাসকে) বললেন ঃ এটি আপনি কি করলেন? তিনি বললেন ঃ এইরূপ আমল সেই মহান ব্যক্তি করেছেন, যিনি আমার চাইতেও উত্তম। তোমরা কি আমাকে এরূপ নির্দেশ দেবে যে, আমি লোকদের তাদের ঘর থেকে বের করে আনি, আর তারা আমার কাছে এ অবস্থায় আসুক যে, তাদের হাঁটু পর্যন্ত কর্দমাক্ত।

٣٦ - بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লী যা দিয়ে আড়াল করবে

٩٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ - ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ؛ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي، وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيْنَا - فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

৯৪০ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র),... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা সালাত আদায় করতাম এবং চতুষ্পদ জন্তু আমাদের সামনে দিয়ে যাতায়াত করত। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উল্লেখ করা হলো, তিনি বললেন ঃ তোমাদের কারো সামনে পালানের কাঠের মত কাঠ যদি থাকে, তবে সামনে দিয়ে যে কেউ যাতায়াত করুক না কেন, তাতে তার (সালাতের) কোন ক্ষতি হবে না।

٩٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - أَنْبَأَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) تُخْرَجُ لَهُ حَرْبَةٌ فِي السَّفَرِ ، فَيَنْصِبُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا .

৯৪১ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) এর সফরের সময় তাঁর জন্য একটি চওড়া বর্শা নেওয়া হতো। এরপর তিনি তা মাটিতে পুঁতে তার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন।

٩٤٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ - حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ : كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) حَصِيْرٌ يَبْسُطُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ ، يُصَلِّي إِلَيْهِ .

৯৪২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য একটি চাটাই ছিল, যা দিনের বেলায় বিছানো হতো এবং তিনি রাতে তা দিয়ে হুজরা তৈরি করতেন, আর সে দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন।

٩٤٣ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، أَبُوْ بِشْرٍ - ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ - ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا - فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا - فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا - ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

৯৪৩ বকর ইবন খালাফ, আবূ বিশ্‌র ও 'আম্মার ইবন খালিদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার সামনে কোন কিছু রেখে দেয়। যদি সে কিছু না পায় তাহলে সে যেন তার লাঠি তার সামনে খাড়া করে নেয়। যদি সে তা না পায়, তাহলে সে যেন (যমীনের উপর) দাগ দিয়ে নেয়। এরপর তার সামনে দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে, তাতে তার সালাতের কোন ক্ষতি হবে না।

٣٧ - باب الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা

٩٤٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ ؛ قَالَ أَرْسَلُوْنِيْ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ - فَأَخْبَرَنِيْ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ لأَنْ يَقُوْمَ أَرْبَعِيْنَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ . فَلاَ أَدْرِيْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، أَوْشَهْرًا ، أَوْ صَبَاحًا ، أَوْ سَاعَةً .

৯৪৪ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)... বুসর ইবন সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা আমাকে যায়দ ইবন খালিদ (রা)-এর কাছে এ জন্য পাঠালেন যে, আমি যেন তাঁকে মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি নবী (সা)-এর সূত্রে আমাকে জানালেন, তিনি (নবী (সা)) বলেছেন ঃ মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করার চাইতে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম। সুফয়ান (র) বলেন ঃ চল্লিশ শব্দটি দিয়ে তিনি কি বছর কিংবা মাস অথবা সকাল কিংবা ঘন্টা বুঝাতে চেয়েছেন, তা আমার জানা নেই।

٩٤٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيْعٌ - ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِيْ جُهَيْمٍ الأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ : مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ (ص) فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّيْ ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُوْلُ . لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِيْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيْهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ ، كَانَ لأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ قَالَ : لاَ أَدْرِيْ أَرْبَعِيْنَ عَامًا ، أَوْ أَرْبَعِيْنَ شَهْرًا ، أَوْ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ .

৯৪৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)... বুসর ইবন সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইবন খালিদ (রা) আবূ জুহায়ম আনসারী (রা)-এর কাছে কাউকে এজন্য পাঠান, যাতে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি নবী (সা) থেকে মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী ব্যক্তি সম্পর্কে কি শুনছেন? তখন তিনি বললেন ঃ আমি নবী (সা) -কে বলতে শুনেছি যে, "তোমাদের কেউ যদি তার ভাই-এর সালাতের সামনে দিয়ে যাতায়াত করার পরিণাম সম্পর্কে জানতো, তবে সে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো। রাবী আরো বলেন ঃ আমার জানা নেই যে, তিনি চল্লিশ বছর অথবা চল্লিশ মাস বা চল্লিশ দিন দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্য উত্তম বলছেন কিনা।

٩٤٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ – ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ (ص) : لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيْهِ ، مُعْتَرِضًا فِي الصَّلٰوةِ – كَانَ لَأَنْ يُقِيْمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِيْ خَطَاهَا

৯৪৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি জানতো যে, সে তার মুসল্লী ভাইয়ের সামনে দিয়ে গেলে তার কি হবে, তবে সে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার চাইতে একশত বছর দাঁড়িয়ে থাকা অধিক শ্রেয় মনে করতো।

٣٨ – باب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত বিনষ্টকারী কার্যাবলী

٩٤٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ – ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّي بِعَرَفَةَ – فَجِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلٰى أَتَانٍ – فَمَرَرْنَا عَلٰى بَعْضِ الصَّفِّ – فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا – ثُمَّ دَخَلْنَا فِي الصَّفِّ .

৯৪৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)...... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) আরাফাতের ময়দানে সালাত আদায় করছিলেন। তখন আমি এবং ফাযল (রা) কোন একটি সালাতের সারির সামনে দিয়ে গাধার পিঠে আরোহণ করে অতিক্রম করছিলাম। এরপর আমরা গাধার পিঠ থেকে নামি এবং একে ছেড়ে দিয়ে সালাতের সারিতে শরিক হই।

٩٤٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ – ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، هُوَ قَاصُّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ – فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ ؛ فَقَالَ بِيَدِهِ – فَرَجَعَ فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا – فَمَضَتْ – فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَ هُنَّ أَغْلَبُ .

৯৪৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (সা) উম্মু সালামা (রা)-এর হুজরায় সালাত আদায় করছিলেন। তখন তাঁর সামনে দিয়ে 'আবদুল্লাহ কিংবা 'উমর ইবন আবূ সালামা যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করেন। এতে সে ফিরে আসে। এরপর যয়নব বিনতে উম্মু সালামা (রা) যেতে চাইলেন, তিনি তাকেও ইশারায় নিষেধ করেন কিন্তু তিনি সামনে দিয়ে চলে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত শেষে বললেন ঃ এরাই (নারীরা) বেশি বাড়াবাড়ি করে।

٩٤٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ خَلاَّدِ الْبَاهِلِيُّ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ - ثَنَا شُعْبَةُ - ثَنَا قَتَادَةُ - ثَنَا جَابِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدِ وَالْمَرْاَةُ الْحَائِضُ .

৯৪৯ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কালো রং-এর কুকুর এবং ঋতুবতী নারী সালাত বিনষ্ট করে।

٩٥٠ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ ، اَبُوْ طَالِبَ - ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ - ثَنَا اَبِيْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْمَرْاَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ .

৯৫০ যায়দ ইবন আখযাম আবূ তালিব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নারী, কুকুর এবং গাধা সালাত বিনষ্ট করে।

٩٥١ حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ - ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى - ثَنَا سَعِيْدُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، الْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ وَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ .

قَالَ ، قُلْتُ : مَا بَالُ الْاَسْوَدِ مِنَ الْاَحْمَرِ ؟ فَقَالَ : سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَمَا سَاَلْتَنِيْ ، فَقَالَ : اَلْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ .

৯৫১ জামীল ইবন হাসান (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুসল্লীর সামনে পালানের লাঠির মত কোন জিনিস না থাকলে নারী, গাধা ও কালো রং-এর কুকুর সালাত বিনষ্ট করে।

রাবী বলেন ঃ আমি বললাম ঃ লাল কুকুর থেকে কালো কুকুরের পার্থক্য কি? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যেমন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে। তখন তিনি বলেন ঃ কালো কুকুর হলো শয়তান।

٩٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ ، الْمَرْاَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ .

৯৫২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবূ যার (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নারী, কুকুর এবং গাধা সালাত বিনষ্ট করে।

٣٩ - بَابُ ادْرَأْ مَااسْتَطَعْتَ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতকারীকে যথাসাধ্য বিরত রাখা

٩٥٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - أَنْبَأَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - ثَنَا يَحْيَى ، أَبُو الْمُعَلَّى ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ فَذَكَرُوْا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ - فَقَالَ : مَا تَقُوْلُوْنَ فِي الْجَدْيِ ؟ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يُصَلِّي يَوْمًا - فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ - فَبَادَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) الْقِبْلَةَ .

৯৫৩ আহমদ ইবন 'আবদা (র)... হাসান 'উরানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইবন 'আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কিসে সালাত নষ্ট করে। তখন তাঁরা কুকুর, গাধা ও নারীর কথা উল্লেখ করেন। রাবী বলেন ঃ ছয় কি সাত মাসের বকরীর বাচ্চা সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি? (তিনি বলেন) ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত আদায় করছিলেন। তখন তাঁর সামনে দিয়ে একটি বকরীর বাচ্চা যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) সেটিকে কিবলার দিক থেকে হটিয়ে দিলেন।

٩٥٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ - ثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلٰى سُتْرَةٍ - وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ - فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ ، فَلْيُقَاتِلْهُ - فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ .

৯৫৪ আবূ কুরায়ব (র)... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, তখন সে যেন (সুতরার দিকে মুখ ফিরিয়ে) তা আদায় করে নেয় এবং তার নিকটবর্তী হয়। আর সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে যেতে না দেয়। এরপরও যদি কেউ যাতায়াত করে, তাহলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কেননা সে তো শয়তান।

٩٥٥ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ : قَالَا : ثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ - فَإِنْ أَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ - فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ .

وَقَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ ، فَإِنَّ مَعَهُ الْعُزّٰى .

৯৫৫ হারূন ইবন 'আবদুল্লাহ হাম্মাল ও হাসান ইবন দাউদ মুনকাদিরী (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে যেতে না দেয়। যদি সে অস্বীকার করে, তবে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কেননা তার সাথে তার সহযোগী শয়তান রয়েছে।

মুনকাদিরী (র) বলেন ঃ নিশ্চয়ই তার সাথে উয্যা (কাফিরদের একটি দেবতা) রয়েছে।

٤٠ – بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লী ও কিবলার মাঝে কিছু থাকা

٩٥٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ – ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ، وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ .

৯৫৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)......... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) রাতে সালাত আদায় করতেন এবং আমি তখন তাঁর ও কিবলার মাঝে জানাযার ন্যায় শুয়ে থাকতাম।

٩٥٧ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ؛ قَالاَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ – ثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ ، عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ اُمِّهَا ؛ قَالَتْ : كَانَ فِرَاشُهَا بِحِيَالِ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) .

৯৫৭ বকর ইবন খালফ ও সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ (র)... যায়নাব বিনতে আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাঁর বিছানা নবী (সা)-এর সিজদার স্থানের দিকে ছিল।

٩٥٨ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ – ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَدَّادٍ ؛ قَالَ : حَدَّثَتْنِيْ مَيْمُوْنَةُ ، زَوْجُ النَّبِيِّ (ص) ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّي وَاَنَا بِحِذَائِهِ – وَرُبَّمَا اَصَابَنِيْ ثَوْبُهُ اِذَا سَجَدَ .

৯৫৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... নবী (সা)-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) সালাত আদায় করতেন এবং আমি তাঁর সামনে থাকতাম। আর অনেক সময় তিনি যখন সিজদা করতেন, তখন তাঁর কাপড় আমার গায়ে লাগতো।

٩٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ – ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ – حَدَّثَنِيْ اَبُو الْمِقْدَامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ كَعْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ (ص) اَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ .

৯৫৯ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কথোপকথনকারী এবং নিদ্রিত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

٤١ – بَابُ النَّهْيِ اَنْ يُسْبَقَ الْاِمَامُ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের আগে রুকূ ও সিজদায় যাওয়া নিষিদ্ধ

٩٦٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ – ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) يُعَلِّمُنَا اَنْ لاَ نُبَادِرَ الْاِمَامَ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ – وَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا – وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا .

৯৬০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) আমাদেরকে এরূপ শিক্ষা দিতেন যে, আমরা যেন ইমামের আগে রুকূ ও সিজদা না করি। তিনি আরো বলেন ঃ আর যখন ইমাম তাকবীর বলেন, তখন তোমরা তাকবীর বলবে এবং যখন তিনি সিজদা করেন, তখন তোমরা সিজদা করবে।

٩٦١ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، وَسُوَيْدُ ابْنُ سَعِيْدٍ ؛ قَالاَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ – ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ زِيَادٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ؛ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلاَ يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ؟

৯৬১ হুমায়দ ইবন মাস'আদা ও সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উঠায়, সে কি এই ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তিত করে দেবেন ?

٩٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ ، شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ خَيْثَمَةَ ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ، عَنْ دَارِمٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ ، عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ ، عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنِّيْ قَدْ بَدَّنْتُ – فَاِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوْا – وَاِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوْا – وَلاَ اُلْفِيَنَّ رَجُلاً يَسْبِقُنِيْ اِلَى الرُّكُوْعِ ، وَلاَ اِلَى السُّجُوْدِ

৯৬২ মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি ভারী হয়ে গেছি, কাজেই যখন আমি রুকূ করি, তখন তোমরাও রুকূ করবে। আর যখন আমি মাথা উঠাই, তখন তোমরা মাথা উঠাবে। আমি যখন সিজদা করি, তখন তোমরাও সিজদা করবে। আমি যেন কোন ব্যক্তিকে আমার আগে রুকূ- সিজদা করতে না দেখি।

٩٦٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ ، بَكْرُ ابْنُ خَلَفٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ تُبَادِرُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ ، فَمَهْمَا اَسْبِقْكُمْ بِهِ اِذَا رَكَعْتُ ، تُدْرِكُوْنِيْ بِهِ اِذَا رَفَعْتُ ، وَمَهْمَا اَسْبِقْكُمْ بِهِ اِذَا سَجَدْتُ ، تُدْرِكُوْنِيْ بِهِ اِذَا رَفَعْتُ ، اِنِّيْ قَدْ بَدَّنْتُ .

৯৬৩ হিশাম ইবন 'আম্মার ও আবূ বিশর বকর ইবন খালফ (র)... মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আমার আগে রুকূতে যাবে না এবং সিজদায় যাবে না। কখনো কখনো এরূপ হয় যে, আমি তোমাদের আগে রুকূ করি, কিন্তু তোমরা আমাকে মাথা উঠাবার আগেই পেয়ে যাও। আবার কখনো কখনো আমি তোমাদের আগে সিজদা করি, কিন্তু তোমরা আমাকে মাথা উঠাবার আগেই পেয়ে যাও। কেননা আমার শরীর ভারী হয়ে গেছে।

٤٢- بَابُ مَا يُكْرَهُ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মাকরূহসমূহ

٩٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ . ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ . ثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ اَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ ، قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلٰوتِهِ .

৯৬৪ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এটা খুবই অশোভনীয় কাজ যে, মানুষ তার সালাত শেষ না করেই বারংবার তার কপাল মাসেহ্ করবে।

٩٦٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ . ثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ . ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ ، وَ اِسْرَائِيْلُ بْنُ يُوْنُسَ ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : لاَ تُفَقِّعْ اَصَابِعَكَ وَ اَنْتَ فِى الصَّلٰوةِ .

৯৬৫ ইয়াহ্ইয়া ইবন হাকীম (র)... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তুমি সালাতে থাকাকালীন অবস্থায় তোমার আঙ্গুলগুলো মটকাবে না।

٩٦٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ ، سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَدِّبُ . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ يُغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ فِى الصَّلٰوةِ .

৯৬৬ আবূ সা'য়ীদ সুফয়ান ইবন যিয়াদ মুয়াদ্দিব (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন ব্যক্তিকে সালাতে থাকাকালীন তার মুখ ঢাকতে নিষেধ করেছেন।

٩٦٧ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ . ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) رَاٰى رَجُلاً قَدْ شَبَّكَ اَصَابِعَهُ فِى الصَّلٰوةِ فَفَرَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَيْنَ اَصَابِعِهِ .

৯৬৭ 'আলকামা ইবন 'আমর দারিমী (র)... কা'ব ইবন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক ব্যক্তিকে সালাতের মধ্যে তার এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মাঝে প্রবেশ করিয়েছে দেখেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার আঙ্গুলগুলো খুলে দেন।

٩٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ . اَنْبَاَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلٰى فِيْهِ . وَلاَ يَعْوِىْ . فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ .

৯৬৮ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো হাই আসে, তখন সে যেন তার হাত তার মুখের উপর রাখে এবং সে যেন কোনরূপ শব্দ না করে। কেননা শয়তান এতে হাসে।

٩٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ . ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيْكٍ ، عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : الْبُزَاقُ وَ الْمُخَاطُ وَ الْحَيْضُ وَ النُّعَاسُ فِى الصَّلٰوةِ مِنَ الشَّيْطَانِ .

৯৬৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (রা)..... সাবিত (রা)-এর পিতার সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সালাতে থাকাকালীন সময়ে থুথু ফেলা, নাকে ঘ্রাণ নেওয়া, হায়য আসা ও তন্দ্রামগ্ন হওয়া শয়তানের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

٤٣ - بَابُ مَنْ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইমামতি করা

٩٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ . ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْاَفْرِيْقِىِّ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : ثَلَاثَةٌ لَاتُقْبَلُ لَهُمْ صَلٰوةٌ : اَلرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ . وَ الرَّجُلُ لَايَاْتِى الصَّلٰوةَ اِلَّا دِبَارًا (يَعْنِىْ بَعْدَ مَا يَفُوْتُهُ الْوَقْتُ) وَمَنِ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا .

৯৭০ আবূ কুরায়ব (রা)....... 'আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির সালাত কবূল হয় না। যে ব্যক্তি কোন কওমের ইমামতি করে অথচ তারা তাকে অপসন্দ করে ; যে ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হওয়ার পর সালাত আদায় করে এবং যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন লোককে গোলাম বানায়।

٩٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ . ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَرْحَبِىُّ . ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْاَسْوَدِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيْدِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلٰوتُهُمْ فَوْقَ رُءُوْسِهِمْ شِبْرًا : رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ . وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ . وَ اَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ .

৯৭১ মুহাম্মদ ইবন 'উমর ইবন হায়্যাজ (রা).... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তিন ব্যক্তির সালাত তাদের মাথার এক বিঘত উপরে উঠে না। ঐ ব্যক্তি, যে কোন কওমের ইমামতি করে অথচ তারা তাকে অপসন্দ করে ; ঐ মহিলা, যে রাত কাটায় অথচ তার স্বামী তার উপর নারাজ এবং এমন দুই ভাই, যারা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করে।

٤٤ - بَابُ الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ দু' জনে জামা'আত হয়

٩٧٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا الرَّبِيعُ ابْنُ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ جَرَادٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : اثْنَانِ ، فَمَا فَوْقَهُمَا ، جَمَاعَةٌ .

৯৭২ হিশাম ইবন 'আম্মার (রা).... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ দুই বা দুয়ের অধিক লোকে জামা'আতে পরিণত হয়।

٩٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ . ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . ثَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ . فَقَامَ النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ . فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

৯৭৩ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল মালিক ইবন আবূ শাওয়ারিব (র)..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর কাছে রাত্রি যাপন করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতে সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ান এবং আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়াই। এ সময় তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান।

٩٧٤ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، أَبُو بِشْرٍ . ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ . ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا شُرَحْبِيلُ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ . فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

৯৭৪ বকর ইবন খালফ আবূ বিশর (রা)......... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাগরিবের সালাত আদায় করছিলেন, আমি এসে তাঁর বাম পাশে দাঁড়াই। তখন তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান।

٩٧٥ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . ثَنَا أَبِي . ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، وَ بِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَنَا .

৯৭৫ নাসর ইবন 'আলী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কোন সহধর্মিণী এবং আমাকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। তখন তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান এবং মহিলাটি আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন।

٤٥- بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِىَ الْاِمَامَ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়ানো

٩٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ . أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلٰوةِ وَيَقُوْلُ : لَا تَخْتَلِفُوْا ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ . لِيَلِيَنِّى مِنْكُمْ أُولُوا الْاَحْلَامِ وَ النُّهٰى . ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ . ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ .

৯৭৬ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)..... আবূ মাস'উদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতের মধ্যে আমাদের কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতেন ঃ "তোমরা আগে-পিছে করে দাঁড়াবে না, তাহলে তোমাদের অন্তঃকরণে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও দূরদর্শী, তারা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারা দাঁড়াবে।

٩٧٧ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ . ثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَ الْاَنْصَارُ ، لِيَأْخُذُوْا عَنْهُ .

৯৭৭ নাসর ইবন আলী জাহ্যামী (র).......... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাজির ও আনসারদের (সালাতে) তাঁর কাছাকাছি দাঁড়ানো পসন্দ করতেন, যাতে তারা তাঁর নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

٩٧٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . ثَنَا ابْنُ أَبِىْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى الْاَشْهَبِ ، عَنْ أَبِىْ نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) رَأَى فِىْ أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا . فَقَالَ : تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِىْ . وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ . لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ .

৯৭৮ আবূ কুরায়ব (র).... আবূ সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের পেছনে হটতে দেখে বললেন ঃ তোমরা সামনে এগিয়ে এসো এবং আমার অনুসরণ কর, যাতে তোমাদের পরবর্তী লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করতে পারে। লোকেরা যখন পিছু হটতে থাকে, তখন আল্লাহ তাদের পেছনেই ফেলে রাখেন।

٤٦- بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ ٭

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামতির জন্য যে অধিক হকদার

٩٧٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ . ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِىْ قِلَابَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِىَّ (ص) أَنَا وَصَاحِبٌ لِىْ . فَلَمَّا أَرَدْنَا الْاِنْصِرَافَ قَالَ لَنَا : إِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَأَذِّنَا وَ أَقِيْمَا . وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا .

৯৭৯ বিশর ইবন হিলাল সাওয়াফ (র)..... মালিক ইবন হুয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এবং আমার এক সাথী নবী (সা)-এর কাছে এলাম। আমরা যখন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন তিনি আমাদের বললেন ঃ যখন সালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমরা আযান দেবে এবং ইকামত বলবে। আর তোমাদের দুইজনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই ইমামতি করবে।

٩٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ اَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً ، فَلْيَؤُمَّهُمْ اَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. فَاِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ سَوَاءً ، فَلْيَؤُمَّهُمْ اَكْبَرُهُمْ سِنًّا . وَلاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ فِيْ اَهْلِهِ وَلاَ فِيْ سُلْطَانِهِ . وَلاَ يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِى بَيْتِهِ ، اِلاَّ بِاِذْنٍ . اَوْ بِاِذْنِهِ .

৯৮০ মুহাম্মদ ইবন জাফর (র)..... আবূ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিতাবুল্লাহ্‌র অধিক বিশুদ্ধ পাঠকারীই কওমের ইমামতি করবে। যদি পাঠের ব্যাপারে সবাই সমান হয়, তবে হিজরতের দিক দিয়ে অগ্রগামী ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। যদি হিজরতের দিক দিয়ে সবাই সমান হয়, তবে তাদের মধ্য থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কওমের ইমামতি করবে। কেউ যেন যোগ্যতম ব্যক্তির উপস্থিতিতে কিংবা নির্ধারিত ইমামের উপস্থিতিতে ইমামতি না করে। আর কারো ঘরে তার জন্য রক্ষিত আসনে তার বিনা অনুমতিতে অন্য কাউকে যেন বসানো না হয়।

٤٧ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْاِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের দায়িত্ব

٩٨١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ . ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ . ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، اَبُوْ فُلَيْحٍ . ثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ ، قَالَ : كَانَ سَهْلُ ابْنُ سَعْدِ السَّاعِدِىُّ يُقَدِّمُ فِتْيَانَ قَوْمِهِ ، يُصَلُّوْنَ بِهِمْ . فَقِيْلَ لَهُ : تَفْعَلُ ، وَلَكَ مِنَ الْقِدَمِ مَالَكَ ؟ قَالَ : اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ فَاِنْ اَحْسَنَ ، فَلَهُ وَلَهُمْ . وَاِنْ اَسَاءَ ، يَعْنِىْ ، فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ .

৯৮১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... আবূ হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবন সা'দ সা'য়িদী (রা) তাঁর কাওমের যুবকদের ইমামতির জন্য পেশ করতেন। তাঁরা লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তখন তাঁকে বলা হলো ঃ আপনি ইসলামে অগ্রবর্তীদের অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের কেন সামনে পেশ করছেন? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -কে বলতে শুনেছি ঃ "ইমাম হলেন যিম্মাদার। যদি তিনি উত্তমরূপে সালাত আদায় করেন, তবে এর সওয়াব তার জন্য ও মুসল্লীদের জন্য রয়েছে। আর যদি তিনি ভুল করেন, তবে দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে এবং মুক্তাদিদের উপর নয়।"

৯৮২ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ . ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ اُمِّ غُرَابٍ ، عَنِ امْرَاَةٍ يُقَالُ لَهَا عَقِيْلَةُ ، عَنْ سَلاَمَةَ بِنْتِ الْحُرِّ ، اُخْتِ خَرَشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ (ص) يَقُوْلُ : يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُوْمُوْنَ سَاعَةً ، لاَ يَجِدُوْنَ اِمَامًا يُصَلِّىْ بِهِمْ .

৯৮২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... খারাশা (রা)-এর ভগ্নী সালামা বিনতে হুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তারা ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে অথচ তারা কোন ইমাম পাবে না—যিনি তাদের নিয়ে সালাত আদায় করবেন।

৯৮৩ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِىُّ . ثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ اَبِىْ عَلِىٍّ الْهَمْدَانِىِّ ، اَنَّهُ خَرَجَ فِىْ سَفِيْنَةٍ ، فِيْهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِىُّ . فَحَانَتْ صَلٰوةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ . فَاَمَرْنَاهُ اَنْ يَؤُمَّنَا . وَ قُلْنَا لَهُ : اِنَّكَ اَحَقُّنَا بِذٰلِكَ . اَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاَبٰى ، فَقَالَ : اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : مَنْ اَمَّ النَّاسَ فَاَصَابَ ، فَالصَّلٰوةُ لَهُ وَلَهُمْ . وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ ، فَعَلَيْهِ ، وَلاَ عَلَيْهِمْ .

৯৮৩ মুহরিয ইবন সালামা আদানী (র)..... আবূ 'আলী হামদানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার নৌকা ভ্রমণে বের হন-তাতে 'উক্‌বা ইবন আমর জুহানী (রা)-ও ছিলেন। তখন সালাতের ওয়াক্ত হলো। আমরা তাঁকে আমাদের সালাতের ইমামতি করার অনুরোধ জানালাম এবং তাঁকে বললাম ঃ নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে আপনি এ কাজের অধিক হকদার। আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন এবং বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, "যিনি যথাযথ লোকদের ইমামতির দায়িত্ব সম্পন্ন করেন, এ সালাতের পুরস্কার তার ও তাদের সবার জন্য। আর যদি তিনি সালাতে কিছু ভুল করেন, তবে এর দায়িত্ব তার উপরই, মুসল্লীদের উপর নয়।

٤٨ ـ بَابُ مَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সালাত সংক্ষেপ করা

৯৮৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ - ثَنَا اَبِىْ - ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ : اَتَى النَّبِىَّ (ص) رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّىْ لَاَتَاَخَّرُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلاَنٍ ، لِمَا يُطِيْلُ بِنَا فِيْهَا قَالَ ، فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَطُّ فِىْ مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ . : يَاَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ - فَاَيُّكُمْ مَا صَلّٰى بِالنَّاسِ فَلْيَجُوْزْ - فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৯৮৪ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র).... আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি ফজরের সালাতের জামা'আতে অমুকের কারণে দেরীতে আসি। কেননা তিনি আমাদের নিয়ে সালাত দীর্ঘ করেন। রাবী

বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সেদিনের চাইতে অধিক রাগান্বিত হয়ে আর কখনো খুতবা দিতে দেখিনি। (তিনি বলেন ঃ) হে লোক সকল ! তোমাদের মধ্যে তো লোকদের বিরক্তি সৃষ্টিকারী রয়েছে। তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে, তখন সে যেন সালাত সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মাঝে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোকও রয়েছে।

٩٨٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، وَحُمَيْدُ بْنُ سَعْدَةَ ، قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ـ اَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُوْجِزُ وَيُتِمُّ الصَّلٰوةَ ـ

৯৮৫ আহমদ ইবন 'আবদা ও হুমায়দ ইবন সা'আদা (র)...... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সংক্ষেপে এবং পূর্ণরূপে সালাত আদায় করতেন (যাতে কারো কোন প্রকার কষ্ট না হয়)।

٩٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ـ اَنْبَاَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : صَلّٰى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْاَنْصَارِىُّ بِاَصْحَابِهٖ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ ـ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا ، فَصَلّٰى ، فَاُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ ، فَقَالَ : اِنَّهُ مُنَافِقٌ ـ فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ ، دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاَخْبَرَهُ مَا قَالَ لَهُ مُعَاذٌ ـ فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) اَتُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ ؟ اِذَا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ فَاقْرَاْ بِالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ، وَاقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ ـ

৯৮৬ মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মু'আয ইবন জাবাল (রা) আনসারী তাঁর সাথীদের নিয়ে 'ইশার সালাত আদায় করেন। তিনি মুসল্লীদের নিয়ে সালাত দীর্ঘায়িত করেন। ফলে আমাদের থেকে এক ব্যক্তি (সালাত ছেড়ে) চলে যায় এবং একাকী সালাত আদায় করে। মু'আয (রা)-কে এ খবর দেওয়া হলে তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই সে মুনাফিক। এ খবর যখন সে ব্যক্তির কাছে পৌঁছে, তখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তার সম্পর্কে মু'আয (রা) যা বলেছেন, তা তাঁকে অবহিত করেন। তখন নবী (সা) বললেন ঃ হে মু'আয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী হতে চাও ? যখন তুমি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে, তখন সূরা শামস ওয়াদ-দুহাহা, সূরা আ'লা, সূরা লায়ল ও সূরা 'আলাক পাঠ করবে।

٩٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ـ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِنْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْعَاصِ يَقُوْلُ : كَانَ اٰخِرَ مَا عَهِدَ اِلَىَّ النَّبِىُّ (ص) حِيْنَ اَمَّرَنِىْ عَلَى الطَّائِفِ ، قَالَ لِىْ يَا عُثْمَانُ ! تَجَاوَزْ فِى الصَّلٰوةِ وَاقْدُرِ النَّاسَ بِاَضْعَفِهِمْ ـ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَالصَّغِيْرَ وَالسَّقِيْمَ وَالْبَعِيْدَ وَذَا الْحَاجَةِ ـ

৯৮৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........ 'উসমান ইবন আবুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) যখন আমাকে তায়েফের আমির নিযুক্ত করেন, তখন আমার কাছ থেকে এ বলে শেষ

ওয়াদা নেন যে, হে উসমান ! তুমি (ফরয) সালাত সংক্ষেপ করবে এবং লোকদের মধ্য হতে দুর্বলতম ব্যক্তির সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কেননা তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, ছোট, রোগাক্রান্ত, দূরবর্তী এবং কর্মব্যস্ত লোক থাকে।

٩٨٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ـ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا يَحْيٰى ـ ثَنَا شُعْبَةُ ـ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاصِ ، اَنَّ اٰخِرَ مَا قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِذَا اَمَمْتَ قَوْمًا فَاَخِفَّ بِهِمْ .

৯৮৮ 'আলী ইবন ইসমাঈল (রা)........ 'উসমান ইবন আবুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবশেষে যা বলেছিলেন, তা হলো ঃ যখন তুমি লোকদের ইমামতি করবে, তখন সালাত সংক্ষেপ করবে।

٤٩ ـ بَابُ الْاِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلٰوةَ اِذَا حَدَثَ اَمْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন কারণ ঘটলে ইমাম সালাত সংক্ষেপ করবে

٩٨٩ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ـ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ـ ثَنَا سَعِيْدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنِّىْ لَاَدْخُلُ فِى الصَّلٰوةِ ، وَاِنِّىْ اُرِيْدُ اِطَالَتَهَا ، فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاَتَجَوَّزُ فِىْ صَلٰوتِىْ ، مِمَّا اَعْلَمُ لِوَجْدِ اُمِّهِ بِبُكَائِهِ .

৯৮৯ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি সালাত শুরু করি এবং দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি যখন শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনি, তখন তার মায়ের অস্থিরতার কথা খেয়াল করে আমি আমার সালাত সংক্ষেপ করি।

٩٩٠ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ كَرِيْمَةَ الْحَرَّانِىُّ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُلَاثَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنِّىْ لَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاَتَجَوَّزُ فِى الصَّلٰوةِ .

৯৯০ ইসমাঈল ইবন আবূ কারীমা হাররানী (র).... 'উসমান ইবন আবুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তো শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনি ; ফলে আমি সালাত সংক্ষেপ করি।

٩٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنِّىْ لَاَقُوْمُ فِى الصَّلٰوةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا ـ فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ ، فَاَتَجَوَّزُ ، كَرَاهِيَةَ اَنْ يَشُقَّ عَلٰى اُمِّهِ .

৯৯১ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র)......... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি সালাতে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু আমি শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনি এবং সালাত সংক্ষেপ করি, যাতে তার মার কোন কষ্ট না হয়।

٥٠ - بَابُ اِقَامَةِ الصُّفُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের কাতার সোজা করা

٩٩٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيْعٌ - ثَنَا الْاَعْمَشُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ : قُلْنَا : وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْاُوَلَ ، وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ .

৯৯২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... জাবির ইবন সামুরা সুদাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জেনে রাখ, কাতার সোজা করবে, যেমন ফিরিশতাগণ তাঁদের রব্বের সামনে কাতার সোজা করেন। রাবী বলেন ঃ আমরা বললাম, ফিরিশতারা তাঁদের রব্বের সামনে কিভাবে কাতার সোজা করেন ? তিনি বললেন ঃ তাঁরা প্রথম সারি আগে পূর্ণ করেন এবং সারিতে মিলে মিলে দাঁড়ান (এবং মাঝে কোন ফাঁক রাখেন না)।

٩٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ - ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ - ثَنَا اَبِىْ ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالاَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ - فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ .

৯৯৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও নাসর ইবন 'আলী (র)........ আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করবে ; কেননা কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতার শামিল।

٩٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - ثَنَا شُعْبَةُ - ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، اَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُسَوِّى الصَّفَّ حَتّٰى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرُّمْحِ اَوِ الْقِدْحِ - قَالَ ، فَرَاٰى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِيًا - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ .

৯৯৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).................... নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বর্শা অথবা তীরের মত করে সালাতের কাতার সোজা করতেন। রাবী বলেন ঃ তিনি দেখলেন, জনৈক ব্যক্তির সীনা একটু বাইরে ঝুঁকে আছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সালাতের কাতার সোজা করে নাও, অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাদের মুখমণ্ডল পরিবর্তন করে দেবেন।

৯৯৫ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ - ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً .

৯৯৫ হিশাব ইবন 'আম্মার (র)...., 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতারা সে সব লোকের প্রতি রহমত নাযিল করেন, যারা সালাতের কাতারগুলো মিলিয়ে রাখে। আর যে ব্যক্তি খালি জায়গা পূর্ণ করে, আল্লাহ্ এরদ্বারা তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন।

٥١ - بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সামনের কাতারের ফযীলত

৯৯৬ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ - اَنْبَأَ هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ، ثَلَاثًا - وَلِلثَّانِىْ ، مَرَّةً .

৯৯৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........ 'ইরবায ইবন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথম সারির জন্য তিনবার মাগফিরাত চাইতেন এবং দ্বিতীয় সারির জন্য একবার।

৯৯৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ - قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ مُصَرِّفٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ .

৯৯৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)...... বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতারা প্রথম সারির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।

৯৯৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ ثَوْرٍ ، اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ - ثَنَا اَبُوْ قَطَنٍ - ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةً .

৯৯৮ আবূ সাওর ইবরাহীম ইবন খালিদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ লোকেরা যদি প্রথম সারিতে কি (মর্যাদা) আছে তা জানতো, তবে এ জন্য তারা লটারী করতো।

৯৯৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ - ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ .

৯৯৯ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্ফা হিম্সী (র)..... 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতারা প্রথম সারির (মুসল্লীদের) জন্য রহমত নাযিল করেন।

٥٢ - بَابُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সালাতের কাতার

١٠٠٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ - وَعَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : خَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا - وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا - وَخَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا - وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا .

১০০০ আহমদ ইবন 'আব্দা ও সুহায়ল (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মহিলাদের জন্য উত্তম কাতার হলো শেষ কাতার এবং তাদের জন্য মন্দ কাতার হলো প্রথম কাতার। আর পুরুষদের জন্য উত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার এবং মন্দ কাতার হলো শেষ কাতার।

١٠٠١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا - وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا - وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ مُؤَخَّرُهَا - وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا .

১০০১ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ পুরুষদের জন্য উত্তম কাতার হলো সামনের কাতার এবং মন্দ কাতার হলো পেছনের কাতার। আর মহিলাদের জন্য উত্তম কাতার হলো পেছনের কাতার আর মন্দ কাতার হলো সামনের কাতার।

٥٣ - بَابُ الصَّلٰوةِ بَيْنَ السَّوَارِىْ فِى الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই খুঁটির মাঝখানে সালাতের কাতার করা

١٠٠٢ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ ، اَبُوْ طَالِبٍ - ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ، وَاَبُوْ قُتَيْبَةَ - قَالاَ : ثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : كُنَّا نُنْهٰى اَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِىْ ، عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ، نُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا .

১০০২ যায়দ ইবন আখ্যাম আবূ তালিব (র)..... মু'আবিয়া ইবন কুররা (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় আমাদেরকে দুই খুঁটির মাঝখানে সারি বানাতে নিষেধ করা হতো এবং এ থেকে আমাদের কঠোরভাবে বিরত রাখা হতো।

٥٤ - بَابُ صَلٰوةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কাতারের পেছনে একাকী সালাত আদায় করা

١٠٠٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ - حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ - قَالَ : خَرَجْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ (ص) فَبَايَعْنَاهُ - وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ - قَالَ ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلٰوةً اُخْرٰى - فَقَضَى الصَّلٰوةَ فَرَاٰى رَجُلاً فَرْدًا يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ - قَالَ : فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ (ص) حِيْنَ انْصَرَفَ قَالَ : اسْتَقْبِلْ صَلٰوتَكَ - لاَ صَلٰوةَ لِلَّذِىْ خَلْفَ الصَّفِّ .

১০০৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)......... প্রতিনিধি দলের অন্যতম 'আলী ইবন শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা বের হলাম এবং নবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। এরপর আমরা তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করি এবং তাঁর পেছনে সালাত আদায় করি। এরপর আমরা তাঁর পেছনে অন্য এক ওয়াক্তের সালাত আদায় করি। তিনি সালাত শেষে জনৈক ব্যক্তিতে কাতারের পেছনে একাকী সালাত আদায় করতে দেখতে পেলেন। রাবী বলেন ঃ সে ব্যক্তি সালাত শেষ করলে নবী (সা) তার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তুমি তোমার সালাত পুনরায় আদায় কর। কেননা সে ব্যক্তির সালাত হয় না যে একাকী কাতারের পেছনে থাকে।

١٠٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ ؛ قَالَ : اَخَذَ بِيَدِىْ زِيَادُ ابْنُ اَبِى الْجَعْدِ ، فَاَوْقَفَنِىْ عَلٰى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ ، يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ - فَقَالَ : صَلّٰى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ؛ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ (ص) اَنْ يُعِيْدَ .

১০০৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... হিলাল ইবন ইয়াসাফ (র) বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যিয়াদ ইবন আবূ জা'আদ (র) আমার হাত ধরে রাক্কা নামক স্থানে এক শায়খের কাছে নিয়ে যান, যিনি ওয়াবিসা ইবন মা'বাদ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী সালাত আদায় করে ; তখন নবী (সা) তাকে সালাত পুনরায় পড়ার নির্দেশ দেন।

٥٥ - بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ ঃ কাতারের ডানদিকে দাঁড়ানোর ফযীলত

١٠٠٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ - ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ اُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ .

১০০৫ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ কাতারের ডানদিকের উপর রহমত বর্ষণ করেন।

١٠٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) (قَالَ مِسْعَرٌ) مِمَّا نُحِبُّ أَوْ مِمَّا أُحِبُّ أَنْ نَقُوْمَ عَنْ يَمِيْنِهِ .

১০০৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে সালাত আদায় করতাম, (মিস'আর বলেন ঃ) তখন আমরা বা আমি তাঁর ডান পার্শ্বে দাঁড়াতে পসন্দ করতাম।

١٠٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ ، أَبُوْ جَعْفَرٍ - ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ - ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ' قَالَ : قِيْلَ لِلنَّبِيِّ (ص) : إِنَّ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ تَعَطَّلَتْ - فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) : مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ ، كُتِبَ لَهُ كِفْلَانِ ، مِنَ الْأَجْرِ .

১০০৭ মুহাম্মদ ইবন আবুল হুসায়ন আবূ জা'ফর (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা)-কে বলা হলো যে, মসজিদের বামদিক একবারে খালি হয়ে গেছে। তখন নবী (সা) বললেন ঃ যারা মসজিদের বামদিকের খালি জায়গা পূরণ করবে, তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হবে।

٥٦ - بَابُ الْقِبْلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিবলার বর্ণনা

١٠٠٨ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ - ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ - ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَابِرٍ ' أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ ، أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ' هٰذَا مَقَامُ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ الَّذِي قَالَ اللّٰهُ (وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) .

قَالَ الْوَلِيْدُ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ أَهٰكَذَا قَرَأَ وَاتَّخِذُوْا ؟ قَالَ نَعَمْ .

১০০৮ 'আব্বাস ইবন 'উসমান দিমাশকী (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ শেষে যখন মাকামে ইবরাহীমে আসেন তখন 'উমর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এটাতো আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মাকাম, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

"তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করে নাও।"

ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি ইমাম মালিক (র)-কে বললাম ঃ তিনি কি এভাবে وَاتَّخِذُوْا পড়েছেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

١٠٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى : فَنَزَلَتْ (وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) .

১০০৯ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! যদি আপনি মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করতেন! তখন আয়াতটি নাযিল হয়। وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ।

١٠١٠ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ - ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا - وَصُرِفَتِ الْقِبْلَةُ اِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ دُخُوْلِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ بِشَهْرَيْنِ - وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا صَلَّى اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ اَكْثَرَ تَقَلُّبَ وَجْهِهِ فِي السَّمَاءِ ، وَعَلِمَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِ نَبِيِّهِ (ص) اَنَّهُ يَهْوَى الْكَعْبَةَ ، فَصَعِدَ جِبْرِيْلُ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ وَهُوَ يَصْعَدُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ - يَنْظُرُ مَا يَأْتِيْهِ بِهِ - فَاَنْزَلَ اللّٰهُ - (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ - الْاٰيَةَ) فَاَتَانَا اٰتٍ ، فَقَالَ : اِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ صُرِفَتْ اِلَى الْكَعْبَةِ - وَقَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَنَحْنُ رُكُوْعٌ فَتَحَوَّلْنَا فَبَنَيْنَا عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلٰوتِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَا جِبْرِيْلُ ! كَيْفَ حَالُنَا فِيْ صَلٰوتِنَا اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ - (وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ) .

১০১০ 'আলকামা ইবন 'আমর দারিমী (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আঠার মাস যাবত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করি। মদীনায় প্রবেশের দুই মাস পরে কা'বা শরীফের দিকে কিবলা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন, তখন অধিকাংশ সময়ে তিনি তাঁর চেহারা আসমানের দিকে ফিরাতেন। আল্লাহ্ তাঁর নবীর মনের আকাঙ্ক্ষা জানতেন যে, তিনি কা'বাকে পসন্দ করেন। এ সময় জিবরাঈল (আ) আরোহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টি তাঁর অনুসরণ করে ; যখন তিনি আসমান ও যমীনের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন এবং তিনি কি হুকুম নিয়ে আসছেন তা তিনি (নবী) দেখতে পাচ্ছিলেন। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ...... الْاٰيَةَ

"আমি তো দেখছি যে, আপনি আপনার চেহারা বারবার আকাশের দিকে ফিরাচ্ছেন.........।"

এরপর আমাদের কাছে একজন আগন্তুক আসেন। এসে বললেন ঃ কিবলা তো কা'বা ঘরের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমরা তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছি। আমরা রুকূতে থাকাবস্থায় আমাদের কিবলা পরিবর্তন করি আর আমরা অবশিষ্ট সালাত বায়তুল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আদায় করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হে জিবরাঈল! আমাদের সেই সালাতের অবস্থা কি—যা আমরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে আদায় করেছি? তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

"আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করবেন না।"

١٠١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ. ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص): مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

১০১১ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া আযদী (র) ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া নিশাপুরী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কিবলা অবস্থিত।

٥٧ - بَابُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায়ের পূর্বে না বসা

١٠١٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ؛ قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

১০১২ ইবরাহীম ইবন মুনযির হিযামী ও ইয়া'কূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন দুই রাক'আত সালাত আদায় করা ছাড়া না বসে।

١٠١٣ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ. ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

১০১৩ 'আব্বাস ইবন উসমান (র)........ আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার আগেই দু রাক'আত সালাত আদায় করে।

٥٨ - بَابُ مَنْ اَكَلَ الثُّوْمَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ ঃ রসূন খেয়ে কেউ যেন মসজিদে প্রবেশ না করে

١٠١٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيْبًا اَوْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ؛ ثُمَّ قَالَ : يَاَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّكُمْ تَاْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ لاَ اُرَاهُمَا اِلاَّ خَبِيْثَتَيْنِ هٰذَا الثُّوْمُ وَهٰذَا الْبَصَلُ - وَلَقَدْ كُنْتُ اَرَى الرَّجُلَ ، عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يُوْجَدُ رِيْحُهُ مِنْهُ - فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتّٰى يُخْرَجَ اِلَى الْبَقِيْعِ - فَمَنْ كَانَ اٰكِلَهَا ، لاَ بُدَّ ، فَلْيُمِتْهَا طَبْخًا .

১০১৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... মা'দান ইবন আবূ তালহা ই'য়ামারী (রা) থেকে বর্ণিত। 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) একবার জুমু'আর খুত্‌বা দিতে গিয়ে দাঁড়ান (রাবীর মতে) অথবা তিনি জুমু'আর দিন খুত্‌বা দেন। তখন তিনি আল্লাহ্‌র হামদ ও প্রশংসা করেন। এরপর বলেন ঃ হে লোক সকল ! তোমরা এ দুটো জিনিস খেয়ে থাক, আমার কাছে এ দুটো জিনিস অপসন্দনীয়। তা হলো ঃ এ রসূন এবং এ পেঁয়াজ। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যামানায় এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যার থেকে দুর্গন্ধ পাওয়া যায় ; ফলে তাকে হাত ধরে বাকী' নামক কবরস্থানের দিকে বের করে দেওয়া হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তা খেতে চায়, সে যেন তা রান্না করে খায় যাতে এর দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়।

١٠١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ - ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ ، الثُّوْمِ ، فَلاَ يُؤْذِيْنَا بِهَا فِيْ مَسْجِدِنَا هٰذَا .

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ : وَكَانَ اَبِيْ يَزِيْدُ فِيْهِ ، الْكُرَّاثَ وَالْبَصَلَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) يَعْنِيْ اَنَّهُ يَزِيْدُ عَلٰى حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِي الثُّوْمِ .

১০১৫ আবূ মারওয়ান উসমানী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই গাছের থেকে অর্থাৎ রসুন খায়, সে যেন তা নিয়ে আমাদের এই মসজিদে এসে আমাদের কষ্ট না দেয়।

ইবরাহীম (র) বলেন ঃ আমার পিতা নবী (সা) থেকে দুর্গন্ধযুক্ত তরকারী ও পেঁয়াজের কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ তিনি আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে 'রসূনের' চাইতেও অধিক বর্ণনা করেছেন।

١٠١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلاَ يَاْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ .

১০১৬ মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যারা এ গাছ থেকে কিছু খায়, তারা যেন কখনো মসজিদে না আসে।

٥٩ - بَابُ الْمُصَلِّيْ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كَيْفَ يَرُدُّ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লী কিরূপে সালামের জওয়াব দিবে

١٠١٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ : قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : قَالَ : اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَسْجِدَ قُبَاءٍ يُصَلِّي فِيْهِ - فَجَاءَتْ رِجَالٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ - فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا ، وَكَانَ مَعَهُ : كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَرُدُّ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ .

১০১৭ 'আলী ইবনে মুহাম্মদ তানাফিসী (র) ..... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুবা মসজিদে আসেন, সেখানে সালাত আদায় করা হয়। তখন কয়েকজন আনসারী এসে তাঁকে সালাম করেন। তখন আমি সুহায়ব (রা)- কে জিজ্ঞাসা করি, যিনি তাঁর সংগী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিভাবে তাদের সালামের জওয়াব দিলেন ? তিনি বললেন ঃ তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করলেন।

١٠١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ - اَنْبَاَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ (ص) لِحَاجَةٍ ، ثُمَّ اَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ - فَاَشَارَ اِلَيَّ - فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِيْ فَقَالَ : اِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ اٰنِفًا وَاَنَا اُصَلِّي .

১০১৮ মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ মিসরী (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) আমাকে কোন বিশেষ কাজে পাঠালেন। এরপর আমি ফিরে এসে তাঁকে সালাতে রত অবস্থায় পাই এবং আমি তাঁকে সালাম করি। তখন তিনি আমার দিকে ইশারা করেন। সালাত শেষ করে তিনি আমাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি আমাকে এইমাত্র তো সালাম করেছিলে, অথচ আমি তখন সালাত আদায় করছিলাম।

١٠١٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ - ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ - ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِيْ اِسْحَاقَ ، عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ : قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلٰوةِ فَقِيْلَ لَنَا : اِنَّ فِي الصَّلٰوةِ لَشُغْلاً .

১০১৯ আহমদ ইবন সা'য়ীদ দারিমী (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা সালাতরত অবস্থায় সালাম দিতাম। তখন আমাদের বলা হলো ঃ নিশ্চয়ই সালাতের মধ্যে ধ্যানমগ্নতা রয়েছে।

٦٠ ـ بَابُ مَنْ يُصَلِّيْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ

অনুচ্ছেদ ঃ অজ্ঞতাবশতঃ কিবলা ছাড়া অন্যদিকে ফিরে সালাত আদায় করা

١٠٢٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ـ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ـ ثَنَا اَشْعَثُ بْنُ سَعِيْدٍ ، اَبُو الرَّبِيْعِ السَّمَّانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ سَفَرٍ ـ فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَاَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ ـ فَصَلَّيْنَا ـ وَاَعْلَمْنَا ـ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ اِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ـ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص). فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ).

১০২০ ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র)... আমির ইবন রবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে এক সফরে ছিলাম। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং কিবলা নির্ণয় করা আমাদের উপর কঠিন হয়। তখন আমরা সালাত আদায় করি এবং একটি চিহ্ন রাখি। এরপর যখন সূর্য প্রকাশিত হলো, তখন বুঝতে পারলাম যে, আমরা কিবলা ছাড়া অন্য দিকে সালাত আদায় করেছি। অবশেষে আমরা বিষয়টি নবী (সা)-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন ঃ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

" তোমরা সে দিকেই মুখ ফিরাবে, সে দিকেই আল্লাহ্ বিদ্যমান"।

٦١ ـ بَابُ الْمُصَلِّيْ يَتَنَخَّمُ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত আদায়কারীর থুথু ফেলা

١٠٢١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ (ص) اِذَا صَلَّيْتَ فَلاَ تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِكَ ، وَلٰكِنِ ابْزُقْ عَنْ يَسَارِكَ ، اَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ .

১০২১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... তারিক ইবন 'আবদুল্লাহ মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ যখন তুমি সালাত আদায় কর, তখন তোমার সামনে ও ডানদিকে থুথু ফেলবে না। বরং তুমি তোমার বামদিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলতে পার।

١٠٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) رَاٰى نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَاَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : مَا بَالُ اَحَدِكُمْ يَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَهُ (يَعْنِيْ رَبَّهُ) فَيَتَنَخَّمُ اَمَامَهُ ؟ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّمَ فِيْ وَجْهِهِ ؟ اِذَا بَزَقَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقَنَّ عَنْ شِمَالِهِ ، اَوْ لِيَقُلْ هٰكَذَا فِيْ ثَوْبِهِ .

ثُمَّ اَرَانِيْ اِسْمَاعِيْلُ يَبْزُقُ فِيْ ثَوْبِهِ ثُمَّ يَدْلُكُهُ .

১০২২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কিবলার দিকে থুথু দেখতে পান। তখন তিনি লোকদের সামনে এসে বললেন ঃ তোমাদের কারো অবস্থা কি, সে তার (রব্বের) সামনে দাঁড়ায় এবং তাঁর সামনে থুথু নিক্ষেপ করে? তোমাদের কেউ কি পসন্দ করে যে, তার দিকে মুখ ফিরানো হবে এবং তার মুখে থুথু দেওয়া হবে? সুতরাং তোমাদের কেউ যখন থুথু ফেলবে, তখন সে যেন তা তার বামদিকে ফেলে অথবা সে যেন এরূপে তার কাপড়ে ফেলে।

এরপর ইসমা'ঈল আমাকে দেখালেন যে, তিনি তাঁর কাপড়ে থুথু ফেলে তা রগড়াচ্ছেন।

١٠٢٣ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ؛ قَالاَ : ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى شَبَثَ بْنَ رِبْعِيٍّ بَزَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَقَالَ : يَا شَبَثُ ! لاَ تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ . فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَنْهَى عَنْ ذٰلِكَ ، وَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوْءٍ .

১০২৩ হান্নাদ ইবন সারী ও 'আবদুল্লাহ ইবন আমির ইবন যুরারা (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি শাবাসা ইবন রিবঈ' (রা)-কে তাঁর নিজের সামনে থুথু ফেলতে দেখেন। তখন তিনি বলেন ঃ হে শাবাসা! তুমি তোমার সামনে থুথু ফেলবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করতে নিষেধ করতেন। তিনি আরও বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন; যতক্ষণ না সে সালাত শেষ করে অথবা কোন খারাপ কথা বলে।

١٠٢٤ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ؛ قَالاَ : ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ . ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ (ص) بَزَقَ فِيْ ثَوْبِهِ ، وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ ، ثُمَّ دَلَكَهُ .

১০২৪ যায়দ ইবন আখযাম ও 'আবদা ইবন 'আবদুল্লাহ (র)........... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতে থাকাবস্থায় তাঁর কাপড়ে থুথু ফেলেন এরপর তিনি তা রগড়িয়ে ফেলেন।

٦٢ - بَابُ مَسْحِ الْحَصٰى فِي الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে থাকাবস্থায় কংকর স্পর্শ করা

١٠٢٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ (ص) : مَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا .

১০২৫ আবূ বকর ইবন শায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (সালাতে থাকাবস্থায়) কংকর স্পর্শ করে, সে তো বাহুল্য কাজ করলো।

١٠٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ؛ قَالاَ : ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ . ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ ، حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ ، قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَيْقِيْبٌ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ (ص) ، فِيْ مَسْحِ الْحَصٰى فِي الصَّلٰوةِ : إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً ، فَمَرَّةً وَاحِدَةً .

১০২৬ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ ও 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র)........ মু'আইকীব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতে থাকাবস্থায় কংকর স্পর্শ করা সম্পর্কে বলেছেন ঃ যদি তুমি এরূপ কর, তবে একবার করবে।

١٠٢٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ ؛ قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) :اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ ، فَلاَ يَمْسَحْ بِالْحَصٰى .

১০২৭ হিশাম ইবন 'আম্মার ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ানোর পর যেন আর কংকর না সরায়। কেননা তখন রহমত তার অভিমুখী হয়।

٦٣ ـ بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা

١٠٢٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ ـ حَدَّثَتْنِيْ مَيْمُوْنَةُ ، زَوْجُ النَّبِيِّ (ص) ؛ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

১০২৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... নবী (সা)-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতেন।

١٠٢٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ـ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلٰى حَصِيْرٍ

১০২৯ আবূ কুরায়ব (র).... আবূ সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) চাটাইর উপর সালাত আদায় করেন।

١٠٣٠ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ـ حَدَّثَنِيْ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ؛ قَالَ : صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَلٰى بِسَاطِهِ ـ ثُمَّ حَدَّثَ اَصْحَابَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يُصَلِّي عَلٰى بِسَاطِهِ .

১০৩০ হারমালা ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... 'আমর ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইবন 'আব্বাস (রা) বসরায় অবস্থানকালে বিছানার উপর সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি তাঁর সাথীদের কাছে এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিছানার উপর সালাত আদায় করতেন।

٦٤ - بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الثِّيَابِ فِى الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঠাণ্ডা এবং গরমের কারণে কাপড়ের উপর সিজদা করা

١٠٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ قَالَ : جَاءَنَا النَّبِىُّ (ص) فَصَلّٰى بِنَا فِىْ مَسْجِدِ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ، فَرَاَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى ثَوْبِهِ ، اِذَا سَجَدَ .

১০৩১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) আমাদের কাছে এলেন এবং আমাদের সাথে নিয়ে 'আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে সালাত আদায় করেন। আমি তাঁকে সিজদা করাকালে তাঁর উভয় হাত তাঁর কাপড়ের উপর রাখতে দেখেছি।

١٠٣٢ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ـ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ ، اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْاَشْهَلِىُّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) صَلّٰى فِىْ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُتَلَفِّفٌ بِهِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ ـ يَقِيْهِ بَرْدَ الْحَصٰى .

১০৩২ জা'ফর ইবন মুসাফির (র) ...... সাবিত ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'আবদুল আশহাল গোত্র সালাত আদায় করেন। তাঁর গায়ে জড়ানো ছিল একখানা চাদর। পাথরের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য তিনি তাঁর দুই হাত ঐ চাদরের উপর রাখেন।

١٠٣٣ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ ـ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ (ص) فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ ـ فَاِذَا لَمْ يَقْدِرْ اَحَدُنَا اَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

১০৩৩ ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা প্রচণ্ড গরমের সময় নবী (সা)-এর সংগে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ (মাটিতে) কপাল রাখতে অসমর্থ হলে কাপড় বিছিয়ে তার উপর সিজদা করত।

٦٥ - بَابُ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ فِى الصَّلٰوةِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে পুরুষদের জন্য তাসবীহ্ এবং নারীদের জন্য হাততালি

١٠٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ؛ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ .

১০৩৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও হিশাম ইবন 'আম্মার (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ (সালাতরত আছে একথা বুঝানোর প্রয়োজন হলে) পুরুষ তাসবীহ পাঠ করবে এবং নারী হাত চাপড়াবে।

١٠٣٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ؛ قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ص) قَالَ :التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .

১০৩৫ হিশাম ইবন 'আম্মার ও সাহল ইবন আবূ সাহল (র)......... সাহল ইবন সা'দ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ পুরুষের জন্য তাসবীহ এবং নারীর জন্য হাততালি।

١٠٣٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ـ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ ـ وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) لِلنِّسَاءِ فِي التَّصْفِيْقِ ، وَلِلرِّجَالِ فِي التَّسْبِيْحِ .

১০৩৬ সুয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ (র).......... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন 'উমর (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতে নারীর জন্য হাত চাপড়ানো এবং পুরুষের জন্য তাসবীহ পাঠের অবকাশ রেখেছেন।

٦٦ ـ بَابُ الصَّلٰوةِ فِي النِّعَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরে সালাত আদায় করা

١٠٣٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ ثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَوْسٍ ؛ قَالَ : كَانَ جَدِّيْ ، أَوْسٌ ، أَحْيَانًا يُصَلِّي ، فَيُشِيْرُ إِلَيَّ وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ فَأُعْطِيْهِ نَعْلَيْهِ ـ وَيَقُوْلُ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) يُصَلِّي فِيْ نَعْلَيْهِ .

১০৩৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........... ইবন আবূ আওস (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমার দাদা আওস (রা) মাঝে মাঝে সালাতে আমার দিকে ইশারা করতেন। আমি তাঁর দিকে জুতা এগিয়ে দিতাম আর তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করতে দেখেছি।

١٠٣٨ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ـ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً .

১০৩৮ বিশর ইবন হিলাল সাওয়াফ (র)........... 'আমর ইবন শুয়ায়েবের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খালি পায়ে এবং জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করতে দেখেছি।

١٠٣٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ - ثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؛ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ .

১০৩৯ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ..... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জুতা পরিহিত অবস্থায় এবং মোজা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٦٧ - بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতরত অবস্থায় চুল ও কাপড় ধরে রাখা

١٠٤٠ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ - ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ (ص) : أُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا .

১০৪০ বিশ্‌র ইবন মু'আয যারীর (র) ..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) বলেছেন ঃ আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন (সালাতরত অবস্থায়) চুল বা পরিধেয় বস্ত্র ধরে না রাখি।

١٠٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؛ قَالَ : أُمِرْنَا أَلَّا نَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا - وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ مَوْطِئٍ .

১০৪১ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র) ....., 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা এ মর্মে আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা যেন চুল ও কাপড় (সালাতে) ধরে না রাখি এবং আবর্জনার স্থানে অতিক্রম করলে উযূ না করি।

١٠٤٢ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، ثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - ثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي مُخَوَّلٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، يَقُولُ : رَأَيْتُ أَبَا رَافِعٍ ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) رَأَى الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَقَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ ، فَأَطْلَقَهُ ، أَوْ نَهَى عَنْهُ - وَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ .

১০৪২ বকর ইবন খালাফ ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) ..... মুখাওয়াল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ সা'ঈদ (র) নামে মদীনাবাসী জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত দাস আবূ রাফি' (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি হাসান ইবন 'আলী (রা)-কে চুল বাঁধা অবস্থায় সালাত আদায় করতে দেখে তা খুলে দিলেন অথবা তাকে তা থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুলের বেনী বেঁধে পুরুষদের সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

٦٨ - بَابُ الْخُشُوْعِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে বিনয়ী হওয়া

١٠٤٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ – ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰى ، عَنْ يُوْنُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : لاَ تَرْفَعُوْا اَبْصَارَكُمْ اِلَى السَّمَاءِ اَنْ تَلْتَمِعَ يَعْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ .

১০৪৩ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র) ..... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সালাতে তোমাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠাবে না, যেন তোমাদের দৃষ্টি হঠাৎ ছিনিয়ে নেওয়া না হয়।

١٠٤٤ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ - ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى - ثَنَا سَعِيْدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَوْمًا بِاَصْحَابِهِ - فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ اَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ - حَتّٰى اشْتَدَّ قَوْلُهُ فِىْ ذٰلِكَ - لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ اَوْ لَيَخْطَفَنَّ اللّٰهُ اَبْصَارَهُمْ .

১০৪৪ নাসর ইবন আলী জাহযামী (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে তিনি লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ লোকদের কী হলো যে, তারা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করছে, এমনকি এ পর্যায়ে তাঁর কণ্ঠস্বর চড়া হয়ে যায়। কাজেই তা থেকে তারা যেন বিরত হয়, নতুবা আল্লাহ্ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেবেন।

١٠٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ - ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ : لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ ، اَوْ لاَ تَرْجِعُ اَبْصَارُهُمْ .

১০৪৫ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ লোকদের আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকা উচিত, অন্যথায় তারা তাদের চোখের জ্যোতি ফিরে পাবে না।

١٠٤٦ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ : ثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ - ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ كَانَتِ امْرَاَةٌ تُصَلِّىْ خَلْفَ النَّبِيِّ (ص) ، حَسْنَاءُ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ - فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ لِئَلاَّ يَرَاهَا - وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ فِى الصَّفِّ

الْمُؤَخَّرِ ـ فَإِذَا رَكَعَ قَالَ هٰكَذَا ـ يَنْظُرُ مِنْ تَحْتِ اِبْطِهِ ـ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ـ (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ)ـ فِيْ شَأْنِهَا .

১০৪৬ হুমায়দ ইবন মাস'আদা ও আবূ বকর ইবন খাল্লাদ (র) ...... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক অনিন্দ্য সুন্দরী মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে সালাত আদায় করছিল। কিছু লোক সামনের কাতারে এগিয়ে গেল, যাতে তার প্রতি দৃষ্টি না পড়ে এবং কিছু লোক পেছনের কাতারে সরে এলো। মুসল্লীরা রুকূতে গিয়ে নিজ বগলের নীচে দিয়ে (তার প্রতি) দৃষ্টিপাত করল। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ

"আমি তোমাদের মধ্যকার অগ্রগামীদেরও জানি এবং পশ্চাদগামীদেরও জানি।" (১৫ ঃ ২৪)।

٦٩ ـ بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ এক কাপড়ে সালাত আদায় করা

١٠٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ : قَالَ: اَتَى رَجُلُ النَّبِىَّ (ص) فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَحَدُنَا يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ـ فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) : اَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟

১০৪৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও হিশাম ইবন 'আম্মার (র)........... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর খিদমতে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কেউ কেউ এক কাপড়ে সালাত আদায় করে। নবী (সা) বললেন ঃ তোমাদের সবার কি দুটো কাপড় থাকে?

١٠٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ـ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ـ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَهُوَ يُصَلِّي فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُتَوَشِّحًا بِهِ .

১০৪৮ আবূ কুরায়ব (র)......... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি (সা) এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করছিলেন।

١٠٤٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ : قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّي فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُتَوَشِّحًا بِهِ ـ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ .

১০৪৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'উমর ইবন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি কাপড় জড়িয়ে তা কাঁধের উভয় দিকে দিয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

١٠٥٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ ، إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَخْزُوْمِيُّ ، عَنْ مَعْرُوْفِ بْنِ مُشْكَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّي بِالْبِئْرِ الْعُلْيَا ، فِيْ ثَوْبٍ .

১০৫০ আবূ ইসহাক শাফি'ঈ, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আব্বাস (র) ...... কায়সান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উলইয়া কূপের নিকট এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

١٠٥١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ - ثَنَا عَمْرُو بْنُ كَثِيْرٍ - ثَنَا ابْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِيْهِ ؛ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُتَلَبِّبًا بِهِ .

১০৫১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... ইবন কায়সানের পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুহর ও 'আসরের সালাত এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় আদায় করতে দেখেছি।

٧٠ - بَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ

অনুচ্ছেদ ঃ তিলাওয়াতের সিজদা

١٠٥٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ - عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : إِذَا قَرَأَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِيْ يَقُوْلُ : يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ اٰدَمَ بِالسُّجُوْدِ ، فَسَجَدَ ، فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ ، فَأَبَيْتُ ، فَلِيَ النَّارُ .

১০৫২ আবূবকর ইবন আবূ শায়বা (র).......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ বনী আদম যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা আদায় করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে যায়, আর বলে ঃ আফসোস! বনী আদমকে সিজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সে সিজদা করছে। তাই তার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর আমাকে সিজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আর আমি তা অমান্য করেছিলাম। ফলে আমার জন্য জাহান্নাম।

١٠٥٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ : قَالَ : قَالَ لِيْ ابْنُ جُرَيْجٍ : يَا حَسَنُ أَخْبَرَنِيْ جَدُّكَ ، عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ يَزِيْدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّيْ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ ، فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ ، كَأَنِّيْ أُصَلِّيْ إِلٰى أَصْلِ شَجَرَةٍ - فَقَرَأْتُ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتُ - فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُوْدِيْ - فَسَمِعْتُهَا تَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ احْطُطْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا ، وَاكْتُبْ لِيْ بِهَا أَجْرًا ، وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) قَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ . فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ .

১০৫৩ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র) ...... হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন 'উবায়দুল্লাহ্ ইবন আবূ ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে ইবন জুরায়জ বললেন ঃ হে হাসান! আমার কাছে তোমার দাদা 'উবায়দুল্লাহ্ ইবন আবূ ইয়াযীদ (র) ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি নবী (সা)-এর নিকট ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল ঃ আমি গতরাতে স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি একটি গাছের গোড়ায় সালাত আদায় করছি এবং তাতে আমি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করছি। তাই আমি সিজদা করে নিলাম। আর গাছটিও আমার সাথে সিজদা করে নিল। আমি গাছটিকে বলতে শুনলাম ঃ

اَللّٰهُمَّ احْطُطْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا ، وَاكْتُبْ لِيْ بِهَا أَجْرًا ، وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا

"হে আল্লাহ। এর ওসীলায় আমার থেকে গুনাহ্র বোঝা অপসারিত করুন, এর বিনিময়ে আমার জন্য সওয়াব লিখে দিন এবং আপনার নিকট আমার জন্য তা জমা রাখুন।"

ইবন 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ আমি নবী (সা)-কে সিজদার আয়াত পাঠ করার পর সিজদা দিতে দেখেছি। এবং আমি তাঁকে তাঁর সিজদায় অনুরূপ দু'আ করতে শুনেছি, যা ঐ ব্যক্তি গাছটির দু'আ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছিল।

١٠٥٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو الْاَنْصَارِيُّ . ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ اِذَا سَجَدَ قَالَ : (اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ . اَنْتَ رَبِّيْ . سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ شَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ) .

১০৫৪ 'আলী ইবন 'আমর আনসারী (র) ... . আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) সিজদা আদায় কালে এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ . اَنْتَ رَبِّيْ . سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ شَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ .

"হে আল্লাহ্! আমি তোমারই উদ্দেশ্যে সিজদা করছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই কাছে আত্ম সমর্পণ করেছি, তুমিই আমার রব্ব। আমার চেহারা সেই মহান সত্তাকে সিজদা করলো, যিনি কানে শ্রবণশক্তি ও চোখে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান" (২৩ ঃ ১৪)।

٧١ - بَابُ عَدَدِ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ

অনুচ্ছেদ ঃ তিলাওয়াতে সিজদার সংখ্যা

١٠٥٥ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ـ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ ، عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ : قَالَتْ : حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ سَجَدَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) اِحْدٰى عَشْرَةَ سَجْدَةً ـ مِنْهُنَّ النَّجْمُ .

১০৫৫ হারমালা ইবন ইয়াহ্ইয়া মিসরী (র) ... ... উম্মু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ দারদা (রা) আমাকে এ মর্মে হাদীস বলেছেন যে, তিনি সূরা নাজমের সিজদাসহ নবী (সা)-এর সংগে এগারটি সিজদা করেছেন।

١٠٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ ـ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَائِدٍ ـ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنِ الْمَهْدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُيَيْنَةَ بْنِ خَاطِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِيْ عَمَّتِيْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ ؛ قَالَ : سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) اِحْدٰى عَشْرَةَ سَجْدَةً ، لَيْسَ فِيْهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ شَيْءٌ : اَلْاَعْرَافُ ، وَالرَّعْدُ ، وَالنَّحْلُ ، وَبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ، وَمَرْيَمُ ، وَالْحَجُّ ، وَسَجْدَةُ الْفُرْقَانِ ، وَسُلَيْمَانُ سُوْرَةِ النَّمْلِ ، وَالسَّجْدَةُ ، وَفِيْ ص ، وَسَجْدَةُ الْحَوَامِيْمِ .

১০৫৬ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ... ... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সংগে এগারটি তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করেছি, তার মধ্যে মুফাস্‌সাল সূরা নেই। (সিজদায় সূরাগুলো হলো) ঃ আরাফ, রা'দ, নাখ্‌ল, বনী ইসরাঈল, মারয়াম, হাজ্জ, সাজদাতুল ফুরকান, নাম্‌ল, আস্-সাজদা, সা'দ এবং হা-মীম সংযুক্ত সূরাসমূহ।

١٠٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيْدَ ـ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سَعِيْدٍ الْعُتَقِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُنَيْنٍ ، مِنْ بَنِيْ عَبْدِ كِلاَلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَقْرَاَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْاٰنِ مِنْهَا ثَلاَثٌ فِي الْمُفَصَّلِ ، وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ .

১০৫৭ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ... . আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে কুরআনুল কারীমের পনেরটি সিজদা পড়িয়েছেন। তন্মধ্যে মুফাস্‌সাল সূরায় তিনটি এবং সূরা হাজ্জে দু'টি।

١٠٥٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ - اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ - وَ - اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

১০৫৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে সূরা 'ইযাস্-সামাউন শাক্কাত' এবং সূরা ইক্‌রা বিস্‌মে রাব্বিকা' তিলাওয়াতান্তে সিজদা আদায় করেছি।

١٠٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ : اَنَّ النَّبِىَّ (ص) سَجَدَ فِىْ - اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ .

قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ : هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ - مَا سَمِعْتُ اَحَدًا يَذْكُرُهُ غَيْرَهُ .

১০৫৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ইযাস্-সামাউন শাক্কাত' সূরাতে সিজদা আদায় করেন।

আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) বলেন, এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবন সা'য়ীদ (র) থেকে বর্ণিত। আমি তাকে ছাড়া হাদীসটি আর কাউকে উল্লেখ করতে শুনিনি।

٧٢ - بَابُ اِتْمَامِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যথাযথভাবে সালাত আদায় করা

١٠٦٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى - وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِىْ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ - فَجَاءَ فَسَلَّمَ - فَقَالَ : وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ - فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ - فَرَجَعَ فَصَلّٰى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ (ص) فَقَالَ : وَعَلَيْكَ - فَارْجِعْ فَصَلِّ - فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ - قَالَ ، فِى الثَّالِثَةِ : فَعَلِّمْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ - ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ - ثُمَّ اقْرَاْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ - ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا - ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا - ثُمَّ ارْفَعْ رَاْسَكَ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَاعِدًا - ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِىْ صَلٰوتِكَ كُلِّهَا .

১০৬০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করল। সে তাঁর কাছে এসে সালাম দিল। তিনি বললেন ঃ তোমার প্রতিও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় করে নাও। কেননা তুমি সালাত আদায় করনি। সে ফিরে গেল এবং সালাত আদায় করলো। তারপর সে নবী (সা)-এর কাছে এসে সালাম দিল। তিনি বললেন ঃ তোমার প্রতিও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। তৃতীয়বারে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে সালাত আদায়ের পদ্ধতি শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি যখন

সালাত আদায়ের ইচ্ছা করবে, তখন পুরঃপুরিভাবে উযূ করে নেবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে। এরপর কুরআনের যে অংশ তোমার কাছে সহজ মনে হয় সেখান থেকে কিরাআত পাঠ করবে। তারপর ধীর স্থিরভাবে রুকূ করবে। এর পর রুকূ থেকে সোজা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর তুমি ধীর স্থিরতার সাথে সিজদা করবে। এর পর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে। এভাবে তুমি তোমার সালাতের রুকনগুলো আদায় করবে।

١٠٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ - ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ ، فِيْ عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ، فِيْهِمْ أَبُوْ قَتَادَةَ ، فَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالُوْا : لِمَ ؟ فَوَاللّٰهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبْعَةً ، وَلَا أَقْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةً ، قَالَ : بَلٰى - قَالُوْا : فَأَعْرِضْ - قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ - وَيَقِرُّ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ فِيْ مَوْضِعِهِ - ثُمَّ يَقْرَأُ - ثُمَّ يُكَبِّرُ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ - ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَمِدًا - لَا يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُوْلُ (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ - حَتّٰى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ إِلٰى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَهْوِيْ إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ - ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِيْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ - ثُمَّ يَسْجُدُ - ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ إِلٰى مَوْضِعِهِ - ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ - ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ - ثُمَّ يُصَلِّيْ بَقِيَّةَ صَلٰوتِهِ هٰكَذَا - حَتّٰى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِيْ يَنْقَضِيْ فِيْهَا التَّسْلِيْمُ أَخَّرَ إِحْدٰى رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ، مُتَوَرِّكًا - قَالُوْا : صَدَقْتَ - هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ

১০৬১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) ..... মুহাম্মদ ইবন 'আমর ইবন 'আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুমায়দ সা'য়িদী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে, যাঁদের মধ্যে আবূ কাতাদা (রা)-ও ছিলেন, বলতে শুনেছি ঃ আবূ হুমায়দ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাতের ব্যাপারে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত। তারা বলল ঃ তা কী ভাবে? আল্লাহ্‌র কসম! তুমি আমাদের চেয়ে তাঁর অধিক অনুসরণকারী নও এবং সাহচর্যলাভের দিক থেকেও তুমি আমাদের অগ্রগামী নও। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তাঁরা বলল ঃ তুমি তোমার বক্তব্য পেশ কর। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সালাতে দাঁড়াতেন সঙ্গে সঙ্গে তাকবীর বলতেন। তারপর তিনি তাঁর উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এ সময় তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব-স্ব স্থানে থাকত। এরপর তিনি কিরাআত পাঠ করতেন, তারপর তাকবীর বলে তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর উভয় হাত উঠালেন। এরপর তিনি রুকূ করতেন তাঁর দু'হাত যথাযথভাবে দু' হাঁটুর উপরে রাখতেন। তবে মাথা অধিক উঁচু কিংবা

নীচু না করে সমানভাবে রাখতেন। এরপর তিনি 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে উভয় হাত উভয় কাঁধ বরাবর উঠাতেন, এমনকি তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ স্ব স্ব স্থানে থাকত। এরপর তিনি (সিজদার জন্য) যমীনের দিকে ঝুঁকে পড়তেন এবং সিজদার সময় পার্শ্বদেশ থেকে উভয় হাত পৃথক রাখতেন। তারপর তিনি মাথা উঠিয়ে বাঁ পা বিছিয়ে এর উপর বসতেন এবং তিনি সিজদার সময় উভয় পায়ের আংগুলগুলো ছড়িয়ে রাখতেন, তারপর সিজদা করতেন। এরপর তাকবীর বলে (সিজদা থেকে উঠে) বাম পায়ের উপর বসতেন। এমনকি তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব স্থানে থাকত। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করতেন। এরপর তিনি যখন দ্বিতীয় রাক'আত থেকে দাঁড়াতেন, তখন তিনি তাঁর উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন, যেমন উঠাতেন সালাত শুরু করার সময়। আর তিনি অবশিষ্ট সালাত এভাবে আদায় করেন, এমনকি শেষ সিজদা করে সালাম ফিরিয়ে এক পা আগে-পিছে করে, বাম দিকের নিতম্বের উপর ভর করে বসতেন। তারা বলল তুমি ঠিকই বলেছ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এভাবেই সালাত আদায় করতেন।

١٠٦٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ؟ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ سَمَّى اللّٰهَ ـ وَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ـ ثُمَّ يَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ ـ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ، وَيُجَافِيْ بِعَضُدَيْهِ ـ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُقِيْمُ صُلْبَهُ ، وَيَقُوْمُ قِيَامًا هُوَ أَطْوَلُ مِنْ قِيَامِكُمْ قَلِيْلًا ـ ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ تِجَاهَ الْقِبْلَةِ ، وَيُجَافِيْ بِعَضُدَيْهِ مَا اسْتَطَاعَ فِيْمَا رَأَيْتُ ـ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَجْلِسُ عَلٰى قَدَمِهِ الْيُسْرٰى ، وَيَنْصِبُ الْيُمْنٰى ـ وَيَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ .

১০৬২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... 'আমরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাত কিরূপ ছিল, সে বিষয়ে আমি 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ তিনি উযূ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলে পাত্রে দুটো হাত রেখে পূর্ণরূপে উযূ করে নিতেন। এরপর তিনি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত উভয় কাঁধ বরাবর উঠাতেন। তারপর রুকূকালে উভয় হাত হাঁটুতে রাখতেন এবং হাত দুটোকে পৃথক করে রাখতেন। তারপর মাথা উঠিয়ে পিঠ সোজা করে দাঁড়িয়ে যেতেন। তোমরা যতক্ষণ কিয়াম কর, এর চেয়ে তিনি দীর্ঘ কিয়াম করতেন। এরপর সিজদা করতেন এবং তাঁর হাত দুটো কিবলামুখী করে রাখতেন। আমি যথাসম্ভব তাঁকে হাত দুটো পৃথক রাখতে দেখেছি। এরপর তিনি তাঁর মাথা উঠিয়ে বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রাখতেন। তিনি বাঁ দিক ঝুঁকে বসতে অপসন্দ করতেন।

٧٣ ـ بَابُ تَقْصِيْرِ الصَّلٰوةِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরে সালাত কসর করা

١٠٦٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلٰى ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : صَلٰوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ ، وَالْعِيْدُ رَكْعَتَانِ ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ ، عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ (ص) .

১০৬৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা)-এর যবানীতে সফরের সালাত দুই রাক'আত, জুমু'আর সালাত দুই রাক'আত এবং ঈদের সালাত দুই রাক'আত ; আর এ-ই হচ্ছে পরিপূর্ণ সালাত।

١٠٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، اَنْبَأَ يَزِيْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ قَالَ : صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرُ وَالْاَضْحٰى رَكْعَتَانِ ـ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ ، عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ (ص) .

১০৬৪ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র)....... 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা)-এর যবানীতে সফরের সালাত দুই রাক'আত, জুমু'আর সালাত দুই রাক'আত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুর আযহার সালাত দুই রাক'আত করে। আর এ-ই হচ্ছে পরিপূর্ণ সালাত।

١٠٦٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ . قَالَ : سَاَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قُلْتُ : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ ـ ... الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) . وَقَدْ اَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ . فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ .

১০৬৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... ই'য়ালা ইবন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর কাছে এই আয়াত ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ ـ ... الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

"যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে এতে তোমাদের কোন দোষ নেই" (৪ ঃ ১০১) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, মানুষ তো এখন নিরাপদ আছে, (কাজেই এর বিধান কি)? তিনি বললেন ঃ তুমি যে বিষয়ে বিস্ময়বোধ করছ আমিও সে বিষয়ে বিস্ময়বোধ করেছিলাম। এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন ঃ এ তো সাদকা, আল্লাহ্ তা'আলা তা তোমাদের জন্য সাদকা করেছেন। কাজেই তোমরা তাঁর সাদকা গ্রহণ কর।

١٠٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ . اَنْبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : اِنَّا نَجِدُ صَلٰوةَ الْحَضَرِ وَصَلٰوةَ الْخَوْفِ فِى الْقُرْاٰنِ – وَلَا نَجِدُ صَلٰوةَ السَّفَرِ ؛ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ . اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ اِلَيْنَا مُحَمَّدًا (ص) وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا – فَاِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَاَيْنَا مُحَمَّدًا (ص) يَفْعَلُ .

১০৬৬ মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ (র) ...... উমায়্যা ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার (রা)-কে বললেন ঃ আমরা কুরআনুল কারীমে মুকীম ব্যক্তির সালাত ও

শংকাকালীন (সালাতুল খাওফ) সালাত সম্পর্কে বর্ণনা পাই, অথচ মুসাফিরের সালাতের বর্ণনা পাচ্ছি না। 'আবদুল্লাহ্ (রা) তাকে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন, আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে যে রূপ করতে দেখি, আমরাও সেরূপ করি।

١٠٦٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ – أَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا خَرَجَ مِنْ هٰذِهِ الْمَدِيْنَةِ لَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ ، حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْهَا .

১০৬৭ আহমদ ইবন 'আবদা (র) ...... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এ মদীনা হতে কোথাও বেরিয়ে গেলে এখানে ফিরে না আসা পর্যন্ত দুই রাক'আতের অধিক সালাত আদায় করতেন না।

١٠٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي الشَّوَارِبِ ، وَجُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ – قَالاَ : ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : افْتَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ (ص) فِي الْحَضَرِ اَرْبَعًا ، وَفِيْ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ .

১০৬৮ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল মালিক ইবন আবূ শাওয়ারিব ও জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র) ...... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবী (সা)-এর যবানীতে মুকীম অবস্থায় চার রাক'আত এবং মুসাফির অবস্থায় দুই রাক'আত সালাত ফরয করেছেন।

٧٤ – بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরে দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায় করা

١٠٦٩ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ ، عَنْ اِبْرٰهِيْمَ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ ، وَطَاوُسٍ ، اَخْبَرُوْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ اَنَّهُ اَخْبَرَهُمْ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُعْجِلَهُ شَيْءٌ وَلاَ يَطْلُبَهُ عَدُوٌّ ، وَلاَ يَخَافُ شَيْئًا .

১০৬৯ মুহরিয ইবন সালামা 'আদানী (র) ...... মুজাহিদ, সা'য়ীদ ইবনে জুবায়র, আতা ইবন আবূ রাবাহ ও তাউস (র) থেকে বর্ণিত। ইবন 'আব্বাস (রা) তাঁদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফরে মাগরিব ও 'ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন। অথচ তাতে থাকত না কোন তাড়াহুড়া, শত্রুর আশংকা এবং কোন কিছুর ভয়-ভীতি।

١٠٧٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ – ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؛ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ ، فِي السَّفَرِ .

১০৭০ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)........ মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) তাবূক যুদ্ধের সফরে যুহর ও 'আসর একত্রে এবং মাগরিব ও ঈশার সালাত একত্রে আদায় করেন।

٧٥ - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরে নফল সালাত আদায় করা

١٠٧١ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ السَّبَاهِلِيُّ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ؛ قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِيْ سَفَرٍ - فَصَلَّى بِنَا ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَهُ وَانْصَرَفَ - قَالَ فَالْتَفَتَ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّوْنَ - فَقَالَ مَايَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ ؟ قُلْتُ : يُسَبِّحُوْنَ - قَالَ : لَوْكُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلٰوتِيْ - يَا ابْنَ أَخِيْ ! إِنِّيْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ ، حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِيْدُ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ ، حَتّٰى قَبَضَهُمُ اللّٰهُ - وَاللّٰهُ يَقُوْلُ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) .

১০৭১ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র) ..... ঈসা ইবন হাফ্স ইবন আসিম ইবন 'উমর ইবন খাত্তাব (র) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন ঃ) আমার পিতা আমার কাছে এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন যে, আমরা এক সফরে ইবন 'উমর (রা)-এর সংগে ছিলাম। তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। এরপর আমরা সেখান থেকে তাঁর সাথে ফিরে আসি। রাবী বলেন ঃ তিনি একদল লোককে সালাত আদায় করতে দেখে বললেন ঃ ঐ সকল লোক কি করছে? আমি বললাম ঃ নফল সালাত আদায় করছে। তিনি বলেলেন ঃ সফরে নফল সালাত আদায় করা জরুরী মনে করলে, আমি সালাত (কসর না করে) পুরোপুরি আদায় করতাম। হে ভাতিজা! সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগী ছিলাম। তিনি তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত সফরে দুই রাক'আতের অধিক সালাত আদায় করেন নি। তারপর আমি আবূ বকর (রা)-এর সফর সংগী ছিলাম। তিনিও (সফরে) দুই রাক'আতের অধিক সালাত আদায় করেননি। এরপর আমি 'উমর (রা)-এর সফর সংগী ছিলাম এবং তিনি (সফরে) দুই রাক'আতের অধিক সালাত আদায় করেননি। তারপর আমি 'উসমান (রা)-এর সফর সংগী ছিলাম। তিনিও (সফরে) দুই রাক'আতের অধিক সালাত আদায় করেননি। এমন কি তাঁরা সবাই (এভাবে সালাত আদায় করে) ইনতিকাল করেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য তো রয়েছে উত্তম আদর্শ। (৩৩ ঃ ২১)।

١٠٧٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ - ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ؛ قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ - فَقَالَ - حَدَّثَنِيْ طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) صَلٰوةَ الْحَضَرِ وَصَلٰوةَ السَّفَرِ فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَ بَعْدَهَا .

১০৭২ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ (র) ...... উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি তাউসের কাছে সফরে নফল সালাত আদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন হাসান ইবন মুসলিম ইবন ইয়ান্নাক (র) তাঁর নিকট বসা ছিলেন। তিনি বলেন ঃ তাউস (র) আমাকে বলেন যে, তিনি ইবন 'আব্বাস (রা) বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুকীম অবস্থায় ও সফরকালের সালাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব আমরা মুকীম ও মুসাফির উভয় অবস্থায় ফরয সালাতের পূর্বে ও পরে সালাত আদায় করি।

٧٦ - بَابُ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ الْمُسَافِرُ اِذَا اَقَامَ بِبَلْدَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফির কোন জনবসতিতে অবস্থান করলে কতদিন সালাত কসর করবে ?

١٠٧٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدِ الزُّهْرِيِّ ' قَالَ : سَأَلْتُ السَّائِبَ ابْنَ يَزِيْدَ ، مَاذَا سَمِعْتَ فِيْ سُكْنٰى مَكَّةَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) : ثَلَاثًا لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ .

১০৭৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... 'আবদুর রহমান ইবন হুমায়দ যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'ইব ইবন ইয়াযীদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। ঃ মক্কায় অবস্থানকারী সম্পর্কে আপনি [নবী (সা) কে] কি বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি 'আলা ইবন হাদরামী (রা)- কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ তাওয়াফে সদরের পর মুসাফির তিনদিন সালাত কসর করবে।

١٠٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰـى - ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ - وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ - اَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ - حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، فِيْ اُنَاسٍ مَعِيْ - قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ (ص) مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ .

১০৭৪ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) .... যাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ ভোর বেলায় মক্কায় পৌঁছেন।

١٠٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي الشَّوَارِبِ - ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ - ثَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ - فَنَحْنُ اِذَا اَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ - فَاِذَا اَقَمْنَا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ، صَلَّيْنَا اَرْبَعًا .

১০৭৫ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল মালিক ইবন আবূ শাওয়ারিব (র) ..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) (মক্কায়) উনিশ দিন অবস্থান করেন এবং (চার রাক'আতের স্থলে) দুই রাক'আত করে সালাত আদায় করেন। কাজেই আমরা যখন উনিশ দিন অবস্থান করতাম, তখন

আমরাও দুই রাক'আত করে সালাত আদায় করতাম। তবে এর চেয়ে অধিক (দিন) অবস্থান করলে, আমরা চার রাক'আত সালাত আদায় করতাম।

١٠٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ بْنُ الصَّيْدَلاَنِي ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ .

১০৭৬ আবূ ইউসুফ ইবন সায়দালানী মুহাম্মদ ইবন আহমদ রাক্কী (র) ..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের বছর সেখানে পনের রাত (দিন) অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সালাতে কসর করেন।

١٠٧٧ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَعَبْدُ الأَعْلٰى - قَالاَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلٰى مَكَّةَ - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، حَتّٰى رَجَعْنَا .

قُلْتُ : كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : عَشْرًا .

১০৭৭ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত দুই রাক'আত করে সালাত আদায় করেছিলাম।

রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তিনি মক্কা কতদিন অবস্থান করেন? আনাস (রা) বললেন ঃ দশ দিন।

٧٧ - بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সালাত বর্জন করে সে প্রসঙ্গে

١٠٧٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيْعٌ - ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ .

১০৭৮ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত বর্জন করা।

١٠٧٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ - ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) - الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ - فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .

১০৭৯ ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম বালিসী (র) .... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে অংগীকার রয়েছে, তা হলো সালাত। কাজেই যে ব্যক্তি সালাত বর্জন করলো, সে কুফরী করলো।

١٠٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ - ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ - ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ اِلاَّ تَرْكُ الصَّلٰوةِ - فَاِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ اَشْرَكَ .

১০৮০ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশ্কী (র) ...... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মুমিন বান্দা ও শিরক-এর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত বর্জন করা। কাজেই সে যখন সালাত বর্জন করলো, সে তো শিরিক করলো।

٧٨ - بَابٌ فِيْ فَرْضِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর সালাত ফরয হওয়া প্রসঙ্গে

١٠٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ - ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ ! تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا - وَبَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ اَنْ تُشْغَلُوْا وَصِلُوْا الَّذِيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ ، تُرْزَقُوْا وَتُنْصَرُوْا وَتُجْبَرُوْا - وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا ، فِيْ يَوْمِيْ هٰذَا ، فِيْ شَهْرِيْ هٰذَا ، مِنْ عَامِيْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - فَمَنْ تَرَكَهَا فِيْ حَيَاتِيْ اَوْ بَعْدِيْ ، وَلَهُ اِمَامٌ عَادِلٌ اَوْ جَائِرٌ ، اسْتِخْفَافًا بِهَا ، اَوْ جُحُوْدًا لَهَا ، فَلاَ جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ شَمْلَهُ ، وَلاَ بَارَكَ لَهُ فِيْ اَمْرِهِ - اَلاَ ، وَلاَصَلٰوةَ لَهُ ، وَلاَ زَكٰوةَ لَهُ ، وَلاَ حَجَّ لَهُ ، وَلاَ صَوْمَ لَهُ ، وَلاَ بِرَّ لَهُ حَتّٰى يَتُوْبَ - فَمَنْ تَابَ ، تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - اَلاَ ، لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَاَةٌ رَجُلاً - وَلاَيَؤُمَّ اَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا - وَلاَ يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا ، اِلاَّ اَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ ، يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ .

১০৮১ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তখন তিনি বলেন ঃ হে মানবমণ্ডলী। তোমরা সবার পূর্বে আল্লাহ্র নিকট তাওবা করবে এবং কর্মব্যস্ততার পূর্বে তাড়াতাড়ি নেক আমল করবে। তোমরা তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং অধিক যিকরের মাধ্যমে তোমাদের রব্বের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে অধিক পরিমাণে সাদকা দিবে। ফলে তোমাদের রিযক প্রদান করা হবে, সাহায্য করা হবে এবং তোমাদের অবস্থা ভাল করা হবে। তোমরা জেনে রাখ,

আল্লাহ্ তা'আলা এই স্থানে, এই দিনে, এই মাসে এবং এই বছরে তোমাদের উপর কিয়ামত দিবস পর্যন্ত জুমু'আর সালাত ফরয করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি আমার হায়াতকালে অথবা আমার ইনতিকালের পরে, তার জন্য ন্যায়পরায়ণ অথবা জালিম বাদশাহ্ থাকা সত্ত্বেও, জুমু'আর সালাত হালকা মনে করে অথবা অস্বীকারবশতঃ তা বর্জন করবে, আল্লাহ্ তার বিক্ষিপ্ত বিষয়কে একত্রিত করবেন না এবং কোন কাজে বরকত দান করবেন না। সাবধান ! তার সালাত, যাকাত, হজ্জ, সাওম এবং কোন নেক আমল গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না সে তাওবা করে। যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবূল করেন। সাবধান! কোন মহিলা কোন পুরুষের, কোন বেদুঈন কোন মুহাজিরের এবং কোন পাপাচারী কোন মুমিন ব্যক্তির ইমামত করবে না। তবে তা যদি বাদশাহের ফরমান হয় এবং তার তরবারি ও চাবুকের ভয় থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা।

١٠٨٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ - أَبُوْ سَلَمَةَ - ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِيْهِ أَبِيْ أُمَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ كُنْتُ قَائِدَ أَبِيْ حِيْنَ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنْتُ اِذَا خَرَجْتُ بِهِ اِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْأَذَانَ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِيْ أُمَامَةَ ، أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، وَدَعَا لَهُ فَمَكَثْتُ حِيْنًا أَسْمَعُ ذٰلِكَ مِنْهُ - ثُمَّ قُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : وَاللّٰهِ ، اِنَّ ذَا الْعَجْزُ - اِنِّيْ أَسْمَعُهُ كُلَّمَا سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِيْ أُمَامَةَ وَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ ، وَلَا أَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ لِمَ هُوَ ؟ فَخَرَجْتُ بِهِ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ بِهِ اِلَى الْجُمُعَةِ - فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ اسْتَغْفَرَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ - فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتَاهُ ! أَرَأَيْتَكَ صَلٰوتَكَ عَلٰى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ بِالْجُمُعَةِ لِمَ هُوَ ؟ قَالَ : اَيْ بُنَيَّ كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلّٰى بِنَا صَلٰوةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مِنْ مَكَّةَ فِيْ بَقِيْعِ الْخَضِمَاتِ ، فِيْ حَرْمٍ مِنْ حَرَّةِ بَنِيْ بَيَاضَةَ - قُلْتُ : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : أَرْبَعِيْنَ رَجُلًا .

১০৮২ ইয়াহ্ইয়া ইবন খালাফ আবূ সালামা (র) ..... 'আবদুর রহমান ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেলে, আমি তাঁকে নিয়ে চলাফেরা করতাম। যখন আমি তাঁকে নিয়ে জুমু'আর সালাতের উদ্দেশ্যে বের হতাম, তখন তিনি (জুমু'আর) আযান শুনে আবূ উমামা আসআ'দ ইবন যুরারা (রা)-এর জন্য ক্ষমা চাইতেন ও দু'আ করতেন। আমি তাঁর ইস্তিগফার ও দু'আ শুনার পর কিছুদিন অপেক্ষা করলাম। এরপর আমি মনে মনে বললাম ঃ আল্লাহ্‌র কসম, কি বোকামী! জুমু'আর আযান শুনলেই আমি তাঁকে আবূ উমামা (রা)-এর জন্য ইস্তিগফার ও দু'আ করতে শুনছি অথচ তিনি এরূপ কেন করেন, তা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি? রীতি মাফিক একদা আমি তাঁকে নিয়ে জুমু'আর উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি আযান শুনে পূর্বের মত ইস্তিগফার করলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আব্বাজান! আপনি জুমু'আর আযান শুনলেই কেন আস'আদ ইবন যুরারা (রা)-এর জন্য ইসতিগফার করেন? তিনি বললেন ঃ হে বৎস! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কা থেকে (মদীনায়) আগমণের পূর্বে তিনিই সর্বপ্রথম বনু বায়াযার প্রস্তরময় সমতল ভূমিতে অবস্থিত বাকীয়ে খাযামাত নামক স্থানে আমাদের নিয়ে জুমু'আর সালাত আদায় করেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনারা তখন কতজন ছিলেন? তিনি বললেন ঃ চল্লিশজন।

١٠٨٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ - ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ - ثَنَا اَبُوْ مَالِكَ الْاَشْجَعِيُّ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ - وَعَنْ اَبِيْ حَازِمٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اَضَلَّ اللّٰهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا - كَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْاَحَدُ لِلنَّصَارٰى - فَهُمْ لَنَا تَبَعٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا . وَالْاَوَّلُوْنَ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ .

১০৮৩ 'আলী ইবন মুনযির (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জুমু'আর সালাতের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পূর্ববর্তীদের পথভ্রষ্ট করেছেন। কাজেই ইয়াহূদীদের জন্য নির্ধারিত ছিল শনিবার এবং নাসারাদের জন্য ছিল রবিবার, আর কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তারা হবে আমাদের পশ্চাদগামী। আমরা দুনিয়াবাসীদের মধ্যে সর্বশেষ আগমণকারী আর সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে আমাদের ব্যাপারে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে।

٧٩ - بَابُ فِيْ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর সালাতের ফযীলত

١٠٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ - ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ ، عَنْ اَبِيْ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ؛ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ (ص) اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْاَيَّامِ ، وَاَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، فِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ - خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ - وَاَهْبَطَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ اِلَى الْاَرْضِ - وَفِيْهِ تَوَفَّى اللّٰهُ اٰدَمَ - وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا الْعَبْدُ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ - مَالَمْ يَسْئَلْ حَرَامًا - وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ - مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا اَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ اِلَّا وَ هُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ .

১০৮৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ লুবাবা ইবন 'আবদুল মুনযির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন তো দিনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তা আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত। কুরবানীর দিন ও 'ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষাও তা আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত। এ দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঃ এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন, এ দিনেই আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে পৃথিবীতে পাঠান এবং এ দিনেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মৃত্যু দান করেন, এ দিনে রয়েছে এমন একটি মুহূর্ত, যদি কোন বান্দা সে মুহূর্তে হারাম ব্যতীত কোন কিছু আল্লাহ্‌র কাছে চায়, তবে তিনি তাকে তা দান করেন। এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ, আসমান-যমীন, বায়ু, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র সবই জুমু'আর দিনে শংকিত হয়।

١٠٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ ، فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمَ – وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَ فِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ : فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ ـ فَقَالَ رَجُلٌ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَيْفَ تُعْرَضُ صَلٰوتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرَمْتَ ، يَعْنِىْ بَلِيْتَ ؟ فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ .

১০৮৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে জুমু'আর দিন হচ্ছে সর্বোত্তম। কেননা এ দিনেই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনেই শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং এতে হবে বিকট শব্দ। কাজেই এ দিনে তোমরা আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করবে। কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কীভাবে আমাদের দরূদ আপনার নিকট পেশ করা হবে, অথচ আপনিতো অচিরেই মাটির সাথে একাকার হয়ে যাবেন? তখন তিনি বলেন ঃ নবীগণের দেহ ভক্ষণ করা যমীনের জন্য আল্লাহ্ হারাম করেছেন।

١٠٨٦ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِىُّ – ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ :اَلْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ .

১০৮৬ মুহরিয ইবন সালামা 'আদানী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ এক জুমু'আ থেকে পরের জুমু'আ মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের জন্য কাফ্ফারা, যতক্ষণ সে কবীরা গুনাহ না করে।

٨٠ – بَابُ مَاجَاءَ فِى الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনে গোসল করা প্রসঙ্গে

١٠٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ – ثَنَا حَسَّانُ ابْنُ عَطِيَّةَ – حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الْاَشْعَثِ – حَدَّثَنِىْ اَوْسُ بْنُ اَوْسٍ الثَّقَفِىُّ : قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ (ص) يَقُوْلُ : مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ ، وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ ، فَاسْتَمَعَ ، وَلَمْ يَلْغُ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ ، اَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا .

১০৮৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আওস ইবন আওস সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন (স্ত্রীকে) গোসল করালো এবং নিজে গোসল করলো, সকাল সকাল (প্রথম ওয়াক্তে) যানবাহনে না চড়ে পায়ে হেঁটে মসজিদে গিয়ে ইমামের কাছাকাছি বসলো ও মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনল, আর বেহুদা কিছুই বললো না, তার জন্য প্রত্যেক কদমে এক বছর সিয়াম ও কিয়ামের সওয়াব রয়েছে।

١٠٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ – ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ (ص) يَقُوْلُ ، عَلَى الْمِنْبَرِ : مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

১০৮৮ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র) ..... ইবন ''উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে মিম্বরের উপর থেকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাত আদায় করতে আসে, সে যেন গোসল করে।

١٠٨٩ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ – ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَـنْ صَفْوَانَ بْـنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ :غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

১০৮৯ সাহ্ল ইবন আবূ সাহল (র) ...... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর জুমু'আর দিন গোসল করা অপরিহার্য।

٨١ – بَابُ مَاجَاءَ فِىْ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন গোসল না করার অবকাশ সম্পর্কে

١٠٩٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ – ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الـــلّٰهِ (ص) : مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ، ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ ، فَدَنَا وَاَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ ، غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ – وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا .

১০৯০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে জুমু'আর সালাতে এসে ইমামের কাছে বসল এবং নীরব থেকে মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনল, তার এক জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আর মধ্যবর্তী সময়ের এবং আরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করা হয়। আর যে ব্যক্তি কংকর স্পর্শ করল, সে অনর্থক কাজ করল।

١٠٩١ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ – اَنْبَأَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّىُّ ، عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِىِّ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ : مَنْ تَوَضَّاَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ – يُجْزِئُ عَنْهُ الْفَرِيْضَةُ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ .

১০৯১ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র).......... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন উযূ করল, সে কতইনা উত্তম কাজ করল! আর ফরয আদায়ের জন্য তা হবে তার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি গোসল করবে, তার গোসল হলো উত্তম কাজ।

٨٢ – بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّهْجِيْرِ اِلَى الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যথাশীঘ্র জুমু'আর সালাত আদায় করা

١٠٩٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَسَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ – قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الـزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُـوْلَ الـلّٰـهِ (ص) قَالَ : اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، كَانَ عَلٰى كُلِّ

بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ اَلْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ - فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ ، وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ - فَالْمُهَجِّرُ اِلَى الصَّلٰوةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً - ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ كَمُهْدِي بَقَرَةٍ - ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ كَمُهْدِي كَبْشٍ - حَتّٰى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ - زَادَ سَهْلٌ فِيْ حَدِيْثِهِ فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا يَجِيءُ لِحَقِّ اِلَى الصَّلٰوةِ .

১০৯২ হিশাম ইবন 'আম্মার ও সাহ্‌ল ইবন্ আবূ সাহল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন ফিরিশতাগণ মসজিদের সকল দরজায় অবস্থান নেন এবং লোকদের আগমণের ক্রমানুসারে তাদের নামে লেখেন। প্রথম আগমণকারীর নাম প্রথমে। এরপর ইমাম যখন (খুতবা দানের জন্য) বের হন, তখন তাঁরা তাঁদের নথিপত্র গুটিয়ে নেন এবং মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনেন। সালাতে প্রথম আগমণকারীর সওয়াব উট কুরবানী করার সমান, তাঁর পরে আগমণকারীর সওয়াব গরু কুরবানীকারীর সমতুল্য, এরপর আগমণকারীর সওয়াব দুম্বা কুরবানীকারীর সমতুল্য। এমনকি তিনি মুরগী ও ডিমের কথাও উল্লেখ করেন। সাহ্‌ল তাঁর হাদীসে এ অংশ বেশি বর্ণনা করেন যে, এরপর যে ব্যক্তি আসে, সে কেবল সালাত আদায়ের সওয়াবের অধিকারী হয়।

١٠٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ - ثَنَا وَكِيْعٌ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ضَرَبَ مَثَلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ التَّكْبِيْرِ ، كَنَاحِرِ الْبَدَنَةِ ، كَنَاحِرِ الْبَقَرَةِ ، كَنَاحِرِ الشَّاةِ ، حَتّٰى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ .

১০৯৩ আবূ কুরায়ব (র) .... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর সালাতে পর্যায়ক্রমে আগমণকারী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন উট কুরবানীদাতা, গরু কুরবানীদাতা, দুম্বা কুরবানীদাতা, এমনকি তিনি মুরগীর কথাও উল্লেখ করেন।

١٠٩٤ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ . ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ اِلَى الْجُمُعَةِ ، فَوَجَدَ ثَلاَثَةً ، وَقَدْ سَبَقُوْهُ . فَقَالَ : رَابِعُ اَرْبَعَةٍ . وَمَا رَابِعُ اَرْبَعَةٍ بِبَعِيْدٍ . اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : اِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُوْنَ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ اِلَى الْجُمُعَاتِ . اَلْاَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ . ثُمَّ قَالَ : رَابِعُ اَرْبَعَةٍ . وَمَا رَابِعُ اَرْبَعَةٍ بِبَعِيْدٍ .

১০৯৪ কাসীর ইবন 'উবায়দ হিমসী (র) ...... 'আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সংগে জুমুআর সালাতের জন্য বের হলাম। তিনি মসজিদে গিয়ে তিন ব্যক্তিকে অগ্রগামী দেখতে পেলেন এবং বললেন ঃ আমি চার ব্যক্তির মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি। তবে চার ব্যক্তির মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তিও দূরে নয়। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ জুমু'আর সালাতে আসার ক্রমানুসারে লোকেরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে বসবে। প্রথমে প্রথম আগমণকারী, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি,

তারপর তৃতীয় ব্যক্তি। এরপর তিনি বললেন ঃ চারজনের চতুর্থ ব্যক্তি। আর চারজনের চতুর্থ ব্যক্তিও দূরে নয়।

٨٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন উত্তম পোশাক পরিধান সম্পর্কে

١٠٩٥ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) يَقُولُ ، عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ : مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِاشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ (ص) . فَذَكَرَ ذٰلِكَ .

১০৯৫ হারমালা ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিম্বর থেকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা যে বস্ত্র পরিধান করে কাজকর্ম কর, তা ব্যতীত জুমু'আর দিনের জন্য যদি আরো দুটো বস্ত্র ক্রয় করতে (তাহলে ভালো হত)।

আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং উপরিউক্ত কথা উল্লেখ করেন।

١٠٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) : مَا عَلَى أَحَدِكُمْ ، إِنْ وَجَدَ سَعَةً ، أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ ، سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ .

১০৯৬ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) জুমু'আর দিন লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি তাদের বেদুঈনদের পোশাক পরিহিত দেখেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের কী হলো, যার সামর্থ্য আছে সে যেন তার কাজকর্মের সময়ে ব্যবহৃত কাপড় দু'খানা ব্যতীত, জুমু'আর সালাতের জন্য আরো দু'খানা কাপড়ের ব্যবস্থা করে।

١٠٩٧ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ، وَ حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ . قَالَا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَدِيعَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ ، وَ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ ، وَ لَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ

الـــــلّهُ لَه مِنْ طِيْبِ اَهْلِهٖ ، ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ وَ لَمْ يَلْغُ وَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى .

১০৯৭ সাহ্ল ইবন আবূ সাহ্ল ও হাওসারা ইবন মুহাম্মদ (র) .... আবূ যার (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন উত্তমরূপে গোসল করে, উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, তার উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে এবং আল্লাহ্ তার পরিবারের জন্য যে সুগন্ধির ব্যবস্থা করেছেন, তা শরীরে লাগায় ; এরপর জুমু'আর সালাতে আসে, অনর্থক আচরণ না করে এবং দু'জনের মাঝে ফাঁক করে অগ্রসর না হয়, তার এক জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

١٠٩٨ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْـــنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ . ثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ ، عَـــنْ صَالِحِ بْنِ اَبِيْ الْاَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنَّ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ . جَعَلَهُ اللّٰهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ . فَمَنْ جَاءَ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ . وَ اِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ . وَ عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ .

১০৯৮ 'আম্মার ইবন খালিদ ওয়াসেতী (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এই দিনকে মুসলমানদের জন্য ঈদের দিনরূপে নির্ধারণ করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতে আসে, সে যেন গোসল করে নেয়, সুগন্ধি থাকলে তা যেন শরীরে লাগায় এবং মিসওয়াক করাও তোমাদের কর্তব্য।

٨٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِىْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর সালাতের ওয়াক্ত

١٠٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الـــصَّبَّاحِ . ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ . حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلَا نَتَغَدّٰى اِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

১০৯৯ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ...., সাহ্ল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা জুমু'আর সালাত আদায়ের পরেই দুপুরের খানা খেতাম এবং বিশ্রাম করতাম।

١١٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . ثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَــــارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ اِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ الـــنَّبِيِّ (ص) الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ ، فَلَا نَرٰى لِلْحِيْطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهٖ .

১১০০ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) .... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী (সা)-এর সংগে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম, এরপর ফিরে যেতাম। তখনও আমরা দেয়ালের ছায়া দেখতাম না যাতে আমরা ছায়া গ্রহণ করতে পারি।

١١٠١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ (ص) حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ .

১১০১ হিশাম ইবন আম্মার (র)......... নবী (সা)-এর মুয়াযযিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ে সূর্য পশ্চিমাকাশে জুতার ফিতার ন্যায় ঢলে পড়লে আযান দিতেন।

١١٠٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ . ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . ثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُجَمِّعُ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيْلُ .

১১০২ আহমদ ইবন 'আবদা (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা জুমু'আর সালাত আদায় করতাম, এরপর ফিরে আসতাম এবং দুপুরের বিশ্রাম করতাম।

৮৫ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের খুতবা প্রসংগে

١١٠٣ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، أَبُوْ سَلَمَةَ . ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ . يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً . زَادَ بِشْرٌ : وَهُوَ قَائِمٌ .

১১০৩ মাহমূদ ইবন গায়লান ও ইয়াহ্ইয়া ইবন খালাফ, আবূ সালামা (র)........ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) (জুমু'আর সালাতে) দুটো খুতবা দিতেন এবং উভয় খুতবার মাঝখানে বসতেন। বিশ্‌র আরও বলেন ঃ তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।

١١٠٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

১১০৪ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... 'আমর ইবন হুরায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে দেখেছি। এ সময় তাঁর পরিধানে ছিল কালো রংয়ের পাগড়ী।

١١٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ . قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَخْطُبُ قَائِمًا . غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْعُدُ قَعْدَةً . ثُمَّ يَقُوْمُ .

১১০৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবন ওয়ালীদ (র) ...... সিমাক ইবন হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন সামুরা (রা)- কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। তবে তিনি একবার বসতেন, অতঃপর আবার দাঁড়াতেন (এবং দ্বিতীয় খুতবা দিতেন)।

١١٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ . كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَخْطُبُ قَائِمًا . ثُمَّ يَجْلِسُ . ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ اٰيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللّٰهَ . وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا ، وَصَلٰوتُهُ قَصْدًا .

১১০৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)...... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, তারপর (প্রথম খুতবা শেষ করে) বসতেন। এরপর দাঁড়িয়ে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহ্র যিকর করতেন। তাঁর খুতবা এবং তাঁর সালাত ছিল মধ্যম ধরনের।

١١٠٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ . حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ خَطَبَ عَلٰى قَوْسٍ وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ ، خَطَبَ عَلٰى عَصًا .

১১০৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন যুদ্ধের মাঝে খুতবা দিতেন তখন ধনুকে ভর করে খুতবা দিতেন আর যখন জুমু'আর খুতবা দিতেন, তখন লাঠিতে ভর করে খুতবা দিতেন।

١١٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ : أَكَانَ النَّبِيُّ (ص) يَخْطُبُ قَائِمًا أَوْقَاعِدًا؟ قَالَ : أَوَمَا تَقْرَأُ . (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) ؟

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ : غَرِيبٌ . لاَ يُحَدِّثُ بِهِ إِلاَّ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحْدَهُ .

১১০৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)....... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, না বসে খুতবা দিতেন, এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কি আয়াত পাঠ করনি, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا "এবং তাঁরা তোমাকে রেখে গেল দাঁড়ানো অবস্থায়")। (৬২ ঃ ১১)।

আবূ 'আবদুল্লাহ্ (র) বলেন ঃ হাদীসটি গরীব সনদে বর্ণিত। একমাত্র ইবন আবূ শায়বা (র) ব্যতীত এটি অন্য কেউ বর্ণনা করেনি।

١١٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى . ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ . ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ .

১১০৯ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)........ জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যখন মিম্বরে উঠতেন, তখন সালাম দিতেন।

٨٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ وَ الْاِنْصَاتِ لَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ নীরবে মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনা প্রসঙ্গে

١١١٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ : اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : اَنْصِتْ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَوْتَ .

১১১০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন ইমামের খুতবাদানকালে যখন তুমি তোমার সাথীকে বললে ঃ চুপ কর', তখন তুমি অনর্থক কাজই করলে।

١١١١ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ . ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَرَاَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ ، وَهُوَ قَائِمٌ . فَذَكَّرَنَا بِاَيَّامِ اللّٰهِ . وَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ اَوْ اَبُوْ ذَرٍّ يَغْمِزُنِيْ . فَقَالَ : مَتٰى اُنْزِلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ . اِنِّيْ لَمْ اَسْمَعْهَا اِلاَّ الْاٰنَ . فَاَشَارَ اِلَيْهِ ، اَنِ اسْكُتْ . فَلَمَّا انْصَرَفُوْا قَالَ : سَاَلْتُكَ مَتٰى اُنْزِلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِيْ؟ فَقَالَ اُبَيٌّ : لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلٰوتِكَ الْيَوْمَ اِلاَّ مَا لَغَوْتَ . فَذَهَبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ ، وَاَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ قَالَ اُبَيٌّ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : صَدَقَ اُبَيٌّ .

১১১১ মুহরিয ইবন সালামা 'আদানী (র) ...... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর দিন (সালাতে) দাঁড়িয়ে সূরা তাবারাকা (মুলক) পাঠ করেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র দিনসমূহের ইতিহাস বর্ণনা করেন। আবূ দারদা অথবা আবূ যার (রা) আমাকে গুতো দিয়ে বলেন ঃ এ সূরাটি কখন অবতীর্ণ হলো, আমি তো এর আগে তা শুনিনি? তিনি তার দিকে ইশারা করে বললেন ঃ আপনি চুপ করুন। সাহাবীরা চলে গেলে তিনি বললেন ঃ সূরাটি কখন অবতীর্ণ হয়েছে তা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; অথচ আপনি তা আমাকে অবহিত করেননি? তখন উবাই (রা) বলেন ঃ আপনার আজকের সালাত আদায় হয়নি। কেননা আপনি অনর্থক কাজ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চলে যান এবং উবাই (রা) যা বলেছেন, তাঁকে তা অবহিত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ উবাই ঠিকই বলেছে।

٨٧ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খুতবা দানকালে মসজিদে প্রবেশ করা

١١١٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ جَابِرًا . وَأَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ (ص) يَخْطُبُ . فَقَالَ : أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ : لَا ـ قَالَ : فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ .

وَأَمَّا عَمْرٌو فَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْكًا .

১১১২ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)........ জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) কর্তৃক খুতবা দানকালে সুলায়ক গাতাফানী (রা) মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কি সালাত আদায় করেছ ? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তুমি দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নাও।

রাবী' 'আমর (র) সুলায়ক (রা)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

١١١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ . أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ (ص) يَخْطُبُ فَقَالَ : أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ .

১১১৩ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ (র) .... আবূ সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি (মসজিদে) এলো। নবী (সা) তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি সালাত আদায় করেছ ? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তুমি দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নাও।

١١١٤ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ . ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ . قَالَا : جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) يَخْطُبُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) : أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا .

১১১৪ দাঊদ ইবন রুশায়দ (র) .... আবূ হুরায়রা ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ সুলায়ক গাতাফানী যখন এলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুতবা দিচ্ছিলেন। নবী (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি কি (এখানে) আসার পূর্বে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছ ? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তুমি সংক্ষেপে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নাও।

٨٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনে লোকের ঘাড় ডিংগিয়ে সামনে যাওয়া নিষেধ

١١١٥ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) يَخْطُبُ . فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ .

১১১৫ আবূ কুরায়ব (র) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জুমু'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। সে লোকের ঘাড় টপকে সামনের দিকে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) (তাকে) বললেন ঃ তুমি বস, তুমি তো অন্যকে কষ্ট দিচ্ছ এবং বিলম্বে এসেছ।

١١١٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . ثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : مَنْ تَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا اِلٰى جَهَنَّمَ .

১১১৬ আবূ কুরায়ব (র) .... মু'আয ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে লোকের ঘাড় টপকে সামনে অগ্রসর হয়, (কিয়ামতের দিন) তাকে জাহান্নামের পুল বানানো হবে।

٨٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِى الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُوْلِ الْاِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের মিম্বর হতে অবতরণের পর কথা বলা

١١١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِىَّ (ص) كَانَ يُكَلَّمُ فِى الْحَاجَةِ ، اِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

১১১৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) জুমু'আর দিন মিম্বর থেকে নেমে প্রয়োজনীয় কথা বলতেন।

٩٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقِرَاءَةِ فِى الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর সালাতের কিরাআত

١١١٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْمَدَنِىُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ رَافِعٍ ؛ قَالَ : اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ - فَخَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ - فَصَلّٰى بِنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ . فِى السَّجْدَةِ الْأُوْلٰى - وَفِى الْآخِرَةِ . اِذَاجَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ .

قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ : فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِيْنَ انْصَرَفَ - فَقُلْتُ لَهُ : اِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِىٌّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ - فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقْرَأُ بِهِمَا .

১১১৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'উবায়দুল্লাহ্ ইবন আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মারওয়ান আবূ হুরায়রা (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন, এরপর তিনি মক্কায়

যান। আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের নিয়ে জুমু'আর দিন সালাত আদায় করেন। তিনি প্রথম রাক'আত সূরা জুমু'আ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা 'ইযা জা'আকাল মুনাফিকূন' তিলাওয়াত করেন। উবায়দুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) যখন মসজিদ থেকে ফিরে যান, তখন আমি তাঁকে পেয়ে বললাম ঃ আপনি তো এমন দু'টি সূরা পাঠ করলেন, যে সূরা দু'টি 'আলী (রা) কূফায় পাঠ করতেন। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই দুটো সূরা তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

١١١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ – اَنْبَأَ سُفْيَانُ – اَنْبَأَ ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ : كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ اِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ : اَخْبِرْنَا ، بِاَيِّ شَيْئٍ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، مَعَ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : كَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا – هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ .

১১১৯ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) .... 'উবায়দুল্লাহ্ ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। যাহ্হাক ইবন কায়স (র) নু'মান ইবন বাশীর (রা)-এর কাছে লেখেন যে, নবী (সা) জুমু'আর সালাতে সূরা জুমু'আর সাথে আর কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন, তা আপনি আমাদের অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ নবী (সা)'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ'সূরাটি তিলাওয়াত করতেন।

١١٢٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ – ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ اَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ اَبِيْ عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيِّ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ، وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ .

১১২০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ...... আবূ 'ইনাবা খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) জুমু'আর সালাতে (প্রথম রাক'আতে)'সাব্বিহ ইসমি রাবিক্কাল আলা' সূরাটি এবং (দ্বিতীয় রাকআতে)'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ'সূরাটি তিলাওয়াত করতেন।

٩١ – بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর সালাত এক রাক'আত পেলে

١١٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ – اَنْبَأَ عُمَرُ بْنُ حَبِيْبٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ، وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ : مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ اِلَيْهَا اُخْرٰى .

১১২১ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতের এক রাক'আত পেল, সে যেন এর সাথে আর এক রাকআত আদায় করে নেয়।

١١٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ – قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) . مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ .

১১২২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও হিশাম ইবন 'আম্মার (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতের এক রাক'আত পেল, সে যেন পূর্ণ সালাত পেল।

١١٢٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ - ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ - ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلٰوةَ .

১১২৩ 'আমর ইবন 'উসমান ইবন সা'য়ীদ ইবন কাসীর ইবন দীনার হিমসী (র) ...... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতে অথবা অন্য কোন সালাতে এক রাক'আত পেল, সে পূর্ণ সালাত পেল।

٩٢ - بَابُ مَاجَاءَ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ কত দূর থেকে এসে জুমু'আর সালাত আদায় করা হবে

١١٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَوْمَ الْجُمُعَةِ

১১২৪ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জুমু'আর দিন কুবাবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে জুমু'আর সালাত আদায় করতো।

٩٣ - بَابُ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বিনা ওযরে জুমু'আর সালাত ছেড়ে দিলে

١١٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ - قَالُوا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو - حَدَّثَنِي عَبِيدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ ، وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ (ص) : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، تَهَاوُنًا بِهَا ، طُبِعَ عَلٰى قَلْبِهِ .

১১২৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... নবী (সা)-এর সাহাবী আবূ জা'দ যামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অবহেলা করে (বিনা ওযরে একাধারে) তিন জুমু'আ ছেড়ে দেবে, তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়।

١١٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى - ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَسِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ،

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا ، مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ ، طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ .

১১২৬ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও আহমদ ইবন ঈসা মিসরী (র)...... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজন তিন জুমু'আ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।

١١٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ - ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ - عَنْ أَبِيْهِ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : أَلَاهَلْ عَسٰى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلٰى رَأْسِ مِيْلٍ أَوْ مِيْلَيْنِ ، فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَاءُ ، فَيَرْتَفِعَ - ثُمَّ تَجِيْئُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيْئُ وَلَا يَشْهَدُهَا - وَتَجِيْئُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا - وَتَجِيْئُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا - حَتّٰى يُطْبَعَ عَلٰى قَلْبِهِ .

১১২৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সাবধান ! তোমাদের কেউ যদি বকরী চরাবার জন্য দুই-এক মাইল দূরে চলে যায় এবং সেখানে ঘাস না পায়, তখন সে অন্যত্র চলে যাবে। এরপর জুমু'আর সালাতের সময় হয় অথচ সে তাতে উপস্থিত হয় না, জুমু'আর সালাতের সময় হয় অথচ সে তাতে উপস্থিত হয় না এবং জুমু'আর সালাতের সময় হয় অথচ সে তাতে উপস্থিত হয় না; অবশেষে তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়।

١١٢٨ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ - ثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ - عَنْ أَخِيْهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ .

১১২৮ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র) ...... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জুমু'আর সালাত ছেড়ে দেয়, সে যেন এক দীনার সাদকা করে, আর যদি সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অর্ধ দীনার সাদকা করে।

٩٤ - بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلٰوةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাবলাল জুমু'আর সালাত প্রসঙ্গে

١١٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ - ثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا - لَا يَفْصِلُ فِيْ شَيْئٍ مِنْهُنَّ .

১১২৯ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) জুমু'আর (ফরয) সালাতের পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং এর মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টি করতেন না (বরং এক সালামে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন)।

٩٥ - بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'বা'দাল জুমু'আর' সালাত প্রসঙ্গে

١١٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ - اَنْبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، اَنَّهُ كَانَ ، اِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ ، انْصَرَفَ ، فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَصْنَعُ ذٰلِكَ .

১১৩০ মুহাম্মদ ইবন রুম্হ (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জুমু'আর (ফরয) সালাত আদায় করে ঘরে ফিরে এসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আর তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ করতেন।

١١٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ اَبِيْهِ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ .

১১৩১ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ...... সালিম (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) জুমু'আর (ফরয) সালাত আদায়ের পর দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١١٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ، وَاَبُوْ السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ - قَالاَ : ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَصَلُّوْا اَرْبَعًا .

১১৩২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও আবূ সায়িব সাল্ম ইবন জুনাদা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা জুমু'আর (ফরয) সালাতের পর সালাত আদায় করলে চার রাক'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করবে।

٩٦ - بَابُ مَاجَاءَ فِى الْحَلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ ، وَالْاِحْتِبَاءِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন সালাতের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসা এবং ইমামের খুতবাদানকালে নিতম্বের উপর বসা প্রসঙ্গে

١١٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ - ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ - اَنْبَأَ ابْنُ لَهِيْعَةَ ، جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) نَهٰى اَنْ يُحَلَّقَ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ .

১১৩৩ আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইবন রুম্‌হ (র) ...... 'আমর ইবন শু'আয়ব (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর দিন সালাত (ফরয) আদায়ের পূর্বে মসজিদে গোলাকার হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন।

١١٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ - ثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَنِ الْاِحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يَعْنِيْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ .

১১৩৪ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্‌ফা হিম্‌সী (র) ...... 'আমর ইবন শু'আয়ব (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত ; তিনি বলেন ঃ জুমু'আর ইমামের খুতবা দানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিতম্বের উপর বসতে নিষেধ করেছেন।

٩٧ - بَابُ مَاجَاءَ فِي الْاَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের আযান প্রসঙ্গে

١١٣٥ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ - ثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ - ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ، جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ ؛ قَالَ : مَاكَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ - اِذَا خَرَجَ اَذَّنَ ، وَاِذَا نَزَلَ اَقَامَ - وَ اَبُوْبَكْرٍ وَ عُمَرُ كَذٰلِكَ - فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ، وَكَثُرَ النَّاسُ ، زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلٰى دَارٍ فِي السُّوْقِ ، يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ - فَاِذَا خَرَجَ اَذَّنَ ، وَاِذَا نَزَلَ اَقَامَ .

১১৩৫ ইউসুফ ইবন মূসা কাত্তান ও 'আবদুল্লাহ্ ইবন সা'য়ীদ (র) .... সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কেবলমাত্র একজন মুয়ায্‌যিন ছিল। তিনি যখন (খুতবাদানের জন্য) বের হতেন, তখন সে আযান দিত এবং তিনি যখন (মিম্বর থেকে) অবতরণ করতেন, তখন সে ইকামত দিত। আবূ বকর ও 'উমর (রা)-এর সময়ে এরূপই ছিল। 'উসমান (রা)-এর আমলে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তিনি বাজারে অবস্থিত 'জাওরা' নামক স্থান থেকে তৃতীয় আযানের প্রবর্তন করেন। তিনি যখন বের হতেন, তখন মুয়াযযিন আযান দিত এবং যখন তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করতেন তখন সে ইকামত দিত।

٩٨ - بَابُ مَاجَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْاِمَامِ وَهُوَ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ ঃ খুতবার সময় ইমামের দিকে মুখ করে বসা

١١٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ - ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) ، اِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، اسْتَقْبَلَهُ اَصْحَابُهُ بِوُجُوْهِهِمْ .

১১৩৬ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) .... সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) (খুতবা দেওয়ার জন্য) যখন মিম্বরে দাঁড়াতেন তখন সাহাবীগণ তাঁর দিকে মুখ করে বসতেন।

٩٩ - بَابُ مَاجَاءَ فِى السَّاعَةِ الَّتِىْ تُرْجٰى فِى الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন দু'আ কবুলের মুহূর্ত প্রসঙ্গে

١١٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - اَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ سَاعَةً ، لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، قَائِمٌ يُصَلِّى ، يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا ، اِلاَّ اَعْطَاهُ ، وَ قَلَّلَهَا بِيَدِهِ .

১১৩৭ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ...., আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোন মুসলিম বান্দা তা পায় এবং সে তাতে আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণ চায়, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে তা দান করেন। তিনি হাত দিয়ে সময় কম হওয়ার দিকে ইংগিত করলেন।

١١٣٨ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ - ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِىُّ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ لاَ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا الْعَبْدُ شَيْئًا اِلاَّ اُعْطِىَ سُؤْلَهُ . قِيْلَ : اَىُّ سَاعَةٍ ؟ قَالَ :حِيْنَ تُقَامُ الصَّلٰوةُ اِلَى الْاِنْصِرَافِ مِنْهَا .

১১৩৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... 'আমর ইবন 'আওফ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোন বান্দা সে সময় আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চায়, তবে তার প্রার্থিত বস্তু তাকে দেওয়া হয়। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ সেটি কোন মুহূর্ত? তিনি বললেন ঃ সালাত শুরু থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত, এর মধ্যে।

١١٣٩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ - ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ اَبِى النَّضْرِ ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ ؛ قَالَ : قُلْتُ ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) جَالِسٌ : اِنَّا لَنَجِدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ : فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّى يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا شَيْئًا اِلاَّ قَضٰى لَهُ حَاجَتَهُ .

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَاَشَارَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ - فَقُلْتُ : صَدَقْتَ اَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ قُلْتُ اَىُّ سَاعَةٍ هِىَ ؟ قَالَ : هِىَ اٰخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ . قُلْتُ : اِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلٰوةٍ قَالَ : بَلٰى - اِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ اِذَا صَلّٰى ثُمَّ جَلَسَ ، لاَ يَحْبِسُهُ اِلاَّ الصَّلٰوةُ ، فَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ .

১১৩৯ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) .... 'আবদুল্লাহ্‌র ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসা ছিলেন, সে সময় আমি বললাম ঃ আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে জুমু'আর দিনের এমন একটি মুহূর্ত সম্পর্কে উল্লেখ পেয়েছি, সে মুহূর্তটি যখন কোন মুমিন মুসল্লী বান্দা পায় এবং সে সময় সে আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চায়, তখন আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করেন।

'আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার দিকে ইশারা করে বললেন ঃ সামান্য সময় মাত্র। আমি বললাম ঃ আপনি যথার্থই বলেছেন অথবা সামান্য সময়। আমি বললাম ঃ সেটি কোন্ মুহূর্ত? তিনি বললেন ঃ সেটি হলো দিনের শেষ মুহূর্ত। আমি বললাম ঃ তা সালাতের সময় কি-না? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। মুমিন বান্দা যখন সালাত শেষ করে বসে এবং অন্য সালাতের প্রতীক্ষায় থাকে, সে প্রকৃতপক্ষে সালাতের মধ্যেই থাকে।

١٠٠ - بَابُ مَاجَاءَ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বার রাক'আত সুন্নত সালাত প্রসংগে

١١٤٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ : ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ - أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

১১৪০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... ... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বার রাক'আত সুন্নত সালাত নিয়মিত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর তৈরি করা হবে। (আর তা হলো ঃ) যুহরের আগে চার রাক'আত, যুহরের পরে দুই রাকআ'ত, মাগরিবের পরে দুই রাক'আত, 'ইশার পরে দুই রাক'আত এবং ফজরের আগে দুই রাক'আত।

١١٤١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ - أَنْبَأَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ أَبِيْ سُفْيَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

১১৪১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... উম্মু হাবীবা বিনতে আবূ সুফয়ান (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে বার রাক'আত (সুন্নত সালাত) আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে।

١١٤٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ صَلَّى ، فِيْ يَوْمٍ ، ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ اَظُنُّهُ قَالَ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ اَظُنُّهُ قَالَ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ .

১১৪২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেহ বার রাক'আত সালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর তৈরি করা হবে। (তা হলো ঃ) ফজরের আগে দুই রাক'আত, যুহরের আগে দুই রাক'আত, এবং পরে দুই রাক'আত। রাবী বলেন ঃ আমার ধারণা মতে, 'আসরের আগে দুই রাক'আত, মাগরিবের পরে দুই রাক'আত, আর আমার ধারণা অনুযায়ী তিনি বলেছেন, ইশার পরে দুই রাক'আত।

١٠١ - بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের আগে দুই রাক'আত সুন্নত সালাত

١١٤٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ اِذَا اَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

১১৪৩ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ... ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর দুই রাক'আত সুন্নত সালাত আদায় করতেন।

١١٤٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - اَنْبَأَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ، كَانَ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ .

১১৪৪ আহমদ ইবন 'আবদা (র) ... ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের আযান শোনামাত্র ফরয সালাতের আগে দুই রাক'আত সুন্নত সালাত আদায় করতেন।

١١٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ - اَنْبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ اِذَا نُوْدِيَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ، قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ اِلَى الصَّلٰوةِ .

১১৪৫ মুহাম্মদ ইবন রুম্হ (র) ... ... হাফসা বিনতে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের সালাতের আযানের পরে, ফরয সালাতের দাঁড়াবার আগে সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাক'আত সুন্নত সালাত আদায় করতেন।

١١٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا اَبُوْ الْأَحْوَصِ ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) اِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ .

১১৪৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) উযূ করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এরপর তিনি (ফরয) সালাতের জন্য বের হতেন।

١١٤٧ حَدَّثَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ عَمْرٍو ، اَبُوْ عَمْرٍو - ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْاِقَامَةِ .

১১৪৭ খলীল ইবন 'আমর, আবূ আমর (র) ... ... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। নবী (সা) ইকামতের আগে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٠٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের পূর্বের দুই রাক'আত সুন্নত সালাতে কুরআন তিলাওয়াত

١١٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ، وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، قَالاَ : ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ - (قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) .

১১৪৮ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী ও ইয়া'কূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ফজরের পূর্বের দুই রাক'আত সুন্নত সালাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন।

١١٤٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيَّانِ ، قَالاَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ - ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ اِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : رَمَقْتُ النَّبِيَّ (ص) شَهْرًا - فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ - (قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) .

১১৪৯ আহমদ ইবন সিনান ও মুহাম্মদ ইবন 'উবাদা ওয়াসিত্তী (র) ... ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে একমাস যাবত দেখেছি যে, তিনি ফজরের আগে দুই রাক'আত সুন্নত সালাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন।

١١٥٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ - ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ - وَكَانَ يَقُوْلُ : نِعْمَ السُّوْرَتَانِ هُمَا ، يَقْرَأُ بِهِمَا فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ - (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ، وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ)

১১৫০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের আগে দুই রাক'আত সুন্নত সালাত আদায় করতেন আর তিনি বলতেন ঃ এই দুই রাকআত সালাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করা কতইনা উত্তম!

١٠٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ ইকামত দেওয়া হলে ফরয সালাত ব্যতীত অন্য কোন সালাত নেই

١١٥١ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ـ ثَنَا اَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، اَبُوْ بِشْرٍ ـ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالاَ : ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ ، فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ .

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ـ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ـ اَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَن عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ (ص) ، بِمِثْلِهِ .

১১৫১ মাহমূদ ইবন গায়লান ও বকর ইবন খালাফ আবূ বিশ্‌র (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন ইকামত দেওয়া হয়, তখন ফরয সালাত ব্যতিরেকে অন্য কোন সালাত নেই।

মাহমূদ ইবন গায়লান (র) ... ... আবূ হুরায়রা সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) رَاٰى رَجُلاً يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ ، وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ ، فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ لَهُ : بِاَيِّ صَلٰوتَيْكَ اعْتَدَدْتَ ؟

১১৫২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... 'আবদুল্লাহ্ ইবন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) জনৈক ব্যক্তিকে ফজরের সালাতের আগে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতে দেখেন অথচ তিনি তখন সালাতে ছিলেন। তিনি সালাত শেষে তাকে বললেন ঃ তোমার দুই সালাতের কোনটি তুমি গণ্য করলে?

١١٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ . ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ . قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ (ص) بِرَجُلٍ وَقَدْ اُقِيْمَتْ صَلٰوةُ الصُّبْحِ ، وَهُوَ يُصَلِّي . فَكَلَّمَهُ ، بِشَيْءٍ لاَ اَدْرِيْ مَا هُوَ . فَلَمَّا انْصَرَفَ اَحَطْنَا بِهِ نَقُوْلُ لَهُ : مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ، قَالَ : قَالَ لِيْ : يُوْشِكُ اَحَدُكُمْ اَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ اَرْبَعًا .

১১৫৩ আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন উসমান উসমানী (র)... ... ... আবদুল্লাহ্ ইবন মালিক ইবন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে সালাত আদায় করছিল, আর তখন ফজরের সালাতের ইকামত দেওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি তাকে কি যেন বললেন যা আমি বুঝতে পারিনি। সে সালাত শেষ করলে আমরা তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে কি বলেছেন? লোকটি বলল ঃ তিনি আমাকে বলেছেন যে, অচিরেই তোমাদের কেউ ফজরের চার রাক'আত সালাত আদায় করবে।

١٠٤- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مَتٰى يَقْضِيهِمَا

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দুই রাক'আত সুন্নত সালাত ফাওত হলে তা কখন কাযা করবে

١١٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ - ثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو ؛ قَالَ : رَأَى النَّبِىُّ (ص) رَجُلاً يُصَلِّى بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ - فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) : أَصَلٰوةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا فَصَلَّيْتُهُمَا - قَالَ : فَسَكَتَ النَّبِىُّ (ص) .

১১৫৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... কায়স ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) এক ব্যক্তিকে ফজরের সালাতের পরে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতে দেখেন। তখন নবী (সা) বলেন ঃ ফজরের সালাত কী দুইবার? লোকটি তাকে বলল ঃ আমি ফজরের পূর্বের দুই রাক'আত সুন্নত সালাত আদায় করতে পারিনি, তাই এখন আদায় করলাম। রাবী বলেন ঃ তখন নবী (সা) চুপ রইলেন।

١١٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ : قَالاَ : ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ : اَنَّ النَّبِىَّ (ص) نَامَ عَنْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ - فَقَضَاهُمَا بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ .

১১৫৫ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম ও ইয়াকূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সা) ফজরের দু'রাক'আত সালাতের সময় ঘুমিয়ে রইলেন। তিনি তা সূর্যোদয়ের পরে কাযা হিসাবে আদায় করলেন।

١٠٥ - بَابٌ فِى الْاَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত

١١٥٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا جَرِيْرٌ ، عَنْ قَابُوْسَ ، عَنْ اَبِيْهِ : قَالَ : اَرْسَلَ اَبِى اِلٰى عَائِشَةَ : اَىُّ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ اَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّى اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ - يُطِيْلُ فِيْهِنَّ الْقِيَامَ ، وَيُحْسِنُ فِيْهِنَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ .

১১৫৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... কাবূস (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা আয়েশা (রা)-এর নিকট (এ বিষয় জানার জন্য) লোক পাঠান যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

নিকট কোন্ সালাত সব সময় আদায় করা অধিক পসন্দনীয় ছিল? তিনি বলেন ঃ তিনি যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এতে তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং এর রুকূ ও সিজদা উত্তমভাবে আদায় করতেন।

١١٥٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ ، عَنْ قَزْعَةَ ، عَنْ قَرْثَعٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ : أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ـ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَقَالَ : إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ .

১১৫৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) সূর্য ঢলে গেলে যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং এর মাঝখানে সালাম ফিরাতেন না। আর তিনি বলতেন ঃ সূর্য ঢলে গেলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়।

١٠٦ ـ بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত ফাওত হলে

١١٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ـ قَالُوا : ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الْكُوفِيُّ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ ، صَلاَّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ قَيْسٌ عَنْ شُعْبَةَ .

১১৫৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া, যায়দ ইবন আখযাম ও মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) ... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুহরের সালাতের পূর্বের চার রাক'আত যখন ফওত হতো, তখন তিনি তা যুহরের পরের দুই রাক'আত সুন্নতের পরে আদায় করতেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন ঃ কেবলমাত্র কায়স শো'বা (রা) সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٧ ـ بَابُ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের পরের দুই রাক'আত সালাত ফাওত হলে

١١٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ قَالَ : أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ـ فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُولِ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ ـ فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) بَيْنَمَا هُوَ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِي لِلظُّهْرِ ، وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِيًا ـ وَكَثُرَ عِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ ـ وَقَدْ أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ ـ إِذْ ضُرِبَ الْبَابُ ـ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ـ فَصَلَّى الظُّهْرَ ـ ثُمَّ جَلَسَ يَقْسِمُ مَا جَاءَ بِهِ ـ قَالَتْ : فَلَمْ يَزَلْ

كَذٰلِكَ حَتَّى الْعَصْرِ ـ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلِيْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : شَغَلَنِيْ أَمْرُ السَّاعِيْ أَنْ أُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ ـ فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ .

১১৫৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... 'আবদুল্লাহ্ ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মু'আবিয়া (রা) এক ব্যক্তিকে উম্মু সালমা (রা)-এর কাছে পাঠান। আমিও ঐ ব্যক্তির সাথে গেলাম। তিনি উম্মু সালমা (রা)-কে (যুহরের শেষ দুই রাক'আত সুন্নত সালাত সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার ঘরে যুহরের সালাতের জন্য উযূ করেন, সে সময় তিনি জনৈক ব্যক্তিকে সাদকা উসূল করার জন্য পাঠান। এ সময় তাঁর কাছে বহু সংখ্যক মুহাজির উপস্থিত ছিলেন; যাদের অবস্থা তাঁকে চিন্তান্বিত করেছিল। হঠাৎ দরজায় দেখা হলো। তিনি সেদিকে বেরিয়ে গেলেন এবং যুহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি বসে আগত মাল বন্টন করতে লাগলেন। রাবী বলেন ঃ 'আসর পর্যন্ত এ বন্টন চলতে থাকলো। এরপর তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং বললেন ঃ বন্টন কাজের ব্যস্ততা আমাকে যুহরের পরের দুই রাক'আত সালাত আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে। তাই আমি সে দুই রাক'আত সালাত 'আসরের সালাতের পরে আদায় করলাম।

١٠٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের সালাতের পূর্বে ও পরে চার চার রাক'আত সালাত আদায় প্রসঙ্গে

١١٦٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الشُّعَيْثِيُّ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا ، حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ

১১৬০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... উম্মু হাবীবা (রা)-এর সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি যুহরের আগে চার রাক'আত ও পরে চার রাক'আত সালাত আদায় করে, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।

١٠٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ দিনের বেলা নফল সালাত আদায় করা উত্তম হওয়া প্রসঙ্গে

١١٦١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيْعٌ ـ ثَنَا سُفْيَانُ ، وَأَبِيْ ، وَإِسْرَائِيْلُ ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُوْلِيِّ ؛ قَالَ : سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِالنَّهَارِ فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تُطِيْقُوْنَهُ ، فَقُلْنَا : أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يُمْهِلُ ـ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا ، يَعْنِيْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ بِمِقْدَارِهَا مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ مِنْ هٰهُنَا ، يَعْنِيْ مِنْ قِبَلِ

الْمَغْرِبِ ، قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ - ثُمَّ يُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا ، يَعْنِيْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ مِنْ هٰهُنَا قَامَ فَصَلّٰى اَرْبَعًا ، وَاَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ - وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا - وَاَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ - يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ - وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ .

قَالَ عَلِيٌّ : فَتِلْكَ سِتُّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِالنَّهَارِ - وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا -

قَالَ وَكِيْعٌ : زَادَ فِيْهِ اَبِيْ : فَقَالَ حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ ثَابِتٍ : يَا اَبَا اِسْحَاقَ : مَا اُحِبُّ اَنَّ لِيْ بِحَدِيْثِكَ هٰذَا مِلْأَ مَسْجِدِكَ هٰذَا ذَهَبًا .

১১৬১ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র),...... ... 'আসিম ইবন যামরা সালূলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিনের বেলায় নফল সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা তা করতে সমর্থ নও। আমরা বললাম ঃ আপনি আমাদের তা অবহিত করুন, আমরা তা থেকে আমাদের সাধ্যমত গ্রহণ করবো। তিনি বললেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের সালাত আদায় করে (কিছু সময়) অবসর নিতেন, এমন কি পশ্চিম আকাশে সূর্য যে পরিমাণ উপরে থাকা অবস্থায় 'আসরের সালাত আদায় করা হয়, পূর্ব আকাশে সূর্য যখন সে পরিমাণ উপরে উঠে, তখন তিনি দাঁড়াতেন এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন এরপর তিনি অবসর নিতেন। এমন কি সূর্য যখন আরো কিছু উপরে উঠতো, তখন তিনি দাঁড়াতেন এবং চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে যুহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং যুহরের ফরয সালাতের পরে দুই রাক'আত আদায় করতেন। আর তিনি 'আসরের পূর্বে দুই সালামে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, যাতে তিনি সম্মানিত ফিরিশতা, আম্বিয়ায়ে কিরাম, মুসলিম ও মুমিনদের প্রতি সালাম পাঠাতেন।

'আলী (রা) বলেন ঃ এই হলো ষোল রাক'আত সালাত, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) দিনে অতিরিক্ত আদায় করতেন। তবে তিনি এর উপর সর্বদা আমল কমই করতেন।

ওকী' (র) বলেন ঃ আমার পিতা এতে আরো বাড়িয়ে বলেছেন । হাবীব ইবন আবূ সাবিত বলেছেন ঃ হে আবূ ইসহাক! আপনার এই হাদীসের পরিবর্তে যদি আমার কাছে আপনার এই মসজিদ ভর্তি সোনা থাকত, তবে আমি তা পসন্দ করতাম না।

١١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত সালাত আদায় করা প্রসংগে

١١٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَوَكِيْعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ؛ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ (ص) : بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ - قَالَهَا ثَلاَثًا - قَالَ فِى الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ .

১১৬২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী (সা) বলেছেন ঃ দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আছে। তিনি এই কথা তিনবার বলেন। তিনি তৃতীয়বারে বলেন, তবে যে ইচ্ছা করে।

١١٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ـ ثَنَا شُعْبَةُ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) فَيُرَى أَنَّهَا الْإِقَامَةُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ .

১১৬৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যামানায় যখন মুয়াযযিন আযান দিত তখন মনে হত যেন তা ইকামত; এজন্য যে, অধিকাংশ লোক দাঁড়াত এবং মাগরিবের আগে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতো।

١١١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের পরে দুই রাক'আত সালাত প্রসঙ্গে

١١٦٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ـ ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

১১৬৪ ই'য়াকূব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র) ... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) মাগরিবের (ফরয) সালাত আদায় করতেন, এরপর তিনি আমার ঘরে ফিরে এসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١١٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ـ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؛ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللّٰهِ (ص) فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ـ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ فِي مَسْجِدِنَا ـ ثُمَّ قَالَ : ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ .

১১৬৫ 'আবদুল ওয়াহ্হাব ইবন যাহ্হাক (র) ... ... রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের 'আবদুল আশহাল গোত্রে আসলেন। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে মসজিদে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। পরে তিনি বললেন ঃ তোমরা এই দুই রাক'আত সালাত তোমাদের ঘরে গিয়ে আদায় করবে।

١١٢ ـ بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের পরে দুই রাক'আত সালাতের কিরাআত

١١٦٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ـ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ وَاقِدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ ـ ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ـ قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ ـ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرٍّ وَأَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ - (قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) .

১১৬৬ আহমদ ইবন আযহার ও মুহাম্মদ ইবন মুয়াম্মাল ইবন সাব্বাহ (র) ... ... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) মাগরিবের সালাতের পরের দুই রাক'আত সালাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করতেন।

١١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের পরে ছয় রাক'আত (আওয়াবীন) সালাত প্রসঙ্গে

١١٦٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا اَبُو الْحَسَنِ الْعُكْلِيُّ ـ اَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ اَبِيْ خَثْعَمٍ الْيَمَانِيُّ ـ اَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ : مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً .

১১৬৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাক'আত সালাত আদায় করবে এবং এর মাঝখানে কোন মন্দ কথা বলবে না, তাকে বার বছর ইবাদতের সওয়াব দেওয়া হবে।

١١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌রের বর্ণনা প্রসঙ্গে

١١٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ ـ اَنْبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ ابْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ : قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلٰوةٍ ، لَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ـ الْوِتْرُ ، جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ .

১১৬৮ মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ মিসরী (র) ... ... খারিজা ইবন হুযাফা আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (সা) আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ "আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি একটি সালাত ফরয করেছেন—যা তোমাদের জন্য লাল উটের চাইতেও উত্তম। আর তা হলো 'বিতর। আল্লাহ্ তা তোমাদের জন্য 'ইশার সালাতের পর হতে ফজরের সময় পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন।

١١٦٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ قَالَا : ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُوْلِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ : اِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ ـ وَلَا كَصَلٰوتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ ـ وَلٰكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَوْتَرَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ : اَوْتِرُوْا ـ فَاِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ .

১১৬৯ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ (র) ... ... 'আসিম ইবন যামরা সালুলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলী ইবন আবূ তালিব (রা) বলেছেন ঃ সালাতুল বিতর ফরয নয়, আর তা তোমাদের ফরযের মত নয়। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতর আদায় করেছেন। এরপর তিনি বলেন ঃ হে আহলে কুরআন! তোমরাও বিতর আদায় করবে। কেননা আল্লাহ্ তো বিত্‌র (বেজোড়), তিনি বেজোড় পসন্দ করেন।

١١٧٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ الْأَبَّارُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ - فَأَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : مَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ؟ قَالَ : لَيْسَ لَكَ وَلَا لِأَصْحَابِكَ .

১১৭০ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ বেজোড়, তিনি বেজোড় পসন্দ করেন। হে কুরআনের বাহকগণ! তোমরা বিতর আদায় করবে।

তখন জনৈক বেদুঈন বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি বলতেন? রাবী বললেন ঃ এই বিষয়টি তোমার এবং তোমার সাথীদের জন্য নয়।

١١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌র সালাতের কিরাআত প্রসঙ্গে

١١٧١ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ الْأَبَّارُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ وَزُبَيْدٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبْزٰى ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُوْتِرُ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى ، وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) .

১১৭১ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন সূরা আ'লা, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস দিয়ে।

١١٧٢ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ - ثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ - ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يُوْتِرُ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى ، وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ، أَبُوْ بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا شَبَابَةُ - قَالَ : ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، نَحْوَهُ .

১১৭২ নাসর ইবন আলী জাহযামী (র) ... ... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন সূরা আ'লা, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস দিয়ে।

আহমদ ইবন মানসূর, আবূ বকর (র) ... ... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَأَبُوْ يُوسُفَ الرَّقِّيُّ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ ؛ قَالَ : سَأَلْنَا عَائِشَةَ ، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ؟ قَالَتْ : كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى)، وَ فِى الثَّانِيَةِ (قُلْ يٰأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ)، وَفِى الثَّالِثَةِ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ).

১১৭৩ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ, আবূ ইউসুফ রাক্কী' মুহাম্মদ ইবন আহ্মদ সায়দালানী (র) ... ... 'আবদুল 'আযীয ইবন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতরের সালাত কি দিয়ে আদায় করতেন? তিনি বললেন ঃ তিনি প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরূন ও তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস ও মুয়াওয়িযাতাইন অর্থাৎ সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করতেন।

١١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ এক রাক'আতে বিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

١١٧٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى - وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ .

১১৭৪ আহ্মদ ইবন 'আবদা (র) ... ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতে দুই-দুই রাক'আত করে সালাত আদায় করতেন এবং বিতরের সালাত এক রাক'আত আদায় করতেন।

١١٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ - ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ - ثَنَا عَاصِمٌ ؛ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى ، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ - قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ غَلَبَتْنِى عَيْنِى ، أَرَأَيْتَ إِنْ نِمْتُ ؛ قَالَ : اجْعَلْ أَرَأَيْتَ عِنْدَ ذٰلِكَ النَّجْمِ - فَرَفَعْتُ رَأْسِى ، فَإِذَا السِّمَاكُ - ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى ، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ قَبْلَ الصُّبْحِ .

১১৭৫ মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবূ শাওয়ারিব (র) ... ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ রাতের সালাত দুই দুই রাক'আত করে এবং বিতরের সালাত এক রাক'আত। (রাবী বলেন ঃ) আমি বললাম ঃ আপনি কি মনে করেন, যদি আমার চোখের উপর নিদ্রা চেপে বসে, যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি (তখন আমি কি করব) ? তিনি বললেন ঃ তুমি এই তারকার দিকে লক্ষ্য কর। তখন আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম, সামাক চমকাচ্ছে। এরপর তিনি হাদীস

বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ রাতের সালাত দুই-দুই রাক'আত এবং সুবহে সাদিকের পূর্বে বিতরের সালাত এক রাক'আত।

١١٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ـ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ـ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ـ ثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ـ قَالَ : سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ : كَيْفَ أُوْتِرُ ؟ قَالَ : أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ـ قَالَ : إِنِّيْ أَخْشَى أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ : الْبُتَيْرَاءُ ـ فَقَالَ : سُنَّةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ـ يُرِيْدُ : هٰذِهِ سُنَّةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (ص) .

১১৭৬ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) ... ... মুত্তালিব ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি ইবন 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমি বিতরের সালাত কিভাবে আদায় করবো? তিনি বললেন ঃ তুমি বিতরের সালাত এক রাক'আত আদায় করবে। লোকটি বললো ঃ আমার আশংকা হয় যে, লোকেরা আমাকে শিকড়কাটা বলবে। তখন তিনি বললেন ঃ এটাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চাইছেন যে, এটাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সুন্নাত।

١١٧٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُسَلِّمُ فِيْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ ، وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ .

১১৭৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতি দুই রাক'আত সালাতের পর সালাম ফেরাতেন এবং এক রাক'আত বিতর আদায় করতেন।

١١٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিতর সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করা প্রসঙ্গে

١١٧٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : عَلَّمَنِيْ جَدِّيْ ، رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ (اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ ـ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ ـ وَاهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ ـ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ ـ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ ـ إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ ـ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ـ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ)

১১৭৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... ... হাসান ইবন 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার মাতামহ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে কিছু কথা শিখিয়েছেন, যা আমি বিতরের সালাতের কুনূতে পাঠ করি। তা হলো ঃ

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ ـ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ ـ وَاهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ ـ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ ـ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ ـ إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ ـ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ـ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ .

"হে আল্লাহ্! আপনি যাদের শান্তি দান করেছেন, তাদের সাথে আমাকেও শান্তি দান করুন। যাদের আপনি অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন, তাদের সাথে আমারও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন। আপনি আমাকে হিদায়েত দান করুন—তাদের সাথে, যাদের আপনি হিদায়েত দিয়েছেন, আপনার নির্ধারিত অনিষ্ট হতে আমাকে রক্ষা করুন। আমাকে যা দিয়েছেন, তাতে বরকত দান করুন। আপনি তো নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং আপনার উপর নির্দেশ চলে না। বস্তুত আপনি যাকে বন্ধু মনে করেন, সে অপমানিত হয় না। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আমাদের রব্ব! আপনি বরকতময় এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।"

١١٧٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُمَرَ ، حَفْصُ بْنُ عُمَرَ - ثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ - حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ عَمْرٍو الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَقُوْلُ ، فِيْ أٰخِرِ الْوِتْرِ (اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ) .

১১৭৯ আবূ 'উমর হাফস ইবন 'উমর (র) ... ... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বিত্‌রের সালাতের শেষে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ نَفْسِكَ .

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার অসন্তুষ্টি থেকে সন্তুষ্টির আশ্রয় কামনা করছি, আমি আপনার শাস্তি থেকে নিরাপত্তার আশ্রয় চাচ্ছি, আমি আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি, আমি আপনার প্রশংসা গণনা করে শেষ করতে পারছি না। আপনি তো তেমন, যেমন আপনি নিজেই আপনার প্রশংসা করেছেন।"

١١٨ - بَابُ مَنْ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'আ কুনূতে উভয় হাত না উঠানো

١١٨٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ - ثَنَا سَعِيْدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ عِنْدَ الْاِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

১১৮০ নাসর ইবন আলী জাহযামী (র) ... ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ইস্‌তিস্‌কা ব্যতীত অন্য কোন দু'আর সময় তাঁর দু'হাত উঠাতেন না। তিনি তাতে এমনভাবে তাঁর দু'হাত উঠাতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।

١١٩ ـ بَابُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'আর সময় দু'হাত উঠান এবং তা দিয়ে চেহারা মাসেহ করা

١١٨١ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالاَ ثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيْبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِذَا دَعَوْتَ اللّٰهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ ـ وَلاَ تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ .

১১৮১ আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ... ... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তুমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবে, তখন তোমাদের দু'হাতের তালু সামনে রেখে দু'আ করবে এবং এর পিঠ সামনে রেখে দু'আ করবে না। আর যখন দু'আ শেষ করবে। তখন উভয় হাত দিয়ে তোমার চেহারা মাসেহ করবে।

١٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوْتِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূর আগে কিংবা পরে কুনূত পড়া

١١٨٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ ـ ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ .

১১৮২ আলী ইবন মায়মূন রাক্কী' (র) ... ... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিত্রের সালাত আদায়কালে রুকূর আগে দু'আ কুনূত পড়তেন।

١١٨٣ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ـ ثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ ـ ثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقُنُوْتِ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ ، فَقَالَ : كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ .

১১৮৩ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র) ... ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফজরের সালাতের দু'আ কুনূত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ আমরা রুকূর পূর্বে ও পরে দু'আ কুনূত পড়তাম।

١١٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ـ ثَنَا أَيُّوْبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ ، فَقَالَ : قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَعْدَ الرُّكُوْعِ .

১১৮৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... ... মুহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বিত্রের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রুকূর পরে দু'আ কুনূত পড়তেন।

١٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাতের শেষভাগে বিতর পড়া প্রসঙ্গে

١١٨٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوْقٍ ؛ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ ، حِيْنَ مَاتَ ، فِي السَّحَرِ .

১১৮৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিত্‌রের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তিনি প্রত্যেক রাতেই বিতর আদায় করতেন, কখনো রাতের প্রথমভাগে এবং কখনো রাতের মধ্যভাগে আদায় করতেন। তবে তাঁর ইন্তিকালের আগে তিনি রাতের শেষ প্রহরে বিতর সালাত আদায় করতেন।

١١٨٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيْعٌ - ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ - وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ .

১১৮৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) ... ... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক রাতে বিতর সালাত আদায় করতেন। কখনো রাতের প্রথম প্রহরে, কখনো মধ্যভাগে এবং তিনি আবার কখনো তাঁর বিত্‌র সালাত রাতের শেষ প্রহরে আদায় করতেন।

١١٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ - ثَنَا ابْنُ أَبِيْ غَنِيَّةَ - ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ : مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ لِيَرْقُدْ - وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ - فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ - وَذٰلِكَ أَفْضَلُ .

১১৮৭ 'আবদুল্লাহ্ ইবন সা'য়ীদ (র) ... ... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ শেষ রাতে নিদ্রা থেকে জাগতে শংকিত হলে সে যেন রাতের প্রথমভাগেই বিতর আদায় করে, এরপর যেন সে ঘুমায়। আর তোমাদের থেকে যে ব্যক্তি রাতের শেষভাগে জাগতে পারবে বলে ধারণা রাখে, সে যেন শেষ রাতে বিতর সালাত আদায় করে। কেননা শেষরাতের কিরা'আত অধিক মকবূল হয়, আর এটাই উত্তম।

١٢٢ - بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرٍ أَوْ نَسِيَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ বিতর আদায় না করে শুয়ে পড়লে বা ভুলে গেলে

١١٨٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ ، أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَدِيْنِيُّ ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ؛ قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ ، فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ ، أَوْ ذَكَرَهُ .

১১৮৮ আবূ মুস'আব আহমদ ইবন আবূ বকর মাদিনী ও সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ (র) ... ... আবূ সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিতর আদায় না করে শুয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায়, সে যেন সকালে তা আদায় করে নেয় অথবা যখন তার স্মরণ হয়।

١١٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوْا .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى : فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلٰى أَنَّ حَدِيْثَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاهٍ .

১১৮৯ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও আহমদ ইবন আযহার (র) ... ... আবূ সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সুবহি সাদিকের পূর্বেই বিতর সালাত আদায় করে নেবে।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি এই কথার দলীল যে, 'আবদুর রহমানের রিওয়ায়াত আমলযোগ্য নয়।

١٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বিতরের সালাত তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাক'আত হওয়া প্রসঙ্গে

١١٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ - ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : اَلْوِتْرُ حَقٌّ - فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِخَمْسٍ - وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِثَلَاثٍ - وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

১১৯০ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) ... ... আবূ আয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সালাতুল বিতর হক। যে চায়, সে যেন পাঁচ রাক'আত বিতর আদায় করে, যে চায়, সে যেন তিন রাক'আত বিতর আদায় করে আর যে চায়, সে যেন এক রাক'আত বিতর আদায় করে।

١١٩١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ـ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ؛ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ! أَفْتِيْنِىْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) – قَالَتْ : كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ ، فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ فِيْمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ ـ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّى تِسْعَ رَكَعَاتٍ ـ لاَ يَجْلِسُ فِيْهَا إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَدْعُوْ رَبَّهُ ـ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ـ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ ـ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى التَّاسِعَةَ ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ ، وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْ رَبَّهُ وَيُصَلِّى عَلَى نَبِيِّهِ ـ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ـ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ـ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ، وَأَخَذَ اللَّحْمُ ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، بَعْدَ مَا سَلَّمَ .

১১৯১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... ... সা'দ ইবন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিতরের সালাত সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন ঃ আমরা তাঁর জন্য মিস্ওয়াক ও উযূর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। এরপর আল্লাহ্ যখন চাইতেন তখন তাঁকে রাতের ঘুম থেকে জাগাতেন, তখন তিনি মিস্ওয়াক করতেন এবং উযূ করতেন। এরপর তিনি নয় রাক'আত সালাত আদায় করতেন; এতে তিনি মাত্র অষ্টম রাক'আতে বসতেন। পরে তিনি তাঁর রব্বের কাছে দু'আ করতেন, আল্লাহ্র যিক্র করতেন, তাঁর হাম্দ বয়ান করতেন এবং তাঁর নিকট দু'আ করতেন। এরপর বসতেন কিন্তু সালাম ফিরাতেন না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নবম রাক'আত আদায় করতেন। এরপর তিনি বসতেন এবং আল্লাহ্র যিক্র করতেন, আল্লাহ্র হাম্দ বয়ান করতেন এবং তাঁর রব্বের কাছে দু'আ করতেন এবং তাঁর নবীর উপর দরূদ পাঠ করতেন। এরপর তিনি আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন। সে সালামের পর তিনি বসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এভাবে এগার রাক'আত হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স যখন বেড়ে যায় এবং শরীর ভারী হয়ে যায়, তখন তিনি সাত রাক'আত বিতর আদায় করতেন এবং সালাম ফিরানোর পর দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١١٩٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُوْتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ ـ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ وَلاَ كَلاَمٍ .

১১৯২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাত কিংবা পাঁচ রাক'আত বিতর সালাত আদায় করতেন। তবে এর মাঝখানে তিনি সালাম ফিরাতেন না এবং কোন কথাও বলতেন না।

١٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوِتْرِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরে বিতর সালাত প্রসঙ্গে

١١٩٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ؛ قَالاَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ . اَنْبَأ شُعْبَةُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ . لاَ يَزِيْدُ عَلَيْهِمَا وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ . قُلْتُ : وَكَانَ يُوْتِرُ ؛ قَالَ : نَعَمْ .

১১৯৩ আহমদ ইবন সিনান ও ইসহাক ইবন মানসূর (র) ... ... সালিম (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফরে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন, এর চেয়ে বেশী আদায় করতেন না। আর তিনি রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। আমি বললাম ঃ তিনি কি বিতর আদায় করতেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

١١٩٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى . ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ ؛ قَالاَ : سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) صَلٰوةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ . وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ . وَالْوِتْرُ فِى السَّفَرِ سُنَّةٌ .

১১৯৪ ইসমাঈল ইবন মূসা (র) ... ... ইবন 'আব্বাস ও ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফরে দুই রাক'আত সালাতের নিয়ম প্রবর্তন করেন। এই দুই রাক'আতই পূরা সালাত ; কসর নয়। আর সফরে বিতরের সালাত সুন্নাত।

١٢٥- بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا

অনুচ্ছেদ ঃ বিতরের সালাতের পর বসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে

١١٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ . ثَنَا مَيْمُوْنُ بْنُ مُوْسٰى الْمَرَئِىُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ اُمِّهِ ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ ؛ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ .

১১৯৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... ... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বিতরের পরে বসে দুই রাক'আত সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন।

١١٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ . ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ . ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ؛ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ قَالَتْ . كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ . ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيْهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ . فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ ، قَامَ فَرَكَعَ

১১৯৬ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) ... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতরের সালাত এক রাক'আত আদায় করতেন। এরপর তিনি দুই রাক'আত

সালাত বসা অবস্থায় কিরাআতসহ আদায় করতেন। পরে যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি দাঁড়াতেন এবং রুকূ করতেন।

١٢٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিতর ও ফজরের দুই রাক'আত সালাতের পর ঘুমানো

١١٩٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : مَا كُنْتُ اَلْفِيْ اَوْ اَلْقَى النَّبِيَّ (ص) مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اِلاَّ وَهُوَ نَائِمٌ عِنْدِيْ .

قَالَ وَكِيعٌ : تَعْنِيْ بَعْدَ الْوِتْرِ .

১১৯৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ... ... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে রাতের শেষ প্রহরে আমার পাশে নিদ্রিত অবস্থায় পেয়েছি।

ওকী' (র) বলেন ঃ অর্থাৎ বিতরের সালাত আদায় করার পর।

١١٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) اِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ .

১১৯৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ...'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) ফজরের দুই রাক'আত সালাত আদায় করে তাঁর ডান পার্শ্বদেশে ভর করে আরাম করতেন।

١١٩٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هِشَامٍ ـ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ـ اَنْبَأ شُعْبَةُ ـ حَدَّثَنِيْ سُهَيْلُ بْنُ اَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ .

১১৯৯ 'উমর ইবন হিশাম (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের দুই রাক'আত সালাত আদায় করার পর আরাম করতেন।

١٢٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সওয়ারীর উপর বিতরের সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে

١٢٠٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ـ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ، عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ؛ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ـ

خلفتُ فَأَوْتَرْتُ - فَقَالَ : مَا خَلَفَكَ ؟ قُلْتُ : أَوْتَرْتُ ، فَقَالَ : أَمَا لَكَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؟ قُلْتُ : بَلٰى - قَالَ : فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يُوْتِرُ عَلٰى بَعِيْرِهِ .

১২০০ আহমদ ইবন সিনান (র) ... ... সা'য়ীদ ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইবন 'উমর (রা)-এর সংগে ছিলাম। তখন আমি পেছনে পড়ে গেলাম এবং (নীচে নেমে) বিতরের সালাত আদায় করলাম। তিনি বললেন ঃ কিসে তোমাকে পিছনে ফেলেছে? আমি বললাম ঃ আমি বিতরের সালাত আদায় করছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উত্তম আদর্শ বিদ্যমান নেই? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উটের পিঠে থাকাবস্থায় বিতরের সালাত আদায় করতেন।

١٢٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَسْفَاطِىُّ - ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ - ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اَنَّ النَّبِىَّ (ص) كَانَ يُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ .

১২০১ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ আসফাতী (র) ... ... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) সওয়ারীর উপর থাকাবস্থায় সালাতুল বিতর আদায় করতেন।

١٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوِتْرِ اَوَّلَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাতের প্রথমভাগে বিতরের সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে

١٢٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ، سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ - ثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِاَبِىْ بَكْرٍ : اَىَّ حِيْنٍ تُوْتِرُ ؟ قَالَ : اَوَّلَ اللَّيْلِ ، بَعْدَ الْعَتَمَةِ - قَالَ : فَاَنْتَ يَا عُمَرُ ؟ فَقَالَ : اٰخِرَ اللَّيْلِ - فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) : اَمَّا اَنْتَ يَا اَبَا بَكْرٍ - فَاَخَذْتَ بِالْوُثْقٰى ، وَاَمَّا اَنْتَ يَا عُمَرُ ، فَاَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ .

حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ، سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ - اَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

১২০২ আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন তাওবা (র) ... ... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ আপনি কোন্ সময় বিতরের সালাত আদায় করেন? তিনি বললেন ঃ 'আতামা অর্থাৎ 'ইশার সালাতের পরে রাতের প্রথমভাগে। তিনি বললেন ঃ হে 'উমর! আপনি কোন্ সময় (আদায় করেন)? তিনি বললেন ঃ রাতের শেষভাগে। তখন নবী (সা) বললেন ঃ হে আবূ বকর! আপনি তো সাবধানতার উপর আমল করেছেন। আর হে 'উমর! আপনি তো শক্তিমত্তা ও সাহসিকতার উপর আমল করছেন।

আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন তাওবা (র)... ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) আবূ বকর (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন । এরপর তিনি উপরিউক্ত বর্ণনার অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٢٩ - بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে ভুল হলে

١٢٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ قَالَ : صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَزَادَ اَوْ نَقَصَ - قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَالْوَهْمُ مِنِّيْ - فَقِيْلَ لَهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَزِيْدَ فِي الصَّلٰوةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ . اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ - فَاِذَا نَسِيَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ - ثُمَّ تَحَوَّلَ النَّبِيُّ (ص) فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

১২০৩ 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমির ইবন যুরারা (র)........ 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতে বেশি অথবা কম করেন। [ইবরাহীম (র) বলেন ঃ এ বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে]। তখন তাঁকে বলা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাতে কি কিছু বাড়ানো হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমি তো একজন মানুষ; আমিও ভুল করি, যেমন তোমরা কর। কাজেই তোমাদের কেউ যখন ভুল করে, সে যেন বসা অবস্থায় দু'টো সিজদা আদায় করে নেয়। এরপর নবী (সা) ফিরলেন এবং দু'টো সিজদা আদায় করলেন।

١٢٠٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ - ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى - حَدَّثَنِيْ عِيَاضٌ ؛ اَنَّهُ سَاَلَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : اَحَدُنَا يُصَلِّيْ فَلَا يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى - فَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّٰى ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১২০৪ 'আমর ইবন রাফি' (র)........ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের কেউ সালাত আদায় করে, অথচ সে জানে না কত রাক'আত আদায় করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) (এ প্রসঙ্গে) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে অথচ সে জানে না কত রাক'আত আদায় করেছে; তখন সে যেন বসা অবস্থায় দু'টো সিজদা আদায় করে।

١٣٠ - بَابُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَهُوَ سَاهٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ভুলবশতঃ যুহরে পাঁচ রাক'আত আদায় করলে

١٢٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ؛ قَالَا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ (ص) الظُّهْرَ خَمْسًا - فَقِيْلَ لَهُ - اَزِيْدَ فِي الصَّلٰوةِ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ فَقِيْلَ لَهُ - فَثَنٰى رِجْلَهُ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

১২০৫ মুহাম্মদ ইবন বাশশার ও আবূ বকর ইবন খাল্লাদ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (সা) যুহরে পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তখন তাঁকে বলা হলো ঃ

সালাতে কি বাড়ানো হয়েছে? তিনি বললেন ঃ সেটি কি? তাঁকে বলা হলো, তখন তিনি তাঁর পা ফিরিয়ে এলেন এবং দু'টো সিজদা (সাহউ) আদায় করেন।

١٣١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا

অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিতীয় রাক'আতের পর ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে সে প্রসঙ্গে

١٢٠٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُوْ بَكْرٍ ، ابْنَا أَبِيْ شَيْبَةَ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالُوْا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) صَلَّى صَلٰوةً ، أَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ - فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ - فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

১২০৬ 'উসমান, আবূ বকর ও হিশাম ইবন 'আম্মার (র)........ ইবন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সা) সালাত আদায় করলেন। (রাবী বলেন ঃ) আমার মনে হয় তা ছিল 'আসরের সালাত। দ্বিতীয় রাক'আতে বসার পূর্বে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর তিনি সালামের পূর্বে দু'টো সিজদা (সাহউ) আদায় করেন।

١٢٠٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ - ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ، وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ ؛ أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَامَ فِيْ ثِنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ نَسِيَ الْجُلُوْسَ حَتّٰى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ ، سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ .

১২০৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র)....... ইবন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যুহরের দ্বিতীয় রাক'আতের পরে ভুলবশতঃ না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। অবশেষে তিনি সালাত শেষে সালাম ফেরানোর পূর্বে দু'টো সাহউ সিজদা আদায় করেন এবং সালাম ফিরান।

١٢٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ - ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ - فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .

১২০৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).......... মুগীরা ইবন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন দ্বিতীয় রাক'আতের পরে দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু পূর্ণরূপে দাঁড়ায় না, তবে সে যেন বসে যায়। আর যদি পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সে বসবে না এবং দু'টো সাহউ সিজদা আদায় করে নেবে।

١٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلٰوتِهٖ فَرَجَعَ اِلَى الْيَقِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে কোনরূপ সন্দেহ হলে, ইয়াকীনের ভিত্তিতে সালাত আদায় করবে

١٢٠٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ الرَّقِّيُّ ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّيْدَلَانِيُّ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُوْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً - وَاِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ - وَاِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْاَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا - ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلٰوتِهٖ حَتّٰى يَكُوْنَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ .

১২০৯ আবূ ইউসুফ রাক্কী', মুহাম্মদ ইবন সাইদালানী (র)........ 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতের রাক'আত সংখ্যায় এক এবং দু'য়ের মধ্যে সন্দেহ করবে, তখন একে এক রাক'আত ধরে নেবে, আর যখন দুই ও তিনের মধ্যে সন্দেহ করবে, তখন একে দু' রাক'আত ধরে নেবে। আর যখন তিন ও চার রাক'আতের মধ্যে সন্দেহ হয়, তখন একে তিন রাক'আত ধরে নেবে। তারপর অবশিষ্ট সালাত পূর্ণ করবে, যাতে সন্দেহ অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হয়। তারপর সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টো (সাহউ) সিজদা আদায় করবে।

١٢١٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ - ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِي صَلٰوتِهٖ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ - فَاِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ - فَاِنْ كَانَتْ صَلٰوتُهٗ تَامَّةً ، كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً - وَاِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً ، كَانَتِ الرَّكْعَةُ لِتَمَامِ صَلٰوتِهٖ ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ اَنْفِ الشَّيْطَانِ .

১২১০ আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ তার সালাতে সন্দেহ করবে, তখন সে যেন সন্দেহ পরিহার করে এবং ইয়াকীনের উপর ভিত্তি করে। তারপর সে ইয়াকীনের সাথে সালাত সম্পন্ন করার পর দু'টো (সাহউ) সিজদা আদায় করবে। যদি তার সালাত পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে অতিরিক্ত রাক'আতটি হবে নফল। আর যদি অসম্পূর্ণ থাকে, তা হলে রাক'আতটি হবে সালাতের পূর্ণ করার সহায়ক। আর সিজদা দু'টো হবে শয়তানের জন্য নাকে খত দেওয়ার মত অপ্রীতিকর।

١٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلٰوتِهٖ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে সন্দেহ হলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ভাবনা-চিন্তা করবে

١٢١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ؛ قَالَ شُعْبَةُ : كَتَبَ اِلَيَّ وَقَرَاْتُهٗ عَلَيْهِ ، قَالَ : اَخْبَرَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ قَالَ : صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) صَلٰوةً لَا

نَدْرِىْ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَسَأَلَ ، فَحَدَّثْنَاهُ فَثَنَى رِجْلَهُ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ـ ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ شَىْءٌ لأَنْبَأْتُكُمُوْهُ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ ـ فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ ، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ، ذٰلِكَ مِنَ الصَّوَابِ ، فَيُتِمَّ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ ـ

১২১১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)........ 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত আদায় করলেন। আমরা বুঝতে পারলাম না যে, তিনি কি সালাতে বাড়িয়েছেন কিংবা কমিয়েছেন। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা পূর্ণ ঘটনা তাঁর কাছে খুলে বললাম। তারপর তিনি পা ঘুরিয়ে দিলেন এবং কিবলামুখী হলেন আর দু'টো সিজদা আদায় করলেন। এরপর তিনি সালাম ফিরিয়ে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ সালাতে যদি নতুন কিছু (সংযোজিত) হত, তাহলে অবশ্যই আমি তা তোমাদের জানিয়ে দিতাম। আর আমি তো একজন মানুষ; আমিও ভুল করি, যেমন তোমরা ভুল কর। যখন আমি ভুল করি, তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। তোমাদের কারো যদি সালাতে সন্দেহ হয়, তাহলে সে যেন ভেবে দেখে। আর এটাই হলো সঠিকতার অধিক নিকটবর্তী। এর উপর ভিত্তি করেই সালাত পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরাবে, আর দু'টো সিজদা আদায় করবে।

١٢١٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ـ

قَالَ الطَّنَافِسِىُّ ـ هٰذَا الْأَصْلُ ـ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَرُدُّهُ ـ

১২১২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যদি সালাতে সন্দেহ হয়, তবে সে যেন সঠিকতায় পৌঁছার লক্ষ্যে ভেবে দেখে। তারপর দু'টো (সাহউ) সিজদা আদায় করে।

তানাফিসী (র) বলেন ঃ এ হলো একটি মূলনীতি; যা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার কারো নেই।

١٣٤ ـ بَابُ فِيْمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِيًا ـ

অনুচ্ছেদ ঃ ভুলক্রমে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় রাক'আতে সালাম ফিরালে

١٢١٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُوْ كُرَيْبٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ـ قَالُوْا : ثَنَا أُسَامَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) سَهَا فَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ ـ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَقَصُرَتْ أَوْ نَسِيْتَ ؟ قَالَ : مَا قَصُرَتْ وَمَا نَسِيْتُ ؟ قَالَ : إِذًا ، فَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ـ قَالَ : أَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ ـ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ـ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ـ

১২১৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ, আবূ কুরায়ব ও আহমদ ইবন সিনান (র)...... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভুলবশতঃ দ্বিতীয় রাক'আতে সালাম ফিরান। তখন যুল-য়াদায়ন নামক

এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি কম হয়েছে, অথবা আপনি ভুল করেছেন? তিনি বললেন ঃ সালাত কম হয়নি এবং আমিও ভুল করিনি। তিনি (যুল-য়াদায়ন) বললেন ঃ কিন্তু আপনি তো দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। নবী (সা) বললেন ঃ যুল-য়াদায়ন যা বলেছে, ঘটনা কি তা-ই? সাহাবীগণ বললেন ঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি অগ্রসর হয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন, এরপর সালাম ফিরালেন। তারপর দু'টো সাহউ সিজদা আদায় করলেন।

١٢١٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ (ص) إِحْدَى صَلَوٰتَيِ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ ـ ثُمَّ سَلَّمَ ـ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا ـ فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ يَقُولُونَ : قَصُرَتِ الصَّلٰوةُ ـ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يَقُولَا لَهُ شَيْئًا ـ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ ، يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ ـ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ! أَقَصُرَتِ الصَّلٰوةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ : لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَ ـ قَالَ : فَإِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ـ فَقَالَ : أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ـ قَالَ : فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ـ ثُمَّ سَلَّمَ ـ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ـ ثُمَّ سَلَّمَ ـ

১২১৪ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতের সালাতের কোন এক সালাতে আমাদের নিয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি মসজিদে সংরক্ষিত এক টুক্রা কাঠের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। লোকেরা দ্রুত বেরিয়ে এসে বলতে লাগল ঃ সালাত কম করা হয়েছে। লোকদের মধ্যে আবূ বকর ও 'উমর (রা) উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এ বিষয়ে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ বোধ করলেন। লোকদের মধ্যে লম্বা দু' হাত বিশিষ্ট যুল-য়াদায়ন নামক জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি কম করা হয়েছে, অথবা আপনি ভুল করেছেন? তিনি বললেন ঃ সালাত কম হয়নি আর আমি ভুলও করিনি। সে বলল ঃ আপনি তো দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। নবী (সা) বললেন ঃ যুল-য়াদায়ন যা বলছে তা কি ঠিক? সাহাবায়ে কিরাম বললেন ঃ হ্যাঁ। (রাবী) বলেন ঃ তখন নবী (সা) দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর দু'টো (সাহউ) সিজদা আদায় করলেন। এরপর সালাম ফিরালেন।

١٢١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ـ ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ : قَالَ : سَلَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ـ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ ـ فَقَامَ الْخِرْبَاقُ ، رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ ، فَنَادَى : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ! أَقَصُرَتِ الصَّلٰوةُ ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ إِزَارَهُ ـ فَسَأَلَ ، فَأُخْبِرَ ـ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ـ ثُمَّ سَلَّمَ ـ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ـ ثُمَّ سَلَّمَ ـ

১২১৫ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও আহমদ ইবন সাবিত জাহ্দারী (র)....... 'ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'আসরের সালাত তিন রাক'আত আদায় করে

সালাম ফিরালেন। এরপর দাঁড়ালেন এবং হুজরায় প্রবেশ করলেন। দীর্ঘ হাত বিশিষ্ট খিরবাক নামক জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি কম হয়েছে? তখন তিনি চাদর হেঁচড়িয়ে, রাগান্বিত অবস্থায় বেরিয়ে এসে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে (বিষয়টি) অবহিত করা হলো। তারপর তিনি ছুটে যাওয়া রাক'আতটি আদায় করে নিলেন। এরপর সালাম ফিরিয়ে দু'টো (সাহউ) সিজদা আদায় করলেন, এরপর সালাম ফিরান।

١٣٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পূর্বে সাহউ সিজদা করা

١٢١٦ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ـ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ـ ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ ـ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِيْ أَحَدَكُمْ فِيْ صَلٰوتِهِ ، فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ حَتّٰى لاَ يَدْرِيْ زَادَ أَوْ نَقَصَ ـ فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ـ ثُمَّ يُسَلِّمُ .

১২১৬ সুফয়ান ইবন ওকী' (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কারো কারো কাছে সালাতরত অবস্থায় শয়তান আসে। তারপর সে তার ও তার অন্তরের মাঝে ঢুকে পড়ে; ফলে সে জানে না তার সালাত বেশী হয়েছে না কম হয়েছে। যখন এরূপ হয়, তখন সে যেন সালামের পূর্বে দু'টো সাহউ সিজদা আদায় করে নেয়, এরপর সালাম ফিরায় (অর্থাৎ সালাত শেষ করে)।

١٢١٧ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ـ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ـ ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ اٰدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ ـ فَلاَ يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى ـ فَإِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ .

১২১৭ সুফয়ান ইবন ওকী' (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ শয়তান তো আদম সন্তান ও তার অন্তরের মাঝে এমনভাবে ঢুকে পড়ে; ফলে সে জানে না, কত রাক'আত সালাত আদায় করেছে। যখন এরূপ হয়, তখন সে যেন সালামের পূর্বে দু'টো (সাহউ) সিজদা আদায় করে।

١٣٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পর সাহউ সিজদা করা

١٢١٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ ـ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ ـ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) فَعَلَ ذٰلِكَ .

১২১৮ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ (র)....... 'আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা ইবন মাসঊদ (রা) সালামের পর দুটো সাহউ সিজদা আদায় করেন এবং তিনি বলেন ঃ নবী (সা) এরূপ করেছেন।

১২১৯ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالاَ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمِ الْعَنْسِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : فِيْ كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ ، بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ .

১২১৯ হিশাম ইবন 'আম্মার ও 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র)........ সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক ভুলের জন্য সালামের পর দু'টো সাহউ সিজদা আদায় করতে হবে।

١٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের অংশ বিশেষের উপর ভিত্তি করে বাকী অংশের আদায় করা

১২২০ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) إِلَى الصَّلٰوةِ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ ، فَمَكَثُوْا ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً - فَصَلَّى بِهِمْ - فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّيْ خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ جُنُبًا - وَإِنِّيْ نَسِيْتُ حَتّٰى قُمْتُ فِي الصَّلٰوةِ .

১২২০ ইয়া'কূব ইবন হুমায়দ ইবনে কাসিব (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) সালাতের জন্য বের হলেন, প্রথমে তিনি এক তাকবীরও বললেন। এরপর তিনি সাহাবীদের দিকে ইশারা করলেন। ফলে তাঁরা তাঁদের স্থানে অবস্থান করলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন এবং গোসল করলেন আর তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা ঝরছিল। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাত শেষে বললেন ঃ আমি তোমাদের নিকট জানাবাত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিলাম। আর আমি ভুলক্রমে সালাত শুরু করেছিলাম।

১২২১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى - ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ - ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ - قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ ، فَلْيَنْصَرِفْ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلٰى صَلٰوتِهِ ، وَهُوَ فِيْ ذٰلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ .

১২২১ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)........ 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সালাতে কারো যদি বমি হয়, অথবা নাক থেকে রক্ত ঝরে অথবা মুখ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য বেরিয়ে আসে অথবা মযী নির্গত হয়। তাহলে সে যেন ফিরে যায় এবং উযূ করে। এরপর পূর্ববর্তী সালাতের উপর ভিত্তি করে সালাত আদায় করে। আর এ সময় সে কোন কথা বলবে না।

١٣٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ اَحْدَثَ فِى الصَّلٰوةِ كَيْفَ يَنْصَرِفُ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে উযূ ভংগ হলে কিভাবে বেরিয়ে আসবে

١٢٢٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيْدَةَ بْنِ زَيْدٍ ـ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَاَحْدَثَ ، فَلْيُمْسِكْ عَلٰى اَنْفِهٖ ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ .

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ـ ثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) نَحْوَهُ .

১২২২ 'উমর ইবন শাব্বা ইবন 'আবীদা ইবন যায়দ (র)...... 'আয়েশা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কারো যদি সালাতের অবস্থায় উযূ ভংগ হয়ে যায়, তা হলে সে যেন তার নাক ধরে পেছনে চলে আসে।

হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র).......... 'আয়েশা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلٰوةِ الْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির সালাত প্রসঙ্গে

١٢٢٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ قَالَ ، كَانَ بِى النَّاصُوْرُ فَسَاَلْتُ النَّبِيَّ (ص) عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا ، فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ، فَعَلٰى جَنْبٍ .

১২২৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....... 'ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'নাসূর' রোগে আক্রান্ত ছিলাম। তখন আমি নবী (সা)-এর কাছে সালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর। যদি তুমি এতে সক্ষম না হও, তাহলে বসে আদায় করবে। আর যদি তাতেও সক্ষম না হও, তাহলে পার্শ্বদেশের উপর ভর করে সালাত আদায় করবে।

١٢٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ ـ ثَنَا اِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ اَبِيْ حَرِيْزٍ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ؛ قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِيَّ (ص) صَلّٰى جَالِسًا عَلٰى يَمِيْنِهٖ ، وَهُوَ وَجِعٌ .

১২২৪ 'আবদুল হামীদ ইবন বায়ান ওয়াসিতী (র)....... ওয়াইল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে তাঁর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর ডানদিকের উপর ভর করে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

١٤٠ - بَابُ فِىْ صَلٰوةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا

অনুচ্ছেদ ঃ নফল সালাত বসে আদায় করা প্রসঙ্গে

١٢٢٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : وَالَّذِىْ ذَهَبَ بِنَفْسِهِ (ص) مَا مَاتَ حَتّٰى كَانَ اَكْثَرُ صَلٰوتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ - وَكَانَ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَيْهِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ الَّذِىْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَاِنْ كَانَ يَسِيْرًا .

১২২৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঐ জাতের কসম, যিনি নবী (সা)-এর জান কবয করেছেন। ওফাতের আগ পর্যন্ত তিনি অধিকাংশ (নফল) সালাত বসেই আদায় করতেন। আর আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় আমল হলো ঐ নেক আমল; যা বান্দা সব সময় আদায় করে থাকে; যদিও তা কম হয়।

١٢٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِشَامٍ ، عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ (ص) يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ - فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اِنْسَانٌ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً .

১২২৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)....... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) (নফল সালাতে) বসে কিরা'আত পাঠ করতেন। আর তিনি যখন রুকূ করার ইরাদা করতেন, তখন লোকে যাতে চল্লিশ আয়াত পাঠ করতে পারে, এ সময় পরিমাণ দাঁড়াতেন।

١٢٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ - ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّىْ فِىْ شَىْءٍ مِنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ اِلاَّ قَائِمًا - حَتّٰى دَخَلَ فِى السِّنِّ - فَجَعَلَ يُصَلِّىْ جَالِسًا - حَتّٰى اِذَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً ، اَوْ ثَلاَثُوْنَ اٰيَةً ، قَامَ فَقَرَأَهَا وَسَجَدَ .

১২২৭ আবূ মারওয়ান 'উসমানী (র)................ 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাঁড়িয়েই রাতের (নফল) সালাত আদায় করতে দেখেছি। এরপর যখন তাঁর বয়স বেশী হয়ে যায়, তখন তিনি বসে সালাত আদায় করেন। তবে তাঁর কিরাআতে চল্লিশ অথবা ত্রিশ আয়াত পরিমাণ সময় অবশিষ্ট থাকতে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তা পাঠ করে সিজদা আদায় করতেন।

١٢٢٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِىِّ ، قَالَ : سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّىْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا - وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا - فَاِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا - وَاِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

১২২৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইবন শাকীক 'উকায়লী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন ঃ নবী (সা) রাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে এবং রাতে দীর্ঘক্ষণ বসে সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করতেন, তখন তিনি দাঁড়ান থেকেই রুকূ করতেন। আর যখন কিরা'আত বসে পাঠ করতেন, তখন বসা থেকেই রুকূ করতেন।

١٤١ - بَابُ صَلٰوةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلٰوةِ الْقَائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ বসে সালাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে

١٢٢٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ - ثَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَاهُ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) مَرَّ بِهٖ وَهُوَ يُصَلِّىْ جَالِسًا - فَقَالَ : صَلٰوةُ الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلٰوتِ الْقَائِمِ .

১২২৯ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বসে সালাত আদায় করছিলেন, আর এ সময় নবী (সা) তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নবী (সা) বললেন ঃ বসে সালাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে।

١٢٣٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ - ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) خَرَجَ فَرَاٰى اُنَاسًا يُصَلُّوْنَ قُعُوْدًا - فَقَالَ : صَلٰوةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلٰوةِ الْقَائِمِ .

১২৩০ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র)..........., আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হলেন এবং একদল লোককে বসে সালাত আদায় করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন ঃ বসে সালাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে।

١٢٣١ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ؛ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ قَاعِدًا - قَالَ : مَنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ - وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ - وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ .

১২৩১ বিশর ইবন হিলাল সাওয়াফ (র)...... 'ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন- যে বসে সালাত আদায় করছিল। তিনি বললেন ঃ যে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করল, সে উত্তম। আর যে বসে সালাত আদায় করল, তার জন্য রয়েছে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব। আর যে শুয়ে শুয়ে তন্দ্রা অবস্থায় সালাত আদায় করল, তার জন্যে রয়েছে বসে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব।

١٤٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ مَرَضِهٖ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তিম রোগের সময়ের সালাত প্রসঙ্গে

١٢٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ـ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ـ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ : لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَرَضَهُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ – وَقَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ : لَمَّا ثَقُلَ – جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلٰوةِ ، فَقَالَ : مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ـ قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ ـ تَعْنِيْ رَقِيْقٌ ـ وَمَتٰى مَا يَقُوْمُ مَقَامَكَ يَبْكِيْ فَلَا يَسْتَطِيْعُ فَلَوْ اَمَرْتَ عُمَرَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ ـ فَقَالَ : مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَاِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوْسُفَ – قَالَتْ : فَاَرْسَلْنَا اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ ، فَصَلّٰى بِالنَّاسِ ـ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنْ نَفْسِهٖ خِفَّةً ـ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ـ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْاَرْضِ ـ فَلَمَّا اَحَسَّ بِهٖ اَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ ـ فَاَوْمٰى اِلَيْهِ النَّبِيُّ (ص) اَنْ مَكَانَكَ ـ قَالَ : فَجَاءَ حَتّٰى اَجْلَسَاهُ اِلٰى جَنْبِ اَبِيْ بَكْرٍ ـ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ (ص) وَالنَّاسُ يَأْتَمُّوْنَ بِاَبِيْ بَكْرٍ ـ

১২৩২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র)......... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এমন রোগে আক্রান্ত হলেন, যে রোগে তিনি ইন্তিকাল করেন। (আবু মু'আবিয়া বলেন ঃ যখন পীড়া বৃদ্ধি পেল) বিলাল (রা) এসে তাঁকে সালাত সম্পর্কে অবহিত করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা আবূ বকর (রা)-কে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বকর তো অত্যন্ত দয়ার্দ্র অন্তর, অর্থাৎ নম্র স্বভাবের অধিকারী। যখন তিনি আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন এবং তিনি সালাত আদায়ে সক্ষম হবেন না। কাজেই আপনি যদি 'উমর (রা)-কে নির্দেশ দিতেন, তবে তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে পারতেন। তখন নবী (সা) বললেন ঃ আবূ বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। (তিনি আরো বললেন ঃ) তোমরা তো (বাদানুবাদে) য়ূসুফ (আ)-কে পরিবেষ্টনকারী সঙ্গীণিদের মতই করছো। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ তখন আমরা আবূ বকরের কাছে লোক পাঠালাম, তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় শুরু করলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেকে একটু সুস্থ মনে করলেন। তখন তিনি দু'জনের কাঁধে ভর করে সালাত আদায়ের জন্য বের হলেন, তবে তাঁর পা দু'খানি মাটির উপর হেঁচড়ে যাচ্ছিল। আবূ বকর (রা) তাঁর আগমণ অনুভব করতে পেরে পিছু হটতে উদ্যত হলেন। কিন্তু নবী (সা) তাঁকে ইশারায় বললেন ঃ তুমি তোমার স্থানে থাক। রাবী (বিলাল) বলেন ঃ তখন নবী (সা) আসলেন, এমনকি তাঁরা উভয়ে তাঁকে আবূ বকর (রা)-এর কাছে বসিয়ে দিলেন। তারপর আবূ বকর (রা) নবী (সা)-এর ইকতিদা করেন, আর লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর ইকতিদা করে।

١٢٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِيْ مَرَضِهِ ـ فَكَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ ـ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) خِفَّةً ـ فَخَرَجَ ، وَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ ـ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَيْ كَمَا اَنْتَ ـ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حِذَاءَ اَبِيْ بَكْرٍ ، اِلٰى جَنْبِهٖ ـ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلٰوةِ اَبِيْ بَكْرٍ .

১২৩৩ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)....... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোগাক্রান্ত থাকাকালে আবূ বকর (রা)-কে লোকদের নিয়ে সালাতের ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন, তিনি লোকদের নিয়ে সালাতের ইমামতি শুরু করলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটু সুস্থ বোধ করলেন। তখন নবী (সা) বের হলেন, এ সময় আবূ বকর (রা) লোকদের নিয়ে সালাতের ইমামতি করছিলেন। আবূ বকর (রা) যখন নবী (সা)-কে দেখতে পেলেন, তখন তিনি পেছনে হটতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ইশারায় বললেন ঃ যেমন আছ তেমন থাক। এরপর নবী (সা) আবূ বকর (রা)-এর পাশে, তাঁর বরাবর বসে পড়লেন। এরপর আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইকতিদা করে সালাত আদায় করলেন, আর লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর ইকতিদা করে সালাত আদায় করলো।

١٢٢٤ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ـ اَنْبَأَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ ، مِنْ كِتَابِهٖ فِيْ بَيْتِهٖ ؛ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ ـ اَنَا عَنْ نُعَيْمِ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيْطٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ ؛ قَالَ : اُغْمِيَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ مَرَضِهٖ ـ ثُمَّ اَفَاقَ ـ فَقَالَ : اَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ ـ قَالَ : مُرُوْا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ ـ وَمُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ اُغْمِيَ عَلَيْهِ ، فَاَفَاقَ ـ فَقَالَ : اَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ ـ قَالَ مُرُوْا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ ـ وَمُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ اُغْمِيَ عَلَيْهِ ، فَاَفَاقَ ـ فَقَالَ : اَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ ـ قَالَ : مُرُوْا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ ـ وَمُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : اِنَّ اَبِيْ رَجُلٌ اَسِيْفٌ ـ فَاِذَا قَامَ ذٰلِكَ الْمَقَامَ يَبْكِيْ ، لَا يَسْتَطِيْعُ ـ فَلَوْ اَمَرْتَ غَيْرَهُ ـ ثُمَّ اُغْمِيَ عَلَيْهِ ، فَاَفَاقَ ـ فَقَالَ : مُرُوْا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ ـ وَمُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَاِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ ـ اَوْ صَوَاحِبَاتُ يُوْسُفَ ـ قَالَ : فَاُمِرَ بِلَالٌ فَاَذَّنَ ـ وَاُمِرَ اَبُوْ بَكْرٍ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ ـ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) وَجَدَ خِفَّةً ، فَقَالَ : اُنْظُرُوْا لِيْ مَنْ اَتَّكِئُ عَلَيْهِ ـ فَجَاءَتْ بَرِيْرَةُ وَرَجُلٌ اٰخَرُ ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهِمَا ـ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ ، ذَهَبَ لِيَنْكِصَ ـ فَاَوْمَأَ اِلَيْهِ ، اَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ ـ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حَتّٰى جَلَسَ اِلٰى جَنْبِ اَبِيْ بَكْرٍ ـ حَتّٰى قَضٰى اَبُوْ بَكْرٍ صَلٰوتَهُ ـ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قُبِضَ .

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ - لَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ غَيْرُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ ·

১২৩৪ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র)........ সালিম ইবন 'উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রোগের প্রচণ্ডতায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। এরপর তিনি চেতনা ফিরে পেলেন এবং বললেন ঃ সালাতের সময় হয়েছে কি? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ বিলালকে নির্দেশ দাও, সে যেন আযান দেয় আর আবূ বকরকে বল সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। এরপর তিনি আবার বেহুঁশ হয়ে পড়লেন এবং পুনরায় চেতনা ফিরে পেলেন এবং বললেন ঃ সালাতের সময় হয়েছে কি? সাহাবীরা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ বিলালকে নির্দেশ দাও, সে যেন আযান দেয় আর আবূ বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। তারপর তিনি আবার বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তিনি পুনরায় চেতনা ফিরে পেলেন এবং বললেন ঃ সালাতের সময় হয়েছে কি? তারা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ বিলালকে নির্দেশ দাও, সে যেন আযান দেয় আর আবূ বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। তখন 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ আমার পিতা তো একজন নরম প্রকৃতির মানুষ, তিনি যখন ঐ স্থানে দাঁড়াবেন তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন এবং তিনি (দাঁড়াতেই) সক্ষম হবেন না। তাই আপনি যদি কাউকে নির্দেশ দিতেন! তারপর নবী (সা) আবার বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তিনি পুনরায় চেতনা ফিরে পেয়ে বললেন ঃ বিলালকে বল, সে যেন আযান দেয় এবং আবূ বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আর তোমরা তো (বাদানুবাদে) য়ূসুফ (আ)-এর সঙ্গী অথবা বলেছেন য়ূসুফ (আ)-এর সঙ্গীণিদের মত। রাবী বলেন ঃ তখন বিলালকে নির্দেশ দেয়া হলে তিনি আযান দিলেন এবং আবূ বকরকে বলা হলে তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় (শুরু) করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটু সুস্থ বোধ করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার জন্য এমন কারো ব্যবস্থা কর, যার উপর ভর করে আমি চলতে পারি। তখন বারীরা ও অন্য এক ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। তিনি তাদের উপর ভর করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আবূ বকর (রা) তাঁকে দেখে পিছু হটতে উদ্যত হলেন। তিনি তাঁকে ইশারায় স্বস্থানে থাকতে বললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে আবূ বকরের পাশে বসলেন, অবশেষে আবূ বকর (রা) তাঁর সালাত শেষ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকাল হয়।

আবূ 'আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন ঃ এ হাদীসটি গরীব। নাসর ইবন 'আলী ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

١٢٣٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَرَضَهُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ ، كَانَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ - فَقَالَ : ادْعُوْا لِيْ عَلِيًّا - قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! نَدْعُوْلَكَ اَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالَ : ادْعُوْهُ - قَالَتْ حَفْصَةُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! نَدْعُوْلَكَ عُمَرَ ؟ قَالَ : ادْعُوْهُ - قَالَتْ اُمُّ الْفَضْلِ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! نَدْعُوْلَكَ الْعَبَّاسَ؟ نَعَمْ - فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَأْسَهُ ، فَنَظَرَ فَسَكَتَ - فَقَالَ عُمَرُ : قُوْمُوْا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) - ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلٰوةِ - فَقَالَ : مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ حَصِرٌ - وَمَتٰى لَا يَرَاكَ ، يَبْكِيْ ، وَالنَّاسُ يَبْكُوْنَ ، فَلَوْ اَمَرْتَ عُمَرَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ - فَخَرَجَ

أَبُوْ بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ـ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ـ فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ـ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ ـ فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَبَّحُوْا بِأَبِي بَكْرٍ ـ فَذَهَبَ لِيَسْتَأْخِرَ ـ فَأَوْمَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ (ص) أَيْ مَكَانَكَ ـ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَجَلَسَ عَنْ يَمِيْنِهِ ـ وَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ ـ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ (ص) وَالنَّاسُ يَأْتَمُّوْنَ بِأَبِي بَكْرٍ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُوْ بَكْرٍ.

قَالَ وَكِيْعٌ : وَكَذَا السُّنَّةُ.

قَالَ : فَمَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِي مَرَضِهِ ذٰلِكَ.

১২৩৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে রোগে আক্রান্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকাল করেন, এ সময় তিনি 'আয়েশা (রা)-এর ঘরে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ 'আলীকে আমার নিকট ডেকে আন। 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আবূ বকর (রা)-কে আপনার কাছে ডেকে পাঠাব? তিনি বললেন ঃ তাকে ডাক। হাফসা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি 'উমর (রা)-কে আপনার কাছে ডেকে পাঠাব? তিনি বললেন ঃ তাকে ডাক। উম্মুল ফাযল (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার কাছে 'আব্বাস (রা)-কে ডেকে পাঠাব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তাঁরা সবাই সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মাথা উঠালেন, তাকালেন এবং চুপ করে থাকলেন। তখন 'উমর (রা) বললেন ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে উঠে যাও। তারপর বিলাল (রা) এসে তাঁকে সালাত সম্পর্কে অবহিত করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা আবূ বকর (রা)-কে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ বকর (রা) তো একজন নরম অন্তরের লোক। তিনি যখন আপনাকে দেখবেন না, তখন তিনি কেঁদে ফেলবেন এবং লোকেরাও (তাঁর সাথে) কাঁদবে। আপনি যদি 'উমর (রা)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন! এরপর আবূ বকর (রা) বেরিয়ে এলেন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় (শুরু) করলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে একটু সুস্থ বোধ করলেন এবং তিনি দু'জনের কাঁধে ভর করে (সালাতের জন্য) বের হলেন। আর তাঁর পা দু'খানা যমীনের সাথে হেঁচড়াচ্ছিল। সাহাবীগণ যখন নবী (সা)-কে দেখতে পেলেন, তখন তাঁরা তাসবীহ পাঠের মাধ্যমে আবূ বকর (রা)-কে সতর্ক করে দিলেন। আবূ বকর (রা) পিছু হটতে উদ্যত হলেন, তখন নবী (সা) তাঁকে তাঁর স্থানে থাকার জন্য ইশারা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে তাঁর ডান পার্শ্বে বসে পড়লেন। আর আবূ বকর (রা) তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবূ বকর (রা) নবী (সা)-এর ইকতিদা করলেন আর সাহাবীগণ আবূ বকর (রা)-এর ইকতিদা করলেন।

ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ আবূ বকর (রা) কিরা'আতের যে পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তারপর থেকে কিরা'আত শুরু করেন।

ওকী' (র) বলেন ঃ এটাই হল সুন্নত তরীকা।

রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর এ রোগেই ইনতিকাল করেন।

١٤٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِهٖ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাঁর কোন উম্মতের পেছনে সালাত আদায় প্রসঙ্গে

١٢٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ـ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ ـ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ صَلّٰى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً ـ فَلَمَّا اَحَسَّ بِالنَّبِيِّ (ص) ذَهَبَ يَتَاَخَّرُ ، فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ (ص) اَنْ يُتِمَّ الصَّلٰوةَ ـ قَالَ : وَقَدْ اَحْسَنْتَ ـ كَذٰلِكَ فَافْعَلْ .

১২৩৬ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)........ মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলার পথে পেছনে পড়লেন। আর আমরাও কাওমের কাছে এসে পৌঁছলাম। তাদের নিয়ে 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) এক রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তিনি যখন নবী (সা)-এর উপস্থিতি অনুভব করলেন, তখন পিছু হটতে উদ্যত হলেন। নবী (সা) তাঁকে ইশারায় সালাত পূরা করতে বললেন। তিনি বললেন ঃ তুমি উত্তম কাজ করেছ, আর এরূপই করবে।

١٤٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম নিয়োগ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য

١٢٣٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتِ : اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ يَعُوْدُوْنَهٗ ، فَصَلَّى النَّبِيُّ (ص) جَالِسًا ـ فَصَلُّوْا بِصَلٰوتِهٖ قِيَامًا ـ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ اجْلِسُوْا ـ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ ـ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا ـ وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا ـ وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا .

১২৩৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........ 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়লে সাহাবায়ে কিরাম তাঁর পরিচর্যার জন্য তাঁর কাছে আসলেন। তখন নবী (সা) বসে সালাত আদায় করেন আর তারা তাদের সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করেন। এরপর তিনি তাদের বসার জন্য ইশারা করেন। সালাত শেষে তিনি বলেন ঃ ইমাম নিয়োগ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য। কাজেই যখন সে রুকূ করে, তখন তোমরাও রুকূ করবে। আর যখন সে মাথা উঠায়, তখন তোমরাও মাথা উঠাবে। আর যখন সে বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

١٢٣٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ـ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ ، فَدَخَلْنَا نَعُوْدُهٗ ـ وَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ ، فَصَلّٰى بِنَا قَاعِدًا ، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهٗ قُعُوْدًا ـ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ ، قَالَ : اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا ، وَاِذَا

رَكَعَ فَارْكَعُوْا ، وَاِذَا قَالَ : (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) فَقُوْلُوْا : (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) ، وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا ، وَاِذَا صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعِيْنَ .

১২৩৮ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সা) ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান এবং ডান পাঁজরে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তখন আমরা তাঁর পরিচর্যার জন্য উপস্থিত হই। সালাতের সময় হলে তিনি আমাদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করেন। আর আমরাও তাঁর পেছনে বসে সালাত আদায় করি। সালাত শেষে তিনি বলেন ঃ ইমাম নিয়োগ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য। যখন সে তাকবীর বলে, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, আর যখন সে রুকূ' করে, তখন তোমরাও রুকূ করবে এবং যখন সে "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলে, তখন তোমরা বলবে ঃ "রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ"। আর যখন সে সিজদা করে, তখন তোমরাও সিজদা করবে। আর যখন সে বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরাও সবাই বসে সালাত আদায় করবে।

١٢٢٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ - فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا - وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا - وَاِذَا قَالَ : (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) فَقُوْلُوْا : (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) ، وَاِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا - وَاِنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا .

১২৩৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ইমাম নিয়োগ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য। সে যখন তাকবীর বলে, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, আর সে যখন রুকূ করে, তখন তোমরাও রুকূ' করবে। আর যখন সে বলে ঃ 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' তখন তোমরা বলবে ঃ "রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ"। আর যদি সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তবে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে এবং যদি সে বসে সালাত আদায় করে, তবে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

١٢٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ - اَنْبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَاَبُوْ بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ - فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا فَرَاٰنَا قِيَامًا - فَاَشَارَ اِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُوْدًا - فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : اِنْ كِدْتُمْ اَنْ تَفْعَلُوْا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ - يَقُوْمُوْنَ عَلٰى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ - فَلَا تَفْعَلُوْا - ائْتَمُّوْا بِاَئِمَّتِكُمْ - اِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا - وَاِنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا .

১২৪০ মুহাম্মদ ইবন রুমহ মিসরী (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তিনি বসে সালাত আদায় করেন এবং আমরা তাঁর পেছনে সালাত আদায় করি। আবূ বকর (রা) তাকবীর বলেন, লোকেরা তাঁর তাকবীর শুনতে পায়। তিনি

আমাদের দিকে তাকান এবং আমাদেরকে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখেন। তখন তিনি আমাদের দিকে ইশারা করেন, ফলে আমরা বসে পড়ি এবং বসেই তাঁর পেছনে সালাত আদায় করি। এরপর সালাম ফিরিয়ে বলেন ঃ তোমরা এরূপ করলে তা হবে রূম ও পারস্যবাসীদের মত আচরণ। তারা তাদের নেতাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে অথচ তারা বসে থাকে। তোমরা এরূপ করবে না। তোমরা তোমাদের ইমামের অনুসরণ করবে। যদি সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তবে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর যদি সে বসে সালাত আদায় করে, তাহলে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

١٤٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাতে দু'আ কুনুত পাঠ করা প্রসঙ্গে

١٢٤١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ، عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ ، سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ ؛ قَالَ ، قُلْتُ لِاَبِىْ : يَا اَبَتِ اِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوْفَةِ ، نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ - فَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : اَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ .

১২৪১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র).......... সা'দ ইবন তারিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম ঃ হে আমার পিতা! আপনি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর, 'উমর, 'উসমান ও 'আলী (রা)-এর পেছনে এই কূফায় প্রায় পাঁচ বছর সালাত আদায় করেছেন। তাঁরা কি ফজরে দু'আ কুনূত পাঠ করতেন? তখন তিনি বললেন ঃ হে বৎস! এ তো নব আবিষ্কার (বিদ'আত)।

١٢٤٢ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ نَصْرٍ الضَّبِّيُّ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلٰى ، زُنْبُوْرٌ - ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ ؛ قَالَتْ : نُهِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَنِ الْقُنُوْتِ فِي الْفَجْرِ .

১২৪২ হাতিম ইবন নাস্‌র যাব্বী (র)....... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ফজরে দু'আ কুনূত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

١٢٤٣ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ - ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَقْنُتُ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ - يَدْعُوْ عَلٰى حَيٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، شَهْرًا - ثُمَّ تَرَكَ .

১২৪৩ নাস্‌র ইবন 'আলী জাহ্‌যামী (র)........... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করতেন। তিনি এক মাস আরবের কোন এক গোত্রের প্রতি বদ-দু'আ করেছেন (অর্থাৎ কুনূতে নাযিলা) পাঠ করেন। এরপর তিনি তা ছেড়ে দেন।

١٢٤٤ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : لَمَّا رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَأْسَهُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَالَ (اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ بِمَكَّةَ - اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ).

১২৪৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের সালাতের পর মাথা উঠিয়ে বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ بِمَكَّةَ - اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ .

"ইয়া আল্লাহ্! আপনি ওয়ালিদ ইবন ওয়ালিদ, সালামা ইবন হিশাম, 'আয়্যাশ ইবন আবূ রাবি'আ এবং মক্কার দুঃস্থ ব্যক্তিদের নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ্! আপনি মুযার গোত্রের উপর আপনার কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ করুন, আর আপনি তাদের উপর যুসুফ (আ)-এর সময়ের বহু বছরের দুর্ভিক্ষের অনুরূপ করুন।

١٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِى قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের অবস্থায় সাপ এবং বিচ্ছু হত্যা করা প্রসঙ্গে

١٢٤٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ؛ قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ : الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ .

১২৪৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) সালাতের মধ্যে দুটি কাল প্রাণী, অর্থাৎ সাপ ও বিচ্ছু হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

١٢٤٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْأَوْدِيُّ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ؛ قَالاَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الدَّهَّانُ - ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : لَدَغَتِ النَّبِيَّ (ص) عَقْرَبٌ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ - فَقَالَ : لَعَنَ اللّٰهُ الْعَقْرَبَ - مَا تَدَعُ الْمُصَلِّيَ وَغَيْرَ الْمُصَلِّيْ - اقْتُلُوْهَا فِى الْحِلِّ وَالْحَرَامِ .

১২৪৬ আহমদ ইবন 'উসমান ইবন হাকীম আওদী ও 'আব্বাস ইবন জা'ফর (র)....... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা সালাতে থাকাবস্থায় নবী (সা)-কে বিচ্ছু দংশন করে। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ বিচ্ছুর প্রতি লানত করেছেন। সালাতে রত বা সালাতে রত নয়, যে কাউকে সে রেহাই দেয় না। তোমরা হিল্ল ও হারাম উভয় স্থানেই একে হত্যা করবে।

١٢٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ ثَنَا الْهَيْثَمُ ابْنُ جَمِيلٍ ـ ثَنَا مُنْدَلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَتَلَ عَقْرَبًا وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ .

১২৪৭ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....... ইবন আবূ রাফি' (র)-এর পিতামহ থেকে বর্ণিত। নবী (সা) সালাতে থাকাবস্থায় একটা বিচ্ছু হত্যা করেন।

١٤٧ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজর ও 'আসরের পর (নফল) সালাত আদায় নিষিদ্ধ

١٢٤٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) نَهٰى عَنْ صَلٰوتَيْنِ عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

১২৪৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন, ফজরের সালাতের পর যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয় এবং 'আসরের পর যতক্ষণ না সূর্য অস্তমিত হয়।

١٢٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ (ص) ؛ قَالَ : لاَ صَلٰوةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلاَ صَلٰوةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

১২৪৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন সালাত নেই এবং ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন সালাত নেই।

١٢٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ـ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ ثَنَا عَفَّانُ ـ ثَنَا هَمَّامٌ ـ ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : لاَ صَلٰوةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ وَلاَ صَلٰوةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

১২৫০ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (রা)....... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার কাছে কয়েকজন প্রিয় ব্যক্তি উপস্থিত হলেন, যাঁদের মধ্যে 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) ছিলেন। 'উমর (রা) ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমার অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন সালাত নেই। আর 'আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন সালাত নেই।

١٤٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلٰوةُ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত আদায়ের মাকরূহ সময় প্রসঙ্গে

١٢٥١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ؛ قَالَ : اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ : هَلْ مِنْ سَاعَةٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اُخْرٰى ؟ قَالَ : نَعَمْ ـ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاَوْسَطُ ـ فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتّٰى يَطْلُعَ الصُّبْحُ ـ ثُمَّ انْتَهِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَمَا دَامَتْ كَاَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتّٰى تَبَشْبَشَ ـ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتّٰى يَقُوْمَ الْعَمُوْدُ عَلٰى ظِلِّهِ ـ ثُمَّ انْتَهِ حَتّٰى تَزِيْغَ الشَّمْسُ فَاِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ ـ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتّٰى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ انْتَهِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَاِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ .

১২৫১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... 'আমর ইবন 'আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললাম ঃ এমন কোন সময় আছে কি যা আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়, অন্য সময়ের চাইতে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। রাতের মধ্যভাগ। কাজেই তুমি তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী সুবহে সাদিক পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাক। এরপর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় থেকে বিরত থাক অর্থাৎ সূর্যের আলো সম্পূর্ণ প্রতিভাত হয়ে পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত। এরপর তুমি তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী দুপুর হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে পার। অতঃপর সূর্য না ঢলা পর্যন্ত সালাত থেকে বিরত থাক। কেননা দুপুরের সময় জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয়। এরপর তুমি তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী 'আসর পর্যন্ত সালাত আদায় করতে পার। এরপর (আসরের পর থেকে) সূর্যাস্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সালাত থেকে বিরত থাক। কেননা সূর্য শয়তানের দু' শিংয়ের মাঝখান দিয়ে অস্ত যায় এবং উদিত হয়।

١٢٥٢ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ ـ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : سَاَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّيْ سَائِلُكَ عَنْ اَمْرٍ اَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَاَنَا بِهِ جَاهِلٌ ـ قَالَ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ : هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلٰوةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ـ اِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ ، فَدَعِ الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ـ ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلٰوةُ مَحْضُوْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتّٰى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلٰى رَاْسِكَ كَالرُّمْحِ ـ فَاِذَا كَانَتْ عَلٰى رَاْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلٰوةَ ـ فَاِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ وَتُفْتَحُ فِيهَا اَبْوَابُهَا ـ حَتّٰى تَزِيْغَ الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ الْاَيْمَنِ ـ فَاِذَا زَالَتْ فَالصَّلٰوةُ مَحْضُوْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ـ ثُمَّ دَعِ الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ .

১২৫২ হাসান ইবন দাউদ মুনকাদিরী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা

আমি আপনাকে এমন একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব, যে সম্পর্কে আপনি জ্ঞাত এবং আমি অজ্ঞ। তিনি বললেন ঃ সেটি কি? সাফওয়ান বললেন ঃ দিনে-রাতে এমন কোন সময় আছে কি, যখন সালাত আদায় করা মাকরূহ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। যখন তুমি ফজরের সালাত আদায় করবে, তখন সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা সূর্য শয়তানের দু' শিংয়ের মধ্য দিয়ে উদিত হয়। এরপর সূর্য বর্শার ফলকের ন্যায় তোমার মাথার উপর আসা পর্যন্ত তুমি সালাত আদায় করতে পার, এ সালাতে ফিরিশতারা হাযির হন এবং তা কবূল করা হয়। আর যখন সূর্য বর্শার ফলকের মত তোমার মাথার উপর এসে যায়, তখন সালাত পরিত্যাগ করবে। কেননা এ সময় জাহান্নামে উত্তপ্ত করা হয় এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত এ অবস্থা থাকে। সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, তখন থেকে 'আসর পর্যন্ত সালাতে ফিরিশতারা হাযির হন এবং তা কবূল করা হয়। এরপর তুমি সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত সালাত থেকে বিরত থাকবে।

١٢٥٣ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ - اَنْبَأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ - اَنْبَأ مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِيِّ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : اِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ - اَوْ قَالَ يَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنَا الشَّيْطَانِ - فَاِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا - فَاِذَا كَانَتْ فِيْ وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا - فَاِذَا دَلَكَتْ - اَوْ قَالَ زَالَتْ - فَارَقَهَا - فَاِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا - فَاِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا - فَلاَ تُصَلُّوْا هٰذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلاَثَ .

১২৫৩ ইসহাক ইবন মানসূর (র)....... আবূ 'আবদুল্লাহ্ সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সূর্য শয়তানের দু'শিংয়ের মধ্য দিয়ে উদিত হয়। অথবা তিনি বলেছেন ঃ সূর্যের সাথে শয়তানের দু'টো শিং-ও উদিত হয়। আর সূর্য যখন উর্ধ্বাকাশে উঠে যায়, তখন শয়তান তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সূর্য যখন মধ্যাকাশে আসে, তখন সে আবার এর নিকটবর্তী হয়। এরপর সূর্য যখন ঢলে পড়ে, তখন সে তা থেকে পৃথক হয়ে যায়। অবশেষে সূর্য যখন অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন সে এর সন্নিকটবর্তী হয়। আর সূর্য যখন অস্তমিত হয়ে যায়, তখন সে এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কাজেই তোমরা এ তিন সময় সালাত আদায় করবে না।

١٤٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلٰوةِ بِمَكَّةَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কায় সব সময় সালাত আদায় করার অনুমতি প্রসঙ্গে

١٢٥٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى - اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

১২৫৪ ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র)...... জুবায়র ইবন মুতা'য়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ হে 'আবদ মান্নাফের বংশধর! তোমরা কাউকে রাত-দিনের কোন অংশে এ ঘরের (বায়তুল্লাহ শরীফ) তাওয়াফ এবং সালাত আদায়ে নিষেধ করবে না।

١٥٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِذَا اَخَّرُوا الصَّلٰوةَ عَنْ وَقْتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় না করে বিলম্ব করা প্রসঙ্গে

١٢٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ اَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُوْنَ اَقْوَامًا يُصَلُّوْنَ الصَّلٰوةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا ـ فَاِنْ اَدْرَكْتُمُوْهُمْ فَصَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِيْ تَعْرِفُوْنَ ـ ثُمَّ صَلُّوْا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوْهَا سُبْحَةً .

১২৫৫ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ (র)....... 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ অচিরেই তোমরা এমন একদল লোকের সাক্ষাত পাবে, যারা নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় না করে দেরীতে সালাত আদায় করবে। যদি তোমরা তাদের পাও, তাহলে তোমরা সময়মত তোমাদের ঘরে সালাত আদায় করে নেবে, তারপর তোমরা তাদের সাথে সালাত আদায় করবে। আর তা হবে তোমাদের জন্য নফল।

١٢٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ـ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا ـ فَاِنْ اَدْرَكْتَ الْاِمَامَ يُصَلِّيْ بِهِمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَقَدْ اَحْرَزْتَ صَلٰوتَكَ ـ وَاِلاَّ فَهِيَ نَافِلَةٌ لَكَ .

১২৫৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)...... আবূ যার (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তুমি সময়মত তোমার সালাত আদায় করবে। আর যদি ইমামকে তাদের নিয়ে সালাত আদায় করতে দেখ, তাহলে তাদের সাথে সালাত আদায় করবে। যদি তুমি সালাত (একাকী) আদায় না করে থাক, তাহলে এটাই হবে তোমার সালাত, নতুবা তা হবে তোমার জন্য নফল।

١٢٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ ـ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ اَبِي الْمُثَنّٰى ، عَنْ اَبِيْ اُبَيٍّ ، بْنِ امْرَاَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، يَعْنِيْ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ اَشْيَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ عَنْ وَقْتِهَا ـ فَاجْعَلُوْا صَلٰوتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا .

১২৫৭ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)......... উবাদা ইবন সাবিত (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ অচিরেই (আমার উম্মতের) নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন কাজে ব্যতিব্যস্ত রাখবে,

ফলে তারা বিলম্বে সালাত আদায় করবে। তখন তোমরা তাদের সাথে নফল হিসেবে তোমাদের সালাত আদায় করবে।

١٥١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল খাওফ (শংকাকালীন সালাত)

١٢٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ اَنْبَأَ جَرِيْرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ، فِيْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ : اَنْ يَكُوْنَ الْاِمَامُ يُصَلِّى بِطَائِفَةٍ مَعَهُ ـ فَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَكُوْنُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ ـ ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِيْنَ سَجَدُوْا السَّجْدَةَ مَعَ اَمِيْرِهِمْ ـ ثُمَّ يَكُوْنُوْنَ مَكَانَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا ـ وَيَتَقَدَّمُ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا فَيُصَلُّوْا مَعَ اَمِيْرِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً ـ ثُمَّ يَنْصَرِفُ اَمِيْرُهُمْ وَقَدْ صَلّٰى صَلٰوتَهُ ـ وَيُصَلِّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلٰوتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ ـ فَاِنْ كَانَ خَوْفٌ اَشَدَّ مِنْ ذٰلِكَ ، فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا ،

قَالَ : يَعْنِىْ بِالسَّجْدَةِ الرُّكْعَةَ ،

১২৫৮ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)....... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শংকাকালীন সালাত সম্পর্কে বলেছেন ঃ ইমাম একটি দল তার সংগে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করবে এবং অপর দলটি শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকবে। এরপর তারা ফিরে যাবে, যারা তাদের আমীরের সংগে এক রাক'আত আদায় করবে এবং তারা ঐ দলের স্থানে অবস্থান গ্রহণ করবে, যারা সালাত সালাত আদায় করেনি। যারা সালাত আদায় করেনি, তারা সামনে এগিয়ে আসবে এবং তাদের আমীরের সংগে এক রাক'আত সালাত আদায় করবে। তারপর তাদের আমীর তাঁর সালাত শেষ করবেন এবং উভয় দলের প্রত্যেকে নিজে নিজে এক রাক'আত সালাত আদায় করে নেবে। তবে যদি ভয়-ভীতি এর চাইতেও তীব্রতর হয়, তাহলে পদব্রজ অবস্থায় অথবা আরোহী অবস্থায় (অবশিষ্ট রাক'আতটি আদায় করে নিবে)।

রাবী বলেন ঃ অর্থাৎ রাক'আতের সিজদার সাথে।

١٢٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ ـ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ ـ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ـ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ : اَنَّهُ قَالَ ، فِيْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ ، قَالَ : يَقُوْمُ الْاِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَتَقُوْمُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ ـ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ ـ وَوُجُوْهُهُمْ اِلَى الصَّفِّ ـ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً ـ وَيَرْكَعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِيْ مَكَانِهِمْ ـ ثُمَّ يَذْهَبُوْنَ اِلٰى مَقَامِ اُولٰئِكَ وَيَجِيْءُ اُولٰئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً ـ وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ـ فَهِىَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ـ ثُمَّ يَرْكَعُوْنَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ ،

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ فَسَأَلْتُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانَ هَـٰذَا الْحَدِيْثِ ـ فَحَدَّثَنِي عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ .

قَالَ : قَالَ لِيْ يَحْيَى : اُكْتُبْهُ اِلَى جَنْبِهِ ـ وَلَسْتُ اَحْفَظُ الْحَدِيْثَ ، وَلٰكِنْ مِثْلُ حَدِيْثِ يَحْيَى .

১২৫৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)...... সাহল ইবন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শংকাকালীন সালাত (সালাতুল খাওফ) সম্পর্কে বলেন ঃ ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন এবং তাদের একদল লোক তাঁর সংগে দাঁড়াবে আর অপর দলটি শত্রুর মুকাবিলায় থাকবে। তবে তাদের দৃষ্টি থাকবে কাতারের দিকে। তখন ইমাম তাদের নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করবেন এবং এ দলটি নিজ দায়িত্বে ঐ স্থানেই রুকূ করবে এবং দুটি সিজদা করবে অর্থাৎ অবশিষ্ট রাক'আতটি নিজে নিজে আদায় করে নিবে। এরপর তারা (দুশমনের মুকাবিলায় অবস্থানরত) দলটির স্থানে চলে যাবে এবং ঐ দলটি চলে আসবে। ইমাম তাদের সাথে নিয়ে এক রুকূ এবং দুটি সিজদা করবেন (এভাবে এক রাক'আত আদায় করে নিবে) এরূপে ইমামের হবে দুই রাক'আত, আর তাদের হবে এক রাক'আত। এরপর তারা (নিজে নিজে) অবশিষ্ট রাক'আতটি আদায় করে নেবে।

মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) বলেন ঃ আমি এ হাদীস সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবন সা'য়ীদ কাত্তান (র)-কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি এ হাদীস শু'বা, আবদুর রহমান ইবন কাসিম, তাঁর পিতা, সালিহ ইবন খাওয়াত এবং সাহ্ল ইবন হাসমা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে ইয়াহইয়া ইবন সা'য়ীদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, ইয়াহইয়া (র) আমাকে বললেন ঃ তুমি এটি লিখে নাও। আমি এ হাদীস হিফ্য করি নি কিন্তু এটি ইয়াহইয়া (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

١٢٦٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ـ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ـ ثَنَا اَيُّوْبُ ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ ـ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيْعًا ـ ثُمَّ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَالصَّفُّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ ، وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ ـ حَتّٰى اِذَا نَهَضَ سَجَدَ اُوْلٰئِكَ بِاَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ـ ثُمَّ تَاَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ـ حَتّٰى قَامُوْا مَقَامَ اُوْلٰئِكَ ـ وَتَخَلَّلَ اُوْلٰئِكَ حَتّٰى قَامُوْا مَقَامَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ـ فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُّ (ص) جَمِيْعًا ـ ثُمَّ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَالصَّفُّ الَّذِيْ يَلُوْنَهُ فَلَمَّا رَفَعُوْا رُءُوْسَهُمْ سَجَدَ اُوْلٰئِكَ سَجْدَتَيْنِ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) وَسَجَدَ طَائِفَةٌ بِاَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ـ وَكَانَ الْعَدُوُّ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ .

১২৬০ আহমদ ইবন 'আব্দা (র)....... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে শংকাকালীন সালাত আদায় করেন। তিনি তাদের সবাইকে নিয়ে রুকূ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিকটবর্তী দলকে নিয়ে সিজদা করেন, আর তখন অপর দলটি দাঁড়িয়ে থাকে এরপর যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠালেন, তখন অপর দলটি নিজে নিজে দুটি সিজদা আদায় করে

নিলেন। এরপর প্রথম কাতারের লোকজন পেছনে সরে গেলেন এবং দ্বিতীয় সারির লোকদের স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন, আর দ্বিতীয় সারির লোকেরা এগিয়ে এলেন এবং প্রথম কাতারের স্থানে দাঁড়ালেন। তখন নবী (সা) সকলকে নিয়ে রুকূ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর নিকটবর্তী লোকেরা সিজদা করলেন। এরা যখন (সিজদা থেকে) তাঁদের মাথা উঠালেন, তখন অবশিষ্টগণ দু'টি সিজদা আদায় করলেন। তারা সকলে নবী (সা)-এর সাথে রুকূ করলেন এবং প্রত্যেক দলই নিজে নিজে দু'টো সিজদা আদায় করে নিলেন, আর তখন শত্রুর অবস্থান ছিল কিবলার দিকে।

١٥٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল কুসূফ (সূর্যগ্রহণের সালাত) প্রসঙ্গে

١٢٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ . ثَنَا اَبِيْ . ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ ، عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا .

১২৬১ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)...... আবূ মাসঊদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে কারোর মৃত্যুর কারণে চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ হয় না। অতএব যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং সালাত আদায় করবে।

١٢٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ، وَاَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَجَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ . قَالُوْا : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ ، عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ؛ قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ، فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ . حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّيْ حَتّٰى انْجَلَتْ . ثُمَّ قَالَ : اِنَّ اُنَاسًا يَزْعُمُوْنَ اَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ اِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ . وَلَيْسَ كَذٰلِكَ ، اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيٰوتِهِ ، فَاِذَا تَجَلَّى اللّٰهُ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ .

১২৬২ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, আহমদ ইবন সাবিত ও জামিল ইবন হাসান (র).............. নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যামানায় একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি শংকিত অবস্থায় বেরিয়ে পড়েন এবং তাঁর কাপড় (যমীনে) হেঁচড়াচ্ছিল, অবশেষে তিনি মসজিদে এসে হাযির হন। আর সূর্যগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সালাতে থাকেন। এরপর তিনি বলেন ঃ মানুষের ধারণা, কোন মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর কারণেই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে তা নয়। কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয় না, বরং আল্লাহ্ যখন তাঁর কোন সৃষ্টির প্রতি তাজাল্লী নিক্ষেপ করেন, তখন তা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

١٢٦٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ . اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَخَرَجَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِلَى الْمَسْجِدِ ـ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ ، فَقَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ـ ثُمَّ كَبَّرَ ، فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ـ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ـ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) ـ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ، هِيَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ـ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَ اَدْنٰى مِنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ـ ثُمَّ قَالَ (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ـ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ـ فَاسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَنْصَرِفَ ـ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ ـ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيٰوتِهِ ـ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ .

১২৬৩ আহমদ ইবন 'আমর ইবন সারহ মিসরী (র)...... 'আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেরিয়ে মসজিদে যান। তিনি দাঁড়ান এবং তাকবীর বলেন এবং লোকেরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করেন। এরপর তিনি তাকবীর বলেন এবং দীর্ঘ রুকূ করেন। তারপর তিনি তাঁর মাথা উঠিয়ে "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" -"রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ" বলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করেন। তবে তা ছিল প্রথম রাক'আতের তুলনায় কম। এরপর তিনি তাকবীর বলেন এবং দীর্ঘ রুকূ করেন। তবে তা ছিল প্রথম রুকূর চাইতে কম। এরপর তিনি "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ"-"রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ" বলেন। তারপর তিনি অনুরূপভাবে পরবর্তী রাক'আত আদায় করেন। এভাবে চার রাক'আত ও চার সিজদা পূর্ণ হয় এবং সালাত শেষ হওয়ার আগেই সূর্য গ্রহণ কেটে যায়। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি আল্লাহ্র যথাযথ প্রশংসা করেন এবং বলেন ঃ চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টো নিদর্শন, এ দু'টোর গ্রহণ কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। তাই তোমরা যখন এ দু'য়ের গ্রহণ দেখতে পাবে, তখন দ্রুত সালাত আদায়ে রত হবে।

١٢٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ـ قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ؛ قَالَ : صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِي الْكُسُوْفِ ، فَلاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا .

১২৬৪ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র)..... সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিয়ে কুসূফের সালাত আদায় করেন। তবে আমরা তাঁর থেকে কোন শব্দ শুনতে পাইনি।

١٢٦٥ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ـ ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ ؛ قَالَتْ : صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) صَلٰوةَ الْكُسُوْفِ ـ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ـ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ

الرُّكُوْعِ ـ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ـ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ـ ثُمَّ رَفَعَ ـ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ ـ ثُمَّ رَفَعَ ـ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ ـ ثُمَّ رَفَعَ ـ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ـ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ـ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ـ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ـ ثُمَّ رَفَعَ ـ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ ـ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ ـ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : لَقَدْ دَنَتْ مِنِّيْ الْجَنَّةُ حَتّٰى لَوِاجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا ـ وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتّٰى قُلْتُ : اَىْ رَبِّ ! وَاَنَا فِيْهِمْ ـ

قَالَ نَافِعٌ : حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ : وَرَأَيْتُ امْرَأَةً تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ لَهَا ـ فَقُلْتُ : مَا شَأْنُ هٰذِهِ ؟ قَالُوْا : حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا ـ لاَ هِيَ اَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ اَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ ـ

১২৬৫ মুহ্‌রিয ইবন সালামা 'আদানী (র)...... আসমা বিনত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুসূফের সালাত আদায় করেন। তিনি দীর্ঘ কিয়াম করেন এবং দীর্ঘ রুকূ করেন। তারপর তিনি রুকূ থেকে উঠেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন। এরপর দীর্ঘ রুকূ করেন, তারপর তিনি উঠেন এবং দীর্ঘ সিজদা করেন। এরপর তিনি উঠেন এবং দীর্ঘ সিজদা করেন। তারপর তিনি উঠেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন। এরপর তিনি দীর্ঘ রুকূ করেন। তারপর তিনি উঠেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন। তারপর তিনি দীর্ঘ রুকূ শেষে মাথা উঠান। তারপর দীর্ঘ সিজদা করেন। তারপর তিনি উঠেন এবং দীর্ঘ সিজদা করেন। তারপর তিনি সালাত শেষ করেন। তিনি বললেন ঃ জান্নাত আমার নিকটবর্তী হয়েছিল। এমন কি আমি যদি সাহস করতাম, তবে আমি তোমাদের জন্য আংগুরের ছড়া নিয়ে আসতে পারতাম। আর জাহান্নামও আমার নিকটবর্তী হয়েছিল। এমন কি আমি বললাম ঃ হে আমার রব্ব! আর আমি তো তোমাদের মাঝে আছি।

নাফি' (র) বলেন ঃ আমার ধারণা, তিনি বলেছেন ঃ আমি এক মহিলাকে তার বিড়াল কর্তৃক দংশিত হতে দেখেছি। তখন আমি বললাম ঃ এ অবস্থা কেন? জাহান্নামের ফিরিশতারা বললেন ঃ এ মহিলা সে বিড়ালটিকে আবদ্ধ করে রেখেছিল সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যায়। সে মহিলা বিড়ালটিকে খাবার দেয়নি, আর তাকে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের কীট-পোকামাকড় খেতে পারত।

١٥٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্‌তিস্‌কার (বৃষ্টি প্রার্থনার) সালাত প্রসঙ্গে

١٢٦٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ـ قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ قَالَ : اَرْسَلَنِيْ اَمِيْرٌ مِنَ الْاُمَرَاءِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلٰوةِ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ ـ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا مَنَعَهُ اَنْ يَسْأَلَنِيْ ؟ قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً مُتَخَشِّعًا مُتَرَسِّلاً مُتَضَرِّعًا ـ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيْدِ ـ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ ـ

১২৬৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল (র)..... ইসহাক ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন কিনানা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে আমীরদের একজন ইসতিসকার সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য ইবন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তখন ইবন 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ তাকে কিসে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করতে মানা করেছে? ইবন 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) অতীব বিনয় নম্রতা ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হলেন। তারপর তিনি ঈদের সালাতের ন্যায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তবে তিনি তোমাদের খুতবার ন্যায় এতে খুতবা দেননি।

١٢٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ يُحَدِّثُ اَبِيْ ، عَنْ عَمِّهِ : اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ (ص) خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - اَنْبَأَ سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) بِمِثْلِهِ .

قَالَ سُفْيَانُ ، عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ : قَالَ : سَأَلْتُ اَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو : اَجَعَلَ اَعْلَاهُ اَسْفَلَهُ ، اَوِ الْيَمِيْنَ عَلَى الشِّمَالِ ؟ قَالَ : لَا ، بَلِ الْيَمِيْنَ عَلَى الشِّمَالِ .

১২৬৭ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র).....'আব্বাস ইবন তামীম (র) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী (সা) ইসতিসকার সালাত আদায়ের জন্য মাঠের দিকে বের হন, তখন তিনি তাঁর সংগে ছিলেন। নবী (সা) কিবলার দিকে মুখ করে তাঁর চাদর উল্টিয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন।

মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ (র)...... 'আব্বাদ ইবন তামীম (রা)-এর চাচার সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

সুফ্য়ান (র) মাস'উদী (র) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একদা আমি আবূ বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আমরকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তিনি কি চাদরের উপরিভাগ নীচের দিকে অথবা ডানদিকের অংশ বামদিকের উপর রেখেছিলেন? তিনি বললেন ঃ না, বরং ডানদিকের অংশ বামদিকের উপর রেখেছিলেন।

١٢٦٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ اَبِي الرَّبِيْعِ ؛ قَالَا : ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، ثَنَا اَبِيْ : قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَوْمًا يَسْتَسْقِي - فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ - ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللّٰهَ وَ حَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ - ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْاَيْمَنَ عَلَى الْاَيْسَرِ وَالْاَيْسَرَ عَلَى الْاَيْمَنِ .

১২৬৮ আহমদ ইবন আয্হার ও হাসান ইবন আবূ রবী' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসতিসকার সালাত আদায়ের জন্য বের হন। তখন তিনি আযান

ও ইকামত ছাড়া আমাদের নিয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং কিবলামুখী হয়ে তাঁর উভয় হাত তুলে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করেন। এরপর তিনি তাঁর চাদর ডানদিক বামদিকের উপর এবং বামদিক ডানদিকের উপর উল্টিয়ে নেন।

١٥٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِى الدُّعَاءِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিসকার সালাতে দু'আ প্রসঙ্গে

١٢٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ـ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ ؛ اَنَّهُ قَالَ لِكَعْبٍ : يَا كَعْبُ بْنَ مُرَّةَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَاحْذَرْ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ (ص) فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اسْتَسْقِ اللّٰهَ ـ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَدَيْهِ فَقَالَ (اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا طَبَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ) ـ قَالَ ، فَمَا جَمَّعُوْا حَتّٰى اُحْيُوْا ـ قَالَ ، فَاَتَوْهُ فَشَكَوْا اِلَيْهِ الْمَطَرَ ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ ـ فَقَالَ (اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا) ، قَالَ : فَجَعَلَ السَّحَابُ يَنْقَطِعُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً .

১২৬৯ আবূ কুরায়ব (র)........... শুরাহ্‌বিল ইবন সামত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কা'ব (রা)-কে বললেন ঃ হে কা'ব ইবন মুররা! তুমি আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বর্ণনা কর এবং এ ব্যাপারে সতর্ক হও। তিনি বললেন ঃ এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর নিকট এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উভয় হাত তুলে এ বলে দু'আ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا طَبَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ ـ

"হে আল্লাহ্! আমাদের এমন বৃষ্টি দান করুন, যা সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, পর্যাপ্ত, দেরীতে নয়, এখনই, উপকারী, ক্ষতিকর নয়।"

রাবী বলেন ঃ গণজমায়েত তখনো শেষ হয়নি, এমন কি মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হলো। রাবী বলেন ঃ তখন লোকেরা এসে তাঁর কাছে প্রবল বৃষ্টিপাতের অভিযোগ করলো এবং তারা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বাড়ী-ঘর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি দু'আ করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا "হে আল্লাহ্! বৃষ্টি আমাদের উপর নয়, বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করুন।" কা'ব বলেন ঃ তখন মেঘমালা খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে ডান ও বামদিকে সরে গেল।

١٢٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الْقَاسِمِ ، اَبُو الْاَحْوَصِ ـ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ـ ثَنَا حُصَيْنٌ ـ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ (ص) فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ ، وَلَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ ـ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ

ثُمَّ قَالَ (اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا طَبَقًا مَرِيْعًا غَدَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ) ثُمَّ نَزَلَ - فَمَا يَأْتِيْهِ اَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ اِلاَّ قَالُوْا : قَدْ اُحْيِيْنَا .

১২৭০ মুহাম্মদ ইবন আবুল কাসিম আবুল আহওয়াস (র).......... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক বেদুঈন নবী (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি আপনার কাছে এমন এক কওমের কাছ থেকে এসেছি যাদের রাখাল পশুর খাবার যোগাড় করতে পারেনি এবং যাদের উট (অনাবৃষ্টির কারণে) দুর্বল হয়ে গেছে। তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। এরপর এ বলে দু'আ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا طَبَقًا مَرِيْعًا غَدَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ .

"হে আল্লাহ্! আমাদের এমন বৃষ্টি দান করুন, যা ফসল উৎপাদনকারী, পর্যাপ্ত, দেরীতে নয়, এখনই।"

এরপর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন। লোকেরা বলাবলি করলো ঃ আমাদের উপর মুষলধারায় বৃষ্টি হয়েছে।

١٢٧١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - ثَنَا عَفَّانُ - ثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ بَرَكَةَ ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) اسْتَسْقٰى حَتّٰى رَاَيْتُ ، اَوْ رُئِىَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ .

قَالَ مُعْتَمِرٌ : اُرَاهُ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ .

১২৭১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন, এমন কি আমি তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখেছি।

মু'তামির (র) বলেন ঃ তাকে ইসতিসকার সালাতে বগলের শুভ্রতা দেখান হয়েছে।

١٢٧٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ - ثَنَا اَبُو النَّضْرِ - ثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ثَنَا سَالِمٌ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ قَالَ : رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلٰى وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) عَلَى الْمِنْبَرِ - فَمَا نَزَلَ حَتّٰى جَيَّشَ كُلُّ مِيْزَابٍ بِالْمَدِيْنَةِ - فَاَذْكُرُ قَوْلَ الشَّاعِرِ :

وَاَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامٰى ، عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ .

وَهُوَ قَوْلُ اَبِىْ طَالِبٍ .

১২৭২ আহমদ ইবন আযহার (র)..... সালিম (র)-এর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মাঝে মাঝে [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে] কবিদের কবিতা আবৃত্তি করতাম। আর আমি মিম্বরে অবস্থানরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার দিকে তাকাতাম, মদীনার সমস্ত নালা-নর্দমায় পানি প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করতেন না। আমি এই কবিতা আবৃত্তি করতাম ঃ

মুহাম্মদ (সা) অতীব সুন্দর, তাঁর পবিত্র চেহারার উসীলায় বৃষ্টির জন্য দু'আ করা হয়। তিনি ইয়াতীমের খাবার পরিবেশনকারী এবং বিধবার হিফাযতকারী।"

আর এ ছিল আবূ তালিবের কবিতা।

١٥٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদের সালাত প্রসঙ্গে

١٢٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ - اَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : اَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّهُ صَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ - ثُمَّ خَطَبَ ، فَرَأَى اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ ، فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ - وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِيَدَيْهِ هٰكَذَا - فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْخُرْصَ وَالْخَاتَمَ وَالشَّيْءَ .

১২৭৩ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)........... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুতবা দেওয়ার পূর্বে সালাত আদায় করেন, এরপর খুতবা দেন। তিনি মনে করেন যে, তিনি মহিলাদের খুতবা শোনাতে পারেন নি, তাই তিনি তাদের কাছে এসে ওয়ায-নসীহত করেন এবং সাদকা দেওয়ার নির্দেশ দেন। বিলাল (রা) তাঁর দু'হাতে কাপড় প্রশস্ত করে ধরে রাখেন আর মহিলাগণ তাঁদের কানের বালা, আংটি ও অন্যান্য জিনিস এতে নিক্ষেপ করেন।

١٢٧٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) صَلّٰى يَوْمَ الْعِيْدِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ .

১২৭৪ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী....... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ঈদের দিন আযান ও ইকামত ব্যতীত ঈদের সালাত আদায় করেন।

١٢٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ - ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ : قَالَ : اَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْعِيْدِ - فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ - فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا مَرْوَانُ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ ، اَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ عِيْدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ - وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا - فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ : اَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ اَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ - فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ - فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ - وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ .

১২৭৫ আবূ কুরায়ব (র)..... আবূ সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার ঈদের দিন মারওয়ান বের হয়ে মিম্বরে আরোহণ করেন। তিনি সালাত আদায়ের পূর্বে খুতবা দিতে শুরু করেন।

তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ হে মারওয়ান! আপনি সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করছেন। ঈদের দিন আপনি মিম্বর বাইরে এনেছেন অথচ তা কখনো বের করা হতো না। আপনি সালাতের পূর্বে খুতবা দিতে শুরু করলেন, অথচ তা সালাতের পূর্বে শুরু হতো না। তখন আবূ সা'য়ীদ (রা) বললেন ঃ এ ব্যক্তি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ শরীয়ত বিরোধী কাজ হতে দেখলে যদি তার সামর্থ্য থাকে, তবে সে তা তার উভয় হাত দিয়ে প্রতিহত করবে। আর যদি সে এরূপ সামর্থ্য না রাখে, তবে কথা দিয়ে তা প্রতিহত করবে। আর যদি কথা দিয়ে তা প্রতিহত করার সামর্থ্য না রাখে, তবে সে অন্তর দিয়ে সে কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে। আর এ হলো দুর্বলতম ঈমান।

١٢٧٦ حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ - ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) ثُمَّ اَبُوْ بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

১২৭৬ হাওসারা ইবন মুহাম্মদ (র)...... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা), এরপর আবূ বকর, এরপর 'উমর (রা) খুতবার পূর্বে ঈদের সালাত আদায় করতেন।

١٥٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَمْ يُكَبِّرُ الْاِمَامُ فِيْ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদের সালাতে ইমাম কয় তাকবীর বলবে

١٢٧٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ ، مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) حَدَّثَنِيْ اَبِيْ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيْدَيْنِ فِي الْاُوْلٰى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْاٰخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ .

১২৭৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)...... রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুয়াযযিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই ঈদের সালাতের প্রথম রাক'আতের কিরা'আতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং শেষ রাক'আতে, কিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলতেন।

١٢٧٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْلٰى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) اَنَّهُ كَبَّرَ فِيْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ سَبْعًا وَخَمْسًا .

১২৭৮ আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন 'আলা (রা)..... 'আমর ইবন শু'আইব-এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) ঈদের সালাতে (প্রথম রাকআতে) সাত তাকবীর এবং (দ্বিতীয় রাকআতে) পাঁচ তাকবীর বলেন।

১২৭৯ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَسْعُوْدٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ ـ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَبَّرَ فِي الْعِيْدَيْنِ سَبْعًا ، فِي الْأُوْلٰى ـ وَخَمْسًا ، فِي الْآخِرَةِ .

১২৭৯ আবূ মাস'উদ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন উবায়দ ইবন 'আকীল (র)......... 'আমর ইবন 'আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয় ঈদের সালাতে প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর বলেন।

১২৮০ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ـ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ ، وَعُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحٰى سَبْعًا وَخَمْسًا ـ سِوٰى تَكْبِيْرَتَيِ الرُّكُوْعِ .

১২৮০ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)........ 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতের (প্রথম রাক'আতে) সাত তাকবীর এবং (দ্বিতীয় রাক'আতে) পাঁচ তাকবীর বলেন। তবে রুকূর দু' তাকবীর ব্যতীত।

١٥٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদের সালাতের কিরাআত পাঠ প্রসঙ্গে

১২৮১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى ، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ) .

১২৮১ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)............ নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয় ঈদের সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى এবং وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ (সূরাদ্বয়) পাঠ করতেন।

১২৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ قَالَ : خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيْدٍ ـ فَأَرْسَلَ إِلٰى أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقْرَأُ فِيْ مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ ؟ قَالَ : بِ (قٓافْ وَاقْتَرَبَتْ) .

১২৮২ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)...... 'উবায়দুল্লাহ্ ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'উমর (রা) একবার (ঈদের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) বের হন, তখন তিনি আবূ ওয়াকিদ লায়সী (রা)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানতে চান যে, ঈদের দিনে নবী (সা) কী কিরাআত পাঠ করতেন। তিনি বলেন ঃ তিনি (সা) সূরা ক্বাফ এবং "ইকতারাবাতিস্ সাআহ" পাঠ করতেন।

١٢٨٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ - ثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ - ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ، وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ) .

১২৮৩ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) উভয় ঈদের সালাতে 'সাব্বিহিসমি রাব্বিকাল আলা' এবং 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ' (সূরাদ্বয়) পাঠ করতেন।

١٥٨ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ فِي الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদের খুতবা প্রসঙ্গে

١٢٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ - حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ - قَالَ : رَاَيْتُ اَبَا كَاهِلٍ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ . فَحَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْهُ ، قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِيَّ (ص) يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ ، وَحَبَشِيٌّ اٰخِذٌ بِخِطَامِهَا .

১২৮৪ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র) .... আবূ কাহিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে উটের পিঠে বসা অবস্থায় খুতবা দিতে দেখেছি, আর এ সময় একজন হাবশী গোলাম উটনীর লাগাম ধরে ছিল।

١٢٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ . ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِيْ خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَائِذٍ ، هُوَ اَبُوْ كَاهِلٍ ؛ قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِيَّ (ص) يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ حَسْنَاءَ ، وَحَبَشِيٌّ اٰخِذٌ بِخِطَامِهَا .

১২৮৫ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র) ..... আবূ কাহিল কায়স ইবন আয়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে উটনীর পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় খুতবা দিতে দেখেছি। আর এ সময় একজন হাবশী গোলাম উটনীর লাগাম ধরে ছিল।

١٢٨٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ اَنَّهُ حَجَّ فَقَالَ : رَاَيْتُ النَّبِيَّ (ص) يَخْطُبُ عَلَى بَعِيْرِهِ .

১২৮৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)......... নাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জ করেন এবং বলেন : আমি নবী (সা)-কে তাঁর উটের পিঠে বসে খুতবা দিতে দেখেছি।

١٢٨٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْمُؤَذِّنِ ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ . يُكْثِرُ التَّكْبِيْرَ فِيْ خُطْبَةِ الْعِيْدَيْنِ .

১২৮৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... মুয়াযযিন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সা) খুতবায় বেশী বেশী তাকবীর বলতেন এবং তিনি দুই ঈদের খুতবায় অধিক পরিমাণে তাকবীর পাঠ করতেন।

١٢٨٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ . ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيْدِ فَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقِفُ عَلٰى رِجْلَيْهِ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوْسٌ . فَيَقُوْلُ : تَصَدَّقُوْا . تَصَدَّقُوْا . فَأَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ . بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّيْءِ . فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيْدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا يَذْكُرُهُ لَهُمْ . وَإِلَّا انْصَرَفَ .

১২৮৮ আবূ কুরায়ব (র) ...... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদের দিন বের হতেন এবং লোকদের নিয়ে তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর সালাম ফিরাতেন। এরপর তিনি তাঁর উভয় পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে উপবিষ্ট লোকদের দিকে মুখ করে বলতেন : তোমরা সাদ্‌কা কর, তোমরা সাদ্‌কা কর, সাদকা- দাতাদের অধিকাংশই ছিল মহিলা। তারা কানবালা, আংটি ও অন্যান্য জিনিস সাদ্‌কা করে। তিনি যদি কোথাও অভিযান প্রেরণ করা জরুরী মনে করতেন, তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন, তারপর চলে আসতেন।

١٢٨٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ . ثَنَا أَبُوْ بَحْرٍ . ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ . ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحٰى . فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ .

১২৮৯ ইয়াহ্ইয়া ইবন হাকীম (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদুল ফিতরের দিন অথবা ঈদুল আযহার দিন বের হন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দেন, তারপর কিছুক্ষণ বসে পুনরায় দাঁড়িয়ে খুতবা দেন।

١٥٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي انْتِظَارِ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের পর খুতবার জন্য অপেক্ষা করা প্রসঙ্গে

١٢٩٠ حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ . وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ ؛ قَالَا : ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى . ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ ; قَالَ . حَضَرْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَصَلّٰى

بِنَا الْعِيْدَ . ثُمَّ قَالَ : قَدْ قَضَيْنَا الصَّلٰوةَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ .

১২৯০ হাদীয়া ইবন আবদুল ওয়াহ্‌হাব ও 'আমর ইবন রাফি' বাজালী (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইবন সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলাম। তিনি আমাদের নিয়ে ঈদের সালাত আদায় করেন, এরপর বলেন ঃ আমরা সালাত আদায় করেছি। যে পসন্দ করে, সে খুতবার জন্য বসুক। আর যে চলে যেতে পসন্দ করে, সে চলে যাক।

١٦٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلٰوةِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْعِيْدِ وَبَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের সালাতের পূর্বে এবং পরে সালাত আদায় করা

١٢٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . ثَنَا شُعْبَةُ - حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيْدَ - لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا .

১২৯১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) ...... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হন। তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তবে তিনি তার পূর্বে কিংবা পরে সালাত আদায় করেন নি।

١٢٩٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا وَكِيْعٌ ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ (ص) لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِيْ عِيْدٍ .

১২৯২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... আমর ইবন শুয়ায়ব-এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) ঈদের সালাতের পূর্বে কিংবা পরে সালাত আদায় করেননি।

١٢٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى . ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا . فَإِذَا رَجَعَ إِلٰى مَنْزِلِهِ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১২৯৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)......... আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদের সালাতের পূর্বে কোন সালাত আদায় করতেন না। তবে তিনি যখন বাড়ী আসতেন তখন দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন।

١٦١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوْجِ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا

অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া প্রসঙ্গে

١٢٩٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ . حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) يَخْرُجُ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا ، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا .

১২৯৪ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ...... সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন এবং পায়ে হেঁটেই ঈদগাহ থেকে ফিরে আসতেন।

١٢٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ . أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعُمَرِىُّ ، عَنْ أَبِيْهِ ، وَعُبَيْدُ اللّٰهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَخْرُجُ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا ، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا .

১২৯৫ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র).......... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন এবং পায়ে হেঁটেই ফিরে আসতেন।

١٢٩٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ . ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . ثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْعِيْدِ .

১২৯৬ ইয়াহ্ইয়া ইবন হাকীম (র)......... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়াই সুন্নত তরীকা।

١٢٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ . ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْخَطَّابِ . ثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَأْتِى الْعِيْدَ مَاشِيًا .

১২৯৭ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র) .... আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে আসতেন।

١٦٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِى الْخُرُوْجِ يَوْمَ الْعِيْدِ مِنْ طَرِيْقٍ وَالرُّجُوْعِ مِنْ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহে এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা প্রসঙ্গে

١٢٩٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ . أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيْدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى الْعَاصِ . ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ الْفَسَاطِيْطِ . ثُمَّ انْصَرَفَ فِى الطَّرِيْقِ الْأُخْرَى . طَرِيْقِ بَنِى زُرَيْقٍ . ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَدَارِ أَبِى هُرَيْرَةَ إِلَى الْبَلَاطِ .

১২৯৮ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)........ সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যখন দুই ঈদের সালাতের জন্য বের হতেন, তখন সা'য়ীদ ইবন আবুল আ'স (রা)-এর ঘরের নিকট দিয়ে, আসহাবে ফাসাতীত-এর দিক থেকে ঈদগাহে যেতেন। আর সালাত শেষে অন্য রাস্তা তথা বনূ যুরায়ক-এর পথ ধরে, আম্মার ইবন ইয়াসার ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর ঘরের সম্মুখ দিয়ে বিলাত নামক স্থানের দিকে ফিরে আসতেন।

١٢٩٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ . ثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ . ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيْدِ فِى طَرِيْقٍ ، وَيَرْجِعُ فِى أُخْرَى ، وَيَزْعَمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১২৯৯ ইয়াহ্ইয়া ইবন হাকীম (র) .... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন। তার ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও এরূপ করতেন।

١٣٠٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ . ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْخَطَّابِ . ثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَأْتِي الْعِيْدَ مَاشِيًا ، وَيَرْجِعُ فِيْ غَيْرِ الطَّرِيْقِ الَّذِيْ ابْتَدَأَ فِيْهِ .

১৩০০ আহমদ ইবন আয্হার (র).......... আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে আসতেন এবং অন্য পথ ধরে প্রত্যাবর্তন করতেন।

١٣٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ . ثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلَى الْعِيْدِ رَجَعَ فِيْ غَيْرِ الطَّرِيْقِ الَّذِيْ اَخَذَ فِيْهِ .

১৩০১ মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন।

١٦٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْلِيْسِ يَوْمَ الْعِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিনে দফ বাজানো প্রসঙ্গে

١٣٠٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ . ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مُغِيْرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ قَالَ : شَهِدَ عِيَاضٌ الْاَشْعَرِيُّ عِيْدًا بِالْاَنْبَارِ ، فَقَالَ : مَا لِيْ لَا اَرَاكُمْ تُقَلِّسُوْنَ كَمَا كَانَ يُقَلَّسُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) .

১৩০২ সুওয়ায়দ ইবন সায়ীদ (র) .... 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়ায আশ্'আরী (রা) আম্বার নামক স্থানে ঈদের সালাতে উপস্থিত হন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা এমন ধরনের দফ কেন বাজাচ্ছো না, যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে বাজানো হতো?

١٣٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى . ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ؛ قَالَ : مَا كَانَ شَيْءٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اِلَّا وَقَدْ رَاَيْتُهُ . اِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ . فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يُقَلَّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ .

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ . ثَنَا ابْنُ دِيْزِيْلَ . ثَنَا اٰدَمُ ، ثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَصْرٍ . ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ . ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرٍ ، نَحْوَهُ .

১২০৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... কায়স ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় একটি বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি, তা হচ্ছে এই : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়কালে ঈদুল ফিতরের দিন 'দফ' বাজানো হতো।

আবুল হাসান ইবন সালামা কাত্তান, ইসরাঈল ও ইবরাহীম ইবন নাসর (র)...... আমির (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

অনুচ্ছেদ : ঈদের সালাতে বর্শা সুত্‌রা হিসেবে

١٣٠٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ . ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . قَالاَ : ثَنَا الاَوْزَاعِيُّ . اَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ (ص) كَانَ يَغْدُو اِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ . وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَاِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى ، نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَيُصَلِّي اِلَيْهَا . وَذَلِكَ اَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ .

১৩০৪ হিশাম ইবন 'আম্মার ও 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র) ...... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদের দিন ভোরবেলা ঈদগাহে যেতেন। আর তাঁর সাথে বর্শা নিয়ে যাওয়া হতো। তিনি ঈদগাহে পৌছলে তাঁর সামনে বর্শা পুঁতে দেওয়া হতো। তিনি সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। এ ছিল ঐ সময়কার ঘটনা, যখন ঈদগাহে কোন রকম সুতরার ব্যবস্থা ছিল না।

١٣٠٥ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) اِذَا صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ اَوْ غَيْرَهُ ، نُصِبَتِ الْحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَيُصَلِّي اِلَيْهَا ، وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ .

قَالَ نَافِعٌ : فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْاُمَرَاءُ .

১৩০৫ সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেন, ঈদ অথবা অন্য কোন সালাত আদায়কালে নবী (সা)-এর সামনে বর্শা পুঁতে দেওয়া হতো। তিনি সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন এবং লোকেরা তাঁর পেছনে সালাত আদায় করতেন।

নাফি' বলেন : এ থেকেই আমীর-উমরাগণ এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

١٣٠٦ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْاَيْلِيُّ . ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ . اَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلاَلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) صَلَّى الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى مُسْتَتِرًا بِحَرْبَةٍ .

১৩০৬ হারূন ইবন সা'য়ীদ আয়লী (র) ...... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদগাহে বর্শাকে সুতরা হিসাবে ব্যবহার করে সালাত আদায় করতেন।

١٦٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِىْ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِى الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের সালাতে মহিলাদের গমন প্রসঙ্গে

١٣٠٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ ؛ قَالَتْ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِىْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ . قَالَ ، قَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ : فَقُلْنَا : اَرَاَيْتَ اِحْدَاهُنَّ لاَ يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابٌ ؟ قَالَ : فَلْتُلْبِسْهَا اُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .

১৩০৭ আবূ বকর আবূ শায়বা (র) ...... উম্মু 'আতীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন মহিলাদের ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতে যেতে উৎসাহিত করি। উম্মু 'আতীয়া বলেন ঃ আমরা বললাম, তাদের কারো যদি চাদর না থাকে, তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন ঃ তার বোন যেন তাকে নিজের চাদর পরিয়ে দেয়।

١٣٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ . اَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ ؛ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُرِ يَشْهَدْنَ الْعِيْدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ . لِيَجْتَنِبْنَ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ .

১৩০৮ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ...... উম্মু 'আতীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমরা অল্প বয়স্কা ও বয়স্কা মহিলাদের উৎসাহিত করবে, তারা যেন ঈদের সালাতে এবং মুসলমানদের দু'আয় উপস্থিত হয়। তবে ঋতুবতী মহিলারা যেন ঈদগাহে যাওয়া থেকে বিরত থাকে।

١٣٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ . ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ . ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) كَانَ يُخْرِجُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَهُ فِى الْعِيْدَيْنِ .

১৩০৯ আবদুল্লাহ্ ইবন সায়ীদ (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) তাঁর কন্যাদের ও বিবিদের দু'ঈদে নিয়ে যেতেন।

١٦٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا اِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدَانِ فِىْ يَوْمٍ

অনুচ্ছেদ ঃ একই দিনে দুই ঈদ একত্রিত হলে

١٣١٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ . ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ . ثَنَا اِسْرَائِيْلُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ ، عَنْ اِيَاسِ بْنِ اَبِىْ رَمْلَةَ الشَّامِىِّ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً سَاَلَ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ : هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) عِيْدَيْنِ فِىْ يَوْمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ : صَلَّى الْعِيْدَ . ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ . ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ اَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُصَلِّ .

১৩১০ নাসর ইবন 'আলী জাহ্যামী (র) ...... ইয়াস ইবন আবূ রামলা আশ্-শামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে যায়দ ইবন আরকাম (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি ঃ আপনারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে একই দিন দুই ঈদে(ঈদ ও জুমু'আ) শরীক হয়েছেন কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। প্রশ্নকারী বললেন ঃ তিনি তা কিভাবে সম্পন্ন করতেন? যায়দ ইবন আরকাম বললেন ঃ তিনি প্রথমে ঈদের সালাত আদায় করতেন, তারপর জুমু'আর জন্য অবকাশ দিতেন। এরপর বলতেন ঃ যে (জুমু'আর) সালাত আদায় করতে চায়, সে যেন তা আদায় করে নেয়।

١٣١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ . ثَنَا بَقِيَّةُ . ثَنَا شُعْبَةُ . حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) ، أَنَّهُ قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هٰذَا . فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ . ثَنَا بَقِيَّةُ ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، نَحْوَهُ .

১৩১১ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্ফা হিমসী (র)............ ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের এই দিনে দুই ঈদ একত্রিত হয়েছে। যার ইচ্ছা সে যেন জুমু'আ ছেড়ে ঈদের সালাত আদায় করে। ইন্শাআল্লাহ্ আমরা জুমু'আ আদায় করবই।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা)থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٣١٢ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ . ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ . عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ .

১৩১২ জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র) ...... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময় একবার দুই ঈদ একত্রিত হলো। তিনি লোকদের নিয়ে ঈদের সালাত আদায় করেন। এরপর বলেন ঃ যার ইচ্ছা সে জুমু'আয় উপস্থিত হোক এবং যার ইচ্ছা সে পিছিয়ে থাকুক।

١٦٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلٰوةِ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির সময় মসজিদে ঈদের সালাত আদায় প্রসঙ্গে

١٣١٣ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ . ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللّٰهِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) ، فَصَلَّى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ .

১৩১৩ আব্বাস ইবন উসমান দিমাশকী (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যামানায় ঈদের দিন বৃষ্টি হয়। তিনি লোকদের নিয়ে মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করেন।

١٦٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُبْسِ السِّلَاحِ فِيْ يَوْمِ الْعِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদে দিনে অস্ত্র-সজ্জিত হওয়া প্রসঙ্গে

١٣١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيْحٍ . ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) نَهٰى اَنْ يُلْبَسَ السِّلَاحُ فِيْ بِلَادِ الْاِسْلَامِ فِي الْعِيْدَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنُوْا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ .

১৩১৪ 'আবদুল কুদ্দুস ইবন মুহাম্মদ (র) ...... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) দুই ঈদে ইসলামী দেশসমূহে অস্ত্র-সজ্জিত হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তবে শত্রুর মুকাবিলায় তা করা যেতে পারে।

١٦٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِغْتِسَالِ فِي الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের দিন গোসল করা

١٣١٥ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ . ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيْمٍ . عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى

১৩১৫ জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র.) ...... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন গোসল করতেন।

١٣١٦ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ . ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ خَالِدٍ . ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ .

وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِيْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ .

১৩১৬ নাসর ইবন 'আলী জাহ্যামী (র) .... সাহাবী ফাকিহ ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও 'আরাফার দিন গোসল করতেন।

ফাকিহ (রা) তাঁর পরিবার-পরিজনদের এ দিনগুলিতে গোসল করার নির্দেশ দিতেন।

١٧٠ - بَابُ فِيْ وَقْتِ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের সালাতের ওয়াক্ত

١٣١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ . ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ . ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ ؛ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى . فَاَنْكَرَ اِبْطَاءَ الْاِمَامِ ، وَقَالَ : اِنْ كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهِ ، وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ .

১৩১৭ আবদুল ওয়াহ্হাব ইবন যাহ্হাক (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইবন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার লোকদের সাথে ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার দিন বের হন। ইমামের বিলম্বে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন ঃ আমরা তো এ সময়ে ঈদের সালাত শেষ করতাম, আর তখন ছিল চাশতের সালাতের সময়।

١٧١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সালাত দুই দুই রাক্আত

١٣١٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ . اَنْبَاَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى .

১৩১৮ আহমদ ইবন 'আবদা (র) ...... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতের সালাত দুই দুই রাক্আত করে (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন।

١٣١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ . اَنْبَاَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى .

১৩১৯ মুহাম্মদ ইবন রুম্হ (র) ...... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ রাতের সালাত (নফল) দুই দুই রাক'আত করে।

١٣٢٠ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِيْ سَهْلٍ . ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنِ ابْنِ اَبِيْ لَبِيْدٍ ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ (ص) عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ : يُصَلِّيْ مَثْنٰى مَثْنٰى . فَاِذَا خَافَ الصُّبْحَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

১৩২০ সাহ্ল ইবন আবূ সাহল (র) ...... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা)-এর কাছে রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন ঃ তা দুই দুই রাক'আত করে আদায় করা হবে। ভোর হওয়ার আশংকা হলে, এক রাক'আত যোগ করে বিতর আদায় করে নিবে।

১৩২১ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . ثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .

১৩২১ সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র) ...... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) দুই দুই রাক'আত করে আদায় করতেন।

١٧٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلٰوةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى

অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ও দিনের সালাত দুই দুই রাক'আত করে আদায়

১৩২২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ . قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) أَنَّهُ قَالَ : صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى .

১৩২২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ, মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার ও আবূ বকর ইবন খাল্লাদ (রা) .... ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাত ও দিনের সালাত দুই দুই রাক'আত করে।

১৩২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ . أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحٰى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ . سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

১৩২৩ 'আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ ইবন রুম্হ (র) ...... উম্মু হানী বিনত আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন আট রাক'আত চাশতের সালাত আদায় করেন এবং প্রতি দুই রাক'আতের পর সালাম ফিরান।

১৩২৪ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ .

১৩২৪ হারূন ইবন ইসহাক হামদানী (র) ...... আবূ সা'য়ীদ (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ প্রতি দুই রাক'আতের পর একবার সালাম ফিরাবে।

১৩২৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ . ثَنَا شُعْبَةُ . حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ،

يَعْنِيْ ابْنَ اَبِيْ وَدَاعَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى ، وَتَشَهَّدُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَبَاءَ سٌ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ وَتَقُوْلُ : (اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ) . فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ، فَهِيَ خِدَاجٌ .

১৩২৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (রা)....... ইবন আবূ ওয়াদা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ রাতের সালাত দুই দুই রাক'আত করে। প্রতি দুই রাক'আতের শেষভাগে রয়েছে তাশাহহুদ। অত্যন্ত বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতার সাথে সালাত আদায় করবে এবং বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করুন। যে এরূপ করবে না, তার সালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে।

١٧٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে রাতের ইবাদত

١٣٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) - مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৩২৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অবিচল ঈমান ও সাওয়াবের প্রত্যাশায় রমযানের সওম পালন করে এবং রাতে তারাবীহর সালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

١٣٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي الشَّوَارِبِ . ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ اَبِيْ هِنْدٍ ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ : صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) رَمَضَانَ . فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْهُ . حَتّٰى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ ، فَقَامَ بِنَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ حَتّٰى مَضٰى نَحْوًا مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ . ثُمَّ كَانَتِ اللَّيْلَةُ السَّادِسَةُ الَّتِيْ تَلِيْهَا . فَلَمْ يَقُمْهَا حَتّٰى كَانَتِ الْخَامِسَةُ الَّتِيْ تَلِيْهَا ، ثُمَّ قَامَ بِنَا حَتّٰى مَضٰى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ . فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ ، فَقَالَ : اِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ ، فَاِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةٍ ثُمَّ كَانَتِ الرَّابِعَةُ الَّتِيْ تَلِيْهَا ، فَلَمْ يَقُمْهَا . حَتّٰى كَانَتِ الثَّالِثَةُ الَّتِيْ تَلِيْهَا . قَالَ ، فَجَمَعَ نِسَاءَهُ وَاَهْلَهُ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ . قَالَ ، فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَفُوْتَنَا الْفَلَاحُ . قِيْلَ : وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ : السُّحُوْرُ . قَالَ ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ .

১৩২৭ মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবূ শাওয়ারিব (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সিয়াম পালন করলাম। তিনি আমাদের নিয়ে রাতে

কোন নফল ইবাদত করেননি, এমন কি রমযানের মাত্র সাতটি রাত বাকী থাকে। সপ্তম রাতে তিনি আমাদের নিয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় সালাত আদায় করেন। এরপর ষষ্ঠ রাতে তিনি সালাত আদায় করেন নি। তারপর পঞ্চম রাতে তিনি আমাদের নিয়ে প্রায় অর্ধরাত সময় পর্যন্ত সালাত আদায় করেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ রাতের অবশিষ্ট অংশও যদি আপনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন! তখন তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাত আদায় করে ফিরে আসে, সে সারা রাত সালাত আদায়ের সমান সাওয়াব পায়। এরপর তিনি চতুর্থ রাতে কোন সালাত আদায় করেন নি। এরপর তৃতীয় রাত এলে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের, পরিবার-পরিজনদের একত্রিত করেন এবং লোকেরাও সমবেত হয়। রাবী বলেন ঃ তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘ সময় সালাত আদায় করলেন যে, আমরা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করলাম। আবূ যার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কল্যাণ কি? তিনি বললেন ঃ সাহরী (ভোর রাতের খাবার)। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে মাসের অবশিষ্ট রাতগুলোতে আর কোন নফল সালাত আদায় করেন নি।

١٣٢٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا وَكِيعٌ ، وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ . ثَنَا أَبُو دَاوُدَ . ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ ؛ قَالَ : لَقِيتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ : حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ يَذْكُرُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . قَالَ : نَعَمْ . حَدَّثَنِي أَبِي : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : شَهْرٌ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

১৩২৮ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ও ইয়াহ্‌ইয়া ইবন হাকিম (র).... নাযর ইবন শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ সালামা ইবন আব্দুর রহমানের সংগে দেখা করে বললাম, আপনি আপনার পিতা থেকে রমযান মাস সম্পর্কে যে হাদীস শুনেছেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আমার পিতা আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রমযান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ রমযান এমন মাস, আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাঁর সিয়াম ফরয করেছেন এবং আমি তোমাদের উপর রমযানের কিয়াম (তারাবীহ) সুন্নাত সাব্যস্ত করেছি। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় এ মাসে সিয়াম ও কিয়াম পালন করবে, সে তার গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হবে, যেন আজ তার মা তাকে প্রসব করেছে।

١٧٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নফল সালাত আদায় প্রসঙ্গে

١٣٢٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِاللَّيْلِ بِحَبْلٍ فِيهِ ثَلَاثُ عُقَدٍ ، فَإِنْ

اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ . فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ . فَإِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا ، فَيُصْبِحُ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا . وَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، أَصْبَحَ كَسِلاً خَبِيْثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْرًا .

১৩২৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রাতে (ঘুমিয়ে পড়ে) তখন শয়তান তার ঘাড়ে উপবিষ্ট হয়ে একটি রশিতে তিনটি গিরা দেয়। এরপর যখন সে ঘুম থেকে জাগে এবং আল্লাহ্র যিকর করে, তখন একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যখন সে উঠে এবং উযূ করে, তখন আরেকটি গিরা খুলে যায়। আর যখন সে সালাতে দাঁড়ায়, তখন প্রত্যেকটি গিরা খুলে যায়। ফলে, সে রাত ভোর করে প্রশান্ত মনে, হৃষ্টচিত্তে, কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে। আর যদি সে এরূপ না করে, তাহলে সে ভোর করে অলসতা ও অপবিত্র মন নিয়ে। ফলে সে কল্যাণ লাভ করে না।

١٣٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ . أَنْبَأَ جَرِيْرٌ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتّٰى أَصْبَحَ . قَالَ : ذٰلِكَ الشَّيْطَانُ بَالَ فِيْ أُذُنَيْهِ .

১৩৩০ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) .... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাতে নিদ্রায় গিয়ে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আলোচনা করা হলো। তিনি বললেন ঃ সে এমন ব্যক্তি যে, শয়তান তার উভয় কানে পেশাব করে দিয়েছে।

١٣٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ . أَنْبَأَ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ . كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ .

১৩৩১ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তুমি ঐ ব্যক্তির মত হয়ো না, যে রাতে উঠতো (নফল ইবাদত করতো) পরে সে তা ছেড়ে দেয়।

١٣٣٢ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَدَثَانِيُّ قَالُوْا : ثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ . ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِسُلَيْمَانَ : يَا بُنَيَّ ! لاَ تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ . فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৩৩২ যুহায়র ইবন মুহাম্মদ, হাসান ইবন সাব্বাহ, আব্বাস ইবন জা'ফর ও মুহাম্মদ ইবন 'আমর হাদাসানী (র) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন

ঃ একদা সুলায়মান ইবন দাউদ (আ)-এর মা তাঁকে বললেন ঃ হে বৎস! তুমি রাতে অধিক ঘুমাবে না, কেননা রাতের অধিক ঘুম মানুষকে কিয়ামতের দিন ফকীর বানিয়ে দেবে।

١٣٣٣ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ . ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُوْسَى اَبُوْ يَزِيْدَ ، عَنْ شَرِيْكٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : مَنْ كَثُرَتْ صَلٰوتُهُ بِاللَّيْلِ ، حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ .

১৩৩৩ ইসমাঈল ইবন মুহাম্মদ তালহী (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে অধিক সালাত আদায় করে, দিনে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়।

١٣٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، وَابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ اَبِىْ جَمِيْلَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ ؛ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) الْمَدِيْنَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ اِلَيْهِ . وَقِيْلَ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَجِئْتُ فِى النَّاسِ لِاَنْظُرَ اِلَيْهِ . فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) عَرَفْتُ اَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ . فَكَانَ اَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ ، اَنْ قَالَ : يٰاَيُّهَا النَّاسُ ! اَفْشُوا السَّلَامَ ، وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ .

১৩৩৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) .... 'আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমণ করেন তখন অসংখ্য লোক তাঁকে দেখার জন্য ভিড় করে এবং এরূপ বলা হয় ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসেছেন। তখন আমিও লোকদের সাথে তাঁকে দেখার জন্য আসলাম। আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার দিকে তাকালাম তখন বুঝতে পারলাম যে, তাঁর এ চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তিনি এ সময় সর্বপ্রথম যা বলেন, তা হলো ঃ হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করবে, অভুক্তকে আহার করাবে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন সালাত আদায় করবে। ফলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٧٥ - مَا جَاءَ فِيْمَنْ اَيْقَظَ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রে নিজের পরিবার-পরিজনকে (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) ঘুম থেকে জাগানো প্রসঙ্গে

١٣٣٥ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ . ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ . ثَنَا شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ ، عَنِ الْاَغَرِّ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : اِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَاَيْقَظَ امْرَاَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ .

১৩৩৫ 'আব্বাস ইবন 'উসমান দিমাশকী (র) .... আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জাগে এবং নিজের স্ত্রীকে জাগায়, তারপর উভয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে। তাদের উভয়কে আল্লাহ্র অধিক যিকিরকারী বান্দা ও যিকিরকারী বান্দী হিসেবে লেখা হয়।

١٣٣٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ . ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَاَيْقَظَ امْرَاَتَهُ فَصَلَّتْ . فَاِنْ اَبَتْ رَشَّ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ . رَحِمَ اللّٰهُ امْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَاِنْ اَبَى رَشَّتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ .

১৩৩৬ আহমদ ইবন সাবিত জাহ্‌দারী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ভত) বলেছেন ঃ আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে ব্যক্তি রাতে দাঁড়িতে সালাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায়, আর সেও সালাত আদায় করে। আর যদি সে স্ত্রী জাগতে অস্বীকার করে, তাহালে সে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ ঐ মহিলার উপর রহম করুন, যে রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে এবং সে তার স্বামীকেও জাগায়, আর সেও সালাত আদায় করে। আর যদি স্বামী জাগতে অস্বীকার করে; তখন সে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়।

١٧٦ - بَابُ فِىْ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা

١٣٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِىُّ . ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ . ثَنَا اَبُوْ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ السَّائِبِ ؛ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ ، وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ . فَقَالَ : مَنْ اَنْتَ ؟ فَاَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ : مَرْحَبًا بِابْنِ اَخِىْ . بَلَغَنِىْ اَنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ . سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ نَزَلَ بِحَزَنٍ . فَاِذَا قَرَاْتُمُوْهُ فَابْكُوْا . فَاِنْ لَمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا . وَتَغَنَّوْا بِهِ . فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ ، فَلَيْسَ مِنَّا .

১৩৩৭ 'আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন বাশীর ইবন যাক্ওয়ান দিমাশকী (র)... 'আবদুর রহমান ইবন সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) আমাদের নিকট আসেন, আর এ সময় তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখন আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কে? আমি তাঁকে আমার পরিচয় দিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ মারহাবা, হে আমার ভাতিজা! আমার কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি উত্তম কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত কর। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই এ কুরআন চিন্তার উপকরণ হিসাবে নাযিল হয়েছে। কাজেই, তোমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করবে, তখন কাঁদবে, আর যদি তোমাদের কান্না না আসে, তাহলে কান্নার ভাব করবে এবং সুমধুর স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করবে। যে ব্যক্তি সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমাদের মধ্যে নয়।

١٣٣٨ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ . ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ . ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَابِطٍ الْجُمَحِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِىِّ (ص) قَالَتْ : اَبْطَاْتُ عَلَى عَهْدِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ . ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ : اَيْنَ كُنْتِ ؟ قُلْتُ : كُنْتُ اَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِكَ لَمْ اَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ اَحَدٍ . قَالَتْ . فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتّٰى اسْتَمَعَ لَهُ. ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ : هٰذَا سَالِمٌ ، مَوْلٰى اَبِيْ حُذَيْفَةَ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ اُمَّتِيْ مِثْلَ هٰذَا .

১৩৩৮ 'আব্বাস ইবন 'উসমান দিমাশকী (র)........ নবী (সা)-এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে একদা আমি খানিকটা বিলম্বে ইশার পর ঘরে আসি। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম ঃ আমি আপনার সাহাবীদের একজনের কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম। আমি তার কিরআতের ন্যায় সুমধুর শব্দ আর কারো থেকে শুনিনি। 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং আমিও তাঁর সংগে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে লাগলাম। এরপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ এতো আবূ হুযায়ফার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) সালিম। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন।

١٣٣٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ . ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنَّ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْاٰنِ ، الَّذِيْ اِذَا سَمِعْتُمُوْهُ يَقْرَأُ ، حَسِبْتُمُوْهُ يَخْشَى اللّٰهَ .

১৩৩৯ বিশর ইবন মু'য়ায যারীর (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করবে। তোমরা যখন তার কুরআন তিলাওয়াত শুনবে, তখন তার ব্যাপারে তোমরা মনে করবে যে, সে আল্লাহকে ভয় করে।

١٣٤٠ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ . ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ . ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ . ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، مَوْلٰى فَضَالَةَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اَللّٰهُ اَشَدُّ اَذَنًا اِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ ، مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ اِلٰى قَيْنَتِهِ .

১৩৪০ রাশিদ ইবন সা'য়ীদ রামলী (র)...... ফাযালা ইবন 'উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ গায়িকার মালিক তার গায়িকার গান যতটুকু কান লাগিয়ে শোনে, আল্লাহ উঁচু স্বরে মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তির প্রতি তার চাইতে অধিক মনোযোগ দেন।

١٣٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى . ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ . اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ فَقِيْلَ : عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ . فَقَالَ : لَقَدْ اُوْتِيَ هٰذَا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ .

১৩৪১ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে ঢুকে এক ব্যক্তির কিরআত শুনলেন। তখন তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি কে? বলা

হলো ঃ ইনি 'আবদুল্লাহ ইবন কায়স। তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তিকে তো দাউদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে।

١٣٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالاَ : ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ الْيَامِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ (ص) : زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِأَصْوَاتِكُمْ .

১৩৪২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করবে।

١٧٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাতে নির্ধারিত ওজীফা আদায় না করে নিদ্রা যায়

١٣٤٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ . اَنْبَأَ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ ، وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ؛ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ، اَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ .

১৩৪৩ আহমদ ইবন 'আমর ইবন সারহ্ মিসরী (র)......... 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার নির্ধারিত ওজীফা অথবা তার কিছু অংশ আদায় না করে নিদ্রা যায়, তারপর সে তা ফজর ও যোহরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করে, সে যেন তা রাতেই পড়লো— এরূপ সওয়াব তার জন্য লেখা হয়।

١٣٤٤ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ . ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِيْ لُبَابَةَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ (ص) قَالَ : مَنْ اَتٰى فِرَاشَهُ ، وَهُوَ يَنْوِيْ اَنْ يَقُوْمَ فَيُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتّٰى يُصْبِحَ ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوٰى . وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ .

১৩৪৪ হারূন ইবন 'আবদুল্লাহ হাম্মাল (র)....... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাত জেগে সালাত আদায়ের নিয়্যত করে শয্যায় যায়, এরপর তার চোখ ভোর পর্যন্ত নিদ্রিত থাকে; তার নিয়্যত অনুযায়ী তার জন্য সওয়াব লেখা হয়। আর তার নিদ্রা তার রব্বের পক্ষ হতে সাদকা স্বরূপ হবে।

١٧٨ – بَابُ فِيْ كَمْ يَسْتَحِبُّ يَخْتِمُ الْقُرْاٰنَ

অনুচ্ছেদ ঃ কত দিনে কুরআন খতম করা মুস্তাহাব

١٣٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسٍ ، عَنْ جَدِّهِ اَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ ؛ قَالَ : قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ وَفْدِ ثَقِيْفٍ . فَنَزَلُوا الْاَحْلَافَ عَلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَاَنْزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَنِيْ مَالِكٍ فِيْ قُبَّةٍ لَهُ . فَكَانَ يَأْتِيْنَا كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُحَدِّثُنَا قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ ، حَتَّى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ . وَاَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ . وَيَقُوْلُ : وَلَا سَوَاءَ . كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ مُسْتَذَلِّيْنَ . فَلَمَّا خَرَجْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ . نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُوْنَ عَلَيْنَا . فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ اَبْطَأَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِيْ كَانَ يَأْتِيْنَا فِيْهِ . فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! لَقَدْ اَبْطَأْتَ عَلَيْنَا اللَّيْلَةَ قَالَ : اِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبِيْ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَكَرِهْتُ اَنْ اَخْرُجَ حَتَّى اُتِمَّهُ .

قَالَ اَوْسٌ : فَسَأَلْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ، كَيْفَ تُحَزِّبُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؟ قَالُوْا : ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاِحْدٰى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ .

১৩৪৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... 'আওস ইবন হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা একবার সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সংগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁরা তাঁদের বন্ধু মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর মেহমান হলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) মালিকের তাঁবুতে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। তিনি প্রত্যহ রাতে 'ইশার পরে আমাদের নিকট আসতেন, তিনি তাঁর দু' পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন। এমন কি তিনি কখনো এক পা বদলিয়ে অন্য পায়ের উপর ভর করে হাদীস বলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় আমাদের কাছে তাঁর নিজ বংশ কুরায়শদের নিকট থেকে যে আচরণ পেয়েছিলেন, তা আলোচনা করতেন এবং বলতেন ঃ একথা বলাতে কোন দোষ নেই যে, আমরা ছিলাম দুর্বল ও লাঞ্ছিত। আমরা যখন মদীনার দিকে বেরিয়ে এলাম, তখন আমাদের ও তাদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হতো। ফলে কখনো আমরা তাদের উপর বিজয়ী হতাম, আবার কখনো তারা আমাদের উপর জয়লাভ করতো। এক রাতে তিনি তাঁর পূর্ব নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বিলম্বে আমাদের কাছে আসলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ রাতে আপনি আমাদের কাছে বিলম্বে আগমণ করেছেন! তিনি বললেন ঃ আমার কুরআনের কিছু ওজীফা বাকী থাকায় তা আদায় না করা পর্যন্ত বের হওয়া অপসন্দ করলাম।

'আওস (র) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনারা কিভাবে কুরআনের অংশ নির্ধারিত করে তিলাওয়াত করতেন? তাঁরা বললেন ঃ কখনো তিন দিনে, কখনো পাঁচ দিনে, কখনো সাত দিনে, কখনো নয় দিনে, কখনো এগার দিনে এবং কখনো তের দিনে। আর কখনো মুফাসসাল হিসেবে।

١٣٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ . ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ . عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيْمِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ قَالَ : جَمَعْتُ الْقُرْاٰنَ فَقَرَأْتُهُ كُلَّهُ فِىْ لَيْلَةٍ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنِّىْ اَخْشٰى اَنْ يَطُوْلَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ ، وَاَنْ تَمَلَّ فَاقْرَأْهُ فِىْ شَهْرٍ . فَقُلْتُ : دَعْنِىْ اَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِىْ وَشَبَابِىْ . قَالَ : فَاقْرَأْهُ فِىْ عَشْرَةٍ . قُلْتُ دَعْنِىْ اَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِىْ وَشَبَابِىْ قَالَ : فَاقْرَأْهُ فِىْ سَبْعٍ . قُلْتُ : دَعْنِىْ اَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِىْ وَشَبَابِىْ . فَاَبٰى .

১৩৪৬ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)........ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি কুরআন হিফয করি এবং তা প্রতি রাতে সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমি আশংকা করছি যে, তোমার হায়াত দীর্ঘ হবে এবং বার্ধক্যে উপনীত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে। কাজেই তুমি এক মাসে কুরআন খতম কর। আমি বললাম ঃ আপনি আমাকে শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা উপকৃত হতে দিন। তিনি বললেন ঃ দশ দিনে কুরআন খতম কর। আমি বললাম ঃ আপনি আমাকে শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা উপকৃত হতে দিন। তিনি বললেন ঃ তবে তুমি সাত দিনে কুরআন খতম কর। আমি বললাম ঃ শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা আমাকে উপকৃত হতে দিন। তখন তিনি তা অস্বীকার করলেন।

١٣٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ . ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ . ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ .

১৩৪৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও আবূ বকর ইবন খাল্লাদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তিন দিনের কমে যে কুরআন খতম করে, সে কুরআন বুঝতে পারে না।

١٣٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ . ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : لاَ اَعْلَمُ نَبِىَّ اللّٰهِ (ص) قَرَأَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ حَتَّى الصَّبَاحِ .

১৩৪৮ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) এক রাতে কুরআন খতম করেছেন বলে আমার জানা নেই।

١٧٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সালাতে কিরাআত

١٣٤٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَعَلِىُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ . قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ . ثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ ؛ قَالَتْ كُنْتُ اَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِىِّ (ص) بِاللَّيْلِ وَاَنَا عَلٰى عَرِيْشِىْ .

১৩৪৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)... উম্মু'হানী বিনত আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাতে নবী (সা)-এর কিরাআত শুনতে পেতাম এবং এ সময় আমি আমার ঘরের ছাদে অবস্থান করতাম।

١٣٥٠ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، اَبُوْ بِشْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ ؛ قَالَتْ : سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ : قَامَ النَّبِيُّ (ص) بِاٰيَةٍ حَتّٰى اَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا . وَالْاٰيَةُ : (اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ).

১৩৫০ বকর ইবন খালাফ আবূ বিশর (র)... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) সালাতে দাঁড়িয়ে একটি আয়াত বারবার তিলাওয়াত করেন, এমনকি ভোর হয়ে যায়। আয়াতটি হলো ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

"আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি তাদেরকে মাফ করে দেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৫ ঃ ১১৮)

١٣٥١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) فَكَانَ اِذَا مَرَّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ سَاَلَ . وَاِذَا مَرَّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ . وَاِذَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا تَنْزِيْهٌ لِلّٰهِ سَبَّحَ .

১৩৫১ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)........ হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) সালাত আদায়কালে রহমতের আয়াত পাঠের সময় রহমত কামনা করতেন এবং 'আযাবের আয়াত পাঠকালে পানাহ চাইতেন। আল্লাহর পবিত্রতা সম্বলিত আয়াত তিলাওয়াতকালে তিনি তাসবীহ পাঠ করতেন।

١٣٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى . عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى ؛ قَالَ : صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا . فَمَرَّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ ، فَقَالَ (اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ . وَوَيْلٌ لِاَهْلِ النَّارِ) .

১৩৫২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... আবূ লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) রাতে নফল সালাত আদায়কালে আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছি। তিনি 'আযাবের আয়াত তিলাওয়াতের সময় বলেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ . وَوَيْلٌ لِاَهْلِ النَّارِ .

"আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই, আর জাহান্নামীদের জন্যই ধ্বংস"।

١٣٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى . ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ ؛ قَالَ : سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ : كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا .

১৩৫৩ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)...... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-এর কাছে নবী (সা)-এর কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তিনি উচ্চকণ্ঠে কিরাআত পাঠ করতেন।

١٣٥٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ ؛ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَجْهَرُ بِالْقُرْاٰنِ أَوْ يُخَافِتُ بِهِ ؟ قَالَتْ : رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا خَافَتَ قُلْتُ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ هٰذَا الْأَمْرِ سَعَةً .

১৩৫৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... গুযাইফ ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কি কুরআন উচ্চস্বরে পাঠ করতেন, না চুপে চুপে? তিনি বললেন ঃ কখনো তিনি উচ্চ কণ্ঠে, আবার কখনো চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করতেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহু আকবর, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি এ বিষয়ে অবকাশ রেখেছেন।

١٨٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদ সালাতে দু'আ পাঠ করা প্রসঙ্গে

١٣٥٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ (اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ . وَلَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ . وَلَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ مَالِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ . وَلَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ - اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ اٰمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ . وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ . أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ . لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ . وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ . وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ) .

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ . ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِيْ مُسْلِمٍ الْأَحْوَلِ ، خَالُ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ ، سَمِعَ طَاوُسًا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

১৩৫৫ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)...... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের তাহাজ্জুদ সালাতে এ দু'আ পাঠ করা করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ . اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ . وَلَكَ الْحَمْدُ . اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ . وَلَكَ الْحَمْدُ . اَنْتَ مَالِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ . وَلَكَ الْحَمْدُ . اَنْتَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ - اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ ، وَبِكَ اٰمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ . وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ . اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ . وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ . وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ .

"হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি তো আসমান-যমীন এবং এর মাঝে যা কিছু সবের নূর। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি তো আসমান-যমীন এবং এসবের মাঝে যা কিছু আছে সবের মাঝে বিরাজমান। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি তো আসমান-যমীন এবং এর মাঝে যা কিছু আছে সবের অধিপতি। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য আপনি সত্য; আপনার অঙ্গীকার সত্য; আপনার দর্শন সত্য; আপনার বাণী সত্য, জান্নাত সত্য; জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য, আম্বিয়া কিরাম সত্য; এবং মুহাম্মদ (সা) সত্য। "হে আল্লাহ! আমি আপনারই কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আপনার প্রতিই ঈমান এনেছি, আপনার উপরই ভরসা করেছি। আপনার দিকে ফিরে এসেছি। আপনার সাহায্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করি এবং আপনার হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করি। আপনি আমার আগের-পরের সব গুনাহ মাফ করে দিন, যা আমি গোপনে এবং যা প্রকাশ্যে করেছি। আপনি আদি, আপনি অন্ত। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং কোন ইলাহ নেই, আপনি ছাড়া, আপনার শক্তি ব্যতীত কোন শক্তি নেই।"

আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে তাহাজ্জুদ সালাতে দাঁড়াতেন, তারপর রাবী অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٣٥٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِيْ اَزْهَرُ بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سَاَلْتُ عَائِشَةَ : مَاذَا كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَفْتَتِحُ بِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : لَقَدْ سَاَلْتَنِيْ عَنْ شَيْءٍ مَا سَاَلَنِيْ عَنْهُ اَحَدٌ قَبْلَكَ . كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا - وَيَحْمَدُ عَشْرًا - وَيُسَبِّحُ عَشْرًا - وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا - وَيَقُوْلُ (اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ) وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৩৫৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... 'আসিম ইবন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নবী (সা) তাহাজ্জুদের সালাতের শুরুতে কোন দু'আ পাঠ করতেন? তিনি বললেন ঃ তুমি আমার কাছে যে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ, তোমার পূর্বে এ সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। তিনি দশবার করে আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ্ এবং দশবার আস্তাগ ফিরুল্লাহ্ পাঠ করতেন। তিনি এরূপও দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ .

"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে হিদায়ত করুন এবং আমাকে রিযক দান করুন এবং আমাকে সুস্থ রাখুন। তিনি কিয়ামত দিনের ভয়াবহতা থেকেও পানাহ চাইতেন।

১٣٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ . ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْيَمَامِيُّ . ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا يَحْيٰى بْنُ أَبِىْ كَثِيْرٍ ، عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؛ بِمَا كَانَ يَسْتَفْتِحُ النَّبِىُّ (ص) صَلٰوتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ ، كَانَ يَقُوْلُ (اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ ، فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ . أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ . اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ، إِنَّكَ لَتَهْدِىْ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ) .

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ . اِحْفَظُوْهُ (جِبْرَئِيْلُ) مَهْمُوْزَةً فَإِنَّهُ كَذَا عَنِ النَّبِيِّ (ص)

১৩৫৭ 'আবদুর রহমান ইবন 'উমর (র)...... আবূ সালামা ইবন 'আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়েশা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, নবী (সা) তাহাজ্জুদ সালাতের শুরুতে কি দু'আ পাঠ করতেন? আয়েশা বললেন ঃ তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ ، فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ . اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ، إِنَّكَ لَتَهْدِىْ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ .

"হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীল (আ)-এর রব্ব। আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, আপনার বান্দারা যে বিষয় নিয়ে মতভেদ করে, আপনি তার মীমাংসাকারী। যে বিষয়ে মতভেদ করা হয়ে থাকে, আপনি মেহেরবানী করে সে বিষয়ে আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আপনিই তো সরল-সঠিক পথে হিদায়াত করেন।"

'আবদুর রহমান ইবন 'উমর (র) বলেন ঃ জিবরাঈল শব্দটি হামযাযোগে পাঠ কর। কেননা নবী (সা) থেকে এরূপই বর্ণিত আছে।

١٨١ - بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَمْ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাতে কি পরিমাণ সালাত আদায় করবে

١٣٥٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ . ثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِىْ ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ . ثَنَا الْوَلِيْدُ . ثَنَا الْأَوْزَاعِىُّ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَهٰذَا حَدِيْثُ أَبِىْ بَكْرٍ . قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ (ص) يُصَلِّىْ ، مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ ، إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً . يُسَلِّمُ فِىْ كُلِّ اثْنَتَيْنِ . وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ . وَيَسْجُدُ فِيْهِنَّ سَجْدَةً ،

بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً ، قَبْلَ اَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ . فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْاَذَانِ الْاَوَّلِ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

১৩৫৮ আবূ বকর আবূ শায়বা ও 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র)....... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) 'ইশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত এগার রাকাত সালাত আদায় করতেন। তিনি প্রতি দুই রাক'আতে সালাম ফিরাতেন এবং এক রাক'আত দ্বারা বিতর আদায় করতেন। তিনি এতে এমন একটি দীর্ঘ সিজ্‌দা করতেন যে, তোমরা তাঁর মাথা উঠানোর পূর্বে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে সক্ষম, মুয়াযযিন যখন ফজরের প্রথম আযান শেষ করতেন তিনি দাঁড়িয়ে হালকাভাবে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٣٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

১৩৫৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) রাতে তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٣٦٠ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ . ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ .

১৩৬০ হান্নাদ ইবন সারী (র)....... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) রাতে নয় রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٣٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ ، اَبُوْ عُبَيْدٍ الْمَدِيْنِيُّ . ثَنَا اَبِيْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ؛ قَالَ . سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِاللَّيْلِ ، فَقَالَا : ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً . مِنْهَا ثَمَانٍ . وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ . وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ .

১৩৬১ মুহাম্মদ ইবন 'উবায়দ ইবন মায়মূন আবূ 'উবায়দ মাদিনী (র)........ আমির শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা বললেন ঃ তের রাক'আত, এর মধ্যে আট রাক'আত তাহাজ্জুদ, তিন রাক'আত বিতর এবং ফজরের পর দুই রাক'আত।

١٣٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ثَابِتٍ الزُّبَيْرِيُّ . ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ؛ اَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ .

قَالَ : قُلْتُ ، لَأَرْمُقَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اللَّيْلَةَ . قَالَ ، فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ ، أَوْفُسْطَاطَهُ . فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ، فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ، طَوِيْلَتَيْنِ ، طَوِيْلَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ . فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

১৩৬২ আবদুস সালাম ইবন 'আসিম (র)......... যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাতের সালাত দেখার মনস্থ করলাম। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁর ঘরের দরজার সাথে টেক লাগিয়ে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে হালকাভাবে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর দীর্ঘ দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি দু' রাক'আত আদায় করেন, তবে এই দুই রাক'আত ছিল পূর্ব দু রাক'আত থেকে দীর্ঘ। তাপর দু রাক'আত আদায় করেন, তবে এ দু' রাক'আত ছিল পূর্বাপেক্ষা কম দীর্ঘ। তারপর দু' রাক'আত আদায় করেন, তবে এই দুই রাক'আত ছিল পূর্বাপেক্ষা কম দীর্ঘ। এরপর দুই রাক'আত আদায় করেন। এরপর বিতর আদায় করেন, এভাবে মোট তের রাক'আত হয়।

١٣٦٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ . ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى . ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَامَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) وَهِيَ خَالَتُهُ . قَالَ : فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ . وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَأَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا . فَنَامَ النَّبِيُّ (ص) حَتّٰى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ ، اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ (ص) فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ . ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ اٰيَاتٍ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ . ثُمَّ قَامَ شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ، فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ .

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ . ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلٰى جَنْبِهِ . فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِيْ – وَأَخَذَ أُذُنِي الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا – فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ أَوْتَرَ . ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ . فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلٰوةِ .

১৩৬৩ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)........ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি তার খালা নবী সহধর্মিণী মায়মূনা (রা)-এর ঘরে শয়ন করেন। তিনি বলেন ঃ আমি বালিশে আড়াআড়ি শুয়ে পড়লাম, আর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর বিবি লম্বালম্বি শুয়ে পড়লেন। এরপর নবী (সা) অর্ধরাত অথবা তার চাইতে কিছু কম সময় অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী সময় ঘুমিয়ে থাকেন, তারপর তিনি জেগে দু' হাত দিয়ে ঘুমের আবিলতা স্বীয় চেহারা থেকে দূর করেন। এরপর তিনি সূরা ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন। তারপর তিনি পানির মশকের কাছে দাঁড়িয়ে যান এবং উত্তমরূপে উযূ করেন, তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন।

'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং তিনি যা করলেন, আমিও অনুরূপ করলাম। তারপর আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার ডান কান মললেন। তারপর দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি দুই -দুই রাক'আত করে বার রাক'আত সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি বিতর আদায় করেন। তারপর তিনি কিছুক্ষণ আরাম করেন। অবশেষে মুয়াযযিন তাঁর কাছে এলো, তখন তিনি হালকাভাবে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন এরপর (জামায়াতে) সালাত আদায়ের জন্য বের হন।

١٨٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ اَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ ঃ রাতের কোন্ অংশ উত্তম

١٣٦٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ ، قَالُوْا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ؛ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ يَزِيْدِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ؛ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَنْ اَسْلَمَ مَعَكَ ؟ قَالَ : حُرٌّ وَعَبْدٌ ـ قُلْتُ : هَلْ مِنْ سَاعَةٍ اَقْرَبُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اُخْرٰى ؟ قَالَ : نَعَمْ . جَوْفُ اللَّيْلِ الْاَوْسَطُ .

১৩৬৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবন ওলীদ (র)... 'আমর ইবন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সংগে কে ইসলাম গ্রহণ করেছেন ? তিনি বললেন ঃ একজন আযাদ এবং একজন গোলাম। আমি বললাম ঃ আল্লাহ নৈকট্যলাভের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তা হলো রাতের মধ্য ভাগ।

١٣٦٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَيُحْيِيْ اٰخِرَهُ .

১৩৬৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........ 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতেন এবং শেষভাগে জাগতেন।

١٣٦٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ؛ قَالاَ : ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ، وَاَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ، حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ ، كُلَّ لَيْلَةٍ ، فَيَقُوْلُ : مَنْ يَسْاَلُنِيْ فَاُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَاَغْفِرَلَهُ ؟ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ـ فَلِذٰلِكَ كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ صَلٰوةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ عَلٰى اَوَّلِهِ

১৩৬৬ আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন 'উসমান 'উসমানী ও ইয়াকূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক রাতের এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালীন সময়ে আমাদের মহান রব্ব (পৃথিবীর নিকবর্তী আসমানে) অবতরণ করেন, তিনি বলেন ঃ আমার কাছে যে চায়, আমি তাকে দিই। আমাকে যে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। আমার কাছে যে মাফ চায়, আমি তাকে মাফ করে দিই। এভাবে তিনি ফজর পর্যন্ত বলতে থাকেন। এ কারণেই তাঁরা রাতের প্রথমাংশ অপেক্ষা শেষাংশে সালাত আদায় পসন্দ করেন।

١٣٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِنَّ اللّٰهَ يُمْهِلُ . حَتّٰى اِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ اَوْ ثُلُثَاهُ ، قَالَ : لَا يَسْأَلَنَّ عِبَادِىْ غَيْرِىْ مَنْ يَدْعُنِىْ اَسْتَجِبْ لَهُ مَنْ يَسْأَلْنِىْ اُعْطِهِ . مَنْ يَسْتَغْفِرْنِىْ اَغْفِرْلَهُ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ .

১৩৬৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)........... রিফা'আ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ রাতের অর্ধাংশ কিংবা দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা (বান্দাকে) অবকাশ দেন। তিনি বলেন ঃ আমার বান্দা আমাকে ছাড়া কারো কাছে চাইবে না। যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। যে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দেব। আর যে আমার কাছে মাফ চাইবে, আমি তাকে মাফ করে দেব। ফজর পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে।

١٨٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يُرْجٰى اَنْ يُكْفِىَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ জিনিস রাতের সালাতের (সওয়াবের) বিকল্প হতে পারে?

١٣٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ . ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَاَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : ثَنَا الْاَعْمَشُ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اَلْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأَهُمَا ، فِىْ لَيْلَةٍ ، كَفَتَاهُ .

قَالَ حَفْصٌ ، فِىْ حَدِيْثِهِ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ؛ فَلَقِيْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَطُوْفُ فَحَدَّثَنِىْ بِهِ .

১৩৬৮ *মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)....... আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি* বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ আয়াত দুটো তিলাওয়াত করে, তা তার জন্য যথেষ্ট হয়।

হাফস্ তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেন, 'আবদুর রহমান (র) বলেছেন ঃ আমি আবূ মাসঊদ (রা)-এর সাথে তাঁর তাওয়াফরত অবস্থায় সাক্ষাত করি, আর তখন তিনি আমার নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেন।

١٣٦٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ . ثَنَا جَرِيْرٌ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : مَنْ قَرَأَ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ . فِىْ لَيْلَةٍ ، كَفَتَاهُ .

১৩৬৯ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র)......... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ আয়াত দু'টো তিলাওয়াত করে, তা তার জন্য যথেষ্ট হয়।

١٨٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَلِّي إِذَا نَعَسَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লী তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে

١٣٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ . ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ (ص) : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ . فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي ، إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ .

১৩৭০ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন 'উসমান 'উসমানী (র)... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়, তখন সে যেন নিদ্রা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত ঘুমায়। কেননা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সালাত আদায় করলে কি বলা হয়, তা সে জানে না। হয় তো বা সে মাগফিরাত চাইতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসে।

١٣٧١ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ . ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبْلاً مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ : مَا هَذَا الْحَبْلُ ؟ قَالُوا : لِزَيْنَبَ . تُصَلِّي فِيهِ . فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ . فَقَالَ حُلُّوهُ . حُلُّوهُ . لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ . فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ .

১৩৭১ ইমরান ইবন মূসা লায়সী (র)......... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে প্রবেশ করে দু'টো খুঁটির মাঝামাঝি একটি রশি বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলেন, তিনি বললেন ঃ এ রশি কিসের? তারা বললো ঃ যয়নাবের, সে সালাত আদায় করতে করতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে তখন এ রশি দিয়ে সে নিজকে বেঁধে নেয়। তিনি বললেন ঃ এটি খুলে ফেল, এটি খুলে ফেল। তোমাদের কারো সামর্থ্য থাকা পর্যন্ত সালাত আদায় করবে, আর যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে।

١٣٧٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ . ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ ، اضْطَجَعَ .

১৩৭২ ইয়াকূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রাতে সালাতে দাঁড়ায়, আর কিরাআত তার যবানে (তন্দ্রার কারণে) জড়িয়ে যায় এবং সে কি বলে তা বুঝে না, তখন সে শুয়ে পড়বে।

١٨٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلٰوةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিব ও ইশার মধ্যকার সালাত

١٣٧٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) : مَنْ صَلّٰى ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، عِشْرِينَ رَكْعَةً ، بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

১৩৭৩ আহমদ ইবন মানী' (র)......... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার মাঝে বিশ রাক'আত সালাত আদায় করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর তৈরি করেন।

١٣٧٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَاَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ : ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ - حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ اَبِي خَثْعَمٍ الْيَمَامِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) : مَنْ صَلّٰى سِتَّ رَكَعَاتٍ ، بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ ، عُدِلَتْ لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً .

১৩৭৪ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও আবূ 'উমর হাফস ইবন 'উমর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাক'আত সালাত আদায় করে এবং এর মাঝে কোন খারাপ কথা না বলে, তাকে বারো বছরের নফল ইবাদতের সওয়াব দেওয়া হয়।

١٨٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে নফল ইবাদত করা প্রসঙ্গে

١٣٧٥ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ . ثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو ؛ قَالَ : خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ اِلَى عُمَرَ . فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ ، قَالَ لَهُمْ : مِمَّنْ اَنْتُمْ ؟ قَالُوا : مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ . قَالَ : فَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ ، فَسَأَلُوا عَنْ صَلٰوةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ . فَقَالَ عُمَرُ ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ : اَمَّا صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي الْحُسَيْنِ . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِي اُنَيْسَةَ ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَيْرٍ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) نَحْوَهُ .

১৩৭৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... 'আসিম ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইরাকের একটি প্রতিনিধি দল 'উমর (রা)-এর উদ্দেশ্যে বের হলো। যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হলো, তখন তিনি তাদের বললেন ঃ তোমরা কারা? তারা বললো ঃ ইরাকীদের পক্ষ হতে। তিনি বললেন ঃ তোমরা অনুমতি নিয়ে এসেছ কি? তারা বললো ঃ হাঁ। রাবী বলেন ঃ তারা তাঁকে কোন ব্যক্তির সালাত ঘরে আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। 'উমর (রা) বললেন ঃ আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেন ঃ ব্যক্তির সালাত তার ঘরে আদায় করা, এতো হলো নূর। কাজেই তোমরা তোমাদের ঘরকেই নূরান্বিত করে তোল।

মুহাম্মদ ইবন আবুল হুসায়ন (র)... 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٣٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . قَالاَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : اِذَا قَضٰى اَحَدُكُمْ صَلٰوتَهُ ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْهَا نَصِيْبًا فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِيْ بَيْتِهِ مِنْ صَلٰوتِهِ خَيْرًا .

১৩৭৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করে, তখন তার উচিত সে যেন ঘরে কিছু সালাত আদায় করে। কেননা ঘরে সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ এতে কল্যাণ দান করেন।

١٣٧٧ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ ، قَالاَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : لاَ تَتَّخِذُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا .

১৩৭৭ যায়দ ইবন আখযাম ও 'আবদুর রহমান ইবন 'উমর (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ঘরগুলো কবর বানাবে না।

١٣٧٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ . ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ ؛ قَالَ : سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) : اَيُّمَا اَفْضَلُ ؟ الصَّلٰوةُ فِيْ بَيْتِيْ اَوِ الصَّلٰوةُ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : اَلاَ تَرٰى اِلٰى بَيْتِيْ ؟ مَا اَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟ فَلَاَنْ اُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ اُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ . اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً .

১৩৭৮ আবূ বিশর বকর ইবন খালাফ (র)........ 'আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোনটি উত্তম, আমার ঘরে সালাত আদায় করা অথবা মসজিদে? তিনি বললেন ঃ তুমি কি দেখ না ? আমার ঘর মসজিদের কত নিকটে? তা সত্ত্বেও মসজিদে সালাত আদায় করার চাইতে আমার ঘরে সালাত আদায় করা আমার নিকট অধিক প্রিয়। তবে ফরয সালাত ব্যতীত।

١٨٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلٰوةِ الضُّحٰى

অনুচ্ছেদ ঃ চাশতের সালাত প্রসঙ্গে

١٣٧٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ قَالَ : سَأَلْتُ ، فِيْ زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُوْنَ ، اَوْ مُتَوَافُوْنَ ، عَنْ صَلٰوةِ الضُّحٰى فَلَمْ اَجِدْ اَحَدًا يُخْبِرُنِيْ اَنَّهُ صَلاَّهَا ، يَعْنِيْ النَّبِيَّ (ص) ، غَيْرَ اُمِّ هَانِئٍ فَاَخْبَرَتْنِيْ اَنَّهُ صَلاَّهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ .

১৩৭৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'উসমান ইবন 'আফফান (রা)-এর খিলাফতকালে বিশাল জামায়াতে চাশতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। নবী (সা) সালাত আদায় করছেন, এ মর্মে উম্মে হানী (রা)-এর হাদীস ব্যতীত আর কাউকে বর্ণনাকারী হিসাবে আমি পেলাম না। উম্মু হানী (রা) আমার কাছে এরূপ বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) আট রাক'আত চাশতের সালাত আদায় করতেন।

١٣٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَاَبُوْ كُرَيْبٍ ، قَالاَ : ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ اَنَسٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : مَنْ صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ .

১৩৮০ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি বার রাক'আত চাশতের সালাত আদায় করে, আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য একটি স্বর্ণের বালাখানা তৈরি করেন।

١٣٨١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا شَبَابَةُ . ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ؛ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ اَكَانَ النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّي الضُّحٰى ؛ قَالَتْ : نَعَمْ ، اَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ .

১৩৮১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... মু'আযা আদাবিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়েশা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নবী (সা) কি চাশতের সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, চার রাক'আত। আবার কখনো বেশীও আদায় করতেন, আল্লাহ যা চাইতেন।

١٣٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ ، عَنْ شَدَّادٍ اَبِيْ عَمَّارٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ ، وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ .

১৩৮২ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাক'আত সালাতের হিফাযত করে, তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়; যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।

١٨٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صَلٰوةِ الْاِسْتِخَارَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিখারার সালাত প্রসঙ্গে

١٣٨٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِىُّ . ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ . ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الْمَوَالِىْ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ . يَقُوْلُ : اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ، ثُمَّ لِيَقُلْ : [اَللّٰهُمَّ ! اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ . وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ . وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ . فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ . وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ . وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ . اَللّٰهُمَّ ! اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الْاَمْرَ (فَيُسَمِّيْهِ مَا كَانَ مِنْ شَىْءٍ) خَيْرًا لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ (اَوْ خَيْرًا لِّىْ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ) فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ . وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ (يَقُوْلُ مِثْلَ مَا قَالَ فِى الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى) وَاِنْ كَانَ شَرًّا لِّىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ ، وَاقْدُرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كَانَ . ثُمَّ رَضِّنِىْ بِهٖ] .

১৩৮৩ আহমদ ইবন ইউসুফ সুলামী (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ইস্তিখারার সালাত শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করে, তখন সে যেন দুই রাক'আত নফল সালাত আদায় করে। এরপর এরূপ দু'আ করে...

اَللّٰهُمَّ ! اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ . وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ . وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ . فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ . وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ . وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ . اَللّٰهُمَّ ! اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الْاَمْرَ (فَيُسَمِّيْهِ مَا كَانَ مِنْ شَىْءٍ) خَيْرًا لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ (اَوْ خَيْرًا لِّىْ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ) فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ . وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ (يَقُوْلُ مِثْلَ مَا قَالَ فِى الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى) وَاِنْ كَانَ شَرًّا لِّىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ ، وَاقْدُرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كَانَ ثُمَّ رَضِّنِىْ بِهٖ .

"হে আল্লাহ! আমি আপনার ইলম অনুযায়ী আপনার কাছে কল্যাণ কামনা করি এবং আপনার শক্তি থেকে শক্তি চাই, আমি আপনার মহান অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি। আপনি ক্ষমতা রাখেন এবং আমি ক্ষমতা রাখি না। আপনি জানেন, আমি জানি না। আপনি অদৃশ্য বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। হে আল্লাহ! যদি আপনি জানেন, আমার এই কাজ (উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে হবে) আমার দীন-দুনিয়া এবং পরিণাম হিসেবে কল্যাণকর (অথবা বর্তমান ও ভবিষ্যতে আমার জন্য মঙ্গলময়) সে কাজের ক্ষমতা দিন এবং আমার জন্য

সহজ করুন এবং এতে আমায় বরকত দান করুন আর আপনি যদি মনে করেন যে, (প্রথমবারের মত বলবে) আমার ধর্ম, আমার জীবন ও পরিণাম হিসেবে অকল্যাণকর, তবে আমার থেকে তা দূরে রাখুন এবং তা থেকে আমাকে দূরে রাখুন। আর আমার জন্য যা কল্যাণকর, সে কাজে আমাকে ক্ষমতা দিন এবং আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন।

١٨٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلٰوةِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাজাতের সালাত প্রসঙ্গে

١٣٨٤ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ . ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ ، عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفَي الْاَسْلَمِيِّ ؛ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اِلَى اللّٰهِ ، اَوْ اِلَى اَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ، فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ لِيَقُلْ : (لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ - سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ ! اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ . اَسْاَلُكَ اَلاَّ تَدَعَ لِيْ ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ . وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ . وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى اِلاَّ قَضَيْتَهَا لِيْ) . ثُمَّ يَسْاَلُ اللّٰهَ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا شَاءَ . فَاِنَّهُ يُقَدِّرُ .

১৩৮৪ সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ (র)....... 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট বেরিয়ে এসে বললেন ঃ আল্লাহর কাছে কিংবা তাঁর কোন মাখলুকের কাছে কারো কোন হাজাত থাকলে সে যেন উযূ করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, এরপর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করে ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ - سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ ! اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ . اَسْاَلُكَ اَلاَّ تَدَعَ لِيْ ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ . وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ . وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلاَّ قَضَيْتَهَا لِيْ .

"পরম সহনশীল ও দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ পূত, পবিত্র, মহান আরশের রব্ব। আল্লাহরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার অবধারিত রহমত, আপনার অফুরন্ত মাগফিরাত, প্রত্যেক নেককাজের গনীমত এবং যাবতীয় গুনাহের কাজ থেকে নিরাপত্তা। আমি আপনার নিকট আরো প্রার্থনা করছি যে, আমার সকল গুনাহ আপনি মাফ করে দিন, আমার চিন্তা দূর করুন, আমার ঐ হাজত পূরা করুন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট। এরপর সে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য যা চাওয়ার, তা চাইবে, কেননা তা আল্লাহ নির্ধারণ করে থাকেন।

١٣٨٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ يَسَارٍ . ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ؛ اَنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَ الْبَصَرِ اَتَى النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ :

ادْعُ اللّٰهَ لِيْ اَنْ يُعَافِيَنِيْ . فَقَالَ اِنْ شِئْتَ اَخَّرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ . وَاِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ - فَقَالَ : ادْعُهُ . فَاَمَرَهُ اَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوْءَهُ . وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ . وَيَدْعُوَ بِهٰذَا الدُّعَاءِ (اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ . وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ . يَا مُحَمَّدُ ! اِنِّيْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهِ لِتُقْضٰى - اَللّٰهُمَّ ! فَشَفِّعْهُ فِيَّ) .

قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

১৩৮৫ আহমদ ইবন মানসূর ইবন ইয়াসার (র)..... 'উসমান ইবন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক অন্ধ নবী (সা)-এর নিকট এসে বললো ঃ আপনি আল্লাহ্ কাছে আমার জন্য দু'আ করুন, যাতে তিনি আমাকে রোগমুক্ত করেন। তিনি বললেন ঃ তুমি চাইলে আমি দু'আ করতে বিলম্ব করব, আর তা হবে তোমার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তুমি চাও, তাহলে আমি এখনই তোমার জন্য দু'আ করব। তখন সে বললো ঃ দু'আ করুন। তিনি তাকে উযূ করার নির্দেশ দিলেন। তখন সে উত্তমরূপে উযূ করলো এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করলো, এরপর সে এভাবে দু'আ করলো ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ . وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ . يَا مُحَمَّدُ ! اِنِّيْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهِ لِتُقْضٰى - اَللّٰهُمَّ ! فَشَفِّعْهُ فِيَّ .

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, রহমতের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ওয়াসীলা দিয়ে, আপনার প্রতি নিবিষ্ট হলাম, হে মুহাম্মদ (সা)! আমার চাহিদা পূরণের জন্য আপনার ওয়াসীলা দিয়ে আমার রব্বের প্রতি মনোযোগী হলাম, যাতে আমার প্রয়োজন মিটে। হে আল্লাহ! আমার জন্য তাঁর সুপারিশ কবূল করুন।"

আবূ ইসহাক বলেন, এটি সহীহ হাদীস।

١٩٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلٰوةِ التَّسْبِيْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুত্ তাস্‌বীহ প্রসঙ্গে

١٣٨٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، اَبُوْ عِيْسَى الْمَسْرُوْقِيُّ . ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ - حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ ، مَوْلٰى اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِلْعَبَّاسِ : يَا عَمِّ ! اَلَا اَحْبُوْكَ ، اَلَا اَنْفَعُكَ ، اَلَا اَصِلُكَ - قَالَ : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ فَصَلِّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ - تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ - فَاِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ : (سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ) . خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ اَنْ تَرْكَعَ - ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا - ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا - ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا - ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا

عَشْرًا . ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ . فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ - وَهِيَ ثَلاَثُمِائَةٍ فِيْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ - فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ ، غَفَرَهَا اللّٰهُ لَكَ -

قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَقُوْلُهَا فِيْ يَوْمٍ ؟ قَالَ : قُلْهَا فِيْ جُمُعَةٍ - فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِيْ شَهْرٍ - حَتّٰى قَالَ : فَقُلْهَا فِيْ سَنَةٍ .

১৩৮৬ মূসা ইবন 'আবদুর রহমান আবূ 'ঈসা মাসরূকী (র)..... আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ হে চাচা! আমি কি আপনাকে দেব না, আমি কি আপনার উপকার করব না, আমি কি আপনার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবো না? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ। নবী (সা) বললেন ঃ আপনি চার রাক্'আত সালাত আদায় করবেন। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করবেন। আর কিরা'আত শেষে রুকূ করার আগে পনেরবার এ দু'আ পাঠ করবেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ .

"আল্লাহ পূতঃপবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য , আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, আল্লাহ মহান।"

এরপর রুকূ করবেন এবং উল্লেখিত দু'আ দশবার পাঠ করবেন। পর (রুকূ থেকে) মাথা উঠিয়ে উক্ত দু'আ দশবার পাঠ করবেন। এরপর সিজদা করবেন এবং দশবার পাঠ করবেন। তারপর মাথা উঠিয়ে উক্ত দু'আ দশবার পাঠ করবেন। পুনরায় সিজদায় গিয়ে দশবার পাঠ করবেন। দাঁড়ানোর পূর্বে দশবার উক্ত দু'আ পাঠ করবেন। এভাবে প্রতি রাক'আতে হবে পচাত্তরবার, আর চার রাক'আতে হবে তিনশতবার। আপনার গুনাহ যদি বালুর স্তুপ পরিমাণও হয়; আল্লাহ আপনার এ গুনাহ মাফ করে দেবেন।

'আব্বাস (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! যে ব্যক্তি প্রত্যহ এ আমল করতে সমর্থ না হয়, (সে কি করবে)? তিনি বললেন ঃ তাকে বলুন ঃ সে যেন তা সপ্তাহে একদিন আদায় করে। এতেও যদি সক্ষম না হয়, তাহলে সে যেন তা মাসে একবার আদায় করে। অবশেষে তিনি বললেন ঃ বছরে একবার হলেও সে যেন তা আদায় করে।

١٢٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُوْرِيُّ . ثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ . ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : يَا عَبَّاسُ ! يَا عَمَّاهُ ! أَلاَ أُعْطِيْكَ . أَلاَ أَمْنَحُكَ ، أَلاَ أَحْبُوْكَ ، أَلاَ أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ . إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، وَقَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ ، وَصَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ ، وَسِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ - عَشْرُ خِصَالٍ ، أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ - فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ : (سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ) ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً . ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُ ، وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا . ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا . ثُمَّ تَهْوِيْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَأَنْتَ سَاجِدًا عَشْرًا - ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا . ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا . ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ

مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا . فَذٰلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ . تَفْعَلُ فِيْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ . فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً . فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً . فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ عُمُرِكَ مَرَّةً .

১৩৮৭ 'আবদুর রহমান ইবন বিশর ইবন হাকাম নিশাপুরী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)-কে বললেন ঃ হে আব্বাস, হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে দেব না, আমি কি আপনাকে প্রদান করব না, আমি কি আপনাকে দান করব না? আমি কি আপনাকে দশটি স্বভাব সম্পর্কে জানাবো না, যদি আপনি এগুলো করেন, তবে আল্লাহ আপনার আগের-পরের, নতুন-পুরাতন, ভুলক্রমে বা স্বেচ্ছায়, ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য, সব ধরনের গুনাহ মাফ করে দেবেন!

দশটি স্বভাব হলো ঃ আপনি চার রাক'আত সালাত আদায় করবেন। প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করবেন, প্রথম রাক'আতের কিরাআত শেষে আপনি দাঁড়িয়ে পনেরবার বলবেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

"আল্লাহ পূতঃপবিত্র সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান।"

এরপর আপনি রুকূ করা অবস্থায় দশবার এ দু'আ পাঠ করবেন। তারপর আপনি আপনার মাথা রুকূ থেকে উঠিয়ে এটি দশবার বলবেন। তারপর আপনি সিজদারত অবস্থায় এ দু'আ দশবার বলবেন। এরপর আপনি সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে এটি দশবার বলবেন। তারপর আবার সিজদায় গিয়ে এটি দশবার বলবেন। তারপর আপনি সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে এ দু'আ দশবার বলবেন। আর এভাবে প্রতি রাক'আতে পচাত্তরবার হলো। এভাবে আপনি চার রাক'আত সালাত আদায় করবেন। আপনি সমর্থ হলে প্রত্যেহ একবার এ সালাত আদায় করবেন, আর যদি আপনি সক্ষম না হন, তবে সপ্তাহে একবার। এতেও যদি আপনি সক্ষম না হন তবে মাসে একবার, এতেও সক্ষম না হলে, আপনি আপনার জীবনে একবার এ সালাত আদায় করবেন।

١٩١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ই শা'বানের রাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে

١٣٨٨ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ . ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . اَنْبَاَ ابْنُ اَبِيْ سَبْرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا - فَاِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا - فَيَقُوْلُ : اَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِيْ فَاَغْفِرَلَهُ ! اَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقَهُ ! اَلَا مُبْتَلًى فَاُعَافِيَهُ ! اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا ، حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ .

১৩৮৮ হাসান ইবন আলী খাল্লাল (র)... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন ১৫ই শা'বানের রাত আসবে, তখন তোমরা এ রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে এবং এ দিনে সিয়াম পালন করবে। কেননা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আল্লাহ্ পৃথিবীর নিকটস্থ আকাশে অবতরণ করেন। তারপর তিনি বলেন ঃ আমার কাছে কেউ ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কোন জীবিকার প্রার্থী আছে কি? আমি তাকে রিয্ক দিব। কোন রোগগ্রস্ত আছে কি? আমি তাকে শিফা দান করব। এভাবে তিনি বলতে থাকেন, অবশেষে ফজরের সময় হয়ে যায়।

١٣٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، اَبُوْ بَكْرٍ . قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ . اَنْبَأَ حَجَّاجٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ! قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ (ص) ذَاتَ لَيْلَةٍ . فَخَرَجْتُ اَطْلُبُهُ ، فَاِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ ، رَافِعٌ رَأْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ . فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ! اَكُنْتِ تَخَافِيْنَ اَنْ يَحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ ! قَالَتْ ، قَدْ قُلْتُ : وَمَا بِىْ ذٰلِكَ . وَلٰكِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ . فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِاَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ .

১৩৮৯ 'আবদা ইবন 'আবদুল্লাহ খুযায়ী ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক আবূ বকর (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক রাতে আমি নবী (সা)-কে (বিছানায়) না পেয়ে তাঁর খোঁজে বের হলাম। আমি দেখতে পেলাম তিনি জান্নাতুল বাকীতে, তাঁর মাথা আকাশের দিকে উত্তোলন করে আছেন। তখন নবী (সা) বললেন ঃ হে 'আয়েশা। তুমি কি এই আশংকা করছ যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমার উপর অবিচার করবেন? 'আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ এতো আমার জন্য আদৌ সমীচীন নয়। বরং আমি মনে করেছি, আপনি আপনার অপর কোন বিবির কাছে গেছেন। তখন তিনি (সা) বললেন ঃ মহান আল্লাহ ১৫ই শা'বানের রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন এবং কালব গোত্রের বকরীর পশমের চাইতেও অধিক লোককে ক্ষমা করেন।

١٣٩٠ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمْلِيُّ . ثَنَا الْوَلِيْدُ ، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ اَيْمَنَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْزَبٍ ، عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ! قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ لَيَطَّلِعُ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ . فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ . اِلاَّ لِمُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ . ثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ ، النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ . ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ اَبِيْهِ ! قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ (ص) نَحْوَهُ .

১৩৯০ রাশিদ ইবন সা'য়ীদ ইবন রাশিদ রামলী (র)....... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ ১৫ই শাবানের রাতে রহমতের দৃষ্টি দান করেন। মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত তাঁর সৃষ্টির সবাইকে তিনি মাফ করে দেন।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র)... আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٩٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلٰوةِ وَالسَّجْدَةِ عِنْدَ الشُّكْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত ও শোকরানা সিজদা প্রসঙ্গে

١٣٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ . ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ ، حَدَّثَتْنِي شَعْثَاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي اَوْفٰى : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) صَلّٰى ، يَوْمَ بُشِّرَ بِرَاْسِ اَبِيْ جَهْلٍ ، رَكْعَتَيْنِ .

১৩৯১ আবূ বিশর বকর ইবন খালাফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ জাহলের শিরোচ্ছেদের সুসংবাদের দিনে, দুই রাক'আত শোকরানা সালাত আদায় করেন।

١٣٩٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ . اَنَا اَبِيْ . اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِي حَبِيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدَةَ السَّهْمِيِّ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) بُشِّرَ بِحَاجَةٍ ، فَخَرَّ سَاجِدًا .

১৩৯২ ইয়াহইয়া ইবন 'উসমান ইবন সালিহ মিসরী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা)-কে হাজত পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হলে তিনি শোকরানা-সিজদা আদায় করতেন।

١٣٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى . ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِيْهِ : قَالَ : لَمَّا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِدًا .

১৩৯৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন আল্লাহ তাঁর তাওবা কবূল করেন, তখন তিনি শোকরানা সিজদা আদায় করেন।

١٣٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ ، وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِيُّ ؛ قَالاَ : ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ اِذَا اَتَاهُ اَمْرٌ يَسُرُّهُ اَوْ يُسَرُّ بِهِ ، خَرَّ سَاجِدًا ، شُكْرًا لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى .

১৩৯৪ 'আবদা ইবন 'আবদুল্লাহ খুযা'য়ী ও আহমদ ইবন ইউসুফ সুলামী (র)...... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা)-এর নিকট যখন এমন কোন খবর আসতো, যা তাঁকে খুশী করতো বা যাতে তিনি খুশী হতেন; তখন তিনি মহান আল্লাহর শোকর হিসাবে সিজদা করতেন।

١٩٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اَنَّ الصَّلٰوةَ كَفَّارَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত গুনাহের কাফ্ফারা হওয়া প্রসঙ্গে

١٣٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ . ثَنَا مِسْعَرٌ وَ سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ اَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي

طَالِبٍ ؛ قَالَ : كُنْتُ اِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) حَدِيْثًا ، يَنْفَعُنِيْ اللّٰهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ - وَاِذَا حَدَّثَنِيْ عَنْهُ غَيْرُهُ ، اسْتَحْلَفْتُهُ ، فَاِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ ، وَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِيْ وَصَدَقَ اَبُوْ بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ، فَيَتَوَضَّأُ ، فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ - وَقَالَ مِسْعَرٌ : ثُمَّ يُصَلِّيَ - وَيَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ .

১৩৯৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও নাসর ইবন 'আলী (র)... 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যখন কোন হাদীস শুনতাম, তখন আল্লাহ্ তা দিয়ে আমার যতটুকু উপকার করতে চাইতেন, তা করতেন। আর যখন অন্য কেউ তাঁর থেকে আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করতো, তখন আমি তার থেকে কসম নিতাম। যখন সে কসম করতো, তখন আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। আবূ বকর (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন এবং তিনি সত্য বলতেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন গুনাহ করে, এরপর উত্তমরূপে উযূ করে। এরপর দুই রাক'আত সালাত আদায় করে। মিস্'আর বলেন ঃ তারপর সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর কাছে মাগফিরাত চায়, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন।

١٣٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، اَنْبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ - اَظُنُّهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ ؛ اَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلاَسِلِ ، فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ ، فَرَابَطُوْا ، ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ اَبُوْ اَيُّوْبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، فَقَالَ عَاصِمٌ : يَا اَبَا اَيُّوْبَ ! فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ - وَقَدْ اُخْبِرْنَا اَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الْاَرْبَعَةِ ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ - فَقَالَ : يَا ابْنَ اَخِيْ ! اَدُلُّكَ عَلَى اَيْسَرَ مِنْ ذٰلِكَ - اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا اُمِرَ ، وَصَلَّى كَمَا اُمِرَ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ - اَكَذٰلِكَ يَا عُقْبَةُ ؟ قَالَ نَعَمْ .

১৩৯৬ মুহাম্মদ ইবন রুম্হ (র)...... 'আসিম ইবন সুফয়ান সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা সালাসিল অভিযানে শরীক হন এবং যুদ্ধে পরাজিত হন। এরপর তাঁরা সীমান্ত এলাকা পাহারায় নিয়োজিত থাকেন। অবশেষে তাঁরা মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট ফিরে আসেন, আর এ সময় তাঁর কাছে ছিলেন আবূ আয়্যূব ও 'উক্‌বা ইবন 'আমির (রা)। তখন 'আসিম (র) বললেন ঃ হে আবূ আয়্যূব! এ বছরের অভিযানে আমরা বিজীত হয়েছি। আর আমাদের এ মর্মে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি চারটি মসজিদে সালাত আদায় করে, তার গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়। তখন আবূ আয়্যূব বললেন ঃ হে আমার ভাতিজা! আমি তোমাকে এর চাইতেও সহজ পথ বলে দিচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি যথানিয়মে উযূ করে এবং যথাযথভাবে সালাত আদায় করে, তার পূর্বকৃত গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়। ('আসিম বলেন ঃ) হে 'উক্‌বা! ব্যাপার কি এরূপই? তিনি বললেন ঃ হাঁ।

١٣٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ ، ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، حَدَّثَنِيْ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ فَرْوَةَ ؛ اَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ اَخْبَرَهُ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَانَ بْنَ

عُثْمَانَ يَقُوْلُ : قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ اَحَدِكُمْ نَهْرٌ يَجْرِيْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ ؟ قَالَ : لاَ شَيْءَ . قَالَ : الصَّلٰوةُ تُذْهِبُ الذُّنُوْبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ .

১৩৯৭ আবদুল্লাহ ইবন আবূ যিয়াদ (র)... 'আমির ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবান ইবন 'উসমান (রা)-কে বলতে শুনেছি। 'উসমান (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তুমি কি মনে কর, কারো বাড়ীর কাছে যদি প্রবহমান নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যেহ পাঁচবার গোসল করে, তবে তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকে? তিনি বলেন ঃ কিছুই থাকে না। তিনি বললেন ঃ পানি যেভাবে ময়লা দূর করে দেয়, তদ্রুপ সালাতও গুনাহ দূর করে দেয়।

١٣٩٨ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ؛ اَنَّ رَجُلاً اَصَابَ مِنِ امْرَاَةٍ ، يَعْنِي مَا دُوْنَ الْفَاحِشَةِ . فَلاَ اَدْرِيْ مَا بَلَغَ . غَيْرَ اَنَّهُ دُوْنَ الزِّنَا . فَاَتَى النَّبِيَّ (ص) فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ . فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ (اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ) . فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَلِيْ هٰذِهِ ؟ قَالَ : لِمَنْ اَخَذَ بِهَا .

১৩৯৮ সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জনৈক মহিলার সাথে অপকর্ম করে, তবে তা যিনা নয়। আমি জানি না, আসলে কি ঘটেছিল। সম্ভবতঃ তা যিনা ব্যতীত অন্য কিছু। সে নবী (সা)-এর নিকটে আসে এবং ব্যাপারটি তাঁর নিকট বর্ণনা করে। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ

"সালাত কায়েম করবে দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে, সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এতো তাদের জন্য এক উপদেশ। (১১ ঃ ১১৪)

সে ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এ আয়াত কি আমার জন্যই? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি এর উপর আমল করবে (তার জন্য)।

١٩٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত ও তার হিফাযত প্রসঙ্গে

١٣٩٩ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ . اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى اُمَّتِيْ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ . حَتّٰى اَتَىَ عَلٰى مُوْسٰى . فَقَالَ مُوْسٰى : مَا ذَا افْتَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى اُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : فَرَضَ عَلَىَّ

خَمْسِيْنَ صَلٰوةً . قَالَ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ . فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ . فَرَاجَعْتُ رَبِّىْ . فَوَضَعَ عَنِّىْ شَطْرَهَا . فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ . فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ . فَرَاجَعْتُ رَبِّىْ . فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُوْنَ . لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ . فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى . فَقَالَ : ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ . فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّىْ .

১৩৯৯ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া মিসরী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। আমি তা নিয়ে ফেরার সময় মূসা (আ)-এর নিকট পৌঁছলাম। তখন মূসা (আ) বললেন ঃ আপনার রব্ব আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন ? আমি বললাম ঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তিনি বললেন ঃ আপনি আপনার রব্বের কাছে ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। তখন আমি আমার রব্বের কাছে ফিরে গেলাম এবং তিনি এর কিছু পরিমাণ আমার উপর থেকে কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে আসলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আপনি আপনার রব্বে কাছে ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি পুনঃ আমার রব্বের কাছে গেলাম, তিনি বললেন ঃ তা পাঁচ ওয়াক্ত পঞ্চাশের সমান। আর আমার কথা কখনো পরিবর্তন হয় না। এরপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে আসলে তিনি আবার বললেন ঃ আপনি আপনার রব্বের কাছে ফিরে যান, তখন আমি আমার রব্বের কাছে পুনরায় যেতে লজ্জাবোধ করেছি।

١٤٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ . ثَنَا الْوَلِيْدُ . ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُصْمٍ ، اَبِىْ عُلْوَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; قَالَ : اُمِرَ نَبِيُّكُمْ (ص) بِخَمْسِيْنَ صَلٰوةً . فَنَازَلَ رَبَّكُمْ اَنْ يَجْعَلَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ .

১৪০০ আবূ বাকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র) ....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের নবী (সা)-কে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরপর তোমাদের রব্ব তা পাঁচ ওয়াক্তে পরিণত করেন।

١٤٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنِ الْمُخْدَجِىِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ; قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهِ – فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا ، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ . فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ . اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَاِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ .

১৪০১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) .... 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয

করেছেন। যে ব্যক্তি সালাতের কোন হক নষ্ট না করে যথাযথভাবে তা আদায় করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কিয়ামতের দিবসে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার করেছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এর হক নষ্ট করবে, যথাযথভাবে সালাত আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে কোন অঙ্গীকার নেই। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তাকে শাস্তি দিবেন। আর যদি তিনি চান, তাকে ক্ষমা করবেন।

١٤٠٢ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ . أَنْبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ عَقَلَهُ . ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ؟ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ . قَالَ فَقَالُوا : هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ . فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) : قَدْ أَجَبْتُكَ - فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنِّي سَائِلُكَ وَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ . فَلَا تَجِدَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ : سَلْ مَا بَدَا لَكَ - قَالَ لَهُ الرَّجُلُ : نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ : آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : اللَّهُمَّ ! نَعَمْ - قَالَ : فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : اللَّهُمَّ ! نَعَمْ - قَالَ : فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : اللَّهُمَّ ! نَعَمْ - قَالَ : فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : اللَّهُمَّ ! نَعَمْ - فَقَالَ الرَّجُلُ : آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ . وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي . وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ ، أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ .

১৪০২ ঈসা ইবন হাম্মাদ মিসরী (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। এ সময় উটে চড়ে এক ব্যক্তি আসে এবং সে তার উটটিকে মসজিদের কাছে বসায় এরপর সেটিকে বাঁধে। তারপর সে তাদের জিজ্ঞাসা করে ঃ তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা) কে? আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মাঝে ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন। রাবী বলেন ঃ তখন তারা বললো ঃ ইনি হলেন ঠেসরত সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট ব্যক্তি। লোকটি তাঁকে বললো ঃ হে ইবন আবদুল মুত্তালিব! তখন নবী (সা) তাকে বললেন ঃ আমি তোমার (প্রশ্নের) জবাব দিব। লোকটি বললো ঃ হে মুহাম্মদ! আমি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই এবং জিজ্ঞাসার সময় আপনার উপর কঠোরতা আরোপ করতে চাই। কাজেই আপনি আমার উপর রাগান্বিত হবেন না। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার যা ইচ্ছা তা জিজ্ঞাসা কর। লোকটি তাঁকে বললো ঃ আপনার রব্ব এবং আপনার পূর্ববর্তীদের রব্বের কসম! আল্লাহ্ কি আপনাকে সমস্ত বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরণ করেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! হাঁ। এরপর সে বললো ঃ আমি আপনার ব্যাপারে আল্লাহ্র নামে কসম করছি। আল্লাহ্ কি আপনাকে দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! হ্যাঁ। তারপর সে বললো ঃ আমি আপনার ব্যাপারে আল্লাহ্র নামে কসম করছি। আল্লাহ্ কি আপনার উপর বছরের এই মাসের রোযা ফরয করেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্!

হাঁ। সে বললো ঃ আমি আপনার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নামে কসম করছি। আল্লাহ্ কি আপনাকে বিত্তবানদের থেকে সাদকা তুলে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণের নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্ বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! হাঁ। তখন লোকটি বললো ঃ আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান আনলাম। আর আমি আমার কাওমের লোকদের, যারা পেছনে রয়েছে, আমি তাদের প্রতিনিধি। আমি বনূ সা'দ ইবন বনূ বকরের ভাই যিমাম ইবন সা'লাবা।

١٤٠٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ . ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ . ثَنَا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي السُّلَيْلِ . اَخْبَرَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : اِنَّ اَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ اَخْبَرَهُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : افْتَرَضْتُ عَلَى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ . وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا اَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ . وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ ، فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِي .

১৪০৩ ইয়াহ্ইয়া ইবন 'উসমান ইবন সা'য়ীদ ইবন কাসীর ইবন দীনার হিমসী (র)....... আবূ কাতাদা ইবন রিব'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছি। আর আমি নিজে এই ওয়াদা করেছি, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ঠিক সময়ে এগুলি হিফাযত করে, আমি তাকে জান্নাতে দাখিল করাব, আর যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে হিফাযত না করে, তার জন্য আমার পক্ষ থেকে কোন অঙ্গীকার নেই।

١٩٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّلٰوةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ (ص) .

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে সালাত আদায়ের ফযীলত প্রসঙ্গে

١٤٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدِيْنِيُّ ، اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ . ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ . وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ . اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) نَحْوَهُ .

১৪০৪ আবূ মুস'আব মাদিনী, আহমদ ইবন আবূ বকর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে সালাত আদায়ের চাইতে আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা হাজার সালাতের থেকেও উত্তম।

হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٤٠٥ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا ، اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ . اِلاَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .

১৪০৫ ইসহাক ইবন মানসূর (র) .... ইবন 'উমর (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ অন্যান্য মসজিদ অপেক্ষা আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা হাজার সালাতের চাইতে উত্তম, মসজিদুল হারাম ব্যতীত।

١٤٠٦ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَسَدٍ . ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ . اَنْبَأَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ . اِلاَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - وَصَلٰوةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ .

১৪০৬ ইসমাঈল ইবন আসাদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদ অপেক্ষা আমার মসজিদে সালাত আদায় করা হাজার সালাতের চাইতে উত্তম। অন্যান্য মসজিদের তুলনায় মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করা এক লক্ষ গুণ উত্তম।

١٩٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلٰوةِ فِيْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে সালাত আদায় প্রসঙ্গে

١٤٠٧ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيُّ . ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ . ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِيْ سَوْدَةَ ، عَنْ اَخِيْهِ عُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ سَوْدَةَ ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ ، مَوْلاَةِ النَّبِيِّ (ص) ؛ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَفْتِنَا فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ . قَالَ : اَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ - اِيْتُوْهُ فَصَلُّوْا فِيْهِ - فَاِنَّ صَلٰوةً فِيْهِ كَاَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْ غَيْرِهِ - قُلْتُ : اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اَتَحَمَّلَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ : فَتُهْدِيْ لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيْهِ . فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَهُوَ كَمَنْ اَتَاهُ .

১৪০৭ ইসমাঈল ইবন 'আবদুল্লাহ্ রাক্কী (র)........... নবী (সা)-এর আযাদকৃত দাসী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ এতো হাশরের মাঠ এবং সকলে একত্রিত হওয়ার ময়দান। তোমরা সেখানে এসে সালাত আদায় করবে। কেননা সেখানে সালাত আদায় করা অন্যান্য স্থানের হাজার সালাতের চাইতেও উত্তম। আমি বললাম ঃ যদি আমি সেখানে যেতে সামর্থ্য না রাখি, তাহলে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন ঃ তুমি সেখানে বাতি জ্বালানোর উদ্দেশ্যে মসজিদের জন্য যায়তুন হাদিয়া প্রেরণ করবে। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে যেন সেখানে উপস্থিত থাকলো।

١٤٠٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَهْمِ الْاَنْمَاطِيُّ . ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ . يَحْيَى بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو . ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، سَأَلَ اللّٰهَ ثَلَاثًا : حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ ، وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ، وَاَنْ لَا يَاْتِيَ هٰذَا الْمَسْجِدَ اَحَدٌ ، لَا يُرِيْدُ اِلَّا الصَّلَاةَ فِيْهِ ، اِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ – فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) : اَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ اُعْطِيَهُمَا وَاَرْجُوْ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ اُعْطِيَ الثَّالِثَةَ .

১৪০৮ 'উবায়দুল্লাহ্ ইবন জাহম আনমাতী (র)........ 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সুলায়মান ইবন দাউদ (আ) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস তৈরির কাজ করেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা করেন ঃ সুবিচার, যা আল্লাহ্‌র হুকুমের অনুরূপ, এমন রাজত্ব যা তাঁর পরে আর কাউকে দেওয়া হবে না, আর যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাসে কেবলমাত্র সালাত আদায় করার জন্য আসবে, সে তার গুনাহ থেকে সদ্য প্রসূত সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় বেরিয়ে যাবে। এরপর নবী (সা) বললেন ঃ প্রথম দু'টো তাদের দু'জনকে দেওয়া হয়েছে, আর আমি আশা করি তৃতীয়টি আমাকে দান করা হবে।

١٤٠٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِيْ هٰذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى .

১৪০৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তিনটি মসজিদ ব্যতীত সালাতের জন্য আর কোথাও যাওয়ার জন্য বাহন তৈরি করবে না ঃ মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা।

١٤١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ . ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَاِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ، وَاِلٰى مَسْجِدِيْ هٰذَا .

১৪১০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)...... আবূ সায়ীদ ও 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তিনটি মসজিদ ব্যতীত কোথাও যাওয়ার জন্য বাহন তৈরি করবে না, মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদের দিকে।

١٩٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلٰوةِ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءَ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কুবায় সালাত আদায় প্রসঙ্গে

١٤١١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ، عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ . ثَنَا اَبُو الْاَبْرَدِ ، مَوْلٰى بَنِيْ خَطْمَةَ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اُسَيْدَ ابْنَ حُضَيْرٍ الْاَنْصَارِيَّ ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) ؛ اَنَّهُ قَالَ : صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ .

১৪১১ আবূ বকর ইবন শায়বা (র)...... নবী (সা)-এর সাহাবী 'উসায়দ ইবন হুযায়র আনসারী (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ কুবার মসজিদে সালাত আদায় করা 'উমরা করার সমতুল্য (সওয়াব)।

١٤١٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا حَاتِمُ ابْنُ اسْمَاعِيْلَ ، وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ . قَالاَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكَرْمَانِيُّ . قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُوْلُ : قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ اَتٰى مَسْجِدَ قُبَاءٍ ، فَصَلّٰى فِيْهِ صَلٰوةً ، كَانَ لَهُ كَاَجْرِ عُمْرَةٍ .

১৪১২ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... সাহ্ল ইবন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা হাসিল করার পর মসজিদে কুবায় এসে সালাত আদায় করে, তার জন্য রয়েছে একটা 'উমরার সওয়াব।

١٩٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلٰوةِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ জামে' মসজিদে সালাত আদায় প্রসঙ্গে

١٤١٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا اَبُو الْخَطَّابِ الدِّمَشْقِيُّ . ثَنَا زُرَيْقٌ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَلْهَانِيُّ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) : صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِيْ بَيْتِهِ بِصَلٰوةٍ ، وَصَلٰوتُهُ فِيْ مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلٰوةً ، وَصَلٰوتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يُجَمَّعُ فِيْهِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلٰوةٍ ، وَصَلٰوتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ صَلٰوةٍ ، وَصَلٰوتُهُ فِيْ مَسْجِدِيْ بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ صَلٰوةٍ ، وَصَلٰوتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ اَلْفِ صَلٰوةٍ .

১৪১৩ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ নিজ গৃহে লোকের জন্য সালাত আদায়ে রয়েছে এক সালাতের সওয়াব, আর এলাকার মসজিদে তার সালাত আদায়ে রয়েছে পঁচিশ সালাতের সওয়াব এবং জামে' মসজিদে রয়েছে তার সালাত আদায়ে পাঁচশত সালাতের সওয়াব, আর মসজিদে আক্সায় তার সালাত আদায়ে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার সালাতের সওয়াব এবং আমার মসজিদে তার সালাত আদায়ে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার সালাতের সওয়াব। আর মসজিদুল হারামে তার সালাত আদায়ে রয়েছে এক লক্ষ সালাত আদায়ের সওয়াব।

١٩٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَدْءِ شَاْنِ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বরের সূচনা প্রসঙ্গে

١٤١٤ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيُّ . ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّيْ اِلٰى جِذْعٍ اِذْ كَانَ

الْمَسْجِدُ عَرِيْشًا . وَكَانَ يَخْطُبُ اِلَـــى ذَلِكَ الْجِذْعِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ : هَلْ لَكَ اَنْ نَجْعَلَ لَكَ شَيْئًا تَقُوْمُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَرَاكَ الــنَّاسُ وَتُسْمِعَهُمْ خُطْبَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ - فَصَنَعَ لَهُ ثَلاَثَ دَرَجَاتٍ . فَهِيَ الَّتِيْ اَعْلَى الْمِنْبَرِ . فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ ، وَضَعُوْهُ فِيْ مَوْضِعِهِ الَّذِيْ هُوَ فِيْهِ ، فَلَمَّا اَرَادَ رَسُوْلُ الــلّٰهِ (ص) اَنْ يَقُوْمَ اِلَى الْمِنْبَرِ ، مَرَّ اِلَى الْجِذْعِ الَّذِيْ كَانَ يَخْطُبُ اِلَيْهِ . فَلَمَّا جَاوَزَ الْجِذْعَ ، خَارَ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ . فَنَزَلَ رَسُوْلُ الــلّٰهِ (ص) لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ . فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ حَتَّى سَكَنَ . ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ اِذَا صَلَّى ، صَلَّى اِلَيْهِ . فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ وَغُيِّرَ ، اَخَذَ ذَلِكَ الْجِذْعَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - وَكَانَ عِنْدَهُ فِيْ بَيْتِهِ حَتَّى بَلِيَ فَاَكَلَتْهُ الْاَرَضَةُ وَعَادَ رُفَاتًا .

১৪১৪ ইসমাঈল ইবন 'আবদুল্লাহ্ রাক্কী (র) ..... 'উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে নববী ছাদবিহীন থাকাকালীন সময়ে একটি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন এবং তিনি ঐ খেজুর বৃক্ষ ঘেঁষে খুতবা দিতেন। তখন তাঁর সাহাবীদের একজন বললো ঃ আমরা কি আপনার জন্য এমন বস্তু তৈরি করে দেব, যার উপর আপনি জুমু'আর দিন দাঁড়াবেন, যাতে লোকেরা আপনাকে দেখতে পায় এবং আপনার খুতবা শুনতে পায়? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তখন সে ব্যক্তি তাঁর জন্য তিন সিঁড়ি বিশিষ্ট একটি মিম্বর তৈরি করে দেয়। আর এটি হলো সব চাইতে উঁচু মিম্বর। মিম্বরটি তৈরি হলে তা যথাস্থানে স্থাপন করা হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়ার ইরাদা করলেন, তিনি ঐ গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন ঐ কাণ্ডটি চীৎকার দিয়ে কেঁদে উঠে, ফলে তা ফেটে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুকনো খেজুর গাছের কান্নার শব্দ শুনে নেমে আসেন এবং নিজ হাত তাতে বুলিয়ে দেন। ফলে তা শান্ত হয়ে যায়। তারপর তিনি মিম্বরের দিকে ফিরে যান। এরপর যখন তিনি সালাত আদায় করতেন তখন তার দিকে রোখ করে সালাত আদায় করতেন। মসজিদ ভেঙে এর আকার যখন পরিবর্তন করা হলো, তখন 'উবাই ইবন কা'ব (রা) ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সেটি নিজ গৃহে সংরক্ষণ করেন। অবশেষে উইপোকা তা খেয়ে ফেলে, ফলে তা টুকরা টুকরা হয়ে যায়।

١٤١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ . ثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ . ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَبِيْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ وَعَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ اَنَسٍ ؛ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَخْطُبُ اِلَى جِذْعٍ . فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ ذَهَبَ اِلَى الْمِنْبَرِ . فَحَنَّ الْجِذْعُ فَاَتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ . فَقَالَ : لَوْ لَمْ اَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

১৪১৫ আবূ বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র).........ইবন 'আব্বাস, ছাবিত ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) শুকনো খেজুর কাণ্ড ঘেঁষে খুতবা দিতেন। এরপর মিম্বর তৈরি হলে তিনি (খুতবাদানের জন্য) মিম্বরের দিকে যান। তখন খেজুর কাণ্ডটি কেঁদে উঠে। তখন তিনি তার কাছে এসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, ফলে তা শান্ত হয়। এরপর তিনি বলেন ঃ আমি যদি তার গায়ে হাত না বুলাতাম, তবে তা কিয়ামত পর্যন্ত কান্নাকাটি করতো।

١٤١٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ . ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ ; قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ ؟ فَأَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوْهُ . فَقَالَ : مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ . هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ . عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلٰى فُلَانَةَ ، نَجَّارٌ . فَجَاءَ بِهِ . فَقَامَ عَلَيْهِ حِيْنَ مَا وُضِعَ . فَاسْتَقْبَلَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَجَعَ الْقَهْقَرٰى حَتّٰى سَجَدَ بِالْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى حَتّٰى سَجَدَ بِالْأَرْضِ .

১৪১৬ আহমদ ইবন সাবিত জাহ্দারী (র) .... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিম্বর কি দিয়ে তৈরি হয়েছে সে বিষয়ে মতানৈক্য করলো, তারা সাহল ইবন সা'দ (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন ঃ এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত আর কেউ বেঁচে নেই। এটি গাবা বৃক্ষের মূল দিয়ে তৈরি, যা নাজ্জার বংশের জনৈক মহিলার আযাদকৃত অমুক গোলামের তৈরি। সেটি স্থাপিত হওয়ার পর তিনি (সা) তার উপর দাঁড়ান। এরপর তিনি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ান এবং লোকেরা তাঁর পেছনে দাঁড়ায়। তারপর তিনি কিরাআত পাঠ করেন, পরে রুকূ করে মাথা উঠান। অতঃপর তিনি একটু পেছনে সরে যমীনে সিজদা করেন, তারপর তিনি মিম্বরের দিকে ফিরে এসে কিরাআত পাঠ করেন, তারপর রুকূ করে দাঁড়িয়ে যান। এরপর তিনি একটু পেছনে সরে যমীনে সিজদা করেন।

١٤١٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ . بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ . ثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ; قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَقُوْمُ إِلٰى أَصْلِ شَجَرَةٍ (أَوْ قَالَ إِلٰى جِذْعٍ) ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْبَرًا قَالَ فَحَنَّ الْجِذْعُ (قَالَ جَابِرٌ) حَتّٰى سَمِعَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ . حَتّٰى أَتَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَمَسَحَهُ فَسَكَنَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ لَمْ يَأْتِهِ لَحَنَّ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

১৪১৭ আবূ বিশর বকর ইবন খালাফ (র).........জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি গাছের মূলে অথবা শুকনো খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেন। তারপর মিম্বর গ্রহণ করেন। রাবী বলেন ঃ তখন খেজুর কাণ্ডটি কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। [জাবির (রা) বলেন] ঃ এমনকি মসজিদে অবস্থানকারীরা সে কান্নার শব্দ শুনতে পায়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কাছে এসে তাতে হাত বুলানোর পর তা শান্ত হয়। তখন তাদের কেউ কেউ বললো ঃ যদি তিনি তার কাছে না আসতেন, তবে সেটি কিয়ামত পর্যন্ত কাঁদত।

٢٠٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طُوْلِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَوَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে কিয়াম দীর্ঘ করা প্রসঙ্গে

١٤١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ، قَالَا : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ; قَالَ : صَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) . فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ . قُلْتُ : وَمَا ذَاكَ الْأَمْرُ ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَتْرُكَهُ .

১৪১৮ 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমির ইবন যুরারা ও সুয়াদ ইবন সাঈদ (র) ....'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সালাত আদায় করলাম। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ান যে, এমনকি আমি খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা করি। (রাবী বলেন ঃ) আমি বললাম ঃ সে কাজটি কী? তিনি বললেন ঃ আমি সালাত ছেড়ে বসে থাকার ইচ্ছা করেছিলাম।

١٤١٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ يَقُوْلُ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ . فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ : اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ؟

১৪১৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ...... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন যে, তাঁর উভয় পা ফুলে যেত। তখন বলা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তো আপনার আগের-পরের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমি কি শোকর গুযার বান্দা হব না?

١٤٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ . ثَنَا الْاَعْمَشُ ، عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّى حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ، فَقِيْلَ لَهُ : اِنَّ اللّٰهَ ! قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ : اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ؟

১৪২০ আবূ হিশাম রিফায়ী' মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত আদায় করতেন, এমন কি তাঁর দু'পা ফুলে যেত। তখন তাঁকে বলা হলো ঃ আল্লাহ তো আপনার আগের-পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমি কি শোকর গুযার বান্দা হব না?

١٤٢١ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، اَبُوْ بِشْرٍ . ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ قَالَ : سُئِلَ النَّبِىُّ (ص) : اَىُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : طُوْلُ الْقُنُوْتِ .

১৪২১ বকর ইবন খালাফ আবূ বিশর (র)........ জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কোন সালাত উত্তম? তিনি বললেন ঃ লম্বা কুনূত অর্থাৎ যে সালাত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে আদায় করা হয়।

٢٠١ – بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَثْرَةِ السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ অধিক সিজ্দা প্রসঙ্গে

١٤٢٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيَّانِ . قَالَا ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ . ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ مَكْحُوْلٍ ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ ؛ اَنَّ اَبَا فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ ؛ قَالَ

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ أَسْتَقِيْمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ . قَالَ : عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيْئَةً .

১৪২২ হিশাম ইবন 'আম্মার ও 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র)... আবূ ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যার উপর আমি অবিচল থেকে আমল করতে পারি। তিনি বললেন ঃ তুমি অধিক সিজ্‌দা করবে। কেননা তুমি যখনই আল্লাহর জন্য সিজদা করবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমার মর্যাদা সমুন্নত করবেন এবং এর ফলে তোমার গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।

١٤٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ . ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ . ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو ، وَأَبُوْ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ . قَالَ : ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ ، حَدَّثَهُ مَعْدَانُ بْنُ أَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ ، قَالَ : لَقِيْتُ ثَوْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ : حَدِّثْنِىْ حَدِيْثًا عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَنْفَعَنِىْ بِهِ . قَالَ فَسَكَتَ . ثُمَّ عُدْتُ فَقُلْتُ مِثْلَهَا . فَسَكَتَ . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . فَقَالَ لِىْ : عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ لِلّٰهِ . فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً .

قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

১৪২৩ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র)... মা'দান ইবন আবূ তালহা ইয়া'মুরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাওবান (রা) এর সংগে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম ঃ আপনি আমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যাতে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ আমার কল্যাণ সাধন করবেন। রাবী বলেন ঃ তিনি নীরব রইলেন। এরপর আমি বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করলাম, অথচ তিনি নীরব রইলেন। এভাবে তিনবার বললাম। অবশেষে তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি আল্লাহর জন্য সিজদা করবে। কেননা আমি রাসূলাল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যখন কোন বান্দা আল্লাহর জন্য সিজ্‌দা করে, তখন আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

মা'দান (র) বলেন ঃ এরপর আমি আবূ দারদা (রা)-এর সংগে সাক্ষাত করে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনিও অনুরূপ বললেন।

١٤٢٤ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ . ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُرِّىِّ ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسَ ، عَنِ الصُّنَابِحِىِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً . فَاسْتَكْثِرُوْا مِنَ السُّجُوْدِ .

১৪২৪ 'আব্বাস ইবন 'উসমান দিমাশকী (র)... 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যখন কোন বান্দা আল্লাহর জন্য সিজ্‌দা করে, আল্লাহ্ এর

বিনিময়ে তাকে নেকী দান করেন এবং তার গুনাহ্ মাফ করেন। আর তার মর্যাদা সমুন্নত করেন। কাজেই তোমরা অধিক সিজদা করবে।

٢٠٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَوَّلِ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلٰوةُ

অনুচ্ছেদ ঃ সর্ব প্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নেওয়া হবে

١٤٢٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . قَالاَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيْمٍ الضَّبِّيِّ ؛ قَالَ : قَالَ لِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ مِصْرِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الصَّلٰوةُ الْمَكْتُوْبَةُ . فَإِنْ أَتَمَّهَا ، وَإِلاَّ قِيْلَ : انْظُرُوْا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيْضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ . ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوْضَةِ مِثْلُ ذٰلِكَ .

১৪২৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (রা)... আনাস ইবন হাকীম যাব্বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ তুমি যখন তোমার শহরবাসীদের কাছে যাবে, তখন তাদের বলবে যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন মুসলিম বান্দার থেকে সর্ব প্রথম ফরয সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি সে পুরোপুরিভাবে আদায় করে (তবে তা ভাল) অন্যথায় বলা হবে ঃ দেখ তো তার কোন নফল সালাত আছে কিনা? তার যদি নফল সালাত থাকে, তবে তা দিয়ে তার ফরয পরিপূর্ণ করা হবে। এরপর অন্যান্য সমস্ত ফরয আমলের ব্যাপারেও অনুরূপ করা হবে।

١٤٢٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ . ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفٰى ، عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ . ثَنَا عَفَّانُ . ثَنَا حَمَّادٌ . أَنْبَأَ حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ . وَدَاوُدُ بْنُ أَبِيْ هِنْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفٰى ، عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلٰوتُهُ . فَإِنْ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةً . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا ، قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ لِمَلٰئِكَتِهِ : انْظُرُوْا ، هَلْ تَجِدُوْنَ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ ؟ فَأَكْمِلُوْا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ . ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلٰى حَسَبِ ذٰلِكَ .

১৪২৬ আহমদ ইবন সা'য়ীদ দারিমী, হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ ও দাউদ ইবন আবূ হিন্দ (র)...... আবূ হুরায়রা তামীম দারী (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন বান্দার থেকে সর্ব প্রথম তার সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি সে যথাযথভাবে তা আদায় করে, তখন তা তার জন্য অতিরিক্ত হিসাবে লেখা হবে, আর যদি তা পুরোপুরি আদায় হয়ে না থাকে, তখন মহান আল্লাহ্ ফিরিশতাদের বলবেন ঃ দেখ তো, তোমরা আমার বান্দার নফল কিছু পাও কি? তার ফরযে যা

ঘাটতি হয়েছে, তোমরা তা নফল দিয়ে পূরণ করে নাও। তারপর অপরাপর আমলের হিসাবও অনুরূপভাবে নেওয়া হবে।

٢٠٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلٰوةِ النَّافِلَةِ حَيْثُ يُصَلَّى الْمَكْتُوْبَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ ফরয সালাতের স্থানে নফল আদায় করা প্রসঙ্গে

١٤٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ ، اِذَا صَلَّى . اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ، اَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ ، اَوْ عَنْ شِمَالِهِ يَعْنِي السُّبْحَةَ .

১৪২৭ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন (ফরয) সালাত আদায় করে, তখন তার একটু সামনে এগিয়ে বা পেছনে হটে, অথবা সে তার ডানে বা বামে সরে (নফল) সালাত আদায় করতে কি অপারগ?

١٤٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى . ثَنَا قُتَيْبَةُ . ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : لاَ يُصَلِّي الْاِمَامُ فِيْ مُقَامِهِ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ الْمَكْتُوْبَةَ ، حَتّٰى يَتَنَحّٰى عَنْهُ .

حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ . ثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّمِيْمِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، نَحْوَهُ .

১৪২৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)... মুগীরা ইবন ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ইমাম যে স্থানে ফরয সালাত আদায় করে, সে স্থান থেকে একটু না সরে সে যেন (নফল) সালাত আদায় না করে।

কাসীর ইবন 'উবায়দ হিমসী (র)... মুগীরা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٠٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَوْطِيْنِ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّيْ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে সালাতের স্থান নির্দিষ্ট করা প্রসঙ্গে

١٤٢٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ . ثَنَا وَكِيْعٌ . ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ . ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ . قَالاَ : ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ تَمِيْمِ بْنِ مَحْمُوْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ ؛ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَنْ ثَلاَثٍ . عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ ، وَاَنْ يُوْطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ كَمَا يُوْطِنُ الْبَعِيْرُ .

১৪২৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও আবূ বিশর বকর ইবন খালাফ (র)... 'আবদুর রহমান ইবন শিবল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন ঃ কাকের

মত ঠোকর মারা থেকে (সালাতের সিজদার সময়) হিংস্র প্রাণীর ন্যায় বাহুদ্বয় যমীনের উপর বিছানো থেকে এবং কোন লোকের সালাতের স্থান নির্দিষ্ট করা থেকে— যেমন উটের আস্তাবল নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে।

١٤٣٠ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ . ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَأْتِي اِلٰى سُبْحَةِ الضُّحٰى فَيَعْمِدُ اِلَى الْاُسْطُوَانَةِ ، دُونَ الصَّفِّ ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا . فَاَقُولُ لَهُ : اَلَا تُصَلِّي هَاهُنَا ؟ وَاُشِيرُ اِلٰى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ . فَيَقُولُ : اِنِّي رَاَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) يَتَحَرّٰى هٰذَا الْمَقَامَ .

১৪৩০ ইয়াকূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি খুঁটির নিকটে দাঁড়িয়ে দুপুরের সালাত আদায় করতেন, তবে সারিতে নয়। আমি (ইয়াযীদ) তাঁকে মসজিদের কোন স্থানের দিকে ইশারা করে বললাম ঃ আপনি এখানে সালাত আদায় করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ স্থানে সালাত আদায়ের জন্য চেষ্টা করতে দেখতাম।

٢٠٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اَيْنَ تُوضَعُ النَّعْلُ اِذَا خُلِعَتْ فِي الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত আদায়কালে জুতা খুলে কোথায় রাখবে

١٤٣١ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ . ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ ؛ قَالَ رَاَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) صَلّٰى يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَجَعَلَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ .

১৪৩১ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন সায়ী'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাত আদায় করতে দেখি, এ সময় তিনি তাঁর উভয় জুতা তাঁর বাম পাশে রাখেন।

١٤٣٢ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ . قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) : اَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ . فَاِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ . وَلَا تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِينِكَ ، وَلَا عَنْ يَمِينِ صَاحِبِكَ ، وَلَا وَرَاءَكَ ، فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلْفَكَ .

১৪৩২ ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব ও মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তুমি তোমার দু'পায়ে জুতা পরবে আর যদি তা খুলেই ফেল, তবে তা তোমার দু'পায়ের মাঝখানে রাখবে। সে দু'টি তুমি তোমার ডানে, তোমার সাথীর ডানে অথবা তোমার পেছনে রাখবে না। এতে তোমার পেছনের ব্যক্তি কষ্ট পাবে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা—২০০৫-২০০৬—প্র/৯৬৬৮ (উ)—৫২৫০